ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যাবলী

১৯৯৯-২০০০

অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যাবলী

১৯৯৯-২০০০

অর্থ বিভাগ
অর্থ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শাহ্ এ, এম, এস, কিবরিয়া
অর্থমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মুখবন্ধ

ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ অর্থনৈতিক জগতের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সেতুবন্ধ। ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমেই আজকের সঞ্চয় আগামী দিনের সম্পদে পরিণত হয়। এরাই এক দেশের ক্রেতাদের সাথে অন্য দেশের বিক্রেতাদের লেনদেন নিশ্চিত করে। উপরন্তু চিরাচরিত অর্থনীতির রূপান্তরে এদের রয়েছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা।

২। আজকের বিশ্বায়িত অর্থব্যবস্থায় সকল ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানকেই আন্তর্জাতিক বাজারে অংশ গ্রহণ করার পূর্ণ ক্ষমতা অর্জন করতে হবে। তাই বাংলাদেশের আর্থিক খাতে ঋণ শ্রেণীবিন্যাস ও সঞ্চিতির ক্ষেত্রে পর্যায়ক্রমে আন্তর্জাতিক মান প্রয়োগ করা হচ্ছে। আন্তর্জাতিক রীতিনীতি অনুসারে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের পুঁজি বৃদ্ধিরও যথাযথ উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। খেলাফি ঋণ আদায় করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের তত্ত্বাবধান নিবিড়তর করা হয়েছে এবং খেলাফি পরিচালকদের বিরুদ্ধে আইন অনুসারে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

৩। ১৯৯৮ সালের প্রলয়ংকরী বন্যার পর অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক পরিমিত সম্প্রসারণশীল মুদ্রানীতি অনুসরণ করছে। ১৯৯৯-২০০০ অর্থ বছরে ব্যাংক রেট শতকরা ৮.০০ ভাগ হতে হ্রাস করে শতকরা ৭.০০ ভাগ নির্ধারণ করা হয়েছে। এ ছাড়া বাংলাদেশ ব্যাংকে রক্ষিতব্য নগদ তহবিল মোট হারের শতকরা ৫.০০ ভাগ হতে শতকরা ৪.০০ ভাগে হ্রাস করা হয়েছে। এর ফলে সুদের হার কিছুটা কমেছে এবং অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের জন্য পর্যাপ্ত মুদ্রা সরবরাহ নিশ্চিত হয়েছে।

৪। ব্যাংক ব্যবস্থায় সুশাসন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে দু'ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। প্রথমত: ব্যাংকিং খাতে প্রতিযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১০টি নতুন ব্যাংকের নিবন্ধন দেওয়া হয়েছে। ব্যাংকসমূহের মধ্যে প্রতিযোগিতা বৃদ্ধির ফলে তাদের সেবার মান বৃদ্ধি পাবে। দ্বিতীয়ত: রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাংকসমূহে নতুন কর্মকর্তা নিয়োগ ও তাদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। ব্যাংকে মানব সম্পদ উন্নয়নের জন্য একটি দীর্ঘ মেয়াদি কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে।

৫। আর্থিক মধ্যসত্ত্বায়নের জন্য শুধু প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বৃদ্ধিই যথেষ্ট নয়; আর্থিক মধ্যসত্ত্বায়নের গুনগত উৎকর্ষ সাধনেরও ব্যবস্থা করতে হবে। এ উদ্দেশ্য সামনে রেখে বিশ্ব ব্যাংক ও তার সহযোগী আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থার সহায়তায় আর্থিক প্রতিষ্ঠান উন্নয়ন কার্যক্রম শুরু হয়েছে। এই প্রকল্পের আওতায় ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক বন্ড ও ডিবেঞ্চার ইস্যুকরণ সহ নতুন নতুন আর্থিক উপাদান (instrument) চালু করা হবে। এ প্রকল্প থেকে শিল্প খাতে মেয়াদী ঋণও মঞ্জুর করা হচ্ছে।

৬। অবশ্যই মুনাফা অর্জন ব্যাংকসমূহের একটি বড় লক্ষ্য। কিন্তু তাঁদের সামাজিক দায়িত্বও রয়েছে। আমি অত্যন্ত আনন্দের সাথে লক্ষ্য করেছি যে কৃষি ব্যাংকসমূহ উল্লেখযোগ্যভাবে কৃষি ঋণ বিতরণ ও আদায় বৃদ্ধি করেছে। আমি আশা করবো যে দেশের অন্যান্য ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহও পল্লীঅঞ্চলের দুর্বল ও অবহেলিত জনগোষ্ঠীর জন্য উদ্ভাবনমূলক ও সৃজনশীল প্রকল্প নিয়ে এগিয়ে আসবেন।

(শাহ্ এ, এম, এস, কিবরিয়া)
অর্থমন্ত্রী
অর্থ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সূচীপত্র

		পৃষ্ঠা
ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যাবলী		
ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যাবলীর সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা		i
কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঃ		
➢	বাংলাদেশ ব্যাংক	১
রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক ঃ		
➢	সোনালী ব্যাংক	১৩
➢	জনতা ব্যাংক	১৯
➢	অগ্রণী ব্যাংক	২৪
➢	রূপালী ব্যাংক লিমিটেড	৩০
স্থানীয় বেসরকারী ব্যাংক ঃ		
➢	পূবালী ব্যাংক লিমিটেড	৩৪
➢	উত্তরা ব্যাংক লিমিটেড	৩৮
➢	ন্যাশনাল ব্যাংক লিমিটেড	৪১
➢	দি সিটি ব্যাংক লিমিটেড	৪৫
➢	ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক লিমিটেড	৪৮
➢	আরব-বাংলাদেশ ব্যাংক লিমিটেড	৫২
➢	ইন্টারন্যাশনাল ফাইনান্স ইনভেস্টমেন্ট এন্ড কমার্স ব্যাংক লিমিটেড	৫৫
➢	ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড	৫৯
➢	আল বারাকা ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড	৬৫
➢	ইস্টার্ন ব্যাংক লিমিটেড	৬৭
➢	ন্যাশনাল ক্রেডিট এন্ড কমার্স ব্যাংক লিমিটেড	৭১
➢	প্রাইম ব্যাংক লিমিটেড	৭৫
➢	সাউথ ইস্ট ব্যাংক লিমিটেড	৭৯
➢	ঢাকা ব্যাংক লিমিটেড	৮২
➢	আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড	৮৫
➢	সোস্যাল ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক লিমিটেড	৮৮
➢	ডাচ বাংলা ব্যাংক লিমিটেড	৯১
➢	মার্কেন্টাইল ব্যাংক লিমিটেড	৯৪
➢	স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লিমিটেড	৯৭
➢	ওয়ান ব্যাংক লিমিটেড	১০০
➢	এক্সপোর্ট ইমপোর্ট ব্যাংক অব বাংলাদেশ লিমিটেড	১০৩
➢	বাংলাদেশ কমার্স ব্যাংক লিমিটেড	১০৬
➢	মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক লিমিটেড	১০৯
➢	ফার্স্ট সিকিউরিটি ব্যাংক লিমিটেড	১১২
➢	প্রিমিয়ার ব্যাংক লিমিটেড	১১৫
➢	ব্যাংক এশিয়া লিমিটেড	১১৭
➢	দি ট্রাস্ট ব্যাংক লিমিটেড	১২০
বিদেশী বেসরকারী ব্যাংক ঃ		
➢	আমেরিকান এক্সপ্রেস ব্যাংক	১২৫
➢	স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক	১২৭
➢	এ.এন.জেড গ্রীন্ডলেজ ব্যাংক পিএলসি	১৩০
➢	হাবিব ব্যাংক লিমিটেড	১৩৩
➢	স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়া	১৩৫
➢	ক্রেডিট এগ্রিকোল ইন্দোসুয়েজ (দি ব্যাংক)	১৩৭
➢	ন্যাশনাল ব্যাংক অব পাকিস্তান	১৪১
➢	মুসলিম কমার্শিয়াল ব্যাংক	১৪৪
➢	সিটি ব্যাংক এন.এ.	১৪৭
➢	দি ব্যাংক অব নোভা স্কোশিয়া	১৪৯
➢	হানভিট ব্যাংক লিমিটেড	১৫২
➢	দি হংকং এন্ড সাংহাই ব্যাংকিং কর্পোরেশন লিমিটেড	১৫৫
➢	ফয়সাল ইসলামী অব বাহরাইন ই.সি.	১৫৮

বিশেষায়িত ব্যাংক ঃ

		পৃষ্ঠা
➢	বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক	১৪১
➢	রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক	১৪৫
➢	বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক	১৪৯
➢	বাংলাদেশ শিল্প ঋণ সংস্থা	১৭২
➢	ব্যাংক অব স্মল ইন্ডাস্ট্রিজ এন্ড কমার্স বাংলাদেশ লিমিটেড	১৭৬
➢	আনসার ভি.ডি.পি. উন্নয়ন ব্যাংক	১৮০
➢	বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিমিটেড	১৮৩
➢	গ্রামীন ব্যাংক	১৯৫
➢	কর্মসংস্থান ব্যাংক	১৯৮

আর্থিক প্রতিষ্ঠান ঃ

➢	ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ	১৯৯
➢	বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইনান্স কর্পোরেশন	২০০
➢	সৌদি-বাংলাদেশ ইন্ডাস্ট্রিয়াল এন্ড এগ্রিকালচারাল ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানী লিমিটেড	২০৩
➢	ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট লীজিং কোম্পানী অব বাংলাদেশ	২০৭
➢	জি.এস.পি. ফাইনান্স কোম্পানী (বাংলাদেশ) লিমিটেড	২১০
➢	বাংলাদেশ ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফাইনান্স কোম্পানী লিমিটেড	২১৩
➢	বনিক বাংলাদেশ লিমিটেড	২১৬
➢	ইউ.এ.ই. বাংলাদেশ ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানী লিমিটেড	২১৮
➢	ফিনিক্স লীজিং কোম্পানী লিমিটেড	২২০
➢	বে-লীজিং এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড	২২৩
➢	প্রাইম ফাইনান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড (পি.এফ.আই.এল.)	২২৫
➢	ডেল্টা ব্র্যাক হাউজিং ফাইনান্স কর্পোরেশন লিমিটেড	২২৮
➢	ইন্টারন্যাশনাল লীজিং ফাইনান্সিয়াল সার্ভিসেস লিমিটেড	২৩০
➢	বাহরাইন-বাংলাদেশ ফাইনান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানী লিমিটেড	২৩৩
➢	ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রমোশন এন্ড ডেভেলপমেন্ট কোম্পানী অব বাংলাদেশ লিমিটেড (আই.পি.ডি.সি.)	২৩৪
➢	উত্তরা ফিনান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড	২৩৭
➢	ইউনাইটেড লীজিং কোম্পানী লিমিটেড	২৩৯
➢	পিপলস লীজিং এন্ড ফাইনান্সিয়াল সার্ভিসেস লিমিটেড	২৪১
➢	ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কোম্পানী লিমিটেড	২৪৩
➢	ন্যাশনাল হাউজিং ফাইনান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্ট	২৪৪
➢	মাইডাস ফাইনান্সিং লিমিটেড	২৪৭
➢	ফার্স্ট লীজ ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড	২৫০
➢	বাংলাদেশ ফাইনান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানী লিমিটেড	২৫১
➢	ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড	২৫৪
➢	চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ	২৫৮

ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যাবলীর সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা

অর্থনীতির ক্রমবর্ধমান বিশ্বায়নের প্রেক্ষাপটে সুস্থ ও দক্ষ আর্থিক খাত দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য একান্তভাবে অপরিহার্য। এ বিবেচনায় সরকার দেশের ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সুষ্ঠু বিকাশের লক্ষ্যে নানাবিধ সহায়ক ব্যবস্থা ও সংস্কারমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ অব্যাহত রেখেছে। দেশের অর্থনীতির বহুমুখী চাহিদা মেটানোর লক্ষ্যে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে এবং বিদ্যমান ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের শাখা সংখ্যাও বৃদ্ধি করে যাচ্ছে। একই সংগে ব্যাংকসমূহের কর্মকান্ডের পরিধি বিস্তার ও সেবার মানে ক্রমাগতভাবে উন্নতি ঘটছে।

২। ১৯৯৯-২০০০ অর্থবছরে নতুন ১০টি বেসরকারী বাণিজ্যিক ব্যাংক কার্যক্রম শুরু করেছে। নতুন ব্যাংকগুলোসহ ডিসেম্বর'৯৯ শেষে বাংলাদেশে তফসিলী ব্যাংকের সংখ্যা ৪৯টিতে দাঁড়ায়। তফসিলী ব্যাংকের মধ্যে রাষ্ট্রায়ত্ত খাতে ৪টি বাণিজ্যিক ব্যাংক, ২৭টি স্থানীয় বেসরকারী বাণিজ্যিক ব্যাংক, ১৩ টি বিদেশী বাণিজ্যিক ব্যাংক ও রাষ্ট্রায়ত্ত খাতে ৫টি বিশেষায়িত ব্যাংক অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। ২৭টি স্থানীয় বেসরকারী বাণিজ্যিক ব্যাংকের মধ্যে ৪টি ইসলামী ব্যাংক রয়েছে এবং একটি বেসরকারী ব্যাংক প্রচলিত ব্যাংকিং ব্যবস্থার পাশাপাশি ইসলামী ব্যাংকিং অব্যাহত রেখেছে। এছাড়া বিদেশী ব্যাংক গুলোর মধ্যেও একটি ইসলামী ব্যাংক অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। বাংলাদেশে কার্যরত তফসিলী ব্যাংকসমূহের বর্তমান শাখা সংখ্যা ৬০৩৮টি, যার মধ্যে শহরাঞ্চলে রয়েছে ২৪১২ টি (৩৯.৯৫%) এবং অবশিষ্ট ৩৬২৬ টি (৬০.০৫%) মফস্বলে অবস্থিত। মোট শাখার মধ্যে রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকের শাখা ৩৬১৬টি, বেসরকারী ব্যাংকের শাখা ১২১৪ টি, বিদেশী ব্যাংকের শাখা ৩১টি এবং বিশেষায়িত ব্যাংকের শাখা ১১৭৭টি। উল্লেখিত তফসিলী ব্যাংক ছাড়াও দেশে ১টি সমবায় ব্যাংক, ১টি আনসার-ভিডিপি ব্যাংক, ১টি কর্মসংস্থান ব্যাংক ও ১টি গ্রামীণ ব্যাংক রয়েছে। উল্লেখ্য, নতুন নতুন ব্যাংক প্রতিষ্ঠার ফলে ব্যাংকিং খাতে প্রতিযোগিতা বাড়ছে এবং এর ফলে ব্যাংকিং খাতের সেবাও উন্নততর হচ্ছে।

৩। দেশী বিদেশী ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে গঠিত বাংলাদেশের আর্থিক খাত দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ব্যাংকসমূহ অর্থ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে যথেষ্ট উন্নতি লাভ করেছে। আন্তঃ ব্যাংক মুদ্রাবাজারের ব্যাপক কর্মকান্ডে এর প্রতিফলন দেখা যায়। এ অবস্থা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের উপর ব্যাংকসমূহের নির্ভরশীলতা হ্রাসে উল্লেখযোগ্যভাবে সহায়ক হয়েছে। এছাড়া আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ ব্যাংকসমূহের অনুকরণে দেশীয় ব্যাংকসমূহ তাদের সেবার মান ও আর্থ ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের জন্য নতুন নতুন পদ্ধতি যথা অন-লাইন ব্যাংকিং, ATM, Money Gram, Credit Card ইত্যাদি চালু করছে যা সার্বিকভাবে দেশের ব্যাংকিং ব্যবসায়ের উন্নয়নে সহায়ক হিসেবে কাজ করছে। আধুনিক প্রযুক্তি যথা ইন্টারনেট, সুইফট ইত্যাদির মাধ্যমে বাংলাদেশের আর্থিক খাত বিশ্ব অর্থ বাজারের সাথে সম্পৃক্ত হয়েছে।

৪। ব্যাংকিং খাতের পাশাপাশি বেশ কিছু নন -ব্যাংকিং আর্থিক প্রতিষ্ঠান দেশের শিল্প, বাণিজ্য, গৃহায়ন ইত্যাদি খাতে অর্থায়নে নিয়োজিত রয়েছে। রাষ্ট্রীয় খাতে ইনভেষ্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ এবং গৃহ নির্মাণ ঋণ দান সংস্থা ছাড়াও আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন ও প্রবিধানমালার অধীনে ১৯৯৯-২০০০ অর্থবছরের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত নতুন ৩টি সহ ২২টি নন-ব্যাংকিং আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে এবং সবগুলো প্রতিষ্ঠান ইতোমধ্যে কার্যক্রম শুরু করেছে। এর মধ্যে ৯টি সম্পূর্ণ দেশীয় মালিকানাধীন, ১টি সরকারী মালিকানাধীন এবং ১২টি স্থানীয় ও বিদেশী যৌথ উদ্যোগে (১ টি বাংলাদেশ সরকার ও বিদেশী সংস্থা, ২টি বাংলাদেশ সরকার ও বিদেশী সরকার এবং ৯টি ব্যক্তি পর্যায়ের দেশী ও বিদেশী উদ্যোগে) প্রতিষ্ঠিত। তাছাড়া, আরো ২টি আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে লাইসেন্স প্রদানের প্রক্রিয়া চূড়ান্ত পর্যায়ে আছে। লাইসেন্স প্রাপ্ত আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর পরিশোধিত মূলধন ও রিজার্ভের পরিমাণ ৫৮৮৫ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৯ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত উল্লেখিত আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের বিভিন্ন খাতে অর্থায়নের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১২০৮৭ মিলিয়ন টাকা।

৫। ১৯৯৯-২০০০ অর্থবছরের প্রথম আটমাসে (ফেব্রুয়ারী, ২০০০ পর্যন্ত) ব্যাংকসমূহের মোট আমানত ৫৫৭৩২ মিলিয়ন টাকা বা শতকরা ৯.৪ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ৬৪৮০৭২ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে মোট আমানত বৃদ্ধি পেয়েছিল ৩৩৮২২ মিলিয়ন টাকা বা শতকরা ৬.৫ ভাগ। একই সময়ে তাদের মোট ঋণের স্থিতি ১৬৭৫৯ মিলিয়ন টাকা বা শতকরা ৩.৪ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ৫১১৯৮৭ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে ঋণ বৃদ্ধির পরিমাণ ছিল শতকরা ৬.৬ ভাগ। এ সময়ে বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে ব্যাংক সমূহের কর্জের পরিমাণ ৫১৭১ মিলিয়ন টাকা হ্রাস পায় যা পূর্ববর্তী বছরে ৫৭২৭ মিলিয়ন টাকা বৃদ্ধি পেয়েছিল। একই সময়ে বাংলাদেশ ব্যাংকে ব্যাংক সমূহের নগদ জমা ১৩৫৫৯ মিলিয়ন টাকা হ্রাস পায় যা পূর্ববর্তী বছরের অনুরূপ সময়ে ১৪২৩ মিলিয়ন টাকা বৃদ্ধি পেয়েছিল। আলোচ্য সময়ে ব্যাংকসমূহের তারল্য পরিস্থিতিও বেশ সন্তোষজনক ছিল। এ ধারা থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে, আলোচ্য সময়ে ব্যাংকসমূহের সামগ্রিক পরিস্থিতিতে বেশ উন্নতি ঘটেছে এবং তারা নিজস্ব সম্পদের উপর ভিত্তি করে ঋণদান কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

৬। ব্যাংকসমূহ কর্তৃক প্রদত্ত ঋণের সুদের হার কমানো এবং ঋণের প্রবাহ বৃদ্ধি তথা অর্থনীতিতে গতি সঞ্চারের লক্ষ্যে চলতি ১৯৯৯-২০০০ অর্থবছরে বাংলাদেশ ব্যাংকের পরামর্শক্রমে সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। যার মধ্যে, ব্যাংক রেট শতকরা ৮ ভাগ থেকে শতকরা ৭ ভাগে হ্রাস করণ এবং ব্যাংকসমূহের বাংলাদেশ ব্যাংকে নগদ তহবিল সংরক্ষণ (সি আর আর) এর হার তাদের মোট দায়ের শতকরা ৫ ভাগ থেকে শতকরা ৪ ভাগে হ্রাস করা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

৭। খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন তথা দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে দেশে কৃষি ঋণ বিতরণ কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। ১৯৯৯-২০০০ অর্থবছরের জন্য সরকার ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মাধ্যমে ৩৩৩১০ মিলিয়ন টাকার ঋণ বিতরণ কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। পূর্ববর্তী বছরে যার পরিমাণ ছিল ৩২৭০০ মিলিয়ন টাকা। আলোচ্য বছরের ফেব্রুয়ারী, ২০০০ পর্যন্ত (আট মাসে) মোট ১৭১৫৬ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে এবং মোট আদায়কৃত কৃষি ঋণের পরিমাণ ১৯০২৮ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। পূর্ববর্তী বছরে এর পরিমাণ ছিল ১০৩৮৪ মিলিয়ন টাকা। অর্থাৎ আদায়ের হার শতকরা ৮৩.২৪ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে।

৮। দেশের অর্থনৈতিক বুনিয়াদকে শক্তিশালীকরণের লক্ষ্যে শিল্পোন্নয়ন অত্যন্ত জরুরী। এক্ষেত্রে দেশের ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে। শিল্প খাতে পুনর্বাসন কার্যক্রম জোরদারকরণের লক্ষ্যে ১৯৯৮-৯৯ অর্থবছরে ব্যাংক সমূহকে অনুসরণের জন্য যে সব নির্দেশাবলী প্রদান করা হয় আলোচ্য সময়েও তা অব্যাহত রয়েছে। দেশের শিল্পায়নে অর্থায়ন নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে দেশীয় বাজার হতে ৫০০ কোটি টাকা আহরণের জন্য শিল্প উন্নয়ন বন্ড ছাড়া হয়েছে।

৯। ব্যাংকিং খাতে অধিকতর স্বচ্ছতা আনয়ণ এবং মূলধন ভিত্তি সুদৃঢ় করণের লক্ষ্যে ঋণের শ্রেণী বিন্যাস এবং শ্রেণী বিন্যস্ত ঋণের বিপরীতে সঞ্চিতি সংরক্ষণের বিধি বিধান আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করা হয়েছে এবং বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো সে নীতিমালা অনুযায়ী ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে শ্রেণী বিন্যাসের কাজ করছে। ব্যাংকসমূহের মূলধন পর্যাপ্ততা নিরূপনের জন্য ১৯৯৫-৯৬ সালে প্রবর্তিত ঝুঁকি ভিত্তিক সম্পদের ৮.০% মূলধন পর্যাপ্ততা ব্যবস্থার আওতায় ব্যাংকগুলো তাদের ডিসেম্বর, ১৯৯৯ এ সমাপ্ত হিসাবের ভিত্তিতে মূলধন পর্যাপ্ততা নিরূপনের কাজ সম্পন্ন করেছে। অনাদায়ী ব্যাংক ঋণ আদায় ত্বরান্বিত করার জন্য ১৯৯৮ সালে প্রতিষ্ঠিত অর্থ ঋণ আদালত ও দেউলিয়া আদালত বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর খেলাপী ঋণ সংক্রান্ত মামলার বিচার করছে।

১০। ব্যাংকসমূহ প্রচলিত ব্যাংকিং কার্যক্রমের পাশাপাশি দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচীও অব্যাহত রেখেছে। রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ কর্তৃক আলোচ্য বছরের মার্চ মাস পর্যন্ত (৯ মাস সময়ে) দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচীর আওতায় বিতরণকৃত ঋণের স্থিতি দাঁড়ায় মোট ৪০৬০ মিলিয়ন টাকা। এ কর্মসূচী মূলতঃ গ্রামীণ অর্থনৈতিক কমকান্ড সংশ্লিষ্ট বিধায় তা কর্মসংস্থান বৃদ্ধির সহায়ক এবং গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করছে।

১১। সাম্প্রতিক কালে ব্যাংকসমূহ মাইক্রো ক্রেডিটের প্রতি বেশ আগ্রহী হয়ে উঠেছে। এ সমস্ত ঋণ কার্যক্রমের সাফল্য বেশ উৎসাহজনক। বেশ কিছু ব্যাংক নিজেদের তত্ত্বাবধানে এবং নির্বাচিত এনজিওদের সহায়তায় এ সব কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

১২। দেশের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে ব্যাংকিং তথা আর্থিক খাতের যথাযথ ভূমিকা পালন নিশ্চিতকরণের স্বার্থে আর্থিক খাতে নীতি নির্ধারণ ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের জন্য চলতি দশকের শুরুতে গৃহীত আর্থিক খাত সংস্কার কর্মসূচীর মেয়াদ ডিসেম্বর'৯৬ এ শেষ হয়ে গেলেও আর্থিক খাতে সংস্কারমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ অব্যাহত আছে। ঋণ, আগাম ও আমানতের উপর সুদের হার নির্ধারণের যে ব্যবস্থা উন্মুক্ত করা হয়েছিল তা এখনও বজায় রয়েছে।

১৩। ১৯৯৯-২০০০ অর্থবছরেও গ্রামীণ ব্যাংক এবং এনজিওসমূহ পল্লী অঞ্চলে দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে বিভিন্ন আয় উৎসারী ও কর্মসংস্থানমূলক কমকান্ড অব্যাহত রেখেছে। এক্ষেত্রে কর্মসংস্থান ব্যাংকও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে। এসকল সংস্থা ক্ষুদ্র ঋণ বিতরন ও আদায়ের ক্ষেত্রকে আরো প্রসারিত করছে। ১৯৯৯-২০০০ অর্থ বছরের প্রথম নয় মাসে (মার্চ, ২০০০ পর্যন্ত) গ্রামীণ ব্যাংক ২৪৪৬ মিলিয়ন টাকা বিতরণ করে।

১৪। ব্যাংকিং খাতে মানব সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপের বাস্তবায়ন অব্যাহত রয়েছে। পাশাপাশি কর্মকর্তার জন্য পদে ব্যাংকার্স রিক্রুটমেন্ট কমিটির মাধ্যমে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার দ্বারা পর্যায়ক্রমে মেধাবী প্রার্থী নিয়োগ এবং তাদেরকে সংশ্লিষ্ট খাতে দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন ধরণের ট্রেনিং প্রদান অব্যাহত রয়েছে।

১৫। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তদারকি ও পরিদর্শন ব্যবস্থা জোরদার ও আধুনিকীকরণে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ এখনও বলবৎ রয়েছে। যেমন- CAMEL RATING পদ্ধতির মাধ্যমে সমস্যাসংকুল ব্যাংকগুলোকে আগাম সতর্ককরণ, সমস্যায় পতিত ব্যাংকের কার্যক্রমে সতর্ক পর্যবেক্ষনে রাখা এবং সে অনুসারে পদক্ষেপ নেয়া, বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে বৃহদাংকের ঋণ প্রদানে প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্বনে পরামর্শ দেয়া, অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক মোট দায়ের ২.৫% আইনানুগ নগদ সম্পদ হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংকে সংরক্ষণ এবং খেলাপী ঋণ সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদি সরবরাহকরণ ইত্যাদি। বাংলাদেশ ব্যাংকের কাঠামোগত পুনর্বিন্যাস, প্রশাসনিক সংস্কার এবং তদারকী ও পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা আরও জোরদারকরার জন্য বিশ্ব ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় "Central Bank Technical Assistance project" (CB-TA) নামে একটি প্রকল্প গ্রহণ কর্তৃপক্ষের বিবেচনাধীন রয়েছে।

১৬। এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের সহায়তায় পুঁজি বাজার উন্নয়ন কর্মসূচী বাস্তবায়নের সর্বশেষ পর্যায়ে রয়েছে। শীঘ্রই পাঁচটি আইন সংশোধনের প্রস্তাব জাতীয় সংসদ কর্তৃক বিবেচিত হবে। উপরন্তু কেন্দ্রীয় ডিপোজিটরি সিষ্টেম প্রতিষ্ঠার জন্য আইন পাশ করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটি চালু করার জন্য চূড়ান্ত প্রস্তুতি চলছে।

১৭। একটি বলিষ্ঠ, সুসংহত ও আধুনিক ব্যাংকিং ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে সরকার অংগীকারাবদ্ধ। ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মকান্ডে গতি সঞ্চার করার লক্ষ্যে সরকারী প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। এ ক্ষেত্রে দেশের সর্বস্তরের জনগণ, বিশেষকরে ঋণ গ্রহীতাদের সহযোগিতা একান্তভাবে আবশ্যক। আশা করা যায়, বিদ্যমান সমস্যাসমূহ অতিক্রম করে সকলের সম্মিলিত সহযোগিতা ও প্রচেষ্টায় ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ জাতীয় অর্থনীতিতে অধিকতর কার্যকরী ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।

(ডঃ আকবর আলি খান)
সচিব
অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলী

কেন্দ্রীয় ব্যাংক

বাংলাদেশ ব্যাংক

বাংলাদেশ ব্যাংক প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে অর্থ ব্যবস্থাপনা এবং ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সার্বিক তদারকির দায়িত্বে নিয়োজিত। নোট ইস্যুকরণ, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ সংরক্ষণ এবং সরকারের যাবতীয় লেনদেন ছাড়াও বাংলাদেশ ব্যাংক সরকারের ঘনিষ্ট সহযোগিতায় দেশের মুদ্রানীতি প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়নের দায়িত্ব পালন করে থাকে। মুদ্রানীতির মূল উদ্দেশ্য যথাঃ (১) অর্থনৈতিক উন্নয়ন, (২) টাকার অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক মূল্যমান স্থিতিশীলকরণ, (৩) মূল্যস্তর যুক্তিযুক্ত পর্যায়ে স্থিতিশীল রাখা এবং (৪) দীর্ঘ মেয়াদে দেশের উৎপাদন ক্ষমতা ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করে। দেশের ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের উন্নয়ন সাধনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ ছাড়াও বাংলাদেশ ব্যাংক মুদ্রা বাজারের উন্নয়ন ও গভীরতা সাধনের জন্য সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করে থাকে। গভর্নর সহ ৯ (নয়) সদস্য বিশিষ্ট একটি পরিচালনা পর্ষদ বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকান্ড পরিচালনা করে থাকে। প্রধান কার্যালয় ছাড়াও বাংলাদেশ ব্যাংকের ঢাকায় দু'টি এবং চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, বগুড়া, সিলেট, রংপুর ও বরিশালে একটি করে শাখা রয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের ১৯৯৮-৯৯ সালের স্থিতিপত্র সংযোজনী-১এ দেখানো হল।

অর্থ সরবরাহ

১৯৯৯-২০০০ অর্থ বছরের প্রথম আট মাসে (জুলাই '৯৯ - ফেব্রুয়ারী ২০০০ পর্যন্ত) সংকীর্ণ অর্থ সরবরাহ (ন্যারো মানি এম-১) ১৩৬৮৯ মিলিয়ন টাকা (৭.৯%) বৃদ্ধি পেয়ে ২০০০ সালের ফেব্রুয়ারী শেষে ১৮৬১৮৩ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়, যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময়কালে বৃদ্ধি পেয়েছিল ৫২৩৭ মিলিয়ন টাকা (৩.৩%)। আলোচ্য অর্থ বছরের এই সময়কালে ব্যাপক অর্থ সরবরাহ (ব্রড মানি এম-২) ৬৪৯৮২ মিলিয়ন টাকা (১০.৩%) বৃদ্ধি পেয়ে ৬৯৫২৪৯ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়, পূর্ববর্তী বছরের অনুরূপ সময়কালে যা বৃদ্ধি পেয়েছিল ৩৪৭৯৯ মিলিয়ন টাকা (৬.২%)। একই সময়ে রিজার্ভ মুদ্রা ৫৪১০ মিলিয়ন টাকা (৩.৭%) বৃদ্ধি পেয়ে ১৫২৮৩৭ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়, যা পূর্ববর্তী বছরের অনুরূপ সময়কালে বৃদ্ধি পেয়েছিল ৩৩৮ মিলিয়ন টাকা (০.২%)।

আলোচ্য বছরে অর্থের গুণক জুন, ১৯৯৯ শেষের ৪.২৮ হতে বৃদ্ধি পেয়ে ফেব্রুয়ারী, ২০০০ শেষে ৪.৫৫ এ দাঁড়ায়। মুদ্রা/ আমানত অনুপাত জুন, ১৯৯৯ শেষের ০.১৬০ হতে কিঞ্চিত বৃদ্ধি পেয়ে ফেব্রুয়ারী, ২০০০ শেষে ০.১৬৫ এ দাঁড়ায় এবং রিজার্ভ/আমানত অনুপাত ০.১১১ হতে হ্রাস পেয়ে ০.০৯১ এ দাঁড়ায়।

আলোচ্য অর্থ বছরের প্রথম আট মাসে ব্যাপক অর্থ সরবরাহের উপাদানসমূহের মধ্যে ব্যাংক বহির্ভূত মুদ্রা ১১৯১০ মিলিয়ন টাকা (১৩.৭%) বৃদ্ধি পেয়ে ০০৯৮৭৭৬ মিলিয়ন টাকায়, মেয়াদী আমানত ৫১২৯৩ মিলিয়ন টাকা (১১.২%) বৃদ্ধি পেয়ে ৫০৯০৬৬ মিলিয় টাকায় এবং তলবী আমানত ১৭৭৯ মিলিয়ন টাকা (২.১%) বৃদ্ধি পেয়ে ৮৭৪০৭ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। পূর্ববর্তী অর্থ বছরের একই সময় কালে ব্যাংক বহির্ভূত মুদ্রা ৪০১৫ মিলিয়ন টাকা (৪.৯%), মেয়াদী আমানত ২৯৫৬২ মিলিয়ন টাকা (৭.৪%) এবং তলবী আমানত ১২২২ মিলিয়ন টাকা (১.৬%) বৃদ্ধি পেয়েছিল। ২০০০ সালের ফেব্রুয়ারী মাস শেষে ব্যাপক অর্থ সরবরাহের মধ্যে ব্যাংক বহির্ভূত মুদ্রার পরিমাণ শতকরা ১৪ ভাগ, তলবী আমানতের পরিমাণ শতকরা ১৩ ভাগ এবং মেয়াদী আমানতের পরিমাণ শতকরা ৭৩ ভাগ-এ দাঁড়ায়, যা ১৯৯৯ সালের ফেব্রুয়ারী শেষে ছিল যথাক্রমে শতকরা ১৫ ভাগ, শতকরা ১৩ ভাগ এবং শতকরা ৭২ ভাগ। ১ নম্বর এবং ২ নম্বর সারণিতে অর্থ সরবরাহ সংক্রান্ত পরিসংখ্যান দেখানো হল।

১৬ জানুয়ারী, ২০০০ তারিখে এশিয়ান ক্লিয়ারিং ইউনিয়নের টেকনিক্যাল কমিটির সভায় বক্তব্য রাখছেন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ডঃ মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন

অর্থ সরবরাহ

সারণি-১

(মিলিয়ন টাকায়)

বছর/মাস	ব্যাংক বহির্ভূত মুদ্রা	তলবী আমানত	সংকীর্ণ অর্থ সরবরাহ	পরিবর্তন	মেয়াদী আমানত	ব্যাপক অর্থ সরবরাহ	পরিবর্তন
১৯৯৮							
মার্চ	৮১৫৫২	৭১৪২৩	১৫২৯৭৫	+৩৪২	৩৭৭৪৯৪	৫৩০৪৬৯	-৫৯৭৫
জুন	৫১৫৩৩	৭৭৩৫২	১৫৮৮৮৫	+৫৯১০	৩৯৯৮০৬	৫৫৮৬৯১	+২৮২২২
সেপ্টেম্বর	৮৩৩২৬	৭২২৪৪	১৫৫৫৭০	-৩৩১৫	৪০৮২১৯	৫৬৩৭৮৯	+৫০৯৮
ডিসেম্বর	৮০৭৫৬	৮৩২১৫	১৬৩৯৭১	+৮৪০১	৪৩৩৫৮৫	৫৯৭৫৫৬	+৩৩৭৬৭
১৯৯৯							
মার্চ	৯০৪৩৭	৭৬৪৯৫	১৬৬৯৩২	+২৯৬১	৪৩২৮১৫	৫৯৯৭৪৭	+২১৯১
জুন	৮৬৮৬৬	৮৫৬২৮	১৭২৪৯৪	+৫৫৬২	৪৫৭৭৭৩	৬৩০২৬৭	+৩০৫২০
সেপ্টেম্বর	৯০০১৫	৮০০৩৩	১৭০০৪৮	-২৪৪৬	৪৭৬৪৯১	৬৪৬৫৩৯	+১৬২৭২
ডিসেম্বর	৯৩৮১৯	৯১০৫৫	১৮৪৮৭৪	+১৪৮৭৭	৫০৪৯৬৭	৬৮৯৮৪১	+৪৩৩৫৩
২০০০							
ফেব্রুয়ারী	৯৮৭৭৬	৮৭৪০৭	১৮৬১৮৩	+১৩০৯	৫০৯০৬৬	৬৯৫২৪৯	+৫৪০৮

নোট : তলবী ও মেয়াদী আমানতে ব্যাংক সমূহে গচ্ছিত সরকারী আমানত এবং আন্তঃব্যাংক লেনদেন অন্তর্ভূক্ত নয়। তলবী আমানতে বাংলাদেশ ব্যাংকে গচ্ছিত অ-তফসিলী ব্যাংকসমূহের আমানত অন্তর্ভূক্ত। উৎস : পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

সারণি-২

ব্যাপক অর্থ সরবরাহ (এম-২) ও বিভিন্ন অংশের শতকরা হার

(মিলিয়ন টাকায়)

বছর / মাস	ব্যাপক অর্থ সরবরাহ (এম-২) ব্যাংক বহির্ভূত মুদ্রার শতকরা হার	অর্থ সরবরাহে (এম-২) ব্যাংক বহির্ভূত মুদ্রার শতকরা হার	অর্থ সরবরাহে (এম-২) মেয়াদী তলবী শতকরা হার	অর্থ সরবরাহে (এম-২) মেয়াদী আমানতের শতকরা হার
১৯৯৮				
মার্চ	৫৩০৪৬৯	১৫.৩৭	১৩.৪৭	৭১.১৬
জুন	৫৫৮৬৯১	১৪.৫৯	১৩.৮৫	৭১.৫৬
সেপ্টেম্বর	৫৬৩৭৮৯	১৪.৭৮	১২.৮১	৭২.৪১
ডিসেম্বর	৫৯৭৫৫৬	১৩.৫১	১৩.৯৩	৭২.৫৬
১৯৯৯				
মার্চ	৫৯৯৭৪৭	১৫.০৮	১২.৭৫	৭২.১৭
জুন	৬৩০২৬৭	১৩.৭৮	১৩.৫৯	৭২.৬৩
সেপ্টেম্বর	৬৪৬৫৩৯	১৩.৯২	১২.৩৮	৭৩.৭০
ডিসেম্বর	৬৮৯৮৪১	১৩.৬০	১৩.২০	৭৩.২০
২০০০				
ফেব্রুয়ারী	৬৯৫২৯	১৪.২১	১২.৫৭	৭৩.২২

উৎস : পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

১৯৯৯-২০০০ অর্থ বছরের প্রথম আট মাসে সংকীর্ণ অর্থ সরবরাহ বৃদ্ধির কারণসমূহ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, সরকারী খাতে (রাষ্ট্রায়ত্ত খাতসহ) ও বেসরকারী খাতে যথাক্রমে ৩৩৯৯৯ মিলিয়ন টাকা ও ২২২৪৩ মিলিয়ন টাকা ঋণ বৃদ্ধি এবং বৈদেশিক খাতে (নীট) ১২৮৫১ মিলিয়ন টাকা উদ্বৃত্ত অর্থ সরবরাহ বৃদ্ধিতে সম্প্রসারণমূলক প্রভাব রাখে। তবে, মেয়াদী আমানত ৫১২৯৩ মিলিয়ন টাকা বৃদ্ধি, অন্যান্য পরিসম্পদ ৪১১১ মিলিয়ন টাকা হ্রাস উক্ত সম্প্রসারণমূলক প্রভাব অনেকাংশে রোধ করে।

১৯৯৯-২০০০ অর্থ বছরের ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত সংকীর্ণ অর্থ সরবরাহ পরিবর্তনের কারণসমূহের বিশ্লেষণ সারণি-৩-এ দেখানো হল।

সারণি- ৩

অর্থ সরবরাহ পরিবর্তনের কারণ সূচক উপাদানসমূহ

(মিলিয়নটাকায়)

বিবরণ	জুন ১৯৯৮ হতে ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৯	জুন ১৯৯৯ হতে ফেব্রুয়ারী, ২০০০
ব্যাংক বহির্ভূত মুদ্রা	+৪০১৫	+১১৯১০
তলবী আমানত	+১২২২	+১৭৭৯
মোট অর্থ সরবরাহের পরিবর্তন	+৫২৩৭	+১৩৬৮৯
কারণসূচক উপাদান সমূহ ঃ		
সম্প্রসারণ (+)		
সংকোচন (-)		
১। সরকারী খাত (রাষ্ট্রায়ত্ত খাতসহ)	+২১২৯২	+৩৩৯৯৯
(ক) সরকারী খাত (নীট)	+২০৫৮৬	+৩৩৩৬৩
(খ) রাষ্ট্রায়ত্ত খাত	+৭০৬	+৬৩৬
২। বেসরকারী খাত	+২৭৬০৯	+২২২৪৩
৩। মেয়াদী আমানত (বৃদ্ধি) (-)	-২৯৫৬২	-৫১২৯৩
৪। বৈদেশিক খাত (নীট)	-১০৯০৭	+১২৮৫১
৫। অন্যান্য পরিসম্পদ (নীট)	-৩১৯৫	-৪১১১
মোট	+৫২৩৭	+১৩৬৮৯

ব্যাংক আমানত

১৯৯৯-২০০০ অর্থ বছরের প্রথম আট মাসে ব্যাংকসমূহের মোট আমানতের পরিমাণ (আন্তঃব্যাংক বাদে) ৫৫৭৩২ মিলিয়ন টাকা (৯.৪%) বৃদ্ধি পেয়ে ২০০০ সালের ফেব্রুয়ারী মাস শেষে ৬৪৮০৭২ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। পূর্ববর্তী অর্থ বছরের একই সময়ে মোট ব্যাংক আমানতের পরিমাণ ৩৩৮২২ মিলিয়ন টাকা (৬.৫%) বৃদ্ধি পেয়েছিল। আলোচ্য সময়কালে মোট ব্যাংক আমানতের মধ্যে মেয়াদী আমানত ৫১২৯৩ মিলিয়ন টাকা (১১.২%), সরকারী আমানত ১৩৬১ মিলিয়ন টাকা (২.৮%) এবং তলবী আমানত ১৭৭৯ মিলিয়ন টাকা (২.১%) বৃদ্ধি পায়। পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে মেয়াদী আমানত ২৯৫৬২ মিলিয়ন টাকা (৭.৪%), সরকারী আমানত ৩০৩৩ মিলিয়ন টাকা (৭.৩%) এবং তলবী আমানত ১২২২ মিলিয়ন টাকা (১.৬%) বৃদ্ধি পেয়েছিল। সারণি- ৪ এ আমানতের পরিমাণ দেয়া হয়েছে।

ব্যাংক আমানত

সারণি-৪

(মিলিয়ন টাকায়)

মাস/ বছর	মোট আমানত	মোট আমানতের পরিবর্তন	মোট আমানতের উপর তলবী আমানতের শতকরা হার	মোট আমানতের উপর মেয়াদী আমানতের শতকরা হার	মোট আমানতের উপর সরকারী আমানতের শতকরা হার
১৯৯৮					
মার্চ	৪৮৬৮৪০	-১৩১৩২	১৪.৬৭	৭৭.৫৪	৭.৭৯
জুন	৫১৮৯০৪	+৩২০৬৪	১৪.৯১	৭৭.০৫	৮.০৪
সেপ্টেম্বর	৫২৩৬৮৩	+৪৭৭৯	১৩.৮০	৭৭.৯৫	৮.২৫
ডিসেম্বর	৫৬৬৯১৩	+৪৩২৩০	১৪.৬৮	৭৬.৪৮	৮.৮৩
১৯৯৯					
মার্চ	৫৫৪৮৪৬	+১২০৬৭	১৩.৭৯	৭৮.০১	৮.২০
জুন	৫৯২৩৪০	+৩৭৪৯৪	১৪.৪৬	৭৭.২৮	৮.২৬
সেপ্টেম্বর	৬০৫৬৬৩	+১৩৩২৩	১৩.২১	৭৮.৬৭	৮.১১
ডিসেম্বর	৬৪৮৯৫৭	+৪৩২৯৪	১৪.০৩	৭৭.৮১	৮.১৫
২০০০					
ফেব্রুয়ারী	৬৪৮০৭২	-৮৮৫	১৩.৪৯	৭৮.৫৫	৭.৭৬

* তলবী ও মেয়াদী আমানতে সরকারী আমানত অন্তর্ভুক্ত নয়।

নোট ঃ মোট আমানতে আন্তঃব্যাংক আমানত অন্তর্ভুক্ত নয়।

উৎস ঃ পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

ব্যাংক ঋণ

তফসিলী ব্যাংকসমূহ কর্তৃক ১৯৯৯-২০০০ অর্থ বছরের প্রথম আট মাসে প্রদত্ত ঋণের স্থিতির পরিমাণ (আন্তঃব্যাংক বাদে) ১৬৭৫৯ মিলিয়ন টাকা (৩.৪%) বৃদ্ধি পেয়ে ২০০০ সালের ফেব্রুয়ারী শেষে ৫১১৯৮৭ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। পূর্ববর্তী বছরের অনুরূপ সময়কালে ব্যাংক ঋণের পরিমাণ ২৮৯৬০ মিলিয়ন টাকা (৬.৬%) বৃদ্ধি পেয়ে ৪৬৯৭৩৯ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছিল। আলোচ্য সময়ে (ফেব্রুয়ারী, ২০০০ পর্যন্ত) মোট ব্যাংক ঋণের মধ্যে বেসরকারী খাতে ২৪৪২২ মিলিয়ন টাকা (৫.৪%) বৃদ্ধি পেয়ে ৪৭২৭৪৯ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। পক্ষান্তরে, সরকারী খাতে (রাষ্ট্রায়ত্ত খাতসহ) ৭৬৬৩ মিলিয়ন টাকা (১৬.৩%) হ্রাস পেয়ে ৩৯২৩৮ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে বেসরকারী খাতে ঋণ বৃদ্ধি পায় ২৭১৪৬ মিলিয়ন টাকা (৬.৯%) এবং সরকারী খাতে ব্যাংক ঋণ বৃদ্ধি পায় ১৮১৪ মিলিয়ন টাকা (৩.৯%)। সারণি- ৫ এ খাতওয়ারী ব্যাংক ঋণের পরিমাণ ও ঋণ প্রবাহের চিত্র দেখানো হয়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংক ও বিশ্ব ব্যাংকের যৌথ উদ্যোগে আর্থিক প্রতিষ্ঠান উন্নয়ন প্রকল্প চালুকরণ উপলক্ষে দু'দিনব্যাপি এক কর্মশালায় বাংলাদেশ ব্যাংকের গর্ভনর ডঃ মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন (ডানে) ও বিশ্ব ব্যাংকের আবাসিক প্রতিনিধি মিঃ ফ্রেডারিক টি ট্যাপ্পেলকে দেখা যাচ্ছে।

সারণি- ৫

ব্যাংক ঋণ*

(মিলিয়ন টাকায়)

মাস/ বছর	সরকারী খাতে ব্যাংক ঋণ	বেসরকারী খাতে ব্যাংক ঋণ	মোট ব্যাংক ঋণ	মোট ব্যাংক ঋণের পরিবর্তন
১৯৯৮				
মার্চ	৪৪০৬৬	৩৭৭৬০২	৪২১৬৬৮	+৭১৬
জুন	৪৫৯৫৭	৩৯৪৮২২	৪৪০৭৭৯	+১৯১১১
সেপ্টেম্বর	৪৫২২৮	৪০০৩৫৬	৪৪৫৫৮৪	+৪৮০৫
ডিসেম্বর	৪৫৪১০	৪২৬৩০৭	৪৭১৭১৭	+২৬১৩৩
১৯৯৯				
মার্চ	৪৬২৬৪	৪৩১২৬৮	৪৭৭৫৩২	+৫৮১৫
জুন	৪৬৯০১	৪৪৮৩২৭	৪৯৫২২৮	+১৭৬৯৬
সেপ্টেম্বর	৪৭৪৯০	৪৪৬৪১৩	৪৯৩৯০৩	-১৩২৫
ডিসেম্বর	৪৩৮৯২	৪৭০৬৯০	৫১৪৫৮২	+২০৬৭৯
২০০০				
ফেব্রুয়ারী	৩৯২৩৮	৪৭২৭৪৯	৫১১৯৮৭	-২৫৯৫

* বৈদেশিক বিল এবং আন্তঃব্যাংক লেনদেন বাদে। উৎস ঃ পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

শহর ও পল্লী এলাকায় আমানত ও আগামের অংশ

পল্লী ও শহর এলাকার মধ্যে আমানত সংগ্রহ ও আগাম প্রবাহের ক্ষেত্রে সামান্য পরিবর্তন দেখা যায়। আলোচ্য অর্থ বছরে পল্লী এলাকায় আমানত সংগ্রহের পরিমান গত বছরের তুলনায় সামান্য হ্রাস পেলেও আগামের প্রবাহ কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৯০ সালে মোট আমানতে পল্লী আমানতের অংশ ছিল শতকরা ২০.৪ ভাগ যা বিভিন্ন সময়ে উঠানামা করে ১৯৯৯ সালের জুন শেষে বৃদ্ধি পেয়ে শতকরা ২২.৮ ভাগে দাঁড়িয়েছে। পক্ষান্তরে, উক্ত সময়কালে মোট আগামে পল্লীর অংশ শতকরা ২৪.০ ভাগ হতে বিভিন্ন সময়ে উঠানামর মাধ্যমে শতকরা ১৭.৩ ভাগে এসে দাঁড়িয়েছে। পল্লী ও শহর এলাকার আমানত ও আগামের বছর ভিত্তিক গতিধারা সারণি- ৬ এ দেয়া হল।

সারণি-৬

শহর ও পল্লী এলাকায় আগাম ও আমানত

শতকরা হার

বছর (জুন শেষের অবস্থা)	আগাম		আমানত	
	পল্লী	শহর	পল্লী	শহর
১৯৯০	২৪.০০	৭৬.০০	২০.৩৬	৭৯.৬৪
১৯৯১	২১.৯১	৭৮.০৯	২১.৪৫	৭৮.৫৫
১৯৯২	১৫.৯৫	৮০.০৫	২১.৫২	৭৮.৪৮
১৯৯৩	১৯.০৩	৮০.৯৭	২১.৭৬	৭৮.২৪
১৯৯৪	১৯.৮৬	৮০.১৪	২২.১১	৭৭.৮৯
১৯৯৫	১৯.৭১	৮০.২৯	২১.৯৭	৭৮.০৩
১৯৯৬	১৯.৭০	৮০.৩০	২২.৭০	৭৭.৩০
১৯৯৭	১৮.৬৪	৮১.৩৬	২২.৬৮	৭৭.৩২
১৯৯৮	১৬.৯৩	৮৩.০৭	২২.৮৮	৭৭.১২
১৯৯৯	১৭.৩২	৮২.৬৮	২২.৭৮	৭৭.২২

নগদ রিজার্ভ সংরক্ষণ আবশ্যকতা

১লা অক্টোবর ১৯৯৯ তারিখ থেকে তফসিলী ব্যাংক সমূহ কর্তৃক বাংলাদেশ ব্যাংকে নগদ তহবিল সংরক্ষণের হার (CRR) তাদের মোট দায় (তলবী ও মেয়াদী আমানত) এর শতকরা ৫ ভাগ হতে হ্রাস করে শতকরা ৪ ভাগে নির্ধারিত হয়েছে।

তরল সম্পদ সংরক্ষণ আবশ্যকতা

ইসলামী শরিয়ত ভিত্তিক এবং বিশেষায়িত ব্যাংক গুলো ব্যতীত ব্যাংকিং কোম্পানীসমূহ কর্তৃক সংরক্ষিতব্য তরল সম্পদ-এর হার তাদের মোট দায় (তলবী ও মেয়াদী আমানত) এর ২০ শতাংশে অপরিবর্তিত রয়েছে। ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ, আল বারাকা ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ, আল আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিঃ এবং সোস্যাল ইনভেষ্টমেন্ট ব্যাংক লিঃ কর্তৃক আইনানুগ তরল সম্পদ সংরক্ষণের হার তাদের মোট দায়ের ১০ শতাংশে অপরিবর্তিত রয়েছে। অপরদিকে, বিশেষায়িত ব্যাংক গুলোকে তরল সম্পদ সংরক্ষণের দায় হতে প্রদত্ত অব্যাহতি আলোচ্য সময়েও বলবৎ রয়েছে।

১৯৯৯-২০০০ অর্থ বছরে দেশের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে কাঙ্খিত গতি সঞ্চারের লক্ষ্যে ব্যাংকিং, মুদ্রা ও ঋণ নীতি পরিচালিত হয়। এ লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক গৃহীত উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপসমূহ হলোঃ

১) ব্যাংকসমূহ কর্তৃক প্রদত্ত ঋণের সুদের হার কমানো এবং ঋণের প্রবাহ বৃদ্ধি তথা অর্থনীতিতে গতি সঞ্চারের লক্ষ্যে ২৯ আগস্ট '৯৯ হতে ব্যাংক রেট কমিয়ে শতকরা ৮ ভাগ হতে শতকরা ৭ ভাগে নির্ধারণ করা হয়েছে।

২) ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের (মেয়াদী ঋণ) এবং কৃষি ঋণের উপর বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত সুদ পরিসীমা (Interest Band) যথাক্রমে ১২ ও ২৬ জুলাই '৯৯ তারিখ হতে প্রত্যাহার করা হয়েছে। অর্থাৎ এখন হতে কেবল মাত্র গুন্তনী ঋণের উপর নির্ধারিত সুদের হারের পরিসীমা (৮%-১০%) ব্যতীত অন্যান্য খাতে সুদের হার ব্যাংকসমূহ নিজেরাই উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে নির্ধারণ করতে পারবে। এছাড়া, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প খাতে প্রদত্ত ঋণের বিপরীতে বিদ্যমান সুদ ভুর্তুকীও ১২ জুলাই '৯৯ তারিখ হতে প্রত্যাহার করা হয়েছে।

৩) ঋণ শ্রেণীবিন্যাস ও প্রভিশনিং সংক্রান্ত নীতিমালা পর্যায়ক্রমে আর্ন্তজাতিক মানে উন্নীতকরণের লক্ষ্যে ঋণ শৃঙ্খলা জোরদারকরণের পাশাপাশি ঋণ শ্রেণীবিন্যাস ও প্রভিশনিং এর জন্য সংশোধিত ও সহজীকৃত সুস্পষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে।

৪) ব্যাংক সংস্কার কর্মসূচীর আওতায় সংস্কারকালে ও সংস্কার পরবর্তীকালে ঋণের মানোন্নয়নে কি প্রভাব পড়ছে তা পরিবীক্ষণের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।

৫) ঋণের আসল ও সুদ স্থিতি পৃথকভাবে প্রদর্শনের লক্ষ্যে নিউ লোন লেজার চালু করার জন্য ব্যাংকগুলোকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

৬) Insider Lending বন্ধসংগত পর্যায়ে রাখার উদ্দেশ্যে নিম্নোক্ত নির্দেশ জারী করা হয়েছে ঃ

(ক) ব্যাংক পরিচালকগণ নিজ নামে ধারণকৃত শেয়ারের শতকরা ৫০ ভাগের অধিক ঋণ নিতে পারবেনা এবং ঋণ গ্রহণ করতে হলে ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ ও সাধারণ সভার অনুমোদন আবশ্যক হবে।

(খ) Insider Lending-এ স্বচ্ছতা আনয়নের লক্ষ্যে ব্যাংকগুলোকে পরিচালকবৃন্দ কর্তৃক গৃহীত ঋণের পরিমাণ স্থিতিপত্রে প্রদর্শনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

৭) অভ্যন্তরীণ সম্পদ আহরণের লক্ষ্যে ১৯-১০-৯৮ তারিখ থেকে ৩০-৬-৯৯ তারিখ পর্যন্ত সঞ্চয়পত্রের সুদ বা মুনাফার উপর শতকরা ২ ভাগ অতিকর আদায় করা হয়। এছাড়া, উক্ত সময়ে ব্যাংক ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সংরক্ষিত স্থায়ী ও মেয়াদী আমানতের সুদ বা মুনাফার উপর শতকরা ২ ভাগ অতিকর (Surcharge) আদায় করা হয়।

বন্যাত্তোর পুনর্বাসন কার্যক্রম

১৯৯৮-৯৯ অর্থ বছরের শুরুতে ভয়াবহ বন্যায় দেশের কৃষি ও শিল্প খাত ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় তা পুনর্বাসনের জন্য যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল তা ১৯৯৯-২০০০ সালেও অব্যাহত রয়েছে।

কৃষি খাত

কৃষি খাতে পুনর্বাসন কার্যক্রম ত্বরান্বিতকরণের লক্ষ্যে ব্যাংকসমূহকে অনুসরণের জন্য জারীকৃত নির্দেশাবলী যা ১৯৯৯-২০০০ অর্থ বছরেও অব্যাহত রয়েছে সেগুলো হলোঃ

(ক) বকেয়া ঋণ প্রদানে ব্যর্থতাজনিত কারণে ঋণ প্রাপ্তি থেকে কৃষকরা যেন বঞ্চিত না হয় সে লক্ষ্যে ১৯৯৭-৯৮ অর্থ বছরে ও ১৯৯৮-৯৯ অর্থ বছরে বন্যার পূর্বে গৃহীত ১৫ হাজার টাকা পর্যন্ত বকেয়া কৃষি ঋণ পুন ঃ তফসিল করে ঋণ প্রদানের জন্য ব্যাংকগুলোকে পরামর্শ দেয়া হয়েছে। তাছাড়াও ১৯৯৬-৯৭ ও তৎপূর্বে গৃহীত বকেয়া ঋণের

বিপরীতে মামলা দায়ের না হয়ে থাকলে সে সমস্ত ঋণ গ্রহীতাদের ঋণ পুনঃতফসিল করে পনরায় ঋণ প্রদানের জন্য পরামর্শ দেয়া হয়েছে।

(খ) ঋণ বিতরণ ও আদায়ের ব্যাপারে ব্যাংকের কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ নিষ্পত্তির জন্য প্রতিটি ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে /আঞ্চলিক কার্যালয়ে "অভিযোগ সেল" গঠন করার জন্য পরামর্শ দেয়া হয়েছে এবং দ্রুততম সময়ে সেগুলো নিষ্পত্তির জন্য বলা হয়েছে।

(গ) ক্ষুদ্র, প্রান্তিক ও বর্গাচাষীদের ঋণ প্রদানের শর্তাবলী সহজীকরণ করে অর্থাৎ নিবিড় তত্ত্বাবধানপূর্বক জামানত বিহীন ঋণ প্রদানের জন্য ব্যাংকগুলোকে পরামর্শ দেয়া হয়েছে এবং বর্গাচাষী সনাক্তকরণে জমির মালিক বা তৃতীয় পক্ষের গ্যারান্টি গ্রহণের শর্ত পরিহার করতে বলা হয়েছে।

(ঘ) নদী ভাঙ্গনে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের ঐ জমির বিপরীতে প্রদত্ত ঋণের দায় হতে অব্যাহতি প্রদানের জন্য ব্যাংকগুলোকে পরামর্শ দেয়া হয়েছে। এছাড়া, বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত পান, কলা ও আনারস চাষীদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ঋণ প্রদানের জন্য বলা হয়েছে।

(ঙ) বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্পের ঋণের কিস্তি স্থগিত করে পুনঃ তফসিলকরণের মাধ্যমে নতুন করে ঋণ প্রদান করতে বলা হয়েছে।

এয়াড়াও, আলোচ্য বছরে ব্যাংকসমূহকে অনুসরণের জন্য নিম্নলিখিত নির্দেশাবলী প্রদান করা হয় ঃ

(ক) কৃষি ঋণ বিতরণের সমস্ত কার্যাবলী তদারকী তথা উদ্ভুত যে কোন সমস্যা সমাধানের জন্য প্রতিটি ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে একজন মহাব্যবস্থাপকের উপর দায়িত্ব ন্যস্ত করার পরামর্শ দেয়া হয়েছে এবং তার নাম, ঠিকানা ও টেলিফোন নম্বর জেলা প্রশাসকদের জানাতে ও পত্র-পত্রিকায় প্রকাশ করতে বলা হয়েছে।

(খ) কৃষি ঋণ সংক্রান্ত জেলা, থানা ও ইউনিয়ন পর্যায়ের কমিটিগুলোকে পুনরায় সক্রিয় (**Re-active**)করার লক্ষ্যে জেলা প্রশাসকদের ও লীড ব্যাংকের প্রধানদের পরামর্শ দেয়া হয়েছে।

তাছাড়া, কৃষি ঋণ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতিতে উদ্ভুত যে কোন সমস্যা ও তা সমাধানের বিষয়ে নীতিগত বা পদ্ধতিগত যে কোন পরামর্শ/ নির্দেশ প্রদানের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক-এর ডেপুটি গভর্ণর মহোদয়ের নেতৃত্বে বিভাগীয় কর্মকর্তাগণ নিরবচ্ছিন্নভাবে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে। প্রতি মাসের ব্যাংকার্স সভায় ঋণ বিতরণ ও আদায়ের ক্ষেত্রে উদ্ভুত সমস্যাদি আলোচনা করা হয় এবং তাৎক্ষণিকভাবে তার সমাধান দেয়া হয়।

শিল্প খাত

শিল্প খাতে পুনর্বাসনের কার্যক্রম জোরদারকরণের লক্ষ্যে ১৯৯৮-৯৯ অর্থ বছরে ব্যাংকসমূহকে অনুসরণের জন্য নিম্নবর্ণিত যে সব নির্দেশাবলী প্রদান করা হয় তা ১৯৯৯-২০০০ অর্থ বছরেও অব্যাহত রয়েছে ঃ

(ক) যে সব শিল্প উদ্যোক্তাদের নিজ অর্থে স্থাপিত ও পরিচালিত, সেসব শিল্প বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকলে এবং উক্ত ক্ষতিগ্রস্ত প্রতিষ্ঠানের উদ্যোক্তারা যদি ব্যাংক ঋণের জন্য আবেদন করে তাহলে তা অর্থায়নের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার প্রাপ্ত হবে।

(খ) সর্বোচ্চ পঞ্চাশ লক্ষ টাকা পর্যন্ত (মেয়াদী বা চলতি বা উভয়) ঋণ প্রদত্ত হয়েছে এমন শিল্প ক্ষতিগ্রস্ত হলে, সম্ভাব্যতা যাচাই সাপেক্ষে তা ঋণ পাওয়ার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার প্রাপ্ত হবে।

(গ) রপ্তানীমুখী শিল্পসমূহ ক্ষতিগ্রস্ত হলে, সম্ভাব্যতা যাচাই সাপেক্ষে তা ঋণ পাওয়ার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার প্রাপ্ত হবে।

এছাড়াও, আলোচ্য বছরে ব্যাংকসমূহকে অনুসরণের জন্য নিম্নলিখিত নির্দেশাবলী প্রদান করা হয় ঃ

(ক) ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প খাতে তফসিলী ব্যাংকসমূহকে প্রদত্ত সুদ ভর্তুকি ১২-৭-৯৯ তারিখ থেকে প্রত্যাহার করা হয়।

(খ) চিহ্নিত রুগ্ন শিল্প / নিবন্ধনকৃত রুগ্ন শিল্পসমূহের মধ্যে প্রকৃত রুগ্ন ও অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের বিশেষ সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে অনধিক ৫ মিলিয়ন টাকা প্রকল্প ঋণ গ্রহণকারী ক্ষুদ্র রুগ্ন শিল্পসমূহের ঋণের সুদ মওকুফের আবেদন বিবেচনাপূর্বক যথাযথ সুপারিশ প্রদানের লক্ষ্যে ১৯৯৮-৯৯ অর্থ বছরে সুদ মওকুফ সংক্রান্ত যে কমিটি গঠন করা হয়েছিল তা ১৯৯৯-২০০০ অর্থ বছরেও অব্যাহত রয়েছে। উক্ত কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে মওকুফকৃত অর্থের শতকরা ৫০ ভাগ পর্যন্ত সরকার সংশ্লিষ্ট ব্যাংককে বন্ডের মাধ্যমে প্রদান করবে। সুদ মওকুফের সিদ্ধান্ত কার্যকর হওয়ার সাথে সাথে সরকার মওকুফকৃত সুদের ২৫ শতাংশ ক্ষতিপূরণ হিসেবে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে প্রদান করবে এবং সংশ্লিষ্ট রুগ্ন শিল্প কর্তৃক ঋণ পরিশোধ হওয়ার পর অবশিষ্ট ২৫ শতাংশ প্রদান করবে।

(গ) রুগ্ন হিসেবে চিহ্নিত শিল্পসমূহের মধ্যে যেসব প্রকল্পের মূল ঋণ ৫ মিলিয়ন টাকার অধিক, সেসব প্রকল্পের জন্য ১০ মিলিয়ন টাকার অধিক সাধারণ সুদ

মওকুফের ক্ষেত্রে ব্যাংকসমূহকে বাংলাদেশ ব্যাংক- এর পূর্বানুমোদন নেয়া প্রয়োজন হবে।

বৈদেশিক মুদ্রা মজুদের পরিমাণ

বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট বিনিময়যোগ্য বৈদেশিক মুদ্রা মজুদের পরিমাণ জুন, ১৯৯৯ শেষের ৭৩৬৫০ মিলিয়ন টাকা (১৫২৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার) হতে ৭৮৯৩ মিলিয়ন টাকা (৮১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার) বৃদ্ধি পেয়ে মার্চ, ২০০০ শেষে ৮১৫৪৩ মিলিয়ন টাকায় (১৬০৪ মিলিয়ন ডলার) দাঁড়ায়। পূর্ববর্তী বছরের একই সময় শেষে এর পরিমাণ ৫০৬৬ মিলিয়ন টাকা (১৮৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার) বৃদ্ধি পেয়ে ৭৫২০০ মিলিয়ন টাকায় (১৫৫৫ মিলিয়ন ডলার) দাড়িয়েছিল। বৈদেশিক মুদ্রা মজুদের মাসভিত্তিক পরিসংখ্যান সারণি-৭-এ দেয়া হয়েছে।

সারণি-৭

বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ

মাস শেষে	রেট (মার্কিন ডলার/বাংলাদেশ টাকা)	মিলিয়ন মার্কিন ডলারে	মিলিয়ন টাকায়
১৯৯৮			
মার্চ	৪৬.৩০	১৮২১.৩০	৮৪০৫৩.০০
জুন	৪৬.৩০	১৭৩৯.২৪	৮০২৬৫.৯০
সেপ্টেম্বর	৪৭.১০	১৭১২.৮২	৮০৪১৬.৯০
ডিসেম্বর	৪৮.৫০	১৯৩৩.৫২	৯৩৪৮৫.৭০
১৯৯৯			
মার্চ	৪৮.৫০	১৫৫৫.৩২	৭৫১৯৯.৬০
জুন	৪৮.৫০	১৫২৩.২৬	৭৩৬৪৯.৭০
সেপ্টেম্বর	৪৯.৫০	১৬৫৩.০২	৮১৫৭৬.৬০
ডিসেম্বর	৫১.০০	১৬৪৫.০২	৮৩৬৪৯.৫০
২০০০			
মার্চ	৫১.০০	১৬০৩.৬১	৮১৫৪৩.৪০

বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় নীতি

আন্তর্জাতিক বাজারে দেশীয় রপ্তানীযোগ্য পণ্যের প্রতিযোগিতা ক্ষমতা বজায় রাখার লক্ষ্যে ১৯৯৮-৯৯ অর্থ বছরে ডলারের বিপরীতে বাংলাদেশী টাকার দুইবার অবমূল্যায়ন করা হয়। ফলে জুন, ১৯৯৯ শেষে টাকা- ডলার বিনিময় হার দাঁড়ায় ১ ডলার = ৪৮.৫০ টাকা (মধ্যমান)। ১৯৯৯-২০০০ অর্থ বছরে ডলারের বিপরীতে টাকার দুইবার অবমূল্যায়ন করা হয়। এ প্রক্রিয়ায় সর্বশেষ ৩০ শে নভেম্বর, ১৯৯৯ তারিখে টাকা- ডলার বিনিময় হার পুনঃনির্ধারণ করে ১ ডলার= ৫১.০০ টাকা (মধ্যমান) নির্ধারণ করা হয়।

১৯৯৯-২০০০ অর্থ বছরে বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবস্থাদিতে সাধিত পরিবর্তনসমূহ

(ক) বাংলাদেশী পাসপোর্টধারী নাগরিকগণের অনুকূলে এয়ার লাইন্সসমূহ কর্তৃক বাংলাদেশ এয়ার টিকিট বিক্রয়কালে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সার্কুলার মোতাবেক ফরেন এয়ার ট্রাভেল ট্যাক্স (FATTS)আদায় সংক্রান্ত পদ্ধতিগত নির্দেশনা সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষকে অবহিত করা হয়েছে।

(খ) বিদেশে অভিবাসন প্রত্যাশী বাংলাদেশী নাগরিকদের আবেদনের প্রেক্ষিতে বিদেশী অভিবাসন কর্তৃপক্ষের দাবীর ভিত্তিতে ইমিগ্রেশন ভিসা প্রোসেসিং ফিস

রেমিটেন্স বিষয়ে অনুমোদিত ডিলারগণকে সাধারণ অনুমোদন জ্ঞাপন করা হয়েছে।

(গ) সফটওয়্যার ও ডাটা এন্ট্রি/ প্রোসেসিং সেবা রপ্তানীর বিপরীতে প্রত্যাবাসিত বৈদেশিক মুদ্রার অনধিক ৪০% রপ্তানীকারকদের নামে রিটেনশন কোটা বাবদ বৈদেশিক মুদ্রা হিসাব সংরক্ষণ এবং বিদেশে ব্যবসায়িক ভ্রমণের জন্য আর্ন্তজাতিক ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে রপ্তানীকারকদের বিবিধ ব্যবসায়িক প্রয়োজনে ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

(ঘ) দেশীয় বস্ত্র দ্বারা প্রস্তুতকৃত প্যাচওয়ার্ক কাঁথা (Quilt) সামগ্রী এবং দেশে উৎপাদিত তাজা ও কৃত্রিম ফুল ঋণপত্রের মাধ্যমে বিদেশে রপ্তানীর বিপরীতে নগদ ভর্তুকি প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। সিদ্ধান্ত মোতাবেক এ সকল পণ্যের ১লা জুলাই, ১৯৯৯ থেকে ৩০শে জুন , ২০০০ পর্যন্ত সময়কাল জাহাজীকৃত বিদেশে রপ্তানীর প্রত্যাবাসিত নীট এফ, ও,বি মূল্যের ১০% হারে এই ভর্তুকি পরিশোধ্য হবে।

(ঙ) ১০০% রপ্তানীমুখী দেশীয় প্রতিষ্ঠান কর্তৃক চামড়াজাত দ্রব্য রপ্তানীর ক্ষেত্রে শুল্ক বন্ড ও ডিউটি ড্র ব্যাক এর পরিবর্তে ১লা জুলাই, ১৯৯৯ থেকে ৩০ শে জুন, ২০০০ পর্যন্ত সময়কালে জাহাজীকৃত বিদেশে রপ্তানীর জন্য নীট এফ, ও, বি মূল্যের ১০% হারে বিকল্প নগদ সহায়তা পরিশোধ্য হবে।

কৃষিখাতে অর্থ সংস্থান

১৯৯৯-২০০০ অর্থ বছরের জন্য ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ ৩৩৩১০ মিলিয়ন টাকার ঋণ কর্মসূচী গ্রহণ করেছে, পূর্ববর্তী বছরে যার পরিমাণ ছিল ৩২৭০০ মিলিয়ন টাকা। আলোচ্য বছরে মোট কর্মসূচীর মধ্যে ফসল উৎপাদনের জন্য ১৪৬৭৩ মিলিয়ন টাকা, সেচ যন্ত্রপাতি ক্রয়ের জন্য ১০১ মিলিয়ন টাকা এবং অন্যান্য কর্মকান্ডের জন্য অবশিষ্ট ১৮৫৩৬ মিলিয়ন টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে।

১৯৯৯-২০০০ অর্থ বছরে (ফেব্রুয়ারী, ২০০০ পর্যন্ত) ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ মোট ১৭১৫৬ মিলিয়ন টাকার কৃষি ঋণ প্রদান করেছে, যা মোট কর্মসূচীর শতকরা ৫১.৫০ ভাগ। পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে ঋণ বিতরণের পরিমাণ ১৭৮৯৯ মিলিয়ন টাকা যা কর্মসূচীর শতকরা ৫৪.৭৪ ভাগ ছিল। আলোচ্য বছরের ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত সময়ে ঋণ বিতরণের পরিমাণ পূর্ববর্তী বছরের অনুরূপ সময়ের তুলনায় শতকরা ৪.১৫ ভাগ হ্রাস পেয়েছে।

১৯৯৯-২০০০ অর্থ বছরে (ফেব্রুয়ারী, ২০০০ পর্যন্ত)মোট আদায়কৃত কৃষি ঋণের পরিমাণ দাঁড়ায় ১৯০২৮ মিলিয়ন টাকা, পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে যার পরিমাণ ছিল ১০৩৮৪ মিলিয়ন টাকা। আলোচ্য বছরে ঋণ আদায় শতকরা ৮৩.২৪ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে। ফেব্রুয়ারী, ২০০০ শেষে কৃষি ঋণের স্থিতির পরিমাণ পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের ৯০০৩৫ মিলিয়ন টাকা হতে বৃদ্ধি পেয়ে ১০২৮৪৯ মিলিয়ন টাকায় এবং মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণের পরিমাণ পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের ৫১৫৫৮ মিলিয়ন টাকা হতে বৃদ্ধি পেয়ে ৬৪১৯৭ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ৮ নম্বর সারণিতে কৃষি ঋণ কার্যক্রমের তুলনামূলক সার্বিক চিত্র এবং ৯ নম্বর সারণিতে প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক চিত্র দেয়া হল।

সারণি- ৮

কৃষি ঋণ কার্য ক্রম

মিলিয়ন টাকায়

অর্থ বছর	কর্মসূচী*	প্রকৃত বিতরণ	আদায়	বকেয়া/ স্থিতি
১৯৯৮-৯৯ ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত	৩২৭০০	১৭৮৯৯	১০৩৮৪	৯০০৩৫
১৯৯৯-২০০০ ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত	৩৩৩১০	১৭১৫৬	১৯০২৮	১০২৮৪৯

* বাৎসরিক কর্মসূচী

সারণি- ৯

মিলিয়ন টাকায়

ব্যাংকের নাম	কর্মসূচী (১৯৯৯-২০০০)	জুলাই ১৯৯৯ হতে ফেব্রুয়ারী, ২০০০ পর্যন্ত	
		বিতরণ	আদায়
সোনালী	৪৯৫০	২১৫২	৩১৮২
জনতা	২৫০০	৮৫৩	৯৮২
অগ্রণী	২৭০০	১০৫৫	১২৫৯
রূপালী	২৩০	২৪	৩৪
পূবালী	-	-	-
উত্তরা	-	-	-
উপমোট	১০৩৮০	৪০৮৪	৫৪৫৭
বিকেবি	১৪৫০০	৮৬৫১	৯০৮৪
রাকাব	৩৫০০	২২৬১	২২২০
বিএসবিএল	১৬৫	৭	১০
বিআরডিবি	৪৭৬৫	২১৫৩	২২৫৭
উপমোট	২২৯৩০	১৩০৭২	১৩৫৭১
সর্বমোট	৩৩৩১০	১৭১৫৬	১৯০২৮

কৃষি খাতে বাংলাদেশ ব্যাংকের পুনঃ অর্থ সংস্থান

১৯৯৯-২০০০ অর্থ বছরে (ফেব্রুয়ারী, ২০০০ পর্যন্ত) ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ কৃষি খাতে পুনঃ অর্থ সংস্থান হেসাবে মোট ১৩৪৬ [সা] মিলিয়ন টাকা গ্রহণ করেছে এবং ২৩৩২ [সা] মিলিয়ন টাকা পরিশোধ করেছে। পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে এর পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৬১৭১ মিলিয়ন টাকা ও ৪৫০ মিলিয়ন টাকা। আলোচ্য বছরের ফেব্রুয়ারী শেষে অর্থ সংস্থানের স্থিতির পরিমাণ পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের ৩৮৭২৪ মিলিয়ন টাকা হতে শতকরা ২.০২ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ৩৯৫০৫ [সা] মিলিয়ন টাকায় দাড়িয়েছে।

সা=সাময়িক

সংযোজনী- ১

ইস্যু বিভাগ

বাংলাদেশ ব্যাংকঃ স্থিতি পত্র

দায়

১ বিবরণ	৩০শে জুন, ১৯৯৯		৩০ শে জুন, ১৯৯৮	
	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা
	২	৩	৪	৫
ব্যাংকিং বিভাগে রক্ষিত নোট	৭৭৮১৪৬০		১১৪২২৯৫	
প্রচলিত নোট*	৯৪৭৮৬৫১৯৭১০		৮৮৫২২১৫২৮২৫	
মোট প্রচলিত নোট		৯৪৭৯৪৩০১১৭০		৮৮৫২৩২৯৫১২০
মোট দায়		৯৪৭৯৪৩০১১৭০		৮৮৫২৩২৯৫১২০

* বাতিলকৃত পাকিস্তানী নোট যা বাজার হতে প্রত্যাহৃত হয়েছে তদপরিবর্তে পাকিস্তান সরকার / ষ্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তান- এর উপর গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার/ বাংলাদেশ ব্যাংকের উক্ত দাবী সম্পর্কে কোন প্রতিকূলতা সৃষ্টি করবে ২ না।

সংযোজনী-১ (চলমান)

ইস্যু বিভাগ

সম্পদ

১ বিবরণ	৩০শে জুন, ১৯৯৯		৩০ শে জুন, ১৯৯৮	
	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা
	২	৩	৪	৫
ক) স্বর্ণমুদ্রা ও স্বর্ণবার	১০০১৫৭৫০০০		১০৮১১৭৪০০০	
রৌপ্য বার	-		-	
আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিলে রক্ষিত এসডি আর	-		-	
অনুমোদিত বৈদেশিক মুদ্রা	৪০০০০০০০০০০	৪১০০১৫৭৫০০০	৪০০০০০০০০০০	৪১০৮১১৭৪০০০
(খ) টাকা মুদ্রা	২৯০৩৩৯৮৭৯		৩৮৯৩৩৩৮২৯	
বাংলাদেশ সরকারের ঋণ পত্র**	২৬৬৮১৫৫৬০৮৬		১৬৪৪১৯৫৭০৮৬	
অভ্যন্তরীণ বিনিময় বিল ও অন্যান্য বাণিজ্যিক কাগজ	২৬৮২০৮৩০২০৫	৫৩৭৯২৭২৬১৭০	৩০৬১০৮৩০২০৫	৪৭৪৪২১২১১২০
মোট সম্পদ		৯৪৭৯৪৩০১১৭০		৮৮৫২৩২৯৫১২০

** পাকিস্তানী নোটের পরিবর্তে বাংলাদেশী নোট ইস্যু করার জন্য সম্পদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সৃষ্ট বিশেষ এডহক ট্রেজারী বিলও এর অন্তর্ভুক্ত।

- = নেই।

ব্যাংকিং বিভাগ

বাংলাদেশ ব্যাংক ঃ স্থিতিপত্র — দায় — সংযোজনী-১ (চলমান)

১ বিবরণ	৩০শে জুন, ১৯৯৯		৩০ শে জুন, ১৯৯৮	
	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা
	২	৩	৪	৫
পরিশোধিত মূলধন		৩০০০০০০০		৩০০০০০০০
সংরক্ষিত তহবিল		৩০০০০০০০		৩০০০০০০০
পল্লী ঋণ তহবিল		৩০০০০০০০০০		২৮০০০০০০০০
শিল্প ঋণ তহবিল		১২৩৭৮৫২৪৫০		১০৮৭৮৫২৪৫০
রপ্তানী ঋণ তহবিল		১১৭০০০০০০০		১০৪০০০০০০০
কৃষি ঋণ স্থিতিশীলকরণ তহবিল		৩০০০০০০০০০		২৮০০০০০০০০
আমানত ঃ				
ক) সরকার	৬২৮৫৮৭৬	৮৩৬০৭২৬৯৬৩৭	১৪২৪২৫৯১	
খ) ব্যাংক	৩৮১২৪৬৭৯৪৩৯	৯১৭৪৩১২০৫	৩৬৫৮৮৪৪৭৩৭	
গ) অন্যান্য	৪৫৪৭৬৩০৪৩২২	১২১৩৩০৫১	৪১৮২৮৭৩৫০২৬	৭৮৪০১৮২২৩৫৪
এসডি আর এর বরাদ্দ		৩৩০৬৬৬৬৫৩২০		৯১৭৪৩১২০৫
দেয় বিল				১২৩০৩৮৩৬
অন্যান্য দায়				২৭২১৪১৪৮১২৫
মোট দায়		১২৬০৭১৩৫১৬৬৩		১১৪৩৩৩৫৭৯৭০

ব্যাংকিং বিভাগ

সম্পদ

১ বিবরণ	৩০শে জুন, ১৯৯৯		৩০ শে জুন, ১৯৯৮	
	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা
	২	৩	৪	৫
নোট		৭৭৮১৪৬০		১১৪২২৯৫
টাকার মুদ্রা		১০		১৩২
সম্পূরক মুদ্রা		২৪৮৪		৯৯
ক্রীত ও বাট্টাকৃত বিল				
ক) অভ্যন্তরীণ				
খ) বৈদেশিক				
গ) সরকারী ট্রেজারী বিল	৯৯৩১৪৭২৮	৯৯৩১৪৭২৮	৪৮৯৮৫৬৬৭১	৪৮৯৮৫৬৬৭১
বাংলাদেশের বাইরে রক্ষিত স্থিতি*		৩২১৭০২৪২৫৪১		৩৬৭৮২৮৭১১৪১
আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল রক্ষিত এস ডি আর		৪৬১১৩৬২৫০		১১৭৮২৩৫৪৮৯
সরকারকে প্রদত্ত ঋণ ও আগাম		৬৪০০০০০০০		
অন্যান্য ঋণ ও আগাম		২২৬৩২৫৩০১২২		৬৪০০০০০০০
বিনিয়োগ		৪৩২৮১৩৫৩৫০৭		১২৮১৬৫২০৮৯২
অন্যান্য সম্পদ		২৬৭৭৮৯৯০৫৬১		৩৮৯২১৫৮৫৮৪০
				২৩৫০৩৩৪৫৪১১
মোট সম্পদ		১২৬০৭১৩৫১৬৬৩		১১৪৩৩৩৫৫৭৯৭০

* নগদ টাকা ও স্বল্প মেয়াদী ঋণপত্র এর অন্তর্ভুক্ত।

- = নেই

রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক

সোনালী ব্যাংক

সোনালী ব্যাংক দেশের সর্ববৃহৎ রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংক যার প্রধান কার্যালয় ঢাকায় অবস্থিত। ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৯৯ তারিখে ব্যাংকটির শাখা ছিল ১৩০৬টি (শহরাঞ্চলে ৪২১টি এবং গ্রামাঞ্চলে ৮৮৪টি এবং ১টি ভারতের কলিকাতায় অবস্থিত)। এছাড়া, ১৯৯৪ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে "সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইনকর্পোরেটেড" নামে একটি পূর্ণাঙ্গ সাবসিডিয়ারী কোম্পানী স্থাপনের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক ব্যাংকিং অঙ্গনে ব্যাংকটি কার্যক্রম সম্প্রসারিত করে। এ কোম্পানী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসকারী বাংলাদেশী নাগরিকদের অর্থ সহজে দ্রুত দেশে প্রেরণের আন্তর্জাতিক অর্থ প্রেরক প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করে থাকে। একই উদ্দেশ্যে নিউইয়র্কের ম্যানহাটনে প্রধান অফিস ছাড়াও পরবর্তীতে ব্রুকলিন, এস্টোরিয়া, জ্যাকসনহাইট এবং ক্যালিফোর্নিয়ার লস এঞ্জেলেসে শাখা / বুথ অফিস স্থাপন করা হয়েছে। ১৯৯৯ সালে যুক্তরাজ্যস্থ সোনালী ব্যাংকের শাখাসমূহের স্বাভাবিক কার্যক্রম শুধুমাত্র রেমিটেন্স (বন্ড বিক্রিসহ), বৈদেশিক বাণিজ্য (এলসি সহ সকল কার্যক্রম) এবং ট্রেজারী বিজনেস এ রূপান্তরিত হয়ে "সোনালী ট্রেড এন্ড ফাইন্যান্স (ইউকে) লিঃ নামে লন্ডন, লুটন, ব্রাডফোর্ড, বার্মিংহাম ও ম্যানচেষ্টার - এ পরিচালিত হচ্ছে।

১৯৯৯ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে সোনালী ব্যাংকের মোট অনুমোদিত মূলধন, পরিশোধিত মূলধন ও রিজার্ভ ফান্ডের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ১০০০০ মিলিয়ন, ৩২৭২ মিলিয়ন ও ২০৫০ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৯ সালের ডিসেম্বর শেষে ব্যাংকটির ১১৯৯০ জন কর্মকর্তা ও ১৪০৬৫ জন কর্মচারীসহ মোট জনশক্তি ছিল ২৬০৫৫ জন।

ব্যাংকের অর্থায়নে গড়ে ওঠা জামদানী প্রকল্পে কর্মরত দম্পতি।

১৯৯৯ সালে সোনালী ব্যাংকের মোট আমানতের পরিমাণ ১২৯৫২ মিলিয়ন টাকা (৮.৩৪%) বৃদ্ধি পেয়ে ১৬৮১৮৭ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। আলোচ্য বছরে ব্যাংকটির তলবী আমানত ৩৯৬৬ মিলিয়ন টাকা (৯.৩২%) হ্রাস পেয়ে ৩৮৫৮৯ মিলিয়ন টাকা এবং মেয়াদী আমানত ১৬৯১৮ মিলিয়ন টাকা(১৫.০১%) বৃদ্ধি পেয়ে ১২৯৫৯৮ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ১৯৯৯ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে সোনালী ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত ঋণ ও অগ্রিমের স্থিতির পরিমাণ ৬০৫১ মিলিয়ন টাকা (৫.১৫%) বৃদ্ধি পেয়ে ১২৩৬০১ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ১৯৯৯ সালে সোনালী ব্যাংকের ঋণ ও অগ্রিমের মধ্যে সরকারী খাতের অংশ ছিল ২০১৯৭ মিলিয়ন টাকা (১৬.৩৪%) এবং বেসরকারী খাতের অংশ ছিল ১০৩৪০৪ মিলিয়ন টাকা (৮৩.৬৬%)। ১৯৯৯ সালে সোনালী ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনার পরিমাণ পূর্ববর্তী বছরের ১০০৮৯১ মিলিয়ন টাকা হতে বৃদ্ধি পেয়ে ১১৫৫৩৬ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। আলোচ্য বছরে বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনার মধ্যে আমদানী, রপ্তানী ও রেমিটেন্স বাবদ ব্যবসার পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৩৫২৭৬ মিলিয়ন টাকা, ৩৮৯৫৭ মিলিয়ন টাকা ও ৪১৩০৩ মিলিয়ন টাকা। ব্যাংকটির বিনিয়োগ ১৯৯৯ সালে ১৭৮০ মিলিয়ন টাকা (৫.৬৮%) বৃদ্ধি পেয়ে ৩৩১১০ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। সোনালী ব্যাংকের অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য সারণি- ১ এ দেয়া হল।

সারণি- ১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	১৯৯৮	১৯৯৯	৩১শে মার্চ, ২০০০ (সাময়িক)	৩০ শে জুন, ২০০০ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	১০০০০	১০০০০	১০০০০	১০০০০
২।	পরিশোধিত মূলধন	৩২৭২	৩২৭২	৩২৭২	৩২৭২
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	১৯৩৯	২০৫০	২০৫০	২০৫০
৪।	আমানত :	১৫৫২৩৫	১৬৮১৮৭	১৬২৯৫৫	১৭০২৬১
	ক) তলবী আমানত	৪২৫৫৫	৩৮৫৮৯	৪৪১৪৭	৪৬১২৬
	খ) মেয়াদী আমনত	১১২৬৮০	১২৯৫৯৮	১১৮৮০৮	১২৪১৩৫
৫।	ঋণ ও অগ্রিম	১১৭৫৫০	১২৩৬০১	১২৩৭৩০	১২৬৬৮৪
৬।	বিনিয়োগ	৩১৩৩০	৩৩১১০	৩৮১১৬	৪১০২৮
৭।	মোট পরিসম্পদ	১৬৭৪১৮	১৯৭০৯৫	২০১৮৭২	২০৫১২২
৮।	মোট আয়	১১৭৬২	১২৯৮৪	৩৩৬৯	৬৭৮৩
৯।	মোট ব্যয়	১১০৯০	১২৪২২	৩৫৯০	৭১৪৩
১০।	বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা	১০০৮৯১	১১৫৫৩৬	৩৪৯২৩	৬৭৮৪৭
	ক) রপ্তানী	৩৬৮২৮	৩৮৯৫৭	৮৭৭৩	১৭৫৪৭
	খ) আমদানী	৩৪২৭০	৩৫২৭৬	১০৯২৫	২১৮৫০
	গ) রেমিটেন্স	২৯৭৯৩	৪১৩০৩	১৫২২৫	২৮৪৫০
১১।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	২৬৫১৮	২৬০৫৫	২৫৯৯১	২৬৫৯৯
	ক) কর্মকর্তা	১২০৬১	১১৯৯০	১১৯৪৭	১২৫৬৬
	খ) কর্মচারী	১৪৪৫৭	১৪০৬৫	১৪০৪৪	১৪০৩৩
	বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যায়	৩৬৯	৩৭১	৩৭৫	৩৮০
১২।	শাখা (সংখ্যা)	১৩১১	১৩০৬	১২৯৯	১২৯৯
১৩	ক) বাংলাদেশে	৩০৪	১৩০৫	১২৯৮	১২৯৭
	খ) বিদেশে	৭	১	১	২

খাত- ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়

১৯৯৯ সালে সোনালী ব্যাংক মোট ৮৮৮৮১ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ ও ৮৫০৪১ মিলিয়ন টাকা আদায় করে। পূর্ববর্তী বছরে এর পরিমাণ ছিল ৭৮৮৮৩ মিলিয়ন টাকা ও ৭৫৩৯৩ মিলিয়ন টাকা। খাতভিত্তিক বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, ১৯৯৯ সালে সোনালী ব্যাংক কৃষিখাতে ৩০৫৪ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করে এবং ৪০৯৯ মিলিয়ন টাকা আদায় করে। পূর্ববর্তী বছরে এর পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৩৯৩৫ মিলিয়ন টাকা ও ২৮৬১ মিলিয়ন টাকা। আলোচ্য বছরে শিল্প খাতে ঋণ বিতরণ ও আদায়ের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ১৩৯৯৩ মিলিয়ন টাকা ও ১১৭২৩ মিলিয়ন টাকা। পূর্ববর্তী বছরে এর পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১২০৪৭ মিলিয়ন টাকা ও ৮৪৪৭ মিলিয়ন টাকা। ব্যাংকটির খাতওয়ারী ঋণ বিতরণ ও আদায়ের অবস্থা সারণি-২ এ দেয়া হল।

সারণি-২

ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ	কৃষি ঋণ	শিল্প ঋণ			অন্যান্য	সর্বমোট
		মেয়াদী ঋণ	চলতি মূলধন	মোট		
১৯৯৮						
বিতরণ	৩৯৩৫	১৩১৮	১০৭২৯	১২০৪৭	৬২৯০১	৭৮৮৮৩
আদায়	২৮৬১	৬০৫	৭৮৪২	৮৪৪৭	৬৪০৮৫	৭৫৩৯৩
১৯৯৯						
বিতরণ	৩০৫৪	৮৬৮	১৩১২৫	১৩৯৯৩	৭১৮৩৪	৮৮৮৮১
আদায়	৪০৯৯	১৫০০	১০২২৩	১১৭২৩	৬৯২১৯	৮৫০৪১
৩১শে মার্চ, ২০০০*						
বিতরণ	৯৯৬	২৫০	২৬৬৫	২৯১৫	১৮১৬৪	২২০৭৫
আদায়	১০৬০	৪২৫	২২৬৯	২৬৯৪	১৮৮৬৭	২২৬২১
৩০ শে জুন, ২০০০**						
বিতরণ	১৯৩২	৫০০	৫২৮৮	৫৭৮৮	৩৬৪১৫	৪৪১৩৫
আদায়	২১২০	১০০০	৪৪৬০	৫৪৬০	৩৭৭৪২	৪৫৩২২

*সাময়িক।
** প্রাক্কলিত।

শিল্প ঋণ মঞ্জুরী

১৯৯৯ সালে সোনালী ব্যাংক ৩১৭২ মিলিয়ন টাকার শিল্প ঋণ মঞ্জুর করেছে। পূর্ববর্তী বছরে এ খাতে মঞ্জুরীর পরিমাণ ছিল ১২৩৩ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৯ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত পুঞ্জীভূত মোট শিল্প ঋণের (মেয়াদী) মধ্যে ব্যাংকের নিজস্ব তহবিল থেকে মঞ্জুরীকৃত ঋণের পরিমাণ ২৪৪৪৯ মিলিয়ন টাকা এবং বিভিন্ন বৈদেশিক ঋণ কর্মসূচীর আওতায় বৈদেশিক ঋণের অংশ ১১১৮ মিলিয়ন টাকা। শিল্পের আকার অনুযায়ী ঋণ মঞ্জুরীর পরিমাণ সারণি-৩ এ দেখানো হল।

সারণি-৩

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ

(মিলিয়ন টাকায়)

ঋণ মঞ্জুরী	শিল্পের আকার		
	বৃহৎ ও মাঝারী	ক্ষুদ্র ও কুটির	মোট
ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ ৩১শে ডিসেম্বর,১৯৯৯ তারিখে			
প্রকল্প সংখ্যা	২০৯	৩৯০১৬	৩৯২২৫
পরিমাণ	১৪৮৮৭	১০৬৮০	২৫৫৬৭
জানুয়ারী ১ হতে ডিসেম্বর ৩১, ১৯৯৯ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	২৭	১৪৩৮	১৪৬৫
পরিমাণ	২৩২১	৮৫১	৩১৭২
ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ মার্চ ৩১, ২০০০ তারিখে			
প্রকল্প সংখ্যা	২১৮	৩৯০৩৭	৩৯২৫৫
পরিমাণ	১৪৯৩০	১০৭৭০	২৫৭০০
জানুয়ারী ১ হতে মার্চ ৩১, ২০০০ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	৯	২১	৩০
পরিমাণ	২৬৭	৯০	৩৫৭
জানুয়ারী ১ হতে জুন ৩০, ২০০০* পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	৯৯	৫১	৭০
পরিমাণ	৫৬৭	১৯০	৭৫৭

* প্রাক্কলিত

অন্যান্য কার্যাবলী

কৃষি / পল্লী ঋণ কর্মসূচী ঃ

সোনালী ব্যাংক ১৯৭৩-৭৪ সাল থেকে পল্লী এলাকায় কৃষি/পল্লী ঋণ প্রদান শুরু করে। ব্যাংকের বর্তমান বকেয়া কৃষি/ পল্লী ঋণের পরিমাণ ২৮২৭৭ মিলিয়ন টাকা যার প্রধান অংশ কৃষিজাত পণ্য উৎপাদন এবং গ্রামীণ ক্ষুদ্র চাষীদের আয় বৃদ্ধির কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে । ব্যাংকের মোট ১৩০৬টি শাখার (১টি বৈদেশিক শাখাসহ) মধ্যে ১০৭৩টি শাখার মাধ্যমে সারাদেশের ১১৪০টি ইউনিয়নে পল্লী ঋণ কার্যক্রম চালু রয়েছে ব্যাংকের কৃষি/পল্লী ঋণ গ্রহীতার সংখ্যা বর্তমানে ৩.০১ মিলিয়ন। এ ঋণ কর্মসূচী /প্রকল্পের আওতায় মূলতঃ ক্ষুদ্র আয় বর্ধক কর্মকান্ড উল্লেখযোগ্য।

বিশেষ বিনিয়োগ কর্মসূচী ঃ

সোনালী ব্যাংক ১৯৯৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাস থেকে মৎস্য চাষ, হাঁস-মুরগী ও গবাদিপশুসহ বিভিন্ন কৃষি উপখাতে পুঁজি বিনিয়োগ অক্ষম অথচ সম্ভাবনাময় গ্রামীণ ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদেরকে ঋণ প্রদানের লক্ষ্যে নিবিড় তদারকিমূলক ব্যবস্থাপনায় বিশেষ বিনিয়োগ কর্মসূচী প্রবর্তন করেছে। নির্ধারিত ২৩০টি শাখার মাধ্যমে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা পর্যায়ে কোন সহায়ক জামানত ছাড়াই ৫০ হাজার টাকা এবং সর্বোচ্চ ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ প্রদানের লক্ষ্যে কর্মসূচী সূচিত হয়েছে। ১৯৯৯ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত এ কর্মসূচীতে ২১০৫৭ জন উদ্যোক্তার মাঝে ৯০৩ মিলিয়ন টাকা বিনিয়োগ করা হয়েছে যার বিপরীতে আদায় হার প্রায় ৬৯% । প্রদত্ত ঋণের প্রায় ৮০% জামানতবিহীন । উক্ত কর্মসূচীর আওতায় সম্পূর্ণ ঋণ মঞ্জুরীর ক্ষমতা মাঠ পর্যায়ে ন্যস্ত আছে।

কৃষিজ শিল্পঋণ কর্মসূচী ঃ

ক্ষুদ্র ও মাঝারী আকারে দুগ্ধ উৎপাদন, গরু মোটাতাজাকরণ , মহিষ পালন, হাঁস-মুরগী , মৎস্য খামার (সনাতনী ও আধা নিবিড়), চিংড়ি (গলদা ও বাগদা) চাষ, মৎস্য হ্যাচারী, চিংড়ি হ্যাচারী, (গলদা বাগদা) মুরগী হ্যাচারী ও ফিডমিল (চিংড়ি, মাছ, মুরগী ও গবাদি পশু খামারের জন্য) ও দুগ্ধ প্রক্রিয়াজাতকরণ খামার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ১৯৯৩ সাল হতেই সোনালী ব্যাংক তদারকিমূলক কৃষিজ শিল্প ঋণ কর্মসূচী প্রবর্তন করেছে।

উল্লেখিত দুটি কৃষিজ বিনিয়োগ কর্মসূচীর কার্যকর সমন্বয়ের মাধ্যমে সম্ভাবনাময় উদ্যোক্তা তৈরী লালন ও উন্নয়ন করাই কর্মসূচী দুটির লক্ষ্য। কৃষিজ শিল্প ঋণ কর্মসূচীর আওতায় ব্যাংক এ পর্যন্ত ১১৯ জন উদ্যোক্তাকে ৮৭৯ মিলিয়ন টাকা ঋণ মঞ্জুরী দিয়েছে। আলোচ্য কর্মসূচীতে ৩০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ মঞ্জুরীর ক্ষমতা জোনাল অফিস ও কর্পোরেট শাখা প্রধানদের উপর ন্যস্ত করা হয়েছে।

পুকুরে মৎস্য চাষ ঋণ কর্মসূচী ঃ

গ্রামাঞ্চলের হাজা-মজা জলাশয় ও পুকুরকে সংস্কার করে মৎস্য চাষের আওতাভূক্ত করার জন্য সহজ শর্তে ঋণ প্রদানের লক্ষ্যে পুকুরে মৎস্য চাষ ঋণ কর্মসূচী সম্প্রতি চালু করা হয়েছে। ক্ষুদ্র পুকুর মালিক/অংশীদারদের ঋণ সুবিধা প্রদানের জন্য সারাদেশের ২০০টি শাখাকে মনোনীত করা হয়েছে। এখাতে সহায়ক জামানত ব্যতিরেকে ৫০ হাজার টাকা পর্যন্ত ঋণ সুবিধা প্রদান করা হয়ে থাকে।

দারিদ্র্য বিমোচন ঋণ কর্মসূচী ঃ

গ্রামাঞ্চলে বসবাসকারী দরিদ্র জনগোষ্ঠির উৎপাদমুখী কর্মসংস্থান সৃষ্টি তথা স্বাবলম্বী করার লক্ষ্যে দারিদ্র্য বিমোচন ঋণ কর্মসূচী চালু করা হয়েছে। ব্যাংকের পল্লী ঋণ কর্মকান্ডের মধ্যে নিম্নোক্ত কর্মসূচী/প্রকল্পসমূহ দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে গৃহীত হয়েছে ঃ

১/ এশিয়া উন্নয়ন ব্যাংকের সহায়তায় বৃহত্তর রাজশাহী, পাবনা, কুষ্টিয়া ও যশোর জেলার ১৫২টি থানায় পরিচালিত পল্লী দরিদ্র সমবায় প্রকল্প, (২) বৃহত্তর রংপুর জেলায় পরিচালিত আরডি-৯ প্রকল্প, (৩) সরকারের জনশক্তি ও কর্মসংস্থান প্রশিক্ষণ ব্যুরোর (বিএমইটি) সহায়তায় পরিচালিত বিত্তহীন ঋণ প্রকল্প, (৪) স্বনির্ভর বাংলাদেশ-এর সহায়তায় পরিচালিত স্বনির্ভর ঋণ কর্মসূচী, (৫) প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র খামার পদ্ধতির মাধ্যমে শস্য নিবিড়করণ প্রকল্প এবং (৬) সম্প্রতি দারিদ্র্য বিমোচন ও মহিলা উদ্যোক্তা সৃষ্টির লক্ষ্যে সোনালী ব্যাংক আরও ২টি ঋণ কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। প্রথম কর্মসূচীর আওতায় শহরে ক্ষুদ্র মহিলা উদ্যোক্তা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে জামানতমুক্ত ঋণ প্রদান করা হচ্ছে। দ্বিতীয় কর্মসূচীর আওতায় এনজিও/এম,আইদের মাইক্রোফাইন্যান্সিং ইন্সটিটিশন (এম এফ আই) লিংকেজ প্রোগ্রামে ঋণ প্রদান করা হচ্ছে। এ ছাড়াও বিত্তহীনদের ঋণ প্রদানের একটি কার্যকর মডেল উদ্ভাবনের লক্ষ্যে সোনালী ব্যাংক, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, কুমিল্লা ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া এর সংগে ২টি গবেষণামূলক ঋণ কর্মসূচী পরিচালনা করছে। পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচী সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে ব্যাংক এ পর্যন্ত ৫৭৫৮ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করছে, যার সুফল ভোগ করছে ২৭৯৪৬৫ জন দরিদ্র্য জনগোষ্ঠী যার মধ্যে ৮৩৮৩৯ জন হচ্ছে মহিলা।

মহিলা ঋণ কর্মসূচী ঃ

দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচীর আওতায় এটিও একটি উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ। সারাদেশের ১৩০টি থানায় বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ডের সহায়তায় সোনালী ব্যাংকে মহিলা ঋণ কর্মসূচী করা হচ্ছে। শুধুমাত্র মহিলাদের আত্মকর্মসংস্থানের জন্য এবং মহিলাদের দ্বারা পরিচালিত এটিই বৃহত্তম ঋণ কর্মসূচী। এই প্রকল্পে ব্যাংক কর্তৃক এ যাবত ১০৪৬ মিলিয়ন টাকা ঋণ প্রদান করা হয়েছে। আদায়ের হার প্রায় ৯৫%। এ কর্মসূচীটি সমবায়ী কাঠামোর আওতায় পরিচালিত হচ্ছে। দেশের ৭৩৩৬টি প্রাথমিক সমিতির (এম এস এস) ২৪৭০০০ জন মহিলা বর্তমানে উক্ত ঋণ সুবিধা ভোগ করছেন।

উপরোক্ত বহুমুখী আয় বর্ধক কর্মসূচী গ্রহণ করায় অকৃষি খাতে উৎপাদন যথেষ্ট বৃদ্ধি পাওয়ায় আলোচ্য কর্মসূচীগুলো সর্বস্তরে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা ও সমাদৃত হয়েছে। তাছাড়া আলোচ্য কর্মসূচীগুলো বাস্তবায়নের ফলে পল্লী এলাকায় অর্থনৈতিক কর্মকান্ড বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে মৌসুমী বেকার লোকদের আয়ও বেড়েছে।

ব্যাংক ইতোমধ্যে আলোচ্য কর্মসূচীগুলো সফল বাস্তবায়নের জন্য নিবিড় তদারকি ও পরিবীক্ষণ উন্নয়নের লক্ষ্যে ব্যাপক কর্মসূচী হাতে নিয়েছে। এ লক্ষ্যে ব্যাংক বেশ কিছুসংখ্যক কৃষি গ্র্যাজুয়েট বিশেষ করে মৎস্য ও পশু সম্পদ বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করেছে। তাছাড়াও আলোচ্য কর্মসূচীগুলোতে কারিগরী সহায়তা প্রদানের জন্য ৮ জন কৃষি বিশেষজ্ঞ এবং বেশ কিছুসংখ্যক ফাইন্যান্সিয়াল এনালিষ্ট নিয়োগ করা হয়েছে।

সোনালী ব্যাংকের খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি সরণি-৮ এ দেয়া হল

সারণি-৪

খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	১৯৯৮	১৯৯৯	মার্চ ৩১, ২০০০ (সাময়িক)	জুন ৩০, ২০০০ (প্রাক্কলিত)
১।	কৃষি ও মৎস :	২২৮২৪	২৪২০৬	২৪৮৭৬	২৫৫২৬
	ক) শস্য	১৬০৩৯	১৭০৪৩	১৭৬৯৩	১৮৩১৮
	খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য	৬৭৮৫	৭১৬৩	৭১৮৩	৭২০৮
২।	শিল্প :	৩৯৯৮৮	৪২৯৩৮	৪৩৩৫৩	৪৩৫৬৩
	ক) বৃহৎ ও মাঝারী	২৭৫০২	২৮৫২০	২৮৬৩৩	২৮৭৫৮
	খ) ক্ষুদ্র ও কুটির	১২৪৮৬	১৪৪১৮	১৪৭২০	১৪৮০৫
৩।	পাইকারী/খুচরা ব্যবসা এবং রেস্তোরা/হোটেল	১০৫৩৬	১০৫৮৬	১০৭০০	১০৭৫০
৪।	বীমা রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা	৩০৪৬	৩২৩৫	৩২৫০	৩৩০০
৫।	পরিবহন ও যোগাযোগ	১৬৫	১৬৯	১৭০	১৭৫
৬।	বিশেষ ঋণ কর্মসূচী :	৩৩৯৭	৩০৪৬	৩১২৬	৩১৭৬
	ক) দারিদ্র বিমোচন	২৯১৮	২১৪৭	২১৭৭	২২০৭
	খ) অন্যান্য	৪৭৯	৮৯৯	৯৪৯	৯৬৯
৭।	অন্যান্য	৩৭৫৯৪	৩৯৪২১	৩৮২৫৫	৭০১৯৪
	সর্বমোট	১১৭৫৫০	১২৩৬০১	১২৩৭৩০	১২৬৬৮৪

বন্যা প্লাবিত এলাকায় ব্যাংকের অর্থায়নে নতুন দাড়ানো পানের বরজ।

জনতা ব্যাংক

জনতা ব্যাংক দেশের একটি বৃহৎ রাষ্ট্রায়ত্ত বানিজ্যিক ব্যাংক যার প্রধান কার্যালয় ঢাকায় অবস্থিত। ১৯৯৯ সালের ডিসেম্বর শেষে ব্যাংকটির অনুমোদিত মূলধন, পরিশোধিত মূলধন ও রিজার্ভ ফান্ডের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ৮০০০ মিলিয়ন টাকা, ২৫৯৪ মিলিয়ন টাকা ও ৩৬৭ মিলিয়ন টাকা। বিদেশে ৪টি শাখাসহ ব্যাংকের মোট শাখার সংখ্যা ৮৯৮টি। বিদেশী শাখাসমূহ সংযুক্ত আরব আমিরাতের আবুধাবী, দুবাই, শারজাহ ও আল-আইনে অবস্থিত। ১৯৯৯ সালের শেষে ব্যাংকের মোট জনশক্তির পরিমাণ দাঁড়ায় ১৭১৩৮ জন, যার মধ্যে ৮৪৩৩ জন কর্মকর্তা ও ৮৭০৫ জন কর্মচারী।

১৯৯৯ সালে জনতা ব্যাংকের আমানত ৩৯৯০ মিলিয়ন টাকা (৪.৫১%) বৃদ্ধি পেয়ে ৯২৪৭৯ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায় যা ১৯৯৮ সালে বৃদ্ধি পেয়েছিল ১৪৫৬ মিলিয়ন টাকা (১.৬৭%)। আলোচ্য বছরে মোট আমানতের মধ্যে তলবী আমানত হ্রাস পায় ৬৯ মিলিয়ন টাকা এবং মেয়াদী আমানত বৃদ্ধি পায় ৪০৫৯ মিলিয়ন টাকা (৫.৭৪%)। ১৯৯৯ সালে ব্যাংকটির ঋণের স্থিতির পরিমাণ ৩৮৯৯ মিলিয়ন টাকা (৬.৮০%) বৃদ্ধি পেয়ে ৬১২২৯ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। আলোচ্য বছরে ব্যাংকটির বিনিয়োগের পরিমাণ ১১৫৮ মিলিয়ন টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ১৯২২৩ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। জনতা ব্যাংক ১৯৯৯ সালে মোট ৭৪৬১৬ মিলিয়ন টাকার বৈদেশিক মুদ্রার ব্যবসা পরিচালনা করে। পূর্ববর্তী বছরে এর পরিমাণ ছিল ৭৬৬০১ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৯ সালে ব্যাংকটির মোট বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনার মধ্যে আমদানি, রপ্তানি ও রেমিটেন্সের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৪৩২৫০ মিলিয়ন টাকা, ২১৫৯৬ মিলিয়ন টাকা ও ৯৭৭০ মিলিয়ন টাকা।

জনতা ব্যাংকের অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট সারণি-১ এ দেয়া হলো।

ব্যাংকের অর্থায়নে প্রতিষ্ঠিত এল পি গ্যাস প্লান্ট।

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

সারণি-১

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নং	বিবরণ	১৯৯৮	১৯৯৯ (নিরীক্ষাপূর্ব)	৩১শে মার্চ, ২০০০ (সাময়িক)	৩০শে জুন, ২০০০ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	৮০০০	৮০০০	৮০০০	৮০০০
২।	পরিশোধিত মূলধন	২৫৯৪	২৫৯৪	২৫৯৪	২৫৯৪
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	৩৬৫	৩৬৭	৩৬৭	৩৬৭
৪।	আমানতঃ	৮৮৪৮৯	৯২৪৭৯	৯২৪২৫	৯৬০০০
	ক) তলবী আমানত	১৭৭৩৪	১৭৬৬৫	১৭৬৫৪	১৮৩৩৬
	খ) মেয়াদী আমানত	৭০৭৫৫	৭৪৮১৪	৭৪৭৭১	৭৭৬৬৪
৫।	ঋণ ও অগ্রিম	৫৭৩৩০	৬১২২৯	৬১৪২০	৬২৮২০
৬।	বিনিয়োগ	১৮০৬৫	১৯২২৩	১৮৯০০	১৯৬০০
৭।	মোট পরিসম্পদ	৯৬৫৫৭	১০১০১০	১০০৪৭৮	১১১৪৭০
৮।	মোট আয়	৭৩০৪	৮২৫১	২১৩১	৪২৬৪
৯।	মোট ব্যয়	৭২৭০	৮০১১	২২৬১	৪১১৪
১০।	বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা	৭৬৬০১	৭৪৬১৬	১৯৯০৬	৪০৩১২
	ক) রপ্তানি	২১৩৫০	২১৫৯৬	৪৯০৬	১০৩১২
	খ) আমদানি	৪৫৪০১	৪৩২৫০	১২০০০	২৪০০০
	গ) রেমিটেন্স	৯৮৫০	৯৭৭০	৩০০০	৬০০০
১১।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	১৭৪৫১	১৭১৩৮	১৭০২২	১৭২০৮
	ক) কর্মকর্তা	৮১৮১	৮৪৩৩	৮৩২২	৮৫২৮
	খ) কর্মচারী	৯২৭০	৮৭০৫	৮৭০০	৮৬৮০
১২।	বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যায়)	১১৬০	১১৭০	১১৭৫	১১৮০
১৩।	শাখা (সংখ্যা)*	৮৯৭	৮৯৮	-	-
	ক) বাংলাদেশ	৮৯৩	৮৯৪	-	-
	খ) বিদেশে	৪	৪		

* নতুন শাখা খোলার উপর অর্থ মন্ত্রণালয়ের নিষেধাজ্ঞা বলবৎ থাকায় সাময়িক এবং প্রস্তাবিত শাখার সংখ্যা উল্লেখ করা সম্ভব হচ্ছে না।

খাত-ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়

১৯৯৯ সালে জনতা ব্যাংক ১৬৩৮৩ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করে এবং ৪৫৪১ মিলিয়ন টাকা আদায় করে। পূর্ববর্তী বছরে এর পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ২০৭১২ মিলিয়ন টাকা ও ৫৪৩৩ মিলিয়ন টাকা। আলোচ্য বছরে বিতরণকৃত ঋণের মধ্যে কৃষি ও শিল্প খাতে যথাক্রমে ১৬০৯ মিলিয়ন টাকা এবং ১১৩৮৭ মিলিয়ন টাকা বিতরণ করা হয়। পূর্ববর্তী বছরে যার পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১৯১৩ মিলিয়ন টাকা ও ১০৮৯৪ মিলিয়ন টাকা।

জনতা ব্যাংকের খাত-ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায় সারণি-২ এ দেয়া হলো।

খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ	কৃষি ঋণ	শিল্প ঋণ			অন্যান্য	সর্ব মোট
		মেয়াদী ঋণ	চলতি মূলধন	মোট		
১৯৯৮						
বিতরণ	১৯১৩	৭৫৫	১০১৩৯	১০৮৯৪	৭৯০৫	২০৭১২
আদায়*	১৩২৫	৫৪৫	১৭৫	৭২০	৩৩৮৮	৫৪৩৩
১৯৯৯						
বিতরণ	১৬০৯	১৬০২	৯৭৮৫	১১৩৮৭	৩৩৮৭	১৬৩৮৩
আদায়*	১৪৯৩	৫৫১	২৪৩	৭৯৪	২২৫৪	৪৫৪১
৩১শে মার্চ,২০০০ (সাময়িক)						
বিতরণ	৪৮০	৪০০	২৭৭৪	৩১৭৪	৯৫০	৪৬০৪
আদায়*	৪৫৫	১৩৭	১৩৭	১৯৭	৩০৭	৯৫৯
৩০শে জুন,২০০০ (প্রাক্কলিত)						
বিতরণ	৭৫০	৮০০	৬০০০	৬৮০০	১৯৬৩	৯৫১৩
আদায়*	৭০৫	২৮০	১৫০	৪৩০	১৪০০	২৫৩৫

* কেবলমাত্র শ্রেণী বিন্যাসিত ঋণসহ আদায়।

শিল্প ঋণ মঞ্জুরী

১৯৯৯ সালে জনতা ব্যাংক ৪৭টি শিল্প প্রকল্পের জন্য মোট ১৭৭৭ মিলিয়ন টাকার শিল্প ঋণ মঞ্জুর করেছে। ১৯৯৯ সাল পর্যন্ত ব্যাংকটির ক্রমপুঞ্জিভূত শিল্প ঋণ মঞ্জুরীর পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১১৮০০ মিলিয়ন টাকা, যার মধ্যে ১১৬৫০ মিলিয়ন টাকা (৯৯%) মঞ্জুর করা হয় বৃহৎ ও মাঝারী শিল্প খাতে।

জনতা ব্যাংকের শিল্প ঋণের আকার ভিত্তিক অবস্থা সারণি-৩ এ দেয়া হলো।

ব্যাংকের অর্থায়নে মংলায় প্রতিষ্ঠিত সিমেন্ট কারখানা

সারণি-৩

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ

(মিলিয়ন টাকায়)

ঋণ মঞ্জুরী	শিল্পের আকার		
	বৃহৎ ও মাঝারী	ক্ষুদ্র ও মাঝারী	মোট
ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৯৯ তারিখে			
প্রকল্প সংখ্যা	৯৮৬	৩৮১৪	৪৮০০
পরিমাণ	১১৬৫০	১৫০	১১৮০০
জানুয়ারী ১ হতে ডিসেম্বর ৩১, ১৯৯৯ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	২৭	২০	৪৭
পরিমাণ	১৬৪৫	১৩২	১৭৭৭
ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ মার্চ ৩১, ২০০০ তারিখে			
প্রকল্প সংখ্যা	৯৫১	৩৮১৬	৪৭৬৭
পরিমাণ	৯১৭৬	১৫১	৯৩২৭
জানুয়ারি ১ হতে মার্চ ৩১, ২০০০ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	৩	২	৫
পরিমাণ	২০০	৫০	২৫০
জানুয়ারি ১ হতে জুন ৩০, ২০০০* পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	১৫	৫	২০
পরিমাণ	৭৫০	২৫০	১০০০

* প্রাক্কলিত।

দারিদ্র্য বিমোচন/পল্লী ঋণ কর্মসূচী

জনতা ব্যাংক দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ব্যাংকের নিজস্ব উদ্যোগে ও দেশী-বিদেশী সংস্থার সহযোগিতায় বিভিন্ন দারিদ্র্য বিমোচন সংক্রান্ত ঋণ কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করে আসছে। এ সকল কর্মসূচীর আওতায় বিভিন্ন আয় উৎসারী কর্মকান্ডে ঋণ প্রদান করা হচ্ছে। এ ঋণ ব্যক্তি ও গ্রুপের মাধ্যমে কোন জামানত ছাড়াই বিতরণ করা হয়। ঋণের সীমা ব্যক্তির ক্ষেত্রে ৫০০০ টাকা এবং ৫ হতে ২০ সদস্যের গ্রুপের ক্ষেত্রে দুই লক্ষ টাকা। দারিদ্র্য বিমোচন সংক্রান্ত ঋণ কর্মসূচীগুলির মধ্যে নিম্নলিখিত প্রকল্পগুলি অন্যতম ঃ

ক) ক্ষুদ্র ও ভূমিহীন কৃষক উন্নয়ন প্রকল্প,
খ) স্বনির্ভর ঋণ কর্মসূচী,
গ) ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক খামার পদ্ধতিতে শস্য নিবিড়করণ প্রকল্প,
ঘ) রুরাল পুওর প্রোগ্রাম (আরপিপি),
ঙ) বহুমুখী ঋণ কর্মসূচী,
চ) গ্রুপ ভিত্তিক ঋণ ও সঞ্চয় কর্মসূচী,
ছ) এনজিওদের সাথে সমন্বয় কর্মসূচী।

৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৯৮ পর্যন্ত বিশেষ ঋণ কর্মসূচীর আওতায় দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে ৩ লাখ ঋণ গ্রহীতাকে মোট ১৬৭২ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। ঋণ কর্মসূচীগুলোর মাধ্যমে প্রায় ১ লক্ষ মহিলার কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বর্তমানে ব্যাংকের ৬৪৭টি শাখা দেশের ৭২১টি ইউনিয়নে পল্লী ঋণ কার্যক্রমের সংগে জড়িত রয়েছে। ১৯৯৯ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে জনতা ব্যাংকের মোট পল্লী ঋণের স্থিতির পরিমাণ দাঁড়ায় ৫৯৬৩ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৮ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে এর পরিমাণ ছিল ৫৫৬১ মিলিয়ন টাকা। এ স্থিতির পরিমাণ ২০০০ সালের ৩০শে জুন তারিখে প্রায় ৬০৬০ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়াবে বলে অনুমান করা হচ্ছে।

দারিদ্র্য বিমোচন ও বিশেষ ঋণসহ ব্যাংকটির খাত-ভিত্তিক ঋণের অবস্থা সারণি-৪ এ দেয়া হলো।

সারণি-৪

খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নং	খাত	১৯৯৮	১৯৯৯	মার্চ ৩১, ২০০০ (সাময়িক)	জুন ৩০, ২০০০ (প্রাক্কলিত)
১।	কৃষি ও মৎস্য ঃ	৩৪৬০	৪২৯১	৪৩৫১	৪৩৬২
	(ক) শস্য	২৯৩৯	৩৪৭৩	৩৫২৮	৩৫৩৩
	(খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য	৫২১	৮১৮	৮২৩	৮২৯
২।	শিল্পঃ	২৩৪১২	৩১০১৩	৩১৭৯৮	৩২৩৫২
	(ক) বৃহৎ ও মাঝারী	২৩২৭৬	৩০৮৭৩	৩১৬৫৩	৩২২০২
	(খ) ক্ষুদ্র ও কুটির	১৩৬	১৪০	১৪৫	১৫০
৩।	পাইকারী/খুচরা ব্যবসা এবং রোস্তোঁরা/হোটেল	৪০৬৫	৫৩০২	৫১৯৫	৫২১৫
৪।	বীমা, রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা	৫০	-	-	-
৫।	পরিবহন ও যোগাযোগ	৩৬৪	৩২৫	৩১৬	৩৩১
৬।	বিশেষ ঋণ কর্মসূচীঃ	২১০১	১৬৭২	১৬৮৫	১৬৯৮
	দারিদ্র্য বিমোচন	৮৩২	৮৬০	৮৭১	৮৮০
	অন্যান্য	১২৬৯	৮১২	৮১৪	৮১৮
৭।	অন্যান্য	২৩৮৭৮	১৮৬২৬	১৮০৭৫	১৮৮৬২
	সর্বমোট	৫৭৩৩০	৬১২২৯	৬১৪২০	৬২৮২০

অগ্রণী ব্যাংক

অগ্রণী ব্যাংক দেশের অন্যতম বৃহত্তম বাণিজ্যিক ব্যাংক। ১৯৯৯ সালের ডিসেম্বর শেষে অগ্রণী ব্যাংকের অনুমোদিত এবং পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ৮০০০ মিলিয়ন টাকায় ও ২৪৮৪ মিলিয়ন টাকায়। রিজার্ভ ফান্ডের পরিমাণ দাঁড়ায় ৩১৯ মিলিয়ন টাকা। এ সময়ে ব্যাংকটির শাখা সংখ্যা দাঁড়ায় ৯০৩টিতে যার মধ্যে ৫৮৬টি বা শতকরা ৬৫ ভাগ পল্লী এলাকায় অবস্থিত। ব্যাংকটির মোট জনবলের সংখ্যা হচ্ছে ১৩২৬৯ জন যার মধ্যে ৬৮৭২ জন কর্মকর্তা ও ৬৩৯৭ জন কর্মচারী। মানব সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ছাড়াও ১৯৯৯ সালে ২৫টি কোর্স পরিচালনার মাধ্যমে মোট ৭৪৭ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এ বছর ব্যাংকটি ২৮৯ মিলিয়ন টাকা মুনাফা অর্জন করেছে।

১৯৯৯ সালে অগ্রণী ব্যাংকের আমানত শতকরা ৯.৯১ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ৯৩৫০২ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। উক্ত সময়ে তলবী আমানত ১৩২৬ মিলিয়ন টাকা বৃদ্ধি পায় এবং মেয়াদী আমানত ৭১০২ মিলিয়ন টাকা বৃদ্ধি পায়। ২০০০ সালের প্রথম তিন মাসে ব্যাংকটির আমানত ১৯৫৩ মিলিয়ন টাকা বৃদ্ধি পায়। ১৯৯৯ সালের ডিসেম্বর শেষে ব্যাংকটির মোট ঋণের স্থিতির পরিমাণ ৪৫১৬ মিলিয়ন টাকা (৬.৬৯%) বৃদ্ধি পেয়ে ৭১৯৭৭ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ২০০০ সালের মার্চ শেষে ঋণের স্থিতি ৭৩৬০৫ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ১৯৯৯ সালের ডিসেম্বর শেষে ব্যাংকটির বিনিয়োগের পরিমাণ ১৮৩৭ মিলিয়ন টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ২৪৩৯০ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ১৯৯৯ সালে অগ্রণী ব্যাংক মোট ৮৮৬৩৫ মিলিয়ন টাকার বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেন কার্যক্রম পরিচালনা করে। এর মধ্যে আমদানি, রপ্তানি ও রেমিটেন্সের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ২৫৯৫৭ মিলিয়ন টাকা, ৩৪৭২৮ মিলিয়ন টাকা ও ২৭৯৫০ মিলিয়ন টাকা। অগ্রণী ব্যাংকের কার্যক্রমের প্রধান বৈশিষ্ট্য সারণি-১ এ দেয় হ'ল।

ব্যাংকের অর্থায়নে প্রতিষ্ঠিত একটি স্টীল মিল।

সারণি-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নং	বিবরণ	১৯৯৮	১৯৯৯	৩১শে মার্চ, ২০০০ (সাময়িক)	৩০শে জুন, ২০০০ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	৮০০০	৮০০০	৮০০০	৮০০০
২।	পরিশোধিত মূলধন	২৮৮৪	২৮৮৪	২৮৮৪	২৮৮৪
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	৩১৯	৩১৯	৩১৯	৩১৯
৪।	আমানত	৮৫০৭৪	৯৩৫০২	৯৫৪৫৫	১০০০০০
	ক) তলবী আমানত	১৫৩৩৭	১৬৬৬৩	১৬৮৪০	১৯৬০৯
	খ) মেয়াদী আমানত	৬৯৭৩৭	৭৬৮৩৯	৭৮৬১৫	৮০৩৯১
৫।	অগ্রিম	৬৭৪৬১	৭১৯৭৭	৭৩৬০৫	৭৫৪৪৫
৬।	বিনিয়োগ	২২৫৫৩	২৪৩৯০	২৪৮৭৭	২৫৩৭৫
৭।	মোট পরিসম্পদ	১১০০৪০	১১৯৬০২	১২২২০০	১২৪৭৯৮
৮।	মোট আয়	৭৫৯৭	৭৯৭৬	২৫৭৯	৫১৫৮
৯।	মোট ব্যয়	৬৭৪৮	৭৬৮৭	২৩৩৯	৪৬৭৮
১০।	বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা	৯২৪৮৯	৮৮৬৩৫	২৭৬৭২	৫৫৩৪৫
	ক) রপ্তানি	৩৫২১১	৩৪৭২৮	১০৮৫২	২১৭০৫
	খ) আমদানি	৩০৫৩৪	২৫৯৫৭	৮৪৩৫	১৬৮৭০
	গ) রেমিটেন্স	২৬৭৪৪	২৭৯৫০	৮৩৮৫	১৬৭৭০
১১।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	১৩৫৩০	১৩২৬৯	১৩২৩৯	১৩২২৭
	ক) কর্মকর্তা	৭০৫১	৬৮৭২	৬৮৪৭	৬৮৩৫
	খ) কর্মচারী	৬৪৭৯	৬৩৯৭	৬৩৯২	৬৩৯২
১২।	বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যায়)	৯৮০	৯৮০	৯৮০	৯৮০
১৩।	শাখা (সংখ্যা)	৯০৩	৯০৩	৯০৩	৯০৩

খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়

১৯৯৯ সালে অগ্রণী ব্যাংক মোট ২৮১১৪ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করে এবং ২৪৬৭৪ মিলিয়ন টাকা আদায় করে। বিতরণকৃত ঋণের মধ্যে ছিল ৭৭০ মিলিয়ন টাকা কৃষি ঋণ, ৪৭৯৪ মিলিয়ন টাকা শিল্প ঋণ ও ২২৫৫০ মিলিয়ন টাকা অন্যান্য ঋণ। এর বিপরীতে উক্ত খাতসমূহে ঋণ আদায়ের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ৫১৪ মিলিয়ন টাকা, ৪৭৮৩ মিলিয়ন টাকা ও ১৯৩৭৭ মিলিয়ন টাকা। ব্যাংকের খাতওয়ারী ঋণ বিতরণ ও আদায়ের তুলনামূলক চিত্র সারণি-১ এ দেয়া হ'ল।

ঋণ বিতরণ ও আদায়

সারণি-২

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ	কৃষি ঋণ	শিল্প ঋণ			অন্যান্য	সর্বমোট
		মেয়াদী ঋণ	চলতি মূলধন	মোট		
১৯৯৮						
বিতরণ	৯৩৯	২০৯	৪৮৫৩	৫০৬২	৩০৮১৯	৩৬৮২০
আদায়	৪৩৫	৩২৬	৪৩২৬	৪৬৫২	২৬৭২৫	৩১৮১২
১৯৯৯						
বিতরণ	৭৭০	৪৮২	৪৩১২	৪৭৯৪	২২৫৫০	২৮১১৪
আদায়	৫১৪	৫৮৯	৪১৯৪	৪৭৮৩	১৯৩৭৭	২৪৬৭৪
৩১শে মার্চ, ২০০০*						
বিতরণ	২৫৫	৫২	১৩৫৯	১৪১১	৭০২৩	৮৬৮৯
আদায়	১৫৪	৪৫	৮৫৫	৯০০	৬০৬৪	৭১১৮
৩০শে জুন, ২০০০**						
বিতরণ	৫১০	১৫৪	১৭৫৯	১৯১৩	৯৪০০	১১৮২৩
আদায়	৩০৮	৯৯	১২৪৩	১৩৪২	৮৩৪৪	৯৯৯৪

* সাময়িক।

**প্রাক্কলিত।

শিল্প ঋণ মঞ্জুরী

১৯৯৯ সালে অগ্রণী ব্যাংক ২৫টি প্রকল্পের জন্য মোট ৭১ মিলিয়ন টাকা ঋণ মঞ্জুর করেছে যার মধ্যে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের জন্য ৩৯ মিলিয়ন টাকা এবং বৃহৎ ও মাঝারী শিল্পের জন্য ৩২ মিলিয়ন টাকা মঞ্জুর করা হয়। ১৯৯৯ সাল পর্যন্ত পুঞ্জীভূত শিল্প ঋণ মঞ্জুরীর মোট পরিমাণ দাঁড়ায় ১১০৩০ মিলিয়ন টাকা যার মধ্যে ব্যাংকের নিজস্ব তহবিল হতে ক্রমপুঞ্জিভূত মঞ্জুরীকৃত অর্থের পরিমাণ ছিল ১০৩৭৭ মিলিয়ন টাকা এবং বৈদেশিক ঋণ কর্মসূচীর আওতায় ৬৫৩ মিলিয়ন টাকা। অগ্রণী ব্যাংকের শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ মঞ্জুরী সারণি-৩ এ দেয়া হ'ল।

ব্যাংকের অর্থায়িত একটি টেক্সটাইল মিলের ডাইং বিভাগ।

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ

সারণি-৩

(মিলিয়ন টাকায়)

ঋণ মঞ্জুরী	শিল্পের আকার		
	বৃহৎ ও মাঝারী	ক্ষুদ্র ও কুটির	মোট
ক্রমপুঞ্জিভূতঃ ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৯৯ তারিখে			
প্রকল্প সংখ্যা	২২	৫৪৭৪	৫৪৯৬
পরিমাণ	৩৭৩৬	৭২৯৪	১১০৩০
জানুয়ারী ১ হতে ডিসেম্বর ৩১, ১৯৯৯ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	১	২৪	২৫
পরিমাণ	৩২	৩৯	৭১
ক্রমপুঞ্জিভূতঃ মার্চ ৩১, ২০০০ তারিখে			
প্রকল্প সংখ্যা	২৭	৫৫০৬	৫৫৩৩
পরিমাণ	৪০১৬	৭৩৩৮	১১৩৫৪
জানুয়ারী ১ হতে মার্চ ৩১, ২০০০ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	৫	৩২	৩৭
পরিমাণ	২৮০	৪৪	৩২৪
জানুয়ারী ১ হতে জুন ৩০, ২০০০ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	৮	৫০	৫৮
পরিমাণ	৬৮০	৫৭	৭৩৭

অগ্রণী ব্যাংক শিল্প উন্নয়ন বন্ড ঃ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের নির্দেশে অগ্রণী ব্যাংক ১৯৯৯ সালে ৫০০ (পাঁচ শত) কোটি টাকা মূল্যমানের শিল্প উন্নয়ন বন্ড ব্যাংকের নির্ধারিত শাখার মাধ্যমে বিক্রয় করার জন্য বাজারে ছেড়েছে। শিল্প উন্নয়ন বন্ডে বিক্রিত অর্থ দেশের শিল্প উন্নয়নের জন্য ব্যয় করা হবে যা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। ১৯৯৯ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত এ বন্ডের বিপরীতে বিক্রিত অর্থের পরিমাণ হলো ৬৪৫ মিলিয়ন টাকা।

বিশেষ ঋণ কর্মসূচী

দেশের বাড়তি জনসংখ্যাকে মানব সম্পদে পরিণত করে আত্ম-কর্মসংস্থানের মাধ্যমে তাদের বেকারত্ব দূর করা, আর্থিক অবস্থার তথা জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করা এবং সর্বোপরি তাদেরকে উৎপাদনমুখী কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করাই অগ্রণী ব্যাংকের এসব কর্মসূচীর মূল লক্ষ্য। এ লক্ষ্যে অগ্রণী ব্যাংকের গৃহীত কয়েকটি বিশেষ কর্মসূচী হচ্ছে ঃ

ক) কৃষি ও পল্লী ঋণ ঃ

১৯৯৯ সালে ব্যাংকটি কৃষি ও পল্লী ঋণ বাবদ ২৪৪৮ মিলিয়ন টাকা বিতরণ করে এবং ১৮৬৮ মিলিয়ন টাকা আদায় করে। পূর্ববর্তী বছরের অনুরূপ সময়ে যার পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১৯৬৯ মিলিয়ন ও ১৩৪৫ মিলিয়ন টাকা।

খ) ফিমেল এডুকেশন স্টাইপেন্ড প্রজেক্ট (এফইএসপি) ঃ

অগ্রণী ব্যাংক নোরাডের আর্থিক সহায়তায় এ প্রজেক্টের আওতায় ১৯৯৯ সাল থেকে উপবৃত্তি ও টিউশন ফি বিতরণ করে আসছে।

গ) বিশেষ আমানত প্রকল্প (Special Deposit Scheme):

ব্যাংকের আমানত ভিতকে মজবুত এবং তহবিল ব্যবস্থাপনাকে সুসংহত করার লক্ষ্যে বিগত জুলাই '৯৭ মাস হতে মাস ভিত্তিক মেয়াদী আমানত এবং প্রবাসীদের বিশেষ সঞ্চয় আমানত নামে দুটি ভিন্নধর্মী আমানত প্রকল্প চালু করা হয়। ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৯৯ তারিখ পর্যন্ত উক্ত প্রকল্পের আওতায় যথাক্রমে ৬৩৯৭ মিলিয়ন ও ১৫ মিলিয়ন টাকার আমানত সংগৃহীত হয়েছে। প্রকল্প দুটির আমানতের সুদের হার যথাক্রমে ১২% ও ৮.৫০%।

ঘ) দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচী ঃ

দেশের অন্যতম রাষ্ট্রায়ত্ব বাণিজ্যিক ব্যাংক হিসাবে অগ্রণী ব্যাংক প্রচলিত ব্যাংকিং কার্যাবলীসহ দেশের চলমান উন্নয়ন

কর্মকান্ডের স্রোত ধারায় পল্লী এলাকার বিপুল জনগোষ্ঠীকে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে বিশেষ করে দারিদ্র বিমোচনমূলক বিভিন্ন কর্মকান্ডে ঋণ প্রদানে নিয়োজিত রয়েছে। দেশের বাড়তি জনসংখ্যাকে মানব সম্পদে পরিণত করে আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে তাদের বেকারত্ব দূর করা, আর্থিক অবস্থার তথা জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করা এবং সর্বোপরি তাদেরকে উৎপাদনমুখী কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করাই এ সকল কর্মসূচীর মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে অগ্রণী ব্যাংকের গৃহীত কয়েকটি বিশেষ কর্মসূচীর উল্লেখযোগ্য দিক সমূহ' নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো ঃ

১। উৎপাদনমুখী কর্মসংস্থান প্রকল্প (পিইপি) ঃ

দরিদ্র জনগণের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহযোগিতার মাধ্যমে কার্যকর সঞ্চয় এবং ঋণ প্রক্রিয়া উদ্ভাবনে বিভিন্ন আয় বর্ধক কর্মকান্ড যথা ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প স্থাপন, নার্সারী প্রস্তুত, হাঁস-মুরগী পালন ইত্যাদি কর্মকান্ডে ব্যাংক এ কর্মসূচীর আওতায় ঋণ দিয়ে আসছে। কর্মসূচীর প্রকল্প এলাকা হলো ফরিদপুর, রাজবাড়ী, মাদারীপুর, গোপালগঞ্জ, শরিয়তপুর জেলার ২০টি থানা। ঋণ প্রকল্পটি সিডা ও নোরাডের আর্থিক সাহায্য ও বিআরডিবির সহযোগিতায় গ্রহণ করা হয়। প্রকল্পটির আওতায় ডিসেম্বর, ৯৯ পর্যন্ত ৩০৩৫৯৫ জন ঋণ গ্রহীতাকে ১৭৪১ মিলিয়ন টাকা ঋণ প্রদান করা হয়েছে। আদায়ের হার শতকরা ৯৮ ভাগ।

৭। নেত্রকোণা সমন্বিত কৃষি উৎপাদন ও পানি ব্যবস্থাপনা প্রকল্প ঃ

নেত্রকোণা জেলার ১০টি থানার ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীদের ক্রমান্বয়ে ভূমিহীন হওয়ার প্রবণতা রোধ করা, কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি এবং আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে তাদের জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন করা এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য। এ প্রকল্পের আওতায় ব্যাংক নিজস্ব উৎস থেকে ঋণ প্রদান করছে এবং 'ইফাদ' কারিগরি সহযোগিতা প্রদান করছে। এ প্রকল্পের আওতায় ফসল উৎপাদন, কৃষি ও সেচ যন্ত্রপাতি ক্রয়ের জন্য ঋণ প্রদান করা হচ্ছে। নির্বাচিত এনজিও পুরুষ/মহিলাদের গ্রুপ গঠন, ঋণ ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি বিষয়ে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে। ১৯৯৯ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত এ প্রকল্পের আওতায় ৪৯০২ জন ঋণ গ্রহীতার অনুকূলে ৩২ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। আদায়ের হার ৭১%।

৮। পল্লীর দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান সৃষ্টি প্রকল্প (ইফাদ) ঃ

প্রশিক্ষণ ও প্রয়োজনীয় ঋণ প্রদানের মাধ্যমে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং তাদের দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে স্থায়ীভাবে তাদের দারিদ্র্য বিমোচন করাই এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য। অগ্রণী ব্যাংক ইফাদের আর্থিক সাহায্যে ১৯৯৬ সাল থেকে এ প্রকল্পের আওতায় ঋণ বিতরণ শুরু করেছে। ফেব্রুয়ারী, ২০০০ পর্যন্ত ৮৯টি প্রজেক্ট শাখার মাধ্যমে ৩৯২২টি ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ৩৯২ মিলিয়ন টাকা বিতরণ করা হয়েছে। আদায়ের হার শতকরা ৮৭ ভাগ।

৯। কুড়িগ্রাম দারিদ্র্য বিমোচন প্রকল্প (কেপিএপি) ঃ

কুড়িগ্রাম জেলার দরিদ্র জনগণের মধ্যে ঋণ প্রদানকল্পে নোরাডের ৮৫ মিলিয়ন টাকা আর্থিক সহায়তায় জুলাই, ১৯৯৭ হতে এ কর্মসূচীটির কার্যক্রম শুরু হয়। ডিসেম্বর, ১৯৯৯ পর্যন্ত ৫৭০২৫ জন ঋণ গ্রহীতাকে ৩০৫ মিলিয়ন টাকা ঋণ প্রদান করা হয়েছে। আদায়ের হার শতকরা ৯৪ ভাগ।

১০। প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র খামার পদ্ধতির মাধ্যমে শস্য নিবিড়করণ প্রকল্প ঃ

প্রকল্প এলাকার ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীদের কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি ও আর্থিক উন্নয়নের স্বার্থে ইফাদের আর্থিক সাহায্যে ১৯৯০ সাল থেকে শুধুমাত্র কুড়িগ্রাম জেলার ৯টি থানায় এ প্রকল্প শুরু করা হয়। এ প্রকল্পের আওতায় কৃষি পণ্য উৎপাদনের জন্য মৌসুমী কৃষি ঋণ, কৃষি বিনিয়োগ ঋণ এবং জীবন-যাত্রার মান উন্নয়ন ও আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন অকৃষি খাতে ঋণ প্রদান করা হয়ে থাকে। জার্মান কারিগরী সংস্থা (জিটিজেড) প্রকল্পের বাস্তবায়নকারী সংস্থা হিসাবে নিয়োজিত রয়েছে। প্রকল্পের সহযোগী সংস্থাসমূহ হচ্ছে বাংলাদেশ ব্যাংক, কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগ, রংপুর-দিনাজপুর রুরাল সার্ভিস (আরডিআরএস)। গ্রুপ গঠন, গ্রুপ সদস্যদের উদ্বুদ্ধকরণ, মানবিক উন্নয়ন এবং ঋণ ব্যবস্থাপনার উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ডিসেম্বর, ১৯৯৯ পর্যন্ত এ প্রকল্পের আওতায় ৪৮৮ গ্রুপের মধ্যে মোট ৫৬ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। আদায়ের শতকরা হার ৮৭ ভাগ।

১১। জাতীয় ক্ষুদ্র সেচ উন্নয়ন প্রকল্প (এনএমআইডিপি) ঃ

সেচের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি, স্বল্প খরচে কৃষকদের সেচ সুবিধা প্রদান, সেচ সংক্রান্ত পরামর্শ প্রদান, পানির স্তর নিচে নেমে যাওয়ায় গভীরে খননকৃত অগভীর নলকূপ প্রযুক্তির প্রচলন ইত্যাদি উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে জাতীয় ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্পের আওতায় ঋণ প্রদানের কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় প্রাথমিকভাবে ১৩টি জেলা নির্বাচন করা হয়েছে।

১২। ক্ষুদ্র উদ্যোগ প্রকল্প ঃ

দেশের জনসংখ্যাকে মানব সম্পদে পরিণত করে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্প স্থাপন এবং আয় উৎসারী উৎপাদনমুখী কর্মকান্ডে তাদের সম্পৃক্ত করার নিমিত্তে এ ঋণ কর্মসূচীটি ১৯৯৭ সালে চালু করা হয়েছে। সে মোতাবেক এ কর্মসূচীটির মাধ্যমে

ব্যাংকের নিজস্ব তহবিল হতে ঋণ বিতরণ করা হচ্ছে। এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হলো শ্রম নির্ভর ক্ষুদ্র শিল্প স্থাপন ও সম্প্রসারণ, বিলুপ্ত কুটির শিল্পসমূহকে শক্তিশালীকরণ, শিক্ষিত বেকার যুবক/যুবতীদের স্বাবলম্বী করা, বেকারত্ব হ্রাসকরণ, বিত্তহীন ও স্বল্পবিত্তবান পুরুষ ও মহিলাদের জন্য পেশা ভিত্তিক কর্মের সুযোগ সৃষ্টি, সর্বোপরি দেশের সার্বিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়নকে সচল রাখা। এ প্রকল্পের আওতায় ডিসেম্বর, ১৯৯৯ পর্যন্ত ১১৫৯ জন ঋণ গ্রহীতার মধ্যে ৪ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। আদায়ের হার শতকরা ৯৯ ভাগ।

১৩। কৃষি বহুমুখীকরণ ও নিবিড়করণ প্রকল্প(ইফাদ) ঃ

এই প্রকল্পটি অগ্রণী ব্যাংক ও ইফাদের যৌথ অর্থায়নে পরিচালিত হবে। পল্লী এলাকার ক্ষুদ্র, বিত্তহীন ও প্রান্তিক চাষীদের আত্মনির্ভরশীল করে তোলাই এ কর্মসূচীর লক্ষ্য। প্রকল্প এলাকার চার হাজার গ্রুপ ও পঁচাশি হাজার পরিবার এর দ্বারা উপকৃত হবে। এ প্রকল্পের আওতায় ঋণ বিতরণ শীঘ্রই শুরু করা হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

ব্যাংকের বিশেষ ঋণ কর্মসূচীসহ খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতি সারণি-৪ এ দেয়া হল।

সারণি-৪

খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকা)

ক্রমিক নাম্বর	খাত	১৯৯৮	১৯৯৯	মার্চ ৩১, ২০০০ (সাময়িক)	জুন৩০, ২০০০ (প্রাক্কলিত)
১।	কৃষি ও মৎস ঃ	৩০২০	৩৪৪৬	৩৬৩৬	৩৮৩১
	(ক) শস্য	২৬২৭	২৯৯৫	৩১৬০	৩৩২৯
	(খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য	৩৯৩	৪৫১	৪৭৬	৫০২
২।	শিল্প ঃ	৩০৮১৯	৩১৩৯৩	৩১৯১৩	৩২৮৬৬
	(ক) বৃহৎ ও মাঝারী	২৭০৬৭	২৩৯৯২	২৪৫০৩	২৫১৬৮
	(খ) ক্ষুদ্র ও কুটির	৩৭৫২	৭৪০১	৭৪১০	৭৬৯৮
৩।	পাইকারী/খুচরা বাণিজ্য এবং রেস্তোরা/ হোটেল	১৫৯৮৩	১৬৫৮৮	১৭০০২	১৭৫২৭
৪।	বীমা, রিয়েল এষ্টেট ও ব্যবসা সেবা	৪৯৩৩	৫১৭৪	৫৩০৩	৫৪৩৫
৫।	পরিবহন ও যোগাযোগ	৪৬৫	৪৭৭	৪৯০	৫০২
৬।	বিশেষ ঋণ কর্মসূচী ঃ	৮৯৭	৯৭৫	৯৯৯	১০২৩
	(ক) দারিদ্র বিমোচন	৮৯৭	৯৭৫	৯৯৯	১০২৩
	(খ) অন্যান্য	-	-	-	-
৭।	অন্যান্য	১১৩৪৪	১৩৯২৪	১৪২৬২	১৪৩৬১
	সর্বমোট	৬৭৪৬১	৭১৯৭৭	৭৩৬০৫	৭৫৪৪৫

রূপালী ব্যাংক লিমিটেড

১৯৮৬ সালের ১৪ই ডিসেম্বর রূপালী ব্যাংককে একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিতে রূপান্তরিত করা হয়। ১৯৯৯ সালের ডিসেম্বর শেষে রূপালী ব্যাংকের অনুমোদিত মূলধন ও পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ৭০০০ মিলিয়ন টাকা ও ১২৫০ মিলিয়ন টাকা এবং রিজার্ভ ফান্ডের পরিমাণ দাঁড়ায় ১৮৮মিলিয়ন টাকা। পরিশোধিত মূলধনে সরকারী শেয়ারের পরিমাণ শতকরা ৯৪ভাগ এবং বেসরকারী শেয়ার-এর পরিমাণ ৬ ভাগ। ১৯৯৯ সালের ডিসেম্বরে ব্যাংকের মোট শাখার সংখ্যা পাকিস্তানের করাচীতে ১টি বিদেশী শাখাসহ মোট ৫১৩টি তে দাঁড়ায়, যার মধ্যে ২৭৮টি শাখা শহর অঞ্চলে এবং বাকী ২৩৫টি পল্লী অঞ্চলে অবস্থিত। ১৯৯৯ সালের শেষে ব্যাংকটির মোট জনসম্পদের সংখ্যা দাঁড়ায় ৫৮৮৫ জন, যার মধ্যে কর্মকর্তার সংখ্যা ৩৩৭৮ এবং কর্মচারীর সংখ্যা ২৫০৭ জন।

১৯৯৯ সালের ৩১শে ডিসেম্বর ব্যাংকের মোট আমানতের পরিমাণ দাঁড়ায় ৩৯৬৭১ মিলিয়ন টাকা যা ১৯৯৮ সালের তুলনায় ৩৫৮৬ মিলিয়ন টাকা (১%) বেশী । ৩১শে মার্চ, ২০০০ তারিখে ব্যাংকের আমানতের পরিমাণ ৪১০৭০ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ১৯৯৯ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে রূপালী ব্যাংক লিমিটেড-এর ঋণের স্থিতির পরিমাণ পূর্ববর্তী বছরের চেয়ে ৬৪০৮ মিলিয়ন টাকা (২৬%) বৃদ্ধি পেয়ে ৩১২৫৪ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ৩১শে মার্চ ২০০০ তারিখে মোট ঋণের স্থিতি পরিমাণ ৩১৭৬৬ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ১৯৯৯ সালের ৩১শে ডিসেম্বর ব্যাংকের মোট বিনিয়োগ পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ৬৮৯ মিলিয়ন টাকা (৯%) বৃদ্ধি পেয়ে ৮৬৫২ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ১৯৯৯ সালে রূপালী ব্যাংক লিমিটেড মোট ২২৭৪৩ মিলিয়ন টাকার বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা করে। পূর্ববর্তী বছরে এর পরিমাণ ছিল ২৯৪৫০ মিলিয়ন টাকা। আলোচ্য বছরে মোট বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসায়ের মধ্যে আমদানি, রপ্তানি ও রেমিটেন্সের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ১৩৭২২ মিলিয়ন টাকা, ৭১৯১ মিলিয়ন টাকা ও ১৮৩০ মিলিয়ন টাকা। ব্যাংকটির অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য সারণি-১ এ দেয়া হ'ল।

ব্যাংকের অর্থায়নে প্রতিষ্ঠিত একটি জুতা তৈরির কারখানা।

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নং	বিবরণ	১৯৯৮	১৯৯৯	৩১শে মার্চ, ২০০০ (সাময়িক)	৩০শে জুন, ২০০০ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	৭০০০	৭০০০	৭০০০	৭০০০
২।	পরিশোধিত মূলধন	১২৫০	১২৫০	১২৫০	১২৫০
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	১৮৮	১৮৮	১৮৮	১৮৮
৪।	আমানত	৩৬০৮৫	৩৯৬৭১	৪১০৭০	৪২৪৮৫
	ক) তলবী আমানত	৬৪৭০	৮১৯১	৮৬২১	৯১২১
	খ) মেয়াদী আমানত	২৯৬১৫	৩১৪৮০	৩২৪৪৯	৩৩৩৬৪
৫।	অগ্রিম	২৪৮৪৬	৩১২৫৪	৩১৭৬৬	৩২৯৫২
৬।	বিনিয়োগ	৭৯৬৩	৮৬৫২	৮৮৪৯	৯০০০
৭।	মোট পরিসম্পদ	৫২১৭৬	৫৪৫৫০	৫৪৬০০	৫৪৬৫০
৮।	মোট আয়	২৯২৬	৩২৪৫	১০০০	২১৫০
৯।	মোট ব্যয়	২৯৯৭	৩৫৫৩	৮৫০	১৮৫০
১০।	বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা	২৯৪৫০	২২৭৪৩	৪৫৬৬	৯৪০০
	ক) রপ্তানি	৬১১০	৭১৯১	১৫২১	৩১০০
	খ) আমদানি	২১৩৬০	১৩৭২২	২৫৩৯	৫১৫০
	গ) রেমিটেন্স	১৯৮০	১৮৩০	৫০৬	১১৫০
১১।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	৬০৮৪	৫৮৮৫	৫৮৬৫	৫৮২০
	ক) কর্মকর্তা	৩৫৩০	৩৩৭৮	৩৩৬৩	৩৩৩৮
	খ) কর্মচারী	২৫৫৪	২৫০৭	২৫০২	২৪৮২
১২।	বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যায়)	১৬০	১৭৪	১৭৫	১৭৫
১৩।	শাখা (সংখ্যা)	৫১৪	৫১৩	৫১৩	৫১৩
	ক) বাংলাদেশ	৫১৩	৫১২	৫১২	৫১২
	খ) বিদেশে	১	১	১	১

খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়

১৯৯৯ সালে রূপালী ব্যাংক লিমিটেড মোট ১৩১০২ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ ও ৯৯৩ মিলিয়ন টাকা আদায় করে। পূর্ববর্তী বছরে এর পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১০৭২৮ মিলিয়ন টাকা ও ৭৪২৬ মিলিয়ন টাকা। খাত ভিত্তিক ঋণের অবস্থা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, ১৯৯৯ সালে ব্যাংকটির কৃষি ঋণ বিতরণের পরিমাণ ৩১ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। পূর্ববর্তী বছরে এর পরিমাণ ছিল ৩৭ মিলিয়ন টাকা। একই সময়ে শিল্প ঋণ বিতরণের পরিমাণ দাঁড়ায় ১২১১২ মিলিয়ন টাকা। পূর্ববর্তী বছরে এর পরিমাণ ছিল ১০৪৬১ মিলিয়ন টাকা। রূপালী ব্যাংকের খাতভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়ের অবস্থা সারণি-২-এ দেয়া হ'ল।

ঋণ বিতরণ ও আদায়

সারণি-২

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ	কৃষি ঋণ	শিল্প ঋণ			অন্যান্য	সর্বমোট
		মেয়াদী ঋণ	চলতি মূলধন	মোট		
১৯৯৮						
বিতরণ	৩৭	২৫৩৩	৭৯২৮	১০৪৬১	২৩০	১০৭২৮
আদায়	৩৪	৪৭০	৬৯২২	৭৩৯২	-	৭৪২৬
১৯৯৯						
বিতরণ	৩১	৩৪০৭	৮৭০৫	১২১১২	৯৫৯	১৩১০২
আদায়	৪৭	৬৭৩	১৬০	৮৩৩	১১৩	৯৯৩
৩১শে মার্চ, ২০০০*						
বিতরণ	২৪	২৮	৮১২	৮৪০	১৬১	১০২৫
আদায়	৪	-	৩০	৩০	৪২	৭৬
৩০শে জুন, ২০০০**						
বিতরণ	৩৪	৪২৪	১০৩৫	১৪৫৯	৩২০	১৮১৩
আদায়	১৬	-	৫১	৫১	৮২	১৪৯

* সাময়িক।

** প্রাক্কলিত।

শিল্প ঋণ মঞ্জুরী

১৯৯৯ সালে রূপালী ব্যাংক লিমিটেড ১৪২টি প্রকল্পের জন্য মোট ৯২৮৫ মিলিয়ন টাকার শিল্প ঋণ মঞ্জুর করে। ১৯৯৯ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত ব্যাংকের পুঞ্জিভূত শিল্প ঋণ মঞ্জুরীর পরিমাণ ১০৮০টি প্রকল্পের অনুকূলে ২১৩৭৩ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। এর মধ্যে বৃহৎ ও মাঝারী আকারের শিল্পের জন্য ২১২১৫ মিলিয়ন টাকা (৯৯%) এবং ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের জন্য ১৫৮ মিলিয়ন টাকা (১%) মঞ্জুর করা হয়। ব্যাংকটির আকার ভিত্তিক ঋণ মঞ্জুরীর অবস্থা সারণি-৩ এ দেয়া হ'ল।

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ

সারণি-৩

(মিলিয়ন টাকায়)

ঋণ মঞ্জুরী	শিল্পের আকার		
	বৃহৎ ও মাঝারী	ক্ষুদ্র ও কুটির	মোট
ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৯৯ তারিখে			
প্রকল্প সংখ্যা	৪৯৫	৫৮৫	১০৮০
পরিমাণ	২১২১৫	১৫৮	২১৩৭৩
জানুয়ারী ১ হতে ডিসেম্বর ৩১, ১৯৯৯ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	১৪২	-	১৪২
পরিমাণ	৯২৮৫	-	৯২৮৫
ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ মার্চ ৩১, ২০০০ তারিখে			
প্রকল্প সংখ্যা	৫১১	৫৮৫	১০৯৬
পরিমাণ	২২০৫৫	১৫৮	২২২১৩
জানুয়ারী ১ হতে মার্চ ৩১, ২০০০			
প্রকল্প সংখ্যা	১৬	-	১৬
পরিমাণ	৮৪০	-	৮৪০
জানুয়ারি ১ হতে জুন ৩০, ২০০০* পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	৩৩	-	৩৩
পরিমাণ	১৬৭২	-	১৬৭২

* প্রাক্কলিত

খাতভিত্তিক ঋণের স্থিতি

রূপালী ব্যাংকের খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, ১৯৯৯ সালে শিল্পখাত, কৃষি ও মৎস্য খাত ও পাইকারী ও খুচরা বাণিজ্য এবং রেস্তোঁরা ও হোটেল খাতে ঋণের স্থিতি যথাক্রমে দাঁড়ায় ২১৩৭৩ মিলিয়ন, ১১৫ মিলিয়ন ও ৮৩৯৩ মিলিয়ন টাকা।

রূপালী ব্যাংকের খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতি সারণি-৪ এ দেয়া হ'ল।

সারণি-৪

খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নং	খাত	১৯৯৮	১৯৯৯	মার্চ ৩১, ২০০০ (সাময়িক)	জুন ৩০, ২০০০ (প্রাক্কলিত)
১।	কৃষি ও মৎস্য ঃ	১২৮	১১৫	১৩৫	১৩০
	ক) শস্য	৩৪	৩২	৩২	৩২
	খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য	৯৪	৮৩	১০৩	৯৮
২।	শিল্প ঃ	৫৮১৫	২১৩৭৩	২২০১১	২২৫২১
	ক) বৃহৎ ও মাঝারী	৫৬৪	২১২১৫	২১৮৫৫	২২৩৬৯
	খ) ক্ষুদ্র ও কুটির	১৭১	১৫৮	১৫৬	১৫২
৩।	পাইকারী ও খুচরা বাণিজ্য এবং রেস্তোঁরা ও হোটেল	১১৩৪৮	৮৩৯৩	৮২২৬	৮৮৫২
৪।	বীমা, রিয়েল ১১৫ এষ্টেট, ব্যবসা সেবা	৩৮৪	৩১৩	৩১৪	৩১৬
৫।	পরিবহন ও যোগাযোগ	৬৫৩	৩৮৯	৩৮৯	৩৯০
৬।	বিশেষ ঋণ কর্মসূচী ঃ	৭৫	৮৭	৮৯	৯৩
	ক) দারিদ্র্য বিমোচন	-	১০	১৩	১৭
	খ) অন্যান্য	৭৫	৭৭	৭৬	৭৬
৭।	অন্যান্য	৬৪৪৩	৫৮৪	৬০২	৬৫০
	সর্বমোট*	২৪৮৪৬	৩১২৫৪	৩১৭৬৬	৩২৯৫২

* মূলতবী হিসাবে রক্ষিত সূদসহ।

স্থানীয় বেসরকারী ব্যাংক

পূবালী ব্যাংক লিমিটেড

পূবালী ব্যাংক লিমিটেড স্বাধীনতা পূর্বকালের ইষ্টার্ণ মার্কেন্টাইল ব্যাংক লিমিটেড এবং পরবর্তী সময়ে জাতীয়করণকৃত পূবালী ব্যাংকের উত্তরাধিকারী হয়ে ১৬০ মিলিয়ন টাকা অনুমোদিত মূলধন এবং ১৩৬ মিলিয়ন টাকার পরিশোধিত মূলধন নিয়ে ১৯৮৪ সালে বেসরকারী ব্যাংক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। ২০০০ সালের মার্চ শেষে পূবালী ব্যাংক লিমিটেড-এর অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ দাঁড়ায় ৫০০০ মিলিয়ন টাকা এবং এর পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ ১৬০ মিলিয়ন টাকা। ২০০০ সালের মার্চ শেষে ব্যাংকটির শাখা সংখ্যা দাঁড়ায় ৩৫০টি এবং মোট জনশক্তির সংখ্যা দাঁড়ায় ৪৮৬৪ জনে, তন্মধ্যে ২৮৪১ জন কর্মকর্তা এবং ২০২৩ জন কর্মচারী। ২০০০ সালের মার্চ শেষে ব্যাংকটির রিজার্ভ ফান্ডের পরিমাণ দাঁড়ায় ৪৪৪ মিলিয়ন টাকা।

১৯৯৮ সালের শেষে পূবালী ব্যাংক লিমিটেড-এর মোট আমানত ২২৫৮৭ মিলিয়ন টাকা ছিল যা শতকরা ১১.৫৮ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯৯ সালের শেষে ২৫২০২ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। আলোচ্য বছরে ব্যাংকটির মোট আমানতের এ বৃদ্ধি মেয়াদী আমানত ও তলবী আমানতে প্রতিফলিত হয়েছে, যা যথাক্রমে ৯৯৭০ মিলিয়ন টাকা এবং ১৫২৩২ মিলিয়ন টাকা হয়। ১৯৯৮ সালের শেষে ব্যাংকটির ঋণ ও অগ্রিমের পরিমাণ ছিল ১৬৬৪২ মিলিয়ন টাকা যা ১৯৯৯ সালের শেষে ১৯৫১৮ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ১৯৯৯ সালের শেষে ব্যাংকটির মোট বিনিয়োগ ছিল ৩৩১৮ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৯ সালে ব্যাংকটি মোট ২৪৬৭০ মিলিয়ন টাকার বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা করে, তন্মধ্যে রপ্তানি ৮২৪০ মিলিয়ন টাকা, আমদানি ১৪১০০ মিলিয়ন টাকা এবং রেমিটেন্স ২৩৩০ মিলিয়ন টাকা। পূবালী ব্যাংক লিমিটেড এর অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ সারণি-১ এ দেয়া হ'ল।

বার্ষিক সাধারণ সভায় ব্যাংকের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ

সারণি-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নং	বিবরণ	১৯৯৮	১৯৯৯	৩১শে মার্চ, ২০০০ (সাময়িক)	৩০শে জুন, ২০০০ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	৫০০০	৫০০০	৫০০০	৫০০০
২।	পরিশোধিত মূলধন	১৬০	১৬০	১৬০	১৬০
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	৪৪২	৪৪৪	৪৪৪*	৪৪৫*
৪।	আমানত	২২৫৮৭	২৫২০২	২৫২১২	২৭০০০
	ক) তলবী আমানত	১৩৬৬৬	১৫২৩২	১৪৯৭৯	১৬৩৫০
	খ) মেয়াদী আমানত	৮৯২১	৯৯৭০	১০২৩৩	১০৬৫০
৫।	ঋণ ও অগ্রিম	১৬৬৪২	১৯৫১৮	২০১১৮	২০৭১৮
৬।	বিনিয়োগ	২৫৮৪	৩৩১৮	৩২৯২	৩৬২০
৭।	মোট পরিসম্পদ	২৯৯৪৫	৩৩৭৮৮	৩৩৭৯৮	৩৫০০০
৮।	মোট আয়	১৮০০	২৫৩৫	১০৬৩	২২০০
৯।	মোট ব্যয়	১৭০০	১৮৭৭	৯৬২	১৭০০
১০।	বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা	২২০১২	২৪৬৭০	৮০৪০	১২৯৩০
	ক) রপ্তানি	৮৮৩৩	৮২৪০	২৫৪০	৪১০০
	খ) আমদানি	১১৬৫৬	১৪১০০	৪৮৭০	৭৭৭০
	গ) রেমিটেন্স	১৫২৩	২৩৩০	৬৩০	১০৬০
১১।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	৪৯০৪	৪৮৮২	৪৮৬৪	৫০৮১
	ক) কর্মকর্তা	২৯০০	২৮৫৯	২৮৪১	৩০৭১
	খ) কর্মচারী	২০০৪	২০২৩	২০২৩	২০১০
১২।	বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যায়)	৪৩৩	৪২৭	৪২৫	৪৩০
১৩।	শাখা (সংখ্যা)	৩৫১	৩৫০	৩৫০	৩৫০

* ১৯৯৯ সালের কার্যকর মুনাফা (ড়ঢ়বৎধঃরহম চৎড়ভরঃ) থেকে ১৯৯.৭৫ মিলিয়ন টাকা রিজার্ভ ফান্ডে স্থানান্তরের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন আছে, যার ফলে ২০০০ সালের ৩১শে মার্চ এবং ৩০শে জুনে রিজার্ভ ফান্ডের পরিমাণ দাঁড়াবে যথাক্রমে ৬৪৩.৭৫ এবং ৬৪৪.৭৫ মিলিয়ন টাকা।ঋণ বিতরণ ও আদায়

১৯৯৯ সালে পূবালী ব্যাংক লিমিটেড মোট ৬৯৩ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করে এবং ১০৮০ মিলিয়ন টাকা আদায় করে। পূর্ববর্তী বছরে বিতরণ ও আদায়ের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১০৬৫ মিলিয়ন টাকা ও ৯৭৭ মিলিয়ন টাকা।

২০০০ সালের প্রথম তিন মাসে ঋণ বিতরণ ও আদায়ের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ৫০১ মিলিয়ন টাকা ও ৯১০ মিলিয়ন টাকা। পূবালী ব্যাংক লিমিটেডের ঋণ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি সারণি-২ এ দেয়া হ'ল।

খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়

সারণি-২

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ	কৃষি ঋণ	শিল্প ঋণ			অন্যান্য	সর্বমোট
		মেয়াদী ঋণ	চলতি মূলধন	মোট		
১৯৯৮						
বিতরণ	৩০	২৬৪	২০৬	৪৭০	৫৬৫	১০৬৫
আদায়	২২	১৬৫	৬৭	২৩২	৭২৩	৯৭৭
১৯৯৯						
বিতরণ	৮	৫১	৫৪	১০৫	৫৮০	৬৯৩
আদায়	০	৮৭	৭৮	১৬৫	৯১৫	১০৮০
৩১শে মার্চ, ২০০০*						
বিতরণ	০	৩৫	১	৩৬	৪৬৫	৫০১
আদায়	৮	৩০	১	৩১	৮৭১	৯১০
৩০শে জুন, ২০০০**						
বিতরণ	৮	৭০	১৫	৮৫	৯০৭	১০০০
আদায়	০	৬০	১২	৭২	১৭৪৮	১৮২০

* সাময়িক ** প্রাক্কলিত

শিল্প ঋণ মঞ্জুরী

১৯৯৯ সালে পূবালী ব্যাংক লিমিটেড ৬টি শিল্প প্রকল্পে মোট ৫১ মিলিয়ন টাকা ঋণ মঞ্জুর করে, তন্মধ্যে ২টি বৃহৎ ও মাঝারী শিল্পে ৪৫ মিলিয়ন টাকা এবং ৪টি ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে ৬ মিলিয়ন টাকা। ২০০০ সালের মার্চ শেষে মোট ৩০৮টি প্রকল্পে ক্রমপুঞ্জিভূত শিল্প ঋণ মঞ্জুরীর পরিমাণ দাঁড়ায় ১২৯৮ মিলিয়ন টাকা, তন্মধ্যে ১২৮টি বৃহৎ ও মাঝারী শিল্পে ১১৮৬ মিলিয়ন টাকা এবং ১৮০টি ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে ১১২ মিলিয়ন টাকা। পূবালী ব্যাংক লিমিটেড-এর শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণের অবস্থা সারণি-৩-এ দেয়া হ'ল।

সারণি-৩

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ

(মিলিয়ন টাকায়)

ঋণ মঞ্জুরী	শিল্পের আকার		
	বৃহৎ ও মাঝারী	ক্ষুদ্র ও কুটির	মোট
ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৯৯ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	১২৫	১৭৩	২৯৮
পরিমাণ	১১০৬	১০১	১২০৭
জানুয়ারী ১ হতে ডিসেম্বর ৩১, ১৯৯৯ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	২	৪	৬
পরিমাণ	৪৫	৬	৫১
ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ ৩১শে মার্চ, ২০০০ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	১২৮	১৮০	৩০৮
পরিমাণ	১১৮৬	১১২	১২৯৮
জানুয়ারী ১ হতে মার্চ ৩১, ২০০০ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	১	৩	৪
পরিমাণ	৩৫	৫	৪০
জানুয়ারী ১ হতে জুন ৩০, ২০০০* পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	১	২	৩
পরিমাণ	৩৫	৪	৩৯

* প্রাক্কলিত

ঋণ কর্মসূচী

১৯৯৯ সালের ডিসেম্বর শেষে পূবালী ব্যাংক লিমিটেড-এর ঋণ কর্মসূচীর আওতায় ঋণের স্থিতির পরিমাণ দাঁড়ায় ১৯৫১৮ মিলিয়ন টাকা, তন্মধ্যে দারিদ্র বিমোচন খাতে ৫৪ মিলিয়ন টাকা। ২০০০ সালের মার্চ শেষে ঋণ কর্মসূচীর আওতায় ঋণের স্থিতির পরিমাণ দাঁড়ায় ২০১১৮ মিলিয়ন টাকা, তন্মধ্যে দারিদ্র্য বিমোচন খাতে ৬১ মিলিয়ন টাকা। পূবালী ব্যাংক লিমিটেডের খাতভিত্তিক ঋণের অবস্থা সারণি-৪ এ দেয়া হ'ল।

সারণি-৪

খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নং	খাত	১৯৯৮	১৯৯৯	মার্চ ৩১, ২০০০ (সাময়িক)	৩০শে জুন, ২০০০ (প্রাক্কলিত)
১।	কৃষি ও মৎস্য ঃ	২২৫	২২৪	২২১	২২১
	ক) শস্য	৮৫	৮২	৭৮	৭৭
	খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য	১৪০	১৪২	১৪৩	১৪৪
২।	শিল্প ঃ	১১৫৮	১২০৭	১২৩৩	১২৪৫
	ক) বৃহৎ ও মাঝারী	১০৬২	১১০৬	১১২৮	১১৩৯
	খ) ক্ষুদ্র ও কুটির	৯৬	১০১	১০৫	১০৬
৩।	পাইকারী/খুচরা ব্যবসা এবং রেস্তোরাঁ/হোটেল	১১৪৮৭	১৪০৫৭	১৪৫৮৬	১৫১৩৮
৪।	বীমা, রিয়েল এষ্টেট ও ব্যবসা সেবা	৬৮৫	৭১৬	৭২৪	৭৩৮
৫।	পরিবহন ও যোগাযোগ	৯২	৮৯	৯৪	৯৫
৬।	বিশেষ ঋণ কর্মসূচী ঃ	৫৭	৮৩	৯৩	৯৭
	ক) দারিদ্র্য বিমোচন	৩৯	৫৪	৬১	৬৩
	খ) অন্যান্য	১৮	২৯	৩২	৩৪
৭।	অন্যান্য	২৯৩৮	৩১৪২	৩১৬৭	৩১৮৪
	সর্বমোট	১৬৬৪২	১৯৫১৮	২০১১৮	২০৭১৮

উত্তরা ব্যাংক লিমিটেড

সরকারের বিরাষ্ট্রীয়করণ নীতির আওতায় পুঁজি প্রত্যাহারপূর্বক উত্তরা ব্যাংক লিমিটেডকে ১৯৮৩ সালের সেপ্টেম্বর মাস হতে বেসরকারী খাতে ব্যাংক ব্যবসা পরিচালনার অনুমোদন দেয়া হয়। ২০০০ সালের মার্চ পর্যন্ত সময়কালে উত্তরা ব্যাংক এর ১৯৮টি শাখা সম্বলিত অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ দাঁড়ায় ২০০ মিলিয়ন টাকা। মোট ১০০ মিলিয়ন টাকা পরিশোধিত মূলধনের মধ্যে ৯৫ মিলিয়ন টাকা উদ্যোক্তা ও জনসাধারণ কর্তৃক পরিশোধিত এবং অবশিষ্ট ৫ মিলিয়ন টাকা সরকার কর্তৃক পরিশোধিত। ২০০০ সালের মার্চ শেষে ব্যাংকটির রিজার্ভ ফান্ডের পরিমাণ দাঁড়ায় ৪৬৩ মিলিয়ন টাকা এবং মোট জনশক্তির সংখ্যা দাঁড়ায় ২৯৪৪ জনে, তন্মধ্যে ১৯৬৩ জন কর্মকর্তা এবং ৯৮১ জন কর্মচারী।

১৯৯৯ সালের শেষে উত্তরা ব্যাংক লিমিটেড-এর মোট আমানত দাঁড়িয়েছিল ২১৭৮০ মিলিয়ন টাকায় যা ২০০০ সালের প্রথম ৩ মাসে বৃদ্ধি পেয়ে ২১৯৭৯ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে।

১৯৯৯ সালের ডিসেম্বর শেষে ব্যাংকটির ঋণ ও অগ্রিমের পরিমাণ দাঁড়ায় ১৮৫৭৬ মিলিয়ন টাকা যা মার্চ, ২০০০ শেষে বৃদ্ধি পেয়ে ১৮৮৯৪ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ১৯৯৯ সালের শেষে ব্যাংকটির মোট বিনিয়োগ ২৫৬৪ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ১৯৯৯ সালে উত্তরা ব্যাংক লিমিটেড মোট ৩৪১৫০ মিলিয়ন টাকার বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা করে তন্মধ্যে রপ্তানি ১০৫৩৪ মিলিয়ন টাকা, আমদানি ২০৩৭৭ মিলিয়ন টাকা এবং রেমিটেন্স ৩২৩৯ মিলিয়ন টাকা। অন্য দিকে, ২০০০ সালের প্রথম ৩ মাসে ব্যাংকটির বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনার পরিমাণ দাঁড়ায় মোট ৯২৯৬ মিলিয়ন টাকা, তন্মধ্যে রপ্তানি ২৯১৬ মিলিয়ন টাকা, আমদানি ৫৮৩৪ মিলিয়ন টাকা এবং রেমিটেন্স ৫৪৬ মিলিয়ন টাকা। উত্তরা ব্যাংক লিমিটেড-এর কার্যক্রমের প্রধান বৈশিষ্টসমূহ সারণি-১ এ দেয়া হ'ল।

প্রবাসী বাংলাদেশীদের প্রেরিত অর্থ দ্রুততম সময়ে দেশে প্রাপকের কাছে পৌঁছে দেয়া এবং তা লাভজনক খাতে বিনেয়োগে উৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে উত্তরা ব্যাংক লিমিটেড ঃ- (ক) অনাবাসিক বৈদেশিক মুদ্রা মেয়াদী আমানত (NFCD), (খ) বৈদেশিক মুদ্রা চলতি আমানত (FCAP/FCAD), (গ) ওয়েজ আর্নার্স ডেভেলপমেন্ট বন্ড (WEDB), (ঘ) হোম রেমিটেন্স সেল (HRC) Ges (ঙ) ওয়েজ আর্নার্স বিনিয়োগ সেল (WEIC) গঠন করেছে। বৈদেশিক রেমিটেন্স ব্যবসায় দ্রুত সেবা প্রদানের জন্য সেভেন ডেজ অ্যাসিউরড পেমেন্ট স্কীম (Seven Days Assured Payment Scheme) নামে একটি প্রকল্পও চালু করেছে। ট্রেজারীর মাধ্যমে এই সব হিসাব পরিচালিত হওয়ায় গ্রাহকদের জন্য সর্বোচ্চ মুনাফা নিশ্চিত করা হয়েছে। এ ছাড়া প্রবাসীদেরকে দেশের প্রাথমিক শেয়ার মার্কেটে বিনেয়োগে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে ব্যাংক বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

ব্যাংকের অর্থায়নে প্রতিষ্ঠিত অপসোনিন কেমিক্যাল ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ।

সারণি-১

খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ	কৃষি ঋণ	শিল্প ঋণ			অন্যান্য	সর্বমোট
		মেয়াদী ঋণ	চলতি মূলধন	মোট		
১৯৯৮						
বিতরণ	-	৯৪	৫২৫০	৫৩৪৪	১১৮৫১	১৭১৯৫
আদায়	-	১২	৪৮৯৪	৪৯০৬	৮৭৯৫	১৩৭০১
১৯৯৯						
বিতরণ	-	-	৭৫৫	৭৫৫	১৭৭৫৬	১৮৫১১
আদায়	২	৯৭	৫২৭	৬২৪	১৩৫৮০	১৪২০৬
৩১শে মার্চ, ২০০০*						
বিতরণ	-	৩	১৮৯	১৯২	২৫৮৪	২৭৭৬
আদায়	৬	২৪	১৩২	১৫৬	২০০৪	২১৬৬
৩০শে জুন, ২০০০						
বিতরণ	-	৮	৩৭৭	৩৮৫	৮১৬৮	৮৫৫৩
আদায়	৬	৪৯	২৬৩	৩১২	৬৬১৩	৬৯৩১

* সাময়িক।

**প্রাক্কলিত।

শিল্প ঋণ মঞ্জুরী

১৯৯৯ সালে উত্তরা ব্যাংক ৫টি বৃহৎ ও মাঝারী শিল্প প্রকল্পের জন্য মোট ৭৫৫ মিলিয়ন টাকার শিল্প ঋণ মঞ্জুর করেছে। ২০০০ সালের মার্চ শেষে ব্যাংকটির ক্রমপুঞ্জিভূত শিল্প ঋণ মঞ্জুরীর পরিমাণ দাঁড়ায় ৪০১৭ মিলিয়ন টাকা, তন্মধ্যে বৃহৎ ও মাঝারী শিল্পে ১৮৯৬ মিলিয়ন টাকা এবং ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে ২১২১ মিলিয়ন টাকা। এছাড়াও শিল্পখাতে মেশিনারীজ ক্রয়ে সহায়তাদানের জন্য লীজ ফাইনান্সিং (Lease Financing) নামে বিশেষ প্রকল্প চালুকরা হয়েছে। উত্তরা ব্যাংক লিমিটেড-এর শিল্পের আকারভিত্তিক ঋণের অবস্থা সারণি-২ এ দেয়া হ'ল।

সারণি-২

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ

(মিলিয়ন টাকায়)

ঋণ মঞ্জুরী	শিল্পের আকার		
	বৃহৎ ও মাঝারী	ক্ষুদ্র ও কুটির	মোট
ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৯৯ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	৫০	১১৪০	১১৯০
পরিমাণ	১৮৯৫	২১১৯	৪০১৪
জানুয়ারী ১ হতে ডিসেম্বর ৩১, ১৯৯৯ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	৫	৭৩৯	৭৪৪
পরিমাণ	৭৫৫	৭৫৭	১৫১২
ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ মার্চ ৩১, ২০০০ তারিখে			
প্রকল্প সংখ্যা	৫১	১১৪৩	১১৯৪
পরিমাণ	১৮৯৬	২১২১	৪০১৭
জানুয়ারী ১ হতে মার্চ ৩১, ২০০০* পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	১	৩	৪
পরিমাণ	১	২	৩
জানুয়ারী ১ হতে জুন ৩০, ২০০০ পর্যন্ত**			
প্রকল্প সংখ্যা	১	১০	১১
পরিমাণ	১	৭	৮

* সাময়িক।

** প্রাক্কলিত।

বিশেষ ঋণ কর্মসূচী ঃ

১৯৯৯ সালের ডিসেম্বর শেষে উত্তরা ব্যাংক লিমিটেড-এর বিশেষ ঋণ কর্মসূচীর আওতায় ঋণের স্থিতির পরিমাণ দাঁড়ায় ৬৪ মিলিয়ন টাকা, এদিকে উত্তরা ব্যাংক লিমিটেড দেশব্যাপী বিভিন্ন শাখার মাধ্যমে উদ্যমী ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের মাঝে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে খাত ভিত্তিক বাণিজ্যিক ঋণ প্রদানের কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। বিত্তহীন জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং তাদের দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে পরীক্ষামূলকভাবে কিশোরগঞ্জ জেলার ভাগলপুর শাখার মাধ্যমে ইতোমধ্যে গোদুগ্ধ উৎপাদন ও হাঁস-মুরগী পালন খাতে ২৭ মিলিয়ন টাকা বিনিয়োগ করা হয়েছে। এই প্রকল্পের সফলতার নিরিখে ভবিষ্যতে এই কর্মসূচী অন্যান্য গ্রামীণ শাখায় সম্প্রসারিত করার পরিকল্পনা রয়েছে। ১৯৯৬ সালের অক্টোবর মাসে উত্তরা ব্যাংক লিমিটেড "উত্তরণ" শীর্ষক ভোগ্যপণ্য ক্রয়ে ঋণ সহায়তা প্রকল্প চালু করেছে। ১৯৯৯ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত এর আওতায় ২৩৭ মিলিয়ন টাকা ঋণ প্রদান করা হয়েছে। ১৯৯৯ সালের ৫ই জুলাই "ব্যক্তিগত ঋণ প্রকল্প" নামে আরও একটি প্রকল্প চালু হয়েছে। ১৯৯৯ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত এর আওতায় ৫ মিলিয়ন টাকা প্রদান করা হয়েছে। বিশেষ ঋণ কর্মসূচীসহ খাত ভিত্তিক ঋণের অবস্থা সারণি-৩ এ দেয়া হ'ল।

সারণি-৩

খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নং	খাত	১৯৯৮	১৯৯৯	মার্চ ৩১, ২০০০ (সাময়িক)	জুন ৩০, ২০০০ (প্রাক্কলিত)
১।	কৃষি ও মৎস্য ঃ	২৬	২৪	১৮	১২
	ক) শস্য	২৫	১২	৯	৬
	খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য	১	১২	৯	৬
২।	শিল্প ঃ	৪৩৬৮	৪০১৪	৪০১৭	৪০২২
	ক) বৃহৎ ও মাঝারী	৪০০৩	১৮৯৫	১৮৯৬	১৮৯৬
	খ) ক্ষুদ্র ও কুটির	৩৬৫	২১১৯	২১২১	২১২৬
৩।	পাইকারী/খুচরা বাণিজ্য এবং রেস্তোরাঁ/হোটেল	২৫৫৬	-	-	-
৪।	বীমা, রিয়েল এষ্টেট ও ব্যবসা সেবা	৪৪৫৩	১৪৩৯	১৪৩০	১৪৪৮
৫।	পরিবহন ও যোগাযোগ	১৯২	৪৪	৪৫	৪৮
৬।	বিশেষ ঋণ কর্মসূচী ঃ	১১৫	৬৪	৭০	৮০
	ক) দারিদ্র্য বিমোচন	৫৪	-	-	-
	খ) অন্যান্য	৬১	৬৪	৭০	৮০
৭।	অন্যান্য	৩৪৬৮	১০০৬৫	১০৪১০	১১৪২৩
	সর্বমোট	১৫১৭৮	১৮৫৭৬	১৮৮৯৪	১৯৯১৫

ন্যাশনাল ব্যাংক লিমিটেড

ন্যাশনাল ব্যাংক লিমিটেড ১০০ মিলিয়ন টাকার অনুমোদিত মূলধন এবং ৪৪ মিলিয়ন টাকার পরিশোধিত মূলধন নিয়ে ২৩শে মার্চ, ১৯৮৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। ২০০০ সালের মার্চ শেষে ব্যাংকের অনুমোদিত মূলধন ও পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ দাঁড়ায় ১০০০ মিলিয়ন টাকা ও ৪৩০ মিলিয়ন টাকা এবং রিজার্ভ ফান্ডের পরিমাণ দাঁড়ায় ৯৮২ মিলিয়ন টাকা। ২০০০ সালের মার্চ শেষে ব্যাংকটির শাখা সংখ্যা দাঁড়ায় ৬৬টি। ন্যাশনাল ব্যাংক লিমিটেড Western Union Financial Services International এর মাধ্যমে কম্পিউটার নেটওয়ার্কের সহায়তায় তাৎক্ষণিকভাবে এক দেশ থেকে অন্য দেশে টাকা গ্রহণ ও প্রেরণ করে থাকে। এছাড়া ব্যাংকটি সঞ্চয়ী বীমা প্রকল্প, মাসিক প্রকল্প, ক্রেডিট কার্ড (Master Card-local and International) ইত্যাদি নতুন সেবা প্রকল্প প্রবর্তন করেছে। ২০০০ সালের মার্চ শেষে ব্যাংকটির মোট জনশক্তির সংখ্যা দাঁড়ায় ১৮৭৮ জনে, তন্মধ্যে ১৩০৯ জন কর্মকর্তা এবং ৫৬৯ জন কর্মচারী।

১৯৯৯ সালে ন্যাশনাল ব্যাংক লিমিটেড-এর মোট আমানত পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় শতকরা ১৬.৬৭ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ডিসেম্বর শেষে ২০২৫৯ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ২০০০ সালের প্রথম তিন মাসে ব্যাংকটির আমানত বৃদ্ধি পেয়ে মার্চ শেষে ২০৭৬৯ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ১৯৯৯ সালের ডিসেম্বর শেষে ব্যাংকটির অগ্রিমের পরিমাণ দাঁড়ায় ১৩২৩৫ মিলিয়ন টাকা যার পরিমাণ ১৯৯৮ শেষে ছিল ১১৬৮২ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৯ সালে ব্যাংকটি মোট ২৩৭১ মিলিয়ন টাকা বিনিয়োগ করে। ১৯৯৯ সালে ব্যাংকটি ৪৬৩২৫ মিলিয়ন টাকার বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা করে তন্মধ্যে রপ্তানি ১৮৭৪২ মিলিয়ন টাকা, আমদানি ২৩৫৯৭ মিলিয়ন টাকা এবং রেমিটেন্স ৩৯৮৬ মিলিয়ন টাকা। ২০০০ সালের প্রথম ৩ মাসে এ ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনার পরিমাণ দাঁড়ায় ১১৭০০ মিলিয়ন টাকা, যার মধ্যে রপ্তানি, আমদানি এবং রেমিটেন্সের পরিমাণ যথাক্রমে ৪৭০০ মিলিয়ন, ৬০০০ মিলিয়ন এবং ১০০০ মিলিয়ন টাকা।

সারণি-১ এ ব্যাংকের অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য দেয়া হ'ল।

ন্যাশনাল ব্যাংকের ব্যবস্থাপনায় সিঙ্গাপুরের বলাকা এক্সচেঞ্জ প্রাইভেট লিঃ এর শুভ উদ্বোধন করছেন সিঙ্গাপুরস্থ বাংলাদেশের মাননীয় হাইকমিশনার জনাব আশফাকুর রহমান।

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	১৯৯৮	১৯৯৯	মার্চ ৩১, ২০০০ (সাময়িক)	জুন ৩০, ২০০০ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	১০০০	১০০০	১০০০	১০০০
২।	পরিশোধিত মূলধন	৩৯১	৪৩০	৪৩০	৪৩০
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	৯৪৩	৯৮২	৯৮২	৯৮২
৪।	আমানত	১৭৩৬৫	২০২৫৯	২০৭৬৯	২০৮৫০
	ক) তলবী আমানত	৫২১৬	৫০৫৪	৪৮৩৪	৫০৮০
	খ) মেয়াদী আমানত	১২১৪৯	১৫২০৫	১৫৯৩৫	১৫৭৭০
৫।	অগ্রিম	১১৬৮২	১৩২৩৫	১২৬২৩	১৩৪০০
৬।	বিনিয়োগ	২০৯৫	২৩৭১	২৩৫১	২৩৯০
৭।	মোট পরিসম্পদ	৩৩৬১৮	৩৬৫০৩	৩৭০০০	৩৭৫০০
৮।	মোট আয়	২২৯০	২৫৭১	৬৫৫	১৩৫০
৯।	মোট ব্যয়	১৪০৮	১৬৬৭	৪৭০	৯০০
১০।	বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা	৪৬১৩২	৪৬৩২৫	১১৭০০	২৩৪০০
	ক) রপ্তানি	১৫৬৬৪	১৮৭৪২	৪৭০০	৯৪০০
	খ) আমদানি	২৭২৪৩	২৩৫৯৭	৬০০০	১২০০০
	গ) রেমিটেন্স	৩২২৫	৩৯৮৬	১০০০	২০০০
১১।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	১৯১৭	১৮৬৮	১৮৭৮	১৯৩৮
	ক) কর্মকর্তা	১৩০৬	১৩০৯	১৩০৯	১৩৫৯
	খ) কর্মচারী	৬১১	৫৫৯	৫৬৯	৫৭৯
১২।	বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যায়)	১৪৩	১৫৩	১৫৪	১৫৫
১৩।	শাখা (সংখ্যায়)	৬৬	৬৬	৬৬	৬৬
	ক) বাংলাদেশে	৬৬	৬৬	৬৬	৬৬
	খ) বিদেশে	-	-	-	-

ঋণ বিতরণ ও আদায়

১৯৯৯ সালে ন্যাশনাল ব্যাংক মোট ১৬৭০২ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ ও ৯৭৫৩ মিলিয়ন টাকা আদায় করে। পূর্ববর্তী বছরে এর পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১৪৪৯৭ মিলিয়ন টাকা ও ৭১৮৭ মিলিয়ন টাকা। খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, ১৯৯৯ সালে ব্যাংকটি কৃষিখাতে ৫৬ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করে এবং ১১ মিলিয়ন টাকা আদায় করে। পূর্ববর্তী বছরে যার পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৫১ মিলিয়ন ও ৬ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৯ সালে শিল্পখাতে ঋণ বিতরণ ও আদায়ের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ৩৩৫৩ মিলিয়ন টাকা ও ১২৪৪ মিলিয়ন টাকা। পূর্ববর্তী বছরে এর পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৩১৭৫ মিলিয়ন টাকা ও ১০৬৯ মিলিয়ন টাকা।

ব্যাংকটির খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়ের অবস্থা সারণি- ২ এ দেয়া হ'ল।

সারণি-২

খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ	কৃষি ঋণ	শিল্প ঋণ			অন্যান্য	সর্বমোট
		মেয়াদী ঋণ	চলতি মূলধন	মোট		
১৯৯৮						
বিতরণ	৫১	১১২২	২০৫৩	৩১৭৫	১১২৭১	১৪৪৯৭
আদায়	৬	২২৯	৮৪০	১০৬৯	৬১১২	৭১৮৭
১৯৯৯						
বিতরণ	৫৬	১২২১	২১৩২	৩৩৫৩	১৩২৯৩	১৬৭০২
আদায়	১১	৩০০	৯৪৪	১২৪৪	৮৪৯৮	৯৭৫৩
৩১শে মার্চ, ২০০০*						
বিতরণ	৫	২৪৩	১৬০	৪০৩	৪০৩৫	৪৪৪৩
আদায়	-	২৯	৫১	৮০	২৪৯২	২৫৭২
৩০শে জুন, ২০০০**						
বিতরণ	৪	৬৭০	৪৫৭	১১২৭	৪৪৬২	৫৫৯৩
আদায়	২	৮০	১৭৬	২৫৬	২৭৭৫	৩০৩৩

* সাময়িক

** প্রাক্কলিত

শিল্প ঋণ মঞ্জুরী

১৯৯৯ সালে ন্যাশনাল ব্যাংক লিমিটেড ৪০টি প্রকল্পে মোট ৪১৫ মিলিয়ন টাকার শিল্প ঋণ মঞ্জুর করে। ১৯৯৯ সালের ডিসেম্বর শেষে ক্রমপুঞ্জিভূত শিল্প ঋণের মঞ্জুরীর পরিমাণ দাঁড়ায় মোট ২৯২৫ মিলিয়ন টাকা। ২০০০ সালের মার্চ শেষে ক্রমপুঞ্জিভূত শিল্প ঋণের মঞ্জুরীর পরিমাণ দাঁড়ায় মোট ৩০৬৩ মিলিয়ন টাকা। সারণি-৩ এ শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ মঞ্জুরীর পরিমাণ দেয়া হ'ল।

সারণি-৩

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ

(মিলিয়ন টাকায়)

ঋণ মঞ্জুরী		শিল্পের আকার		মোট
		বৃহৎ ও মাঝারী	ক্ষুদ্র ও কুটির	
ক্রমপুঞ্জিভূত: ৩১শে ডিসে ঘর, ১৯৯৯ তারিখে				
	প্রকল্প সংখ্যা	৭৯	১৩	৯২
	পরিমাণ	২৮৫৪	৭১	২৯২৫
জানুয়ারি ১ হতে ডিসেম্বর ৩১, ১৯৯৯পর্যন্ত				
	প্রকল্প সংখ্যা	৩৭	৩	৪০
	পরিমাণ	৪০৬	৯	৪১৫
ক্রমপুঞ্জিভূত: মার্চ ৩১, ২০০০ তারিখে				
	প্রকল্প সংখ্যা	৮৮	১৩	১০১
	পরিমাণ	২৯৯২	৭১	৩০৬৩
জানুয়ারি ১ হতে মার্চ ৩১, ২০০০পর্যন্ত				
	প্রকল্প সংখ্যা	৯	-	৯
	পরিমাণ	১৩৭	-	১৩৭
জানুয়ারি ১ হতে জুন ৩০, ২০০০ *পর্যন্ত				
	প্রকল্প সংখ্যা	২৫	১	২৬
	পরিমাণ	৪৫৫	৪	৪৫৯

* প্রাক্কলিত

বিশেষ ঋণ কর্মসূচী

ন্যাশনাল ব্যাংক ১৯৯২ সাল থেকে বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ ও ব্যাংকের যৌথ ব্যবস্থাপনায় তদারকি কৃষি ঋণ প্রকল্পের অধীনে উত্তরাঞ্চলের বরেন্দ্র এলাকায় ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। ১৯৯৯ সালে ব্যাংক শস্য ও মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন এবং কৃষি যন্ত্রপাতি ক্রয়ের জন্য ১২ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করে। বিতরণকৃত ঋণের আদায়ের হার ৯০%। ১৯৯৮ সালে এর পরিমাণ ছিল ১৫ মিলিয়ন টাকা এবং আদায়ের হার ছিল শতকরা ৯৪ ভাগ।

ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত ঋণ সুবিধা বরেন্দ্র এলাকায় কৃষকদের আর্থিক অবস্থার উন্নয়ন সাধন করেছে এবং এই এলাকায় জনগণের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করেছে।

১৯৯৯ সালে ন্যাশনাল ব্যাংক লিমিটেড বিশেষ ঋণ (কৃষি ও মৎস্য) কর্মসূচীর আওতায় ৪১ মিলিয়ন টাকা ঋণ প্রদান করে। ১৯৯৮ সালে যার পরিমাণ ছিল ২৫ মিলিয়ন টাকা।

বিশেষ ঋণ কর্মসূচীসহ খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি সারণি-৪ এ দেয়া হ'ল।

সারণি-৪

খাতভিত্তিক ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	১৯৯৮	১৯৯৯	মার্চ ৩১, ২০০০ (সাময়িক)	জুন ৩০, ২০০০ (প্রাক্কলিত)
১।	কৃষি ও মৎস্য	২৫	৪২	৭	৫
	ক) শস্য	১০	১৪	৭	৫
	খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য	১৫	২৮	-	-
২।	**শিল্পঃ**	১৯৩৬	২৫৩১	২৩২৮	২৪৫৬
	ক) বৃহৎ ও মাঝারী	১৯০৭	২৫০৬	২৩১১	২৪৩১
	খ) ক্ষুদ্র ও কুটির	২৯	২৫	১৭	২৫
৩।	পাইকারী/খুচরা ব্যবসা এবং রেস্তোরাঁ/হোটেল	৪৪০৫	৪০৩৩	৩৩৩৩	৩৭০৪
৪।	বীমা, রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা	১৫৬৪	১৫৬৯	১৩৫১	১৫৮০
৫।	পরিবহন ও যোগাযোগ	৩৩২	৩৪৮	৩২৫	৩৪৬
৬।	অন্যান্য	৩৪২০	৪৭১২	৫২৭৯	৫৩০৯
	সর্বমোট	১১৬৮২	১৩২৩৫	১২৬২৩	১৩৪০০

দি সিটি ব্যাংক লিমিটেড

দি সিটি ব্যাংক লিমিটেড ১৯৮৩ সালের ২৮শে মার্চ তারিখে আনুষ্ঠানিকভাবে ব্যাংকিং কার্যক্রম শুরু করে। ২০০০ সালের মার্চ শেষে এ ব্যাংকের অনুমোদিত ও পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ৪০০ মিলিয়ন টাকা এবং ১৬০ মিলিয়ন টাকা। পরিশোধিত মূলধনের মধ্যে ৮০ মিলিয়ন টাকা উদ্যোক্তাগণ কর্তৃক এবং অবশিষ্ট ৮০ মিলিয়ন টাকা জনসাধারণ কর্তৃক পরিশোধিত। ২০০০ সালের মার্চ শেষে ব্যাংকের রিজার্ভ ফান্ডের পরিমাণ দাঁড়ায় ২৬৩ মিলিয়ন টাকা। মোট ৭৬টি শাখাবিশিষ্ট এ ব্যাংকে ১১১২ জন নির্বাহী/কর্মকর্তা এবং ৬০৬ জন কর্মচারী রয়েছে।

১৯৯৯ সালের শেষে দি সিটি ব্যাংক লিমিটেড-এর মোট আমানতের পরিমাণ দাঁড়ায় ১২৫৪৪ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৮ সালের শেষে এর পরিমাণ ছিল ১০৫১০ মিলিয়ন টাকা। ২০০০ সালের মার্চ শেষে ব্যাংকের মোট আমানত ১২৪৪৮ মিলিয়ন টাকা যা ১৯৯৯ সালের শেষে দাঁড়ায় ৮৩৪৯ মিলিয়ন টাকা। মার্চ, ২০০০ শেষে মোট ঋণ ও আগামের পরিমাণ দাঁড়ায় ৮৫০৭ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৯ সাল শেষে ব্যাংকটির বিনিয়োগের স্থিতি দাঁড়ায় মোট ১৪৯৩ মিলিয়ন টাকা। পূর্ববর্তী বছরে যার পরিমাণ ছিল ৯৯৫ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৯ সালে ব্যাংকটি মোট ১০৬৫৪ মিলিয়ন টাকা বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা করে, তন্মধ্যে রপ্তানি ১৩০৯ মিলিয়ন টাকা, আমদানি ৮৫৩০ মিলিয়ন টাকা এবং রেমিটেন্স ৮১৫ মিলিয়ন টাকা। ২০০০ সালের প্রথম তিন মাসে এ ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনার পরিমাণ দাঁড়ায় মোট ২৬২৯ মিলিয়ন টাকা, মন্মধ্যে রপ্তানি ৪১৩ মিলিয়ন টাকা, আমদানি ১৯৮৬ মিলিয়ন টাকা এবং রেমিটেন্স ২৩০ মিলিয়ন টাকা। দি সিটি ব্যাংক লিমিটেড-এর কার্যক্রমের প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ সরণি-১ এ দেয়া হ'ল।

ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় স্থাপিত একটি জুট মিল।

সারণি-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নং	বিবরণ	১৯৯৮	১৯৯৯	৩১শে মার্চ, ২০০০ (সাময়িক)	৩০শে জুন, ২০০০ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	৪০০	৪০০	৪০০	৪০০
২।	পরিশোধিত মূলধন	১৬০	১৬০	১৬০	১৬০
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	২৬৩	২৬৩	২৬৩	২৬৫
৪।	আমানত	১০৫১০	১২৫৪৪	১২৪৪৮	১৩৭৫০
	ক)তলবী আমানত	১৮৭০	২৩১০	২২৫১	২৩৮০
	খ) মেয়াদী আমানত	৮৬৪০	১০২৩৪	১০১৯৭	১১৩৭০
৫।	ঋণ ও অগ্রিম	৭৭২৯	৮৩৪৯	৮৫০৭	৯৭৬৮
৬।	বিনিয়োগ	৯৯৫	১৪৯৩	১৫৫৩	১৮০৩
৭।	মোট পরিসম্পদ	১৩২৯৩	১৫৬৪৬	১৪৫০৫	১৭৪২০
৮।	মোট আয়	১০০০	১২৭৩	৫৩২	৭৫০
৯।	মোট ব্যয়	৮৭৬	১০৩৫	৫২৯	৬৭০
১০।	বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা	৯৯৩৪	১০৬৫৪	২৬২৯	১০৫০০
	ক) রপ্তানি	১৪৬৫	১৩০৯	৪১৩	২৫০০
	খ) আমদানি	৭৫৪০	৮৫৩০	১৯৮৬	৭৫০০
	গ) রেমিটেন্স	৯২৯	৮১৫	২৩০	৫০০
১১।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	১৮১১	১৭২৪	১৭১৮	১৭০০
	ক) নির্বাহী/কর্মকর্তা	১১৮৩	১১১২	১১১২	১০৯০
	খ) কর্মচারী	৬২৮	৬১২	৬০৬	৬১০
১২।	বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যায়)	২৫২	২৫৫	২৫৫	২৫৫
১৩।	শাখা (সংখ্যায়)	৭৬	৭৬	৭৬	৭৬

খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়

১৯৯৯ সালে দি সিটি ব্যাংক লিমিটেড মোট ১৩৭৭ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ ও ৭১৬ মিলিয়ন টাকা ঋণ আদায় করে। পূর্ববর্তী বছরে এর পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১০৪৬ মিলিয়ন টাকা ও ৫০৩ মিলিয়ন টাকা। খাত ভিত্তিক ঋণ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, ২০০০ সালের প্রথম তিন মাস পর্যন্ত কৃষি ও শিল্পখাতে যথাক্রমে ৬ মিলিয়ন টাকা ও ১৯৫ মিলিয়ন টাকা বিতরণ করে। ব্যাংকটির খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণের অবস্থা সারণি-২ এ দেয়া হ'ল।

সারণি-২

ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ	কৃষি ঋণ	শিল্প ঋণ			অন্যান্য	সর্বমোট
		মেয়াদী ঋণ	চলতি মূলধন	মোট		
১৯৯৮						
বিতরণ	১৬	১৫০	১৯০	৩৪০	৬৯০	১০৪৬
আদায়	৮	২৫	৪০	৬৫	৪৩০	৫০৩
১৯৯৯						
বিতরণ	২২	২৩০	২৯০	৫২০	৮৩৫	১৩৭৭
আদায়	১০	৫০	১১৬	১৬৬	৫৪০	৭১৬
৩১শে মার্চ, ২০০০*						
বিতরণ	৬	৭৫	১২০	১৯৫	২৬০	৪৬১
আদায়	২	২০	৭৫	৯৫	৬৫	১৬২
৩০শে জুন, ২০০০**						
বিতরণ	৭	২০৫	৩৫০	৫৫৫	৫২০	১০৮২
আদায়	৪	১৩৩	২১৭	৩৫০	১৫৫	৫০৯

* সাময়িক

** প্রাক্কলিত।

শিল্প ঋণ মঞ্জুরী ঃ

১৯৯৯ সালে দি সিটি ব্যাংক লিমিটেড অন্যান্য ব্যাংকের সাথে সম্মিলিতভাবে একটি প্রকল্পে ৩৩ মিলিয়ন টাকা ঋণ প্রদান করে। ১৯৯৯ সালে এ ব্যাংক বৃহৎ ও মাঝারী শিল্পে মোট ১৮০ মিলিয়ন টাকা ঋণ মঞ্জুর করে। ২০০০ সালের মার্চ শেষে ক্রমপুঞ্জিভূত শিল্প ঋণ মঞ্জুরীর পরিমাণ দাঁড়ায় মোট ১২২০ মিলিয়ন টাকা। সারণি-৩ এ শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ মঞ্জুরীর অবস্থা দেয় হ'ল।

সারণি-৩

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ

(মিলিয়ন টাকায়)

ঋণ মঞ্জুরী		শিল্পের আকার		
		বৃহৎ ও মাঝারী	ক্ষুদ্র ও কুটির	মোট
ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৯৯ পর্যন্ত				
	প্রকল্প সংখ্যা	২২	১	২৩
	পরিমাণ	৭২০	৩	৭২৩
জানুয়ারী ১ হতে ডিসেম্বর ৩১, ১৯৯৯ পর্যন্ত				
	প্রকল্প সংখ্যা	৫	-	৫
	পরিমাণ	১৮০	-	১৮০
ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ মার্চ ৩১, ২০০০ তারিখে				
	প্রকল্প সংখ্যা	২৫	-	২৫
	পরিমাণ	১২২০	-	১২২০
জানুয়ারী ১ হতে মার্চ ৩১, ২০০০ পর্যন্ত				
	প্রকল্প সংখ্যা	৩	-	৩
	পরিমাণ	৫০০	-	৫০০
জানুয়ারী ১ হতে জুন ৩০, ২০০০ পর্যন্ত*				
	প্রকল্প সংখ্যা	৬	-	৬
	পরিমাণ	৮০০	-	৮০০

* প্রাক্কলিত।

২০০০ সালের মার্চ শেষে দি সিটি ব্যাংক লিমিটেড-এর ঋণের স্থিতির পরিমাণ মোট ৮৫০৭ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায় (কৃষি খাতে ২৩ মিলিয়ন টাকা, শিল্প খাতে ১১৬০ মিলিয়ন টাকা, ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসা বাণিজ্যে ব্যাংকের মোট অগ্রিমের স্থিতি দাঁড়ায় ৬৫৯১ মিলিয়ন টাকা) যা ১৯৯৯ এর শেষে ৮৩৪৯ মিলিয়ন টাকা ছিল। ব্যাংকটির খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতি সারণি-৪ এ দেয়া হল।

সারণি-৪

খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নং	খাত	১৯৯৮	১৯৯৯	মার্চ ৩১, ২০০০ (সাময়িক)	জুন ৩০, ২০০০ (প্রাক্কলিত)
১।	কৃষি ও মৎস্য ঃ	১৫	২০	২৩	২৫
	ক) শস্য	-	-	-	-
	খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য	১৫	২০	২৩	২৫
২।	শিল্প ঃ	৭৬০	৯৪০	১১৬০	১৫২০
	ক) বৃহৎ	৭৬০	৯৪০	১১৬০	১৫২০
	খ) মাঝারী	২৪০	-	-	-
৩।	পাইকারী/খুচরা বাণিজ্য এবং রেস্তোরাঁ/হোটেল	৬৫৫২	৬৮২৮	৬৫৯১	৭০৪০
৪।	বীমা, রিয়েল এষ্টেট ও সেবা ব্যবসা	-	৫৮	১১১	৪১৮
৫।	পরিবহন ও যোগাযোগ	২	৩	৯৯	১৬৫
৬।	অন্যান্য	৪০০	৫০০	৫২৩	৬০০
	সর্বমোট	৭৭২৯	৮৩৪৯	৮৫০৭	৯৭৬৮

ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক লিমিটেড

ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক লিমিটেড ১৯৮৩ সালের ২৯ শে জুন হতে আনুষ্ঠানিকভাবে ব্যাংকিং কর্মকান্ড শুরু করে। ২০০০ সালের মার্চ শেষে ব্যাংকের অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ ১০০০ মিলিয়ন টাকা, পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ ২৩০ মিলিয়ন টাকা এবং রিজার্ভ ফান্ডের পরিমাণ ৩০২ মিলিয়ন (সাময়িক) টাকায় দাঁড়ায়। ৩১শে মার্চ, ২০০০ শেষে ব্যাংকটির ৭৯টি শাখাসহ মোট জনশক্তি দাঁড়ায় ১৮৬৮ জনে, যার মধ্যে ১১৯২ জন কর্মকর্তা এবং ৬৭৬ জন কর্মচারী।

ব্যাংকের মোট আমানতের পরিমাণ ১৯৯৮ সালের ডিসেম্বর শেষে ১১২৬৯ মিলিয়ন টাকা থেকে ১২০৯ মিলিয়ন টাকা (১০.৭৩%) হ্রাস পেয়ে ১৯৯৯ সালের ডিসেম্বর শেষে ১০০৬০ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায় যা ২০০০ সালের মার্চ শেষে ৯৫৯৪ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে। তলবী ও মেয়াদী আমানতের পরিমাণ ১৯৯৮ সালের তুলনায় যথাক্রমে ৯৬৩ মিলিয়ন টাকা (২৪.০৬%) এবং ২৪৬ মিলিয়ন টাকা (৩.৩৯%) বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯৯ সালের শেষে যথাক্রমে ৩০৪০ মিলিয়ন টাকা এবং ৭০২০ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। একই সময়ের ব্যবধানে মোট আগাম এবং বিনিয়োগের পরিমাণ যথাক্রমে ১২০৯ মিলিয়ন টাকা (১৬.৪৫%) বৃদ্ধি এবং ৪০৪ মিলিয়ন টাকা (২০.৬২%) হ্রাস পেয়ে ৮৫৫৮ মিলিয়ন টাকা এবং ১৫৫৫ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ব্যাংকের মোট বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনার পরিমাণ ১৯৯৮ সালের তুলনায় ১৫২৫ মিলিয়ন টাকা (৮.৩৬%) বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯৯ সাল শেষে ১৯৭৬৭ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। মোট আমদানির পরিমাণ ১৯৯৮ সালের ১৩০৫০ মিলিয়ন টাকা থেকে ১১০১ মিলিয়ন টাকা (৮.৪৪%) বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯৯ সালে ১৪১৫১ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায় যা ২০০০ সালের প্রথম তিন মাসের ২৯৩৩ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে। অন্যদিকে, রপ্তানির পরিমাণ ১৯৯৮ সালের ৫১৯২ মিলিয়ন টাকা থেকে ৪২৪ মিলিয়ন টাকা (৮.১৭%) বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯৯ সালে ৫৬১৬ মিলিয়ন টাকা এবং ২০০০ সালের মার্চ পর্যন্ত তিন মাসে ২৪১২ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ব্যাংকের অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ সারণি- ১ এ দেয়া হ'ল।

ব্যাংকের অর্থায়নে গড়ে উঠা একটি আধুনিক টেক্সটাইল মিল

সারণি-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	১৯৯৮	১৯৯৯	৩১শে মার্চ, ২০০০ (সাময়িক)	৩০শে জুন, ২০০০ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	১০০০	১০০০	১০০০	১০০০
২।	পরিশোধিত মূলধন	২৩০	২৩০	২৩০	২৩০
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	৩০২	৩০২	৩০২	৩০২
৪।	আমানত	১১২৬৮	১০০৬০	৯৫৯৫	১০০০০
	ক) তলবী আমানত	৪০০৩	৩৩৪০	২৭২৩	২৮৪৯
	খ) মেয়াদী আমানত	৭২৬৫	৭০২০	৬৮৭১	৭১৫১
৫।	ঋণ ও অগ্রিম	৭৪৪৯	৮৫৫৮	৮০৫১	৮৬০১
৬।	বিনিয়োগ	১৯৫৯	১৫৫৫	১৫৭৪	১৭০০
৭।	মোট পরিসম্পদ	১৬৬৯৬	১৪৪৪৭	১৪৪৪৫	১৪৯৪৫
৮।	মোট আয়	১৯৭৯	২১৯১	৪৭২	১০০০
৯।	মোট ব্যয়	১৫৭৪	১৭৮০	৪৪৭	৯০০
১০।	বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা	১৮২৪২	১৯৭৯৮	৫৩৪৫	১১০২৮
	ক) রপ্তানি	৫১৯২	৫৬১৬	২৪১২	৪৮৪১
	খ) আমদানি	১৩০৫০	১৪১৫১	২৯৩৩	৬০৮৭
	গ) রেমিটেন্স				
১১।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	১৯৪৭	১৮৭৮	১৮৬৮	১৮৬০
	ক) কর্মকর্তা	১২৬১	১২০০	১১৯২	১১৮৮
	খ) কর্মচারী	৬৮৬	৬৭৮	৬৭৬	৬৭২
১২।	বিদেশী প্রতিনিধি ব্যাংক (সংখ্যায়)	১১০	১১০	১১০	১১০
১৩।	শাখা (সংখ্যায়)	৭৯	৭৯	৭৯	৭৯
	ক) বাংলাদেশে	৭৯	৭৯	৭৯	৭৯
	খ) বিদেশে	-	-	-	-

ঋণ বিতরণ ও আদায়

ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক- এর ঋণ বিতরণ ও আদায়ের পরিমাণ ১৯৯৮ সালের ১১৫৮৬ মিলিয়ন টাকা এবং ১০৬৪৪ মিলিয়ন টাকার তুলনায় যথাক্রমে ১৭৩৪ মিলিয়ন টাকা এবং ১৫১০ মিলিয়ন টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯৯ সালে ১৩৩২০ মিলিয়ন টাকা এবং ১২১৩৪ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায় যা ২০০০ সালের প্রথম তিন মাসে যথাক্রমে ২৯৫০ মিলিয়ন টাকা ও ৩৪৫১ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে। ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক- এর ঋণ বিতরণ ও আদায় সংক্রান্ত তথ্য সারণি- ২ এ দেয়া হ'ল।

সারণি-২

ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ	কৃষি ঋণ	শিল্প ঋণ			অন্যান্য	সর্বমোট
		মেয়াদী ঋণ	চলতি মূলধন	মোট		
১৯৯৮						
বিতরণ	২৫৮	১৫৪	১৮৬৮	২০২২	৯৩০৬	১১৫৮৬
আদায়	১১৫	২৬৯	১৩৭২	১৬৪১	৮৮৮৮	১০৬৪৪
১৯৯৯						
বিতরণ	২৮২	১৭৯	২১২২	২৩০১	১০৭৩৭	১৩৩২০
আদায়	১২৩	৩১২	১৫৪৪	১৮৫৬	১০১৫৫	১২১৩৪
৩১শে মার্চ, ২০০০*						
বিতরণ	৩২	৭০	৩৬১	৪৩১	২৪৮৭	২৯৫০
আদায়	৭৫	৮৮	৫৩৫	৬২৩	২৭৫৩	৩৪৫১
৩০শে জুন, ২০০০**						
বিতরণ	১৪৫	১৭৭	১০৮২	১২৫৯	৫৪১০	৬৮১৪
আদায়	৬৭	১৩৭	৭৪৫	৮৮২	৫০৫৯	৬০০৮

* সাময়িক

** প্রাক্কলিত

শিল্প ঋণ মঞ্জুরী

ব্যাংক শুরু থেকে ২০০০ সালের মার্চ পর্যন্ত ৯৪টি প্রকল্পের আওতায় মোট ২৭৮৮ মিলিয়ন টাকার শিল্প ঋণ মঞ্জুর করে যার মধ্যে ৩৪৭ মিলিয়ন টাকা (১২.৪৫%) ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প এবং বাকী ২৪৪১ মিলিয়ন টাকা (৮৭.৫৫%) বৃহৎ ও মাঝারী শিল্পের জন্য। ১৯৯৯ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত ব্যাংক ৯২টি প্রকল্পের আওতায় মোট ২৭১২ মিলিয়ন টাকা মঞ্জুর করে যার মধ্যে ৩৪১ মিলিয়ন টাকা (১২.৫৭%) ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে এবং বাকী ২৩৭১ মিলিয়ন টাকা (৮৭.৪৩%) মাঝারী শিল্পে। ব্যাংকটির শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ মঞ্জুরী সারণি- ৩ এ দেয়া হ'ল।

সারণি-৩

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ

(মিলিয়ন টাকায়)

ঋণ মঞ্জুরী		শিল্পের আকার		মোট
		বৃহৎ ও মাঝারী	ক্ষুদ্র ও কুটির	
ক্রমপুঞ্জিভূত: ৩১শে ডিসে ম্বর, ১৯৯৯ তারিখে				
	প্রকল্প সংখ্যা	২৩	৬৯	৯২
	পরিমাণ	২৩৭১	৩৪১	২৭১২
জানুয়ারি১ হতে ডিসেম্বর ৩১, ১৯৯৯পর্যন্ত				
	প্রকল্প সংখ্যা	২	৫	৭
	পরিমাণ	১০৮	৭২	১৮০
ক্রমপুঞ্জিভূত: মার্চ ৩১, ২০০০ তারিখে				
	প্রকল্প সংখ্যা	২৩	৭১	৯৪
	পরিমাণ	২৪৪১	৩৪৭	২৭৮৮
জানুয়ারি ১ হতে মার্চ ৩১, ২০০০* পর্যন্ত				
	প্রকল্প সংখ্যা	-	২	২
	পরিমাণ	৭০	৬	৭৬
জানুয়ারি ১ হতে জুন ৩০, ২০০০ ** পর্যন্ত				
	প্রকল্প সংখ্যা	-	৫	৫
	পরিমাণ	৭০	১২	৮২

* সাময়িক

** প্রাক্কলিত

খাত- ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক লিমিটেড- এর মোট ঋণের স্থিতি ১৯৯৮ সালের ডিসেম্বর শেষের ৭৩৪৯ মিলিয়ন টাকার তুলনায় ১২০৯ মিলিয়ন টাকা (১৬.৪৫%) বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯৯ সালের শেষে ৮৫৫৮ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায় যার মধ্যে শিল্প ঋণের স্থিতির পরিমাণ ছিল ২৭১২ মিলিয়ন (৩১.৬৯%) টাকা। ব্যাংকের ঋণের এ স্থিতির পরিমাণ ২০০০ সালের মার্চ শেষে ৮০৫১ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে, যার মধ্যে শিল্প ঋণের পরিমাণ ২৭৮৮ মিলিয়ন টাকা (৩৪.৬৩%)। ব্যাংকটির খাতভিত্তিক ঋণের স্থিতি সারণি- ৪ এ দেয়া হ'ল।

খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	১৯৯৮	১৯৯৯	মার্চ ৩১, ২০০০ (সাময়িক)	জুন ৩০, ২০০০ (প্রাক্কলিত)
১।	কৃষি ও মৎস্য	১০৪	৮৫	৮৫	৮৮
	ক) শস্য	৩২	-	-	-
	খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য	৭২	৮৫	৮৫	৮৮
২।	শিল্পঃ	২৫৩২	২৭১২	২৭৮৮	২৮৯২
	ক) বৃহৎ ও মাঝারী	২২৬৩	২৩৭১	২৪৪১	২৫১১
	খ) ক্ষুদ্র ও কুটির	২৬৯	৩৪১	৩৪৭	৩৮১
৩।	পাইকারী/খুচরা ব্যবসা এবং রেস্তোঁরা/হোটেল	৪২৮২	৫২৯৬	৪৭০০	৫২০৪
৪।	বীমা, রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা	৩৪৯	৩৭১	৩৭৯	৩৯২
৫।	পরিবহন ও যোগাযোগ	৩৬	৩৯	৩৮	৪০
৬।	অন্যান্য	৪৬	৫৫	৬১	৬৫
	সর্বমোট	৭৩৪৯	৮৫৫৮	৮০৫১	৮৬৮১

আরব বাংলাদেশ ব্যাংক লিমিটেড

আরব বাংলাদেশ ব্যাংক লিমিটেড ১৯৮২ সালের ১২ই এপ্রিল তারিখে ২০০ মিলিয়ন টাকার অনুমোদিত মূলধন এবং ৮৫ মিলিয়ন টাকার পরিশোধিত মূলধন নিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে কর্মকান্ড শুরু করে। ১৯৯৯ সালের শেষে ব্যাংকের অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ ৮০০ মিলিয়ন টাকা, পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ ৪১০ মিলিয়ন টাকা এবং রিজার্ভ ফান্ডের পরিমাণ ৩১৬ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। এ সময়ে ব্যাংকটির ৬১টি শাখায় মোট কর্মকর্তা/ কর্মচারীর সংখ্যা ছিল ১৪৭২ জন।

আরব বাংলাদেশ ব্যাংকের মোট আমানতের পরিমাণ ১৯৯৮ সালের ডিসেম্বর শেষে ১১৭১৬ মিলিয়ন টাকা থেকে ১৫৬৯ মিলিয়ন টাকা (১৩%) বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯৯ সালের ডিসেম্বর মাসে ১৩২৮৫ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায় যা ২০০০ সালের মার্চ শেষে আরও বৃদ্ধি পেয়ে ১৪০০৬ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। তলবী আমানতের পরিমাণ ১৯৯৮ সালের তুলনায় ২৪৪ মিলিয়ন টাকা (৮%) বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯৯ সালের শেষে ২৬৮৫ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। একই সময়ের ব্যবধানে মেয়াদী আমানতের পরিমাণ ১৮১৩ মিলিয়ন টাকা (২১%) বৃদ্ধি পেয়ে ১০৬০০ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। মোট আগাম ও বিনিয়োগের পরিমাণ ১৯৯৮ সালের তুলনায় যথাক্রমে ৪০০ মিলিয়ন টাকা (৪%) বৃদ্ধি এবং ৭৭৬ মিলিয়ন টাকা (৪৬%) বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯৯ সালের শেষে ১০৭১৬ মিলিয়ন টাকা এবং ২৪৮০ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ব্যাংকের মোট বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনার পরিমাণ ১৯৯৮ সালের তুলনায় ১০৮৪ মিলিয়ন টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯৯ সালে ১৮৭৬৮ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায় যার পরিমাণ ২০০০ সালের প্রথম তিন মাসে ছিল ৫৬৫০ মিলিয়ন টাকা। মোট আমদানির পরিমাণ ১৯৯৮ সালের ৯৯৭৪ মিলিয়ন টাকা থেকে (৩%) বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯৯ সালে ১০২৪৪ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায় এবং ২০০০ সালের জানুয়ারী-মার্চ সময়কালে ৩৩৭৫ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে। মোট রপ্তানির পরিমাণ ১৯৯৮ সালের ৬০৮০ মিলিয়ন টাকা থেকে (১৩%) বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯৯ সালে ৬৮৪২ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায় এবং ২০০০ সালের জানুয়ারী- মার্চ সময়কালে ২০০০ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে। অন্যদিকে রেমিটেন্সের পরিমাণ ১৯৯৮ সালের ১৬৩০ মিলিয়ন টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯৯ সালে ১৬৮২ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায় এবং ২০০০ সালের জানুয়ারী-মার্চ সময়কালে ২৭৫ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে। ব্যাংকের অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ সারণি-১ এ দেয়া হল।

ব্যাংকের অর্থায়নে প্রতিষ্ঠিত একটি কনডেনস মিল্ক প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান।

সারণি-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নং	বিবরণ	১৯৯৮	১৯৯৯	৩১শে মার্চ, ২০০০ (সাময়িক)	৩০শে জুন, ২০০০ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	৮০০	৮০০	৮০০	৮০০
২।	পরিশোধিত মূলধন	৪১০	৪১০	৪১০	৪১০
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	৩১৬	৩১৬	৩১৬	৩১৬
৪।	আমানত	১১৭১৬	১৩২৮৫	১৪০০৬	১৩২০৬
	ক) তলবী আমানত	২৯২৯	২৬৮৫	২৬৯২	৩৭২৪
	খ) মেয়াদী আমানত	৮৭৮৭	১০৬০০	১১৩১৪	১০৫৪৪
৫।	ঋণ ও অগ্রিম	১০৩১৬	১০৭১৬	১০৮১৬	১১৫০০
৬।	বিনিয়োগ	১৭০৪	২৪৮০	৩৩৮০	৩৪৭৪
৭।	মোট পরিসম্পদ	১৪০৬৭	১৮৯৭১	১৯৪৮৬	১৯৯৫৪
৮।	মোট আয়	১৩১০	১৪৬৮	৭৬৩	১৫২৬
৯।	মোট ব্যয়	১০২৯	১২১০	৬৩৮	১২৭৬
১০।	বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা	১৭৬৮৪	১৮৭৬৮	৫৬৫০	১১৬০০
	ক) রপ্তানি	৬০৮০	৬৮৪২	২০০০	৪০০০
	খ) আমদানি	৯৯৭৪	১০২৪৪	৩৩৭৫	৬৭৫০
	গ) রেমিটেন্স	১৬৩০	১৬৮২	২৭৫	৮৫০
১১।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	১৫৩৪	১৪৭২	১৫২১	১৫৪৯
	ক) কর্মকর্তা	৯৪৩	৯৪৭	৯৫০	৯৪৮
	খ) কর্মচারী	৫৯১	৫২৫	৫৭১	৬০১
১২।	বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যায়)	৩১০	৩১০	৩১০	৩১০
১৩।	শাখা (সংখ্যায়)	৫৯	৬১	৬১	৬১
	ক) বাংলাদেশে	৫৮	৬০	৬০	৬০
	খ) বিদেশে	১	১	১	১

ঋণ বিতরণ ও আদায়

আরব বাংলাদেশ ব্যাংক লিমিটেডের ১৯৯৮ সালে কৃষি ঋণ বিতরণ ও আদায়ের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৫৭ মিলিয়ন ও ৫৩ মিলিয়ন টাকা, যার পরিমাণ ১৯৯৯ সালে দাঁড়ায় যথাক্রমে ৫০ মিলিয়ন ও ৩৮ মিলিয়ন টাকায়। শিল্প ঋণ বিতরণ ও আদায়ের পরিমাণ ১৯৯৮ সালের যথাক্রমে ৪৬৫৫ মিলিয়ন ও ৪৩৩৯ মিলিয়ন টাকার তুলনায় ১৯৯৯ সালে ৬১৯৫ মিলিয়ন ও ৬০৭৯ মিলিয়ন টাকা হয়। ২০০০ সালের জানুয়ারী-মার্চ সময়কালে ব্যাংক কর্তৃক মোট ঋণ বিতরণ ও আদায়ের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১৭৬৫ মিলিয়ন ও ১৫৮৭ মিলিয়ন টাকা। খাতভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি সারণি- ২ এ দেয়া হল।

সারণি-২

খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ	কৃষি ঋণ	শিল্প ঋণ			অন্যান্য	সর্বমোট
		মেয়াদী ঋণ	চলতি মূলধন	মোট		
১৯৯৮						
বিতরণ	৫৭	৩২৯	৪৩২৬	৪৬৫৫	৭৬৮	৫৪৮০
আদায়	৫৩	৩১০	৪০২৯	৪৩৩৯	৭১৮	৫১১০
১৯৯৯						
বিতরণ	৫০	৬২০	৫৫৭৫	৬১৯৫	১৮৪৫	৮০৯০
আদায়	৩৮	৬৩৭	৫৪৪২	৬০৭৯	২১১১	৮২২৮
৩১শে মার্চ, ২০০০*						
বিতরণ	১০	১০৫	১২০০	১৩০৫	৪৫০	১৭৬৫
আদায়	১২	৯০	১১১০	১২০০	৩৭৫	১৫৮৭
৩০শে জুন, ২০০০**						
বিতরণ	২৫	৩৫০	২৫৫০	২৯০০	৮০০	৩৭২৫
আদায়	৩০	১৯০	২৪৪৫	২৬৩৫	৯০৫	৩৫৭০

*সাময়িক।

** প্রাক্কলিত।

শিল্প ঋণ মঞ্জুরী

শুরু থেকে ২০০০ সালের মার্চ পর্যন্ত ১০৮টি প্রকল্পের আওতায় আরব বাংলাদেশ ব্যাংক মোট ২৩০০ মিলিয়ন টাকার শিল্প ঋণ মঞ্জুর করে যার মধ্যে ১৭৮১ মিলিয়ন (৭৭%) বৃহৎ ও মাঝারী শিল্পে এবং ৫১৯ মিলিয়ন (২৩%) ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে মঞ্জুর করে। ১৯৯৯ সালে ২০টি প্রকল্পের আওতায় মোট ৭১৯ মিলিয়ন টাকা মঞ্জুর করে যার মধ্যে বৃহৎ ও মাঝারী শিল্পে ৫৯৯ মিলিয়ন টাকা এবং ১২০ মিলিয়ন টাকা ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের জন্য মঞ্জুর করা হয়। শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ মঞ্জুরী সারণি- ৩ এ দেয়া হয়।

সারণি-৩

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ

(মিলিয়ন টাকায়)

ঋণ মঞ্জুরী		শিল্পের আকার		
		বৃহৎ ও মাঝারী	ক্ষুদ্র ও কুটির	মোট
ক্রমপুঞ্জিভূতঃ ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৯৯ তারিখে				
	প্রকল্প সংখ্যা	৪১	৬৪	১০৫
	পরিমাণ	১৬৭৬	৫১১	২১৮৭
জানুয়ারি ১ হতে ডিসেম্বর ৩১, ১৯৯৯পর্যন্ত				
	প্রকল্প সংখ্যা	৫	১৫	২০
	পরিমাণ	৫৯৯	১২০	৭১৯
ক্রমপুঞ্জিভূতঃ মার্চ ৩১, ২০০০ তারিখে	প্রকল্প সংখ্যা	৪২	৬৬	১০৮
	পরিমাণ	১৭৮১	৫১৯	২৩০০
জানুয়ারি ১ হতে মার্চ ৩১, ২০০০পর্যন্ত*	প্রকল্প সংখ্যা	১	২	৩
	পরিমাণ	১০৫	৮	১১৩
জানুয়ারিঃ ১ হতে জুন ৩০, ২০০০ পর্যন্ত**	প্রকল্প সংখ্যা	৩	৫	৮
	পরিমাণ	৩৫০	২০	৩৭০

* সাময়িক

** প্রাক্কলিত

খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

আরব বাংলাদেশ ব্যাংকের মোট ঋণের স্থিতি ১৯৯৮ সালের ডিসেম্বর শেষে ১০৩১৬ মিলিয়ন থেকে ৪% বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯৯ সাল শেষে ১০৭১৬ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়, যার মধ্যে কৃষি খাতে ২৭৫ মিলিয়ন (৩%), শিল্প খাতে ২৭৮৩ মিলিয়ন (২৬%) এবং পাইকারী/খুচরা ব্যবসা ও রেস্তোঁরা/হোটেল খাতে ৩৭৩২ মিলিয়ন টাকা (৩৫%) স্থিতি বিদ্যমান। ব্যাংকের খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি সারণি-৪ এ দেয়া হল।

সারণি-৪

খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	১৯৯৮	১৯৯৯	মার্চ ৩১, ২০০০ (সাময়িক)	জুন ৩০, ২০০০ (প্রাক্কলিত)
১।	কৃষি ও মৎস্য	২২২	২৭৫	২৭৮	২৯৫
	ক) শস্য				
	খ) শস্য বাতীত অন্যান্য	২২২	২৭৫	২৭৮	২৯৫
২।	শিল্পঃ	২৫৬২	২৭৮৩	২৮১১	২৯৮০
	ক) বৃহৎ ও মাঝারী	২২৫৪	২৪৫৭	২৪৮২	২৬৩০
	খ) ক্ষুদ্র ও কুটির	৩০৮	৩২৬	৩২৯	৩৫০
৩।	পাইকারী/খুচরা ব্যবসা এবং রেস্তোঁরা/হোটেল	৩৮০০	৩৭৩২	৩৭৬৯	৩৯৯৫
৪।	বীমা, রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা	১৩৮৫	১৩৭০	১৩৮৪	১৪৫০
৫।	পরিবহন ও যোগাযোগ	২৯৮	১৭৮	১৮০	১৯০
৬।	বিশেষ ঋণ কর্মসূচীঃ	৪৯৩	৫১৫	৫২০	৫৫০
	ক) দারিদ্র্য বিমোচন	-	-	-	-
	খ) অন্যান্য	৪৯৩	৫১৫	৫২০	৫৫০
৭।	অন্যান্য	১৫৫৬	১৮৬৩	১৮৭৪	২০৪০
	সর্বমোট	১০৩১৬	১০৭১৬	১০৮১৬	১১৫০০

ইন্টারন্যাশনাল ফাইন্যান্স ইনভেষ্টমেন্ট এন্ড কমার্স ব্যাংক লিমিটেড

ইন্টারন্যাশনাল ফাইন্যান্স ইনভেষ্টমেন্ট এন্ড কমার্স (আইএফআইসি) ব্যাংক লিমিটেডের অনুমোদিত মূলধন ও পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ ১৯৯৯ সালে দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ৫০০ মিলিয়ন টাকা এবং ২৭৯ মিলিয়ন টাকায়। পরিশোধিত মূলধনের মধ্যে ১৬৭ মিলিয়ন টাকা উদ্যোক্তাগণ ও জনসাধারণ কর্তৃক পরিশোধিত এবং অবশিষ্ট ১১২ মিলিয়ন টাকা বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক পরিশোধিত। ১৯৯৯ সালে ব্যাংকটির শাখার সংখ্যা বিদেশস্থ ২টিসহ ৫৪টিতে দাঁড়ায়। এ ব্যাংক নেপালের কাঠমুন্ডুতে 'নেপাল বাংলাদেশ ব্যাংক লিমিটেড' নামে ব্যাংক স্থাপন করে।

১৯৯৯ সালে এ ব্যাংকের মোট আমানত শতকরা ৪ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ডিসেম্বর মাসের শেষে ১৬২৬৪ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ১৯৯৮ সালের ডিসেম্বরে আমানতের পরিমাণ ছিল ১৫৬৪২ মিলিয়ন টাকা। ২০০০ সালের জুন মোট আমানত ১৭০৩২ মিলিয়ন টাকা হবে বলে প্রাক্কলন করা হয়েছে। ১৯৯৯ সালে ব্যাংকটি ৩২৪৩২ মিলিয়ন টাকার বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা করে, যার মধ্যে রয়েছে রপ্তানি ১৬৫৪৬ মিলিয়ন টাকা, আমদানি ১৫৮৮৬ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৯ সালে এ ব্যাংকের মোট ঋণের স্থিতি ১৬১২৬ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়, যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে ১৫৪৮৮ মিলিয়ন টাকা ছিল।

ইন্টারন্যাশনাল ফাইন্যান্স ইনভেষ্টমেন্ট এন্ড কমার্স ব্যাংক লিঃ-এর অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ সারণি-১ এ দেয়া হ'ল।

সারণি-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	১৯৯৮	১৯৯৯	৩১শে মার্চ, ২০০০ (সাময়িক)	৩০শে জুন, ২০০০ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	৫০০	৫০০	৫০০	৫০০
২।	পরিশোধিত মূলধন	২৭৯	২৭৯	২৭৯	২৭৯
৩।	সংরক্ষিত তহবিল	৩৯৩	৫৩৪	৫৩৪	৫৩৪
৪।	আমানত	১৫৬৪২	১৬২৬৪	১৬২১১	১৭০৩২
	ক) তলবী আমানত	৩৫৪০	৩৪২৫	৩৪৫৬	৪২৫৮
	খ) মেয়াদী আমানত	১২১০২	১২৮৩৮	১২৭৫৪	১২৭৭৪
৫।	অগ্রিম	১৫৪৮৮	১৬১২৬	১৫৮২৪	১৬০০২
৬।	বিনিয়োগ	২৩৭৬	৩৫৯২	২৬১০	২৭০০
৭।	মোট পরিসম্পদ	১৮১২০	১৮৭৪৩	১৮৮৩৪	১৯৩৭০
৮।	মোট আয়	১৫৪৬	১৭৫৭	৪৮৬	২২১৪
৯।	মোট ব্যয়	১৩৩০	১৫২৬	৪০৪	১৮৩৯
১০।	বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা	২৯৫৫০	৩২৪৩২	৮৪৫৪	১৮৪৫৩
	ক) রপ্তানি	১২১১০	১৬৫৪৬	৩৮৮৮	৯৪১৫
	খ) আমদানি	১৭৪৪০	১৫৮৮৬	৪৫৬৬	৯০৩৮
১১।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	১৬১৯	১৬৫৯	১৬৫২	১৭১৫
	ক) কর্মকর্তা	১০৮৮	১১২৪	১১১৫	১১৬৫
	খ) কর্মচারী	৫৩১	৫৩৫	৫৩৭	৫৫০
১২।	বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যায়)	২০০	১৯৯	১৯৯	১৯৯
১৩।	শাখা (সংখ্যায়)	৫৪	৫৪	৫৪	৬০
	ক) বাংলাদেশে	৫২	৫২	৫২	৫৮
	খ) বিদেশে	০২	০২	০২	০২

১৯৯৯ সালে ব্যাংকের ঋণ বিতরণ উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। ১৯৯৮ সালে যেখানে ১৯৭৯১ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছিল সেখানে ১৯৯৯ সালে ২১৭০৮ মিলিয়ন টাকা বিতরণ করা হয়। একই সময়ে ব্যাংকটির ঋণ আদায়ের পরিমাণ ১৮৭৫৮ মিলিয়ন টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ২১০৬৭ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়।

ব্যাংকটির খাত-ভিত্তিক ঋণ বিতরণ এবং আদায় সারণি- ২ এ দেয়া হ'ল।

সারণি-২

খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ	কৃষি ঋণ	শিল্প ঋণ			অন্যান্য	সর্বমোট
		মেয়াদী ঋণ	চলতি মূলধন	মোট		
১৯৯৮						
বিতরণ	৫২	৪৬৫	৩৫৬	৮২১	১৮৯১৮	১৯৭৯১
আদায়	-	৩১৫	৫৫০	৮৬৫	১৭৮৯৩	১৮৭৫৮
১৯৯৯						
বিতরণ	৬৬	২৪৯	৬৭৮	৯২৭	২০৭১১	২১৭০৪
আদায়	৬২	২৩১	৩৮৬	৬১৭	২০৩৮৮	২১০৬৭
৩১শে মার্চ, ২০০০*						
বিতরণ	-	-	৫৪	৫৪	৫১৭৮	৪২৩২
আদায়	-	১১৯	৫৩	১৭২	৪৮৫০	৫০২২
৩০শে জুন, ২০০০**						
বিতরণ	-	৪৩৭	৬৫	৫০২	৯৪৭৫	৯৯৭৭
আদায়	৫	৯৯	১২০	২১৯	৮৫২৫	৮৭৪৯

* সাময়িক

** প্রাক্কলিত

ব্যাংক- এর শিল্প ঋণ সংক্রান্ত তথ্যাবলী সারণি-৩ এ দেয়া হ'ল।

সারণি-৩

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ

(মিলিয়ন টাকায়)

ঋণ মঞ্জুরী		শিল্পের আকার		মোট
		বৃহৎ ও মাঝারী	ক্ষুদ্র ও কুটির	
ক্রমপুঞ্জিভূত: ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৯৮ তারিখে				
	প্রকল্প সংখ্যা	২৩	১৩৭	১৬০
	পরিমাণ	১৩১২	১০৫৬	২৩৬৮
জানুয়ারি ১ হতে ডিসেম্বর ৩১, ১৯৯৮পর্যন্ত				
	প্রকল্প সংখ্যা	৪	৮	১২
	পরিমাণ	১৭২	১৬০	১৩২
ক্রমপুঞ্জিভূত: মার্চ ৩১, ১৯৯৯ তারিখে				
	প্রকল্প সংখ্যা	২৯	১৪৩	১৭২
	পরিমাণ	১৪৬৯	১১০৬	২৬০২
জানুয়ারি ১ হতে ডিসেম্বর ৩১, ১৯৯৯ পর্যন্ত				
	প্রকল্প সংখ্যা	৬	৬	১২
	পরিমাণ	১৮৪	৫০	২৩৪
জানুয়ারি ১ হতে মার্চ ৩০, ২০০০ * পর্যন্ত				
	প্রকল্প সংখ্যা	৫	৩	৮
	পরিমাণ	৪১৪	২৩	৪৩৭

* সাময়িক

ব্যাংক-এর খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতি সারণি- ৪ এ দেয়া হ'ল।

সারণি-৪

খাতভিত্তিক ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	১৯৯৮	১৯৯৯	মার্চ ৩১, ২০০০ (সাময়িক)	জুন ৩০, ২০০০ (প্রাক্কলিত)
১।	কৃষি ও মৎস্য	৬৭	৬৯	৬৮	৬৮
	ক) শস্য				
	খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য	৬৭	৬৯	৬৮	৬৮
২।	শিল্পঃ	৩২৩৬	৩৩৩৫	৩২৮৪	৩৩১৬
	ক) বৃহৎ ও মাঝারী	২৪৭১	২৬৫৯	২৬১১	২৬৪০
	খ) ক্ষুদ্র ও কুটির	৭৬৫	৬৭৬	৬৭৩	৬৭৬
৩।	পাইকারী/খুচরা ব্যবসা এবং রেস্তোরাঁ/হোটেল	৩৯৩০	৪০১২	৩৮৬৭	৩৯৮২
৪।	বীমা, রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা	২২১	১২১	১০৩	১১০
৫।	পরিবহন ও যোগাযোগ	২৩৬	২১৭	২১৬	২৩১
৬।	অন্যান্য	৭৭৯৮	৮৩৭২	৮২৮৬	৮২৯৫
	সর্বমোট	১৫৪৮৮	১৬১২৬	১৫৮২৪	১৬০০২

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড

দেশের প্রথম সুদমুক্ত ব্যাংক, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড ১৯৮৩ সালের ৩০শে মার্চ কার্যক্রম শুরু করে। এই ব্যাংক দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ারও প্রথম সুদমুক্ত ব্যাংক। এটি যৌথ উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত একটি ব্যাংকিং কোম্পানী যার মূলধনের শতকরা ৬২ ভাগ ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক, কয়েকটি বিদেশী আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং উদ্যোক্তা কর্তৃক প্রদত্ত। অবশিষ্টাংশ বাংলাদেশী উদ্যোক্তা ও শেয়ার হোল্ডারগণ কর্তৃক প্রদত্ত। ১৯৯৯ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে ব্যাংকটির অনুমোদিত ও পরিশোধিত মূলধন এবং রিজার্ভ ফান্ডের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ৫০০ মিলিয়ন টাকা, ৩২০ মিলিয়ন টাকা এবং ১৩৩৯ মিলিয়ন টাকা। ৩১শে মার্চ, ২০০০ পর্যন্ত ব্যাংকটির শাখা দাঁড়ায় ১১০ টিতে এবং মোট কর্মরত কর্মকর্তা/ কর্মচারীর সংখ্যা ২৪২০ জন যার মধ্যে ১৯২০ জন কর্মকর্তা। ব্যাংকের কার্যক্রম ইসলামী শরীয়াহ অনুযায়ী চলছে কিনা তা দেখাশুনা করার জন্য দেশর প্রখ্যাত আলেম, আইনজীবী, বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ এবং ব্যাংকারদের নিয়ে গঠিত একটি "শরীয়াহ কাউন্সিল" আছে।

১৯৯৯ সালে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ- এর আমানতের পরিমাণ ৫১১৫ মিলিয়ন টাকা (২৫%) বৃদ্ধি পেয়ে ২৫৫০০ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ২০০০ সালের প্রথম তিন মাসে (মার্চ পর্যন্ত) ব্যাংকটির আমানত বৃদ্ধি পায় ৫০৯ মিলিয়ন টাকা। ব্যাংকটির ১৯৯৯ সালের মোট বিনিয়োগ স্থিতি পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ৪৬৮৭ মিলিয়ন টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ১৮১৪৩ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ১৯৯৯, সালে ব্যাংকটি ৪৩৬০৯ মিলিয়ন টাকার বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা করে। তার মধ্যে আমদানি, রপ্তানি ও রেমিটেন্সের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ২০৩৯৬ মিলিয়ন টাকা, ১৪৭৯৮ মিলিয়ন টাকা ও ৮৪১৫ মিলিয়ন টাকা। ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য সারণি-১ এ দেয়া হলো।

ব্যাংক এর ক্ষুদ্র ব্যবসা বিনিয়োগ প্রকল্পের আওতায় অর্থায়নকৃত মৃৎশিল্প, সা'মিল, ফলের দোকান ও পোল্ট্রি ফার্ম।

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	১৯৯৮	১৯৯৯ (সাময়িক)	৩১শে মার্চ, ২০০০ (সাময়িক)	৩০শে জুন, ২০০০ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	৫০০	৫০০	৫০০	৫০০
২।	পরিশোধিত মূলধন	৩১৮	৩২০	৩২০	৩২০
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	১২০০	১৩৩৯	১৩৩৯	১৩৩৯
৪।	আমানত	২০৩৮৫	২৫৫০০	২৬০০৯	২৭৭৫০
	ক) তলবী আমানত	৪৪৭৯	৫১৮০	৫০৯০	৫৫৫০
	খ) মেয়াদী আমানত	১৫৯০৬	২০৩২০	২০৯১৯	২২২০০
৫।	অগ্রিম ও ঋণ (বিনিয়োগ)	১৩৪৩৬	১৮১১৩	১৮৬৪৯	২০৪৪৩
৬।	বিনিয়োগ	২০	৩০	৩০	৩০
৭।	মোট পরিসম্পদ(কন্ট্রা ব্যতীত)	২৩৪৪৩	২৮৮২০	২৮৮২০	২৮৮২০
৮।	মোট আয়	১৬২৯	১৮৬০	৬০৮	১৫০০
৯।	মোট ব্যয়	১৪৮১	১৬৯৩	৪২২	৯০০
১০।	বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা	৪১৪৯৩	৪৩৬০৯	১২৩৩০	২৩৩০০
	ক) রপ্তানি	১৪৮৯৪	১৪৭৯৮	৩৮২৭	৭৩০০
	খ) আমদানি	২০২৩৮	২০৩৯৬	৬০৪৬	১১৫০০
	গ) রেমিটেন্স	৬৩৬১	৮৪১৫	২৪৫৭	৪৫০০
১১।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	২১৭১	২৩০২	২৪২০	২৬৫০
	ক) কর্মকর্তা	১৮৪৭	১৮২৩	১৯২০	২১২০
	খ) কর্মচারী	৩২৪	৪৭৯	৫০০	৫৩০
১২।	বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যায়)	৬৫০	৬৬০	৬৭৫	৭০০
১৩।	শাখা (সংখ্যায়)	১০৫	১১০	১১১	১১০

খাত ভিত্তিক বিনিয়োগ ও আদায়

১৯৯৯ সালে আল বারাকা ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড মোট ৫৭৯৭০ মিলিয়ন টাকা বিনিয়োগ বিতরণ ও ৫৪৬৮৭ মিলিয়ন টাকা আদায় করে। পূর্ববর্তী বছরে এর পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৫২৭৪২ মিলিয়ন টাকা ও ৪৪১৭৭ মিলিয়ন টাকা। আলোচ্য বছরে বিতরণকৃত বিনিয়োগের মধ্যে কৃষি ও শিল্প খাতে বিতরণ করা হয় যথাক্রমে ১.২০ মিলিয়ন ও ১৬৩৯৬ মিলিয়ন টাকা এবং উক্ত খাতদ্বয়ে আদায়ের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ০.১০ মিলিয়ন ও ১৫৭৪৫ মিলিয়ন টাকা।

ব্যাংকটির খাতওয়ারী বিনিয়োগ বিতরণ ও আদায়ের তুলনামূলক চিত্র সারণি- ২ এ দেয়া হ'ল।

সারণি-২

খাতভিত্তিক বিনিয়োগ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ	কৃষি বিনিয়োগ	শিল্প বিনিয়োগ			অন্যান্য	সর্বমোট
		মেয়াদী বিনিয়োগ	চলতি মূলধন	মোট		
১৯৯৮						
বিতরণ	১.৫০	৩৯২	৮৬৮৭	৯০৭৯	৪৩৬৬১.৬০	৫২৭৪২
আদায়	০.৬৮	৪০৬	৭৫৬৮	৭৯৭৪	৩৬২০২.৩২	৪৪১৭৭
১৯৯৯						
বিতরণ	১.২০	৪৪৮	১৫৯৪৮	১৬৩৯৬	৪১৫৭২.৮০	৫৭৯৭০
আদায়	০.১০	৩৮৩	১৫৩৬২	১৫৭৪৫	৩৮৯৪১.৯০	৪৪৬৮৭
৩১শে মার্চ, ২০০০*						
বিতরণ	০.৮০	৭৫৬	৪১৪৭	৪৯০৩	১৩৩৫৬.২০	১৮২৬০
আদায়	০.২৮	১২৮	৩৭৩০	৩৮৫৮	১২৫৪৭.৭২	১৬৪০৬
৩০শে জুন, ২০০০**						
বিতরণ	১.৮০	১২২৬	৯০৪০	১০২৬৬	২৮০৮২.২০	৩৮৩৫০
আদায়	০.৬০	২৮০	৮৬৮০	৮৯৬০	২৭৪৬৯.৪০	৩৬৪৩০

* সাময়িক

** প্রাক্কলিত

শিল্প বিনিয়োগ মঞ্জুরী

১৯৯৯ সালে ব্যাংকটি ২৪টি প্রকল্পের জন্য ১৯২৬ মিলিয়ন টাকা শিল্প বিনিয়োগ মঞ্জুর করে। পূর্ববর্তী বছরে এর পরিমাণ ছিল ৬০টি প্রকল্পের জন্য ২০১৭ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৯ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত ব্যাংকটি সর্বমোট ৩৬৯টি প্রকল্পের জন্য ৮৭৩৩ মিলিয়ন টাকা শিল্প বিনিয়োগ মঞ্জুর করে। এর মধ্যে ৩৬৭৬ মিলিয়ন টাকা (৪২%) মঞ্জুর করা হয় বৃহৎ ও মাঝারী আকারের শিল্পের জন্য। ২০০০ সালের ১লা জানুয়ারী হতে ৩১শে মার্চ, ২০০০ পর্যন্ত ৩টি প্রকল্পে ৪৫৯ মিলিয়ন টাকার শিল্প ঋণ মঞ্জুর করা হয়। ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড কর্তৃক শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ মঞ্জুরীর তুলনামূলক অবস্থা সারণি-৩ এ দেয়া হ'ল।

সারণি-৩

শিল্পের আকার ভিত্তিক বিনিয়োগ

(মিলিয়ন টাকায়)

বিনিয়োগ মঞ্জুরী		শিল্পের আকার		মোট
		বৃহৎ ও মাঝারী	ক্ষুদ্র ও কুটির	
ক্রমপুঞ্জিভূত: ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৯৯ তারিখে				
	প্রকল্প সংখ্যা	৪৫	৩২৪	৩৬৯
	পরিমাণ	৩৬৭৬	৫০৫৭	৮৭৩৩
জানুয়ারি ১ হতে ডিসেম্বর ৩১, ১৯৯৯পর্যন্ত				
	প্রকল্প সংখ্যা	১৭	৭	২৪
	পরিমাণ	১২১৯	৭০৭	১৯২৬
ক্রমপুঞ্জিভূত: মার্চ ৩১, ২০০০ তারিখে				
	প্রকল্প সংখ্যা	৪৬	৩২৬	৩৭২
	পরিমাণ	৪৩৮৮	৫১০৪	৯১৯২
জানুয়ারি ১ হতে মার্চ ৩১, ২০০০পর্যন্ত				
	প্রকল্প সংখ্যা	১	২	৩
	পরিমাণ	৪১২	৪৭	৪৫৯
জানুয়ারি ১ হতে জুন ৩০, ২০০০ * পর্যন্ত				
	প্রকল্প সংখ্যা	৭	৮	১৫
	পরিমাণ	১৫০২	১১৮	১৬২০

* প্রাক্কলিত

আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচী

দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন দারিদ্র্য বিমোচনে ব্যাংকের কর্মসূচী ১৯৯৯ সালেও অব্যাহত থাকে। এ লক্ষ্যে ব্যাংকটি পল্লী এলাকার গরীব ও সম্বলহীন মানুষের জন্য সর্বোচ্চ ১০০০০ টাকা এবং প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের জন্য সর্বোচ্চ ৫০০০০ টাকা বিনিয়োগ প্রদানের ব্যবস্থা করে আসছে। পুরাতন ও ভাল গ্রাহকের ক্ষেত্রে আলোচ্য কর্মসূচীর

আওতায় ৩০০০০ টাকা পর্যন্ত বিনা জামানতেও বিনিয়োগ প্রদানের ব্যবস্থা রয়েছে। এছাড়া হকারদের জন্য বিনিয়োগ এবং মাইক্রো ইন্ডাষ্ট্রিজ ইনভেষ্টমেন্ট স্কীম নামক দুটি বিনিয়োগ প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। বিশেষ বিনিয়োগ কর্মসূচীসহ ব্যাংকটির খাত

-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি সারণি-৪ এ দেয়া হ'ল।

সারণি-৪

খাত-ভিত্তিক বিনিয়োগের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	১৯৯৮	১৯৯৯	মার্চ ৩১, ২০০০ (সাময়িক)	জুন ৩০, ২০০০ (প্রাক্কলিত)
১।	কৃষি ও মৎস্যঃ	৪৯	১৪	১৫	২৫
	ক) শস্য	-	-	১৫	২৫
	খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য	৪৯	১৪	-	-
২।	শিল্পঃ	৬২২৯	৭৯৯২	৮১২৬	৯৩০২
	ক) বৃহৎ ও মাঝারী	২৭৪	৩৩৯৪	৩৪৮৮	৪২৭০
	খ) ক্ষুদ্র ও কুটির	৩৪৮২	৪৫৯৮	৪৬৩৮	৫০৩২
৩।	পাইকারী/খুচরা ব্যবসা এবং রেস্তোরা/হোটেল	৪৭৭৬	৬৩৫০	৬৪৩৬	৬৭০৬
৪।	বীমা, রিয়েল এষ্টেট ও ব্যবসা সেবা	৬৯৯	১৩৬৮	১৪৮৬	১৫৫০
৫।	পরিবহন ও যোগাযোগ	৬১৯	৭৬৬	৮১২	৮৬০
৬।	বিশেষ ঋণ কর্মসূচীঃ	৫২৪	৯৭৫	১০৬৮	১২০৫
	ক) দারিদ্র্য বিমোচন	১২৯	১৪০	১৬৩	২১০
	খ) অন্যান্য	৩৯৫	৮৩৫	৯০৫	৯৯৫
৭।	অন্যান্য	৫৪০	৬৪৮	৭০৬	৭৯৫
	সর্বমোট	১৩৪৩৬	১৮১১৩	১৮৬৪৯	২০৪৪৩

আল বারাকা ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড

আল বারাকা ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড একটি ইসলামী শরিয়াহ ভিত্তিক ব্যাংক যা ১৯৮৭ সালের ২০শে মে হতে তফসিলী ব্যাংক রূপে বাংলাদেশে কার্যক্রম শুরু করে। সৌদি আরবের দাল্লাহ আল বারাকা গ্রুপ, ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এবং বাংলাদেশী বিনিয়োগকারীদের উদ্যোগে ব্যাংকটি প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৯৯ সালের ডিসেম্বর শেষে ব্যাংকটির অনুমোদিত ও পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ৬০০ মিলিয়ন টাকা ও ২৬০ মিলিয়ন টাকা। এ সময়ে ব্যাংকটির রিজার্ভ ফান্ডের পরিমাণ দাঁড়ায় ৪৫ মিলিয়ন টাকা। আল বারাকা ব্যাংক সারাদেশে ৩৪টি শাখার মাধ্যমে সুদবিহীন ব্যাংকিং সেবা প্রদান করে আসছে। ২০০০ সালের মার্চ পর্যন্ত ব্যাংকের মোট জনসম্পদের পরিমাণ দাঁড়ায় ৬৩৪ জন যার মধ্যে ৪৬৯ জন কর্মকর্তা এবং ১৬৫ জন কর্মচারী।

১৯৯৯ সালে আল বারাকা ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড- এর মোট আমানত ১৯৯৮ সালের তুলনায় ১৩২৭ মিলিয়ন টাকা (১৭.৬৮%) বৃদ্ধি পেয়ে ৮৮৩৪ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। তবে ২০০০ সালের প্রথম তিন মাসে ব্যাংকটির আমানত ৪ মিলিয়ন টাকা হ্রাস পায়। ব্যাংকটির মোট অগ্রিম ১৯৯৯ সালে ৬৮০ মিলিয়ন টাকা (১১%) বৃদ্ধি পেয়ে ৬৬৪৬ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ১৯৯৯ সালে ব্যাংকটি মোট ৪৫৩৯ মিলিয়ন টাকার বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা করে, পূর্ববর্তী বছরে যার পরিমাণ ছিল ৩৪১৮ মিলিয়ন টাকা ১৯৯৯ সালে পরিচালিত বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসায়ের মধ্যে আমদানি, রপ্তানি ও রেমিটেন্সের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৩০২৩ মিলিয়ন টাকা, ৭৭৭ মিলিয়ন টাকা ও ৭৩৯ মিলিয়ন টাকা। ২০০০ সালের জানুয়ারী মার্চ সময়কালে ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনার পরিমাণ ১৬৩৩ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। আল বারাকা ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য সারণি- ১ এ দেয়া হ'ল।

ব্যাংকের অর্থায়নে প্রতিষ্ঠিত একটি প্যাকিং ইন্ডাস্ট্রি।

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	১৯৯৮	১৯৯৯	৩১শে মার্চ, ২০০০ (সাময়িক)	৩০শে জুন, ২০০০ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	৬০০	৬০০	৬০০	৬০০
২।	পরিশোধিত মূলধন	২৬০	২৬০	২৬০	২৬০
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	৩৩	৪৫	৪৫	৪৫
৪।	আমানত	৭৫০৭	৮৮৩৪	৮৮৩০	৯০০০
	ক) তলবী আমানত	৫৯৭	১৩৫৬	১০০৯	১১২৮
	খ) মেয়াদী আমানত	৬৯১০	৭৪৭৮	৭৮২১	৭৮৭২
৫।	ঋণ ও অগ্রিম	৫৯৬৬	৬৬৪৬	৬৯৯৩	৭২০০
৬।	বিনিয়োগ				
৭।	মোট পরিসম্পদ	৮৮৮৫	১০৩১৮	১০৮৩০	১০৬৪৫
৮।	মোট আয়	৭২৯	৮৪১	২১০	৪৪৫
৯।	মোট ব্যয়	৬৫৩	৭৮৪	২০৫	৪০৯
১০।	বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা	৩৪১৮	৪৫৩৯	১৬৩৩	৪৭০০
	ক) রপ্তানি	৬৬২	৭৭৭	৩৮৮	১১০০
	খ) আমদানি	২৩২৯	৩০২৩	১০৩২	৩০০০
	গ) রেমিটেন্স	৪২৭	৭৩৯	২১৩	৬০০
১১।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	৬৩৯	৬৩৬	৬৩৪	৬৩৪
	ক) কর্মকর্তা	৪৬৪	৪৬০	৪৬৯	৪৬৯
	খ) কর্মচারী	১৭৫	১৭৬	১৬৫	১৬৫
১২।	বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যায়)	১১৭	১১৮	১১৮	১২৫
১৩।	শাখা (সংখ্যায়)	৩৩	৩৩	৩৪	৩৪

খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়

১৯৯৯ সালে আল বারাকা ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড মোট ৪২২৪ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ ও ৩৬৮০ মিলিয়ন টাকা আদায় করে। পূর্ববর্তী বছরে এর পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ২৮৩৫ মিলিয়ন টাকা ও ২৩৬০ মিলিয়ন টাকা। আলোচ্য বছরে বিতরণকৃত ঋণের মধ্যে শিল্প খাতে বিতরণ করা হয় ১৪৮৭ মিলিয়ন টাকা। পূর্ববর্তী বছরে যার পরিমাণ ছিল ১৩৩৯ মিলিয়ন টাকা। শিল্প খাতে আলোচ্য বছরে আদায়ের পরিমাণ দাঁড়ায় ১২৮৯ মিলিয়ন টাকা। এছাড়া, অন্যান্য খাতে বিতরণ ও আদায়ের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ২৭২৬ মিলিয়ন ও ২৩৮২ মিলিয়ন টাকা। ২০০০ সালের জানুয়ারী-মার্চ সময়কালে উক্ত ব্যাংকের ঋণ বিতরণ ও আদায়ের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ১২৫৩ মিলিয়ন টাকা ও ১১৩৫ মিলিয়ন টাকা। ব্যাংকটির খাত-ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়ের তুলনামূলক অবস্থা সারণি- ২ এ দেয়া হ'ল।

খাত-ভিত্তিক বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ	কৃষি ঋণ	শিল্প ঋণ			অন্যান্য	সর্বমোট
		মেয়াদী ঋণ	চলতি মূলধন	মোট		
১৯৯৮						
বিতরণ	০.২০	১২৮৮	৫১	১৩৩৯	১৪৯৬	২৮৩৫.২০
আদায়	০.১০	১০৬৫	৩৮	১১০৩	১২৫৭	২৩৬০.১০
১৯৯৯						
বিতরণ	১১.০০	১০	১৪৭৭	১৪৮৭	২৭২৬	৪২২৪.০০
আদায়	৯.০০	১৭৬	১১১৩	১২৮৯	২৩৮২	৩৬৮০.০০
৩১শে মার্চ, ২০০০						
বিতরণ	৩.০০	-	৩৫১	৩৫১	৮৯৯	১২৫৩.০০
আদায়	২.০০	৪৯	২৭৪	৩২৩	৮১০	১১৩৫.০০
৩০শে জুন, ২০০০						
বিতরণ	৬.০০	-	৬৩৯	৬৩৯	৩২৩৭	৩৮৮২.০০
আদায়	৫.৫০	৭৮	৫৪৫	৬২৩	২৯৪৪.৫০	৩৫৭৩.০০

* সাময়িক

** প্রাক্কলিত

শিল্প ঋণ মঞ্জুরী

১৯৯৯ সালে আল বারাকা ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড মোট ৫৪টি শিল্প প্রকল্পের জন্য ১০৩৭ মিলিয়ন টাকা মঞ্জুর করে। এর পুরোটাই মঞ্জুর করা হয় বৃহৎ ও মাঝারী শিল্প প্রকল্পের জন্য। ১৯৯৯ সাল পর্যন্ত শিল্প ঋণের মোট পুঞ্জীভূত মঞ্জুরীর পরিমাণ দাঁড়ায় ১৮৮টি প্রকল্পের জন্য ৪২০৪ মিলিয়ন টাকা। ব্যাংকটি কর্তৃক শিল্পের আকার ভিত্তিক মঞ্জুরীকৃত ঋণের অবস্থা সারণি-৩ এ দেয়া হ'ল।

সারণি-৩

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ

(মিলিয়ন টাকায়)

ঋণ মঞ্জুরী		শিল্পের আকার		মোট
		বৃহৎ ও মাঝারী	ক্ষুদ্র ও কুটির	
ক্রমপুঞ্জিভূতঃ ৩১শে ডিসে ঘর, ১৯৯৯ তারিখে				
	প্রকল্প সংখ্যা	১৮৮	-	১৮৮
	পরিমাণ	৪২০৪	-	৪২০৪
জানুয়ারি ১ হতে ডিসেম্বর ৩১, ১৯৯৯পর্যন্ত				
	প্রকল্প সংখ্যা	৫৪	-	৫৪
	পরিমাণ	১০৩৭	-	১০৩৭
ক্রমপুঞ্জিভূতঃ মার্চ ৩১, ১৯৯৯ তারিখে				
	প্রকল্প সংখ্যা	১৬৮	-	১৬৮
	পরিমাণ	৩৮৫০	-	৩৮৫০
জানুয়ারি ১ হতে মার্চ ৩১, ২০০০পর্যন্ত				
	প্রকল্প সংখ্যা	১৯	-	১৯
	পরিমাণ	৪৫০	-	৪৫০
জানুয়ারি ১ হতে জুন ৩০, ২০০০ * পর্যন্ত				
	প্রকল্প সংখ্যা	৩৫	-	৩৫
	পরিমাণ	৯৪৫	-	৯৪৫

* প্রাক্কলিত

ব্যাংকের খাত ভিত্তিক স্থিতি সারণি-৪ এ দেয়া হ'ল।

সারণি-৪

খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	১৯৯৮	১৯৯৯	মার্চ ৩১, ২০০০ (সাময়িক)	জুন ৩০, ২০০০ (প্রাক্কলিত)
১।	কৃষি ও মৎস্যঃ	৭	৭	৭	১০
	ক) শস্য	৭	৭	৭	১০
	খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য	-	-	-	-
২।	শিল্পঃ	৩৮৩৪	৪২০৪	৪৩৫৭	৪৪৯৫
	ক) বৃহৎ ও মাঝারী	৩৮৩৪	৪২০৪	৪৩৫৭	৪৪৯৫
	খ) ক্ষুদ্র ও কুটির	-	-	-	-
৩।	পাইকারী/খুচরা ব্যবসা এবং রেস্তোরা/হোটেল	১১৯৮	১৪৪৪	১৪৯৫	১৫৫০
৪।	বীমা, রিয়েল এষ্টেট ও ব্যবসা সেবা	৩৯৫	৫৫১	৫৫৪	৫৬০
৫।	পরিবহন ও যোগাযোগ	৩১৪	৩১০	৩১৪	৩১৫
৬।	অন্যান্য	২১৮	১৩০	২৬৬	২৭০
	সর্বমোট	৫৯৬৬	৬৬৪৬	৬৯৯৩	৭২০০

ইষ্টার্ণ ব্যাংক লিমিটেড

ব্যাংক অব ক্রেডিট এন্ড কমার্স ইন্টারন্যাশনাল (ওভারসীজ) লিমিটেড (পুনার্গঠন) স্কীম, ১৯৯২ এর বাস্তবায়নকল্পে এবং উক্ত স্কীম অনুযায়ী সংশোধিত/সমন্বিত বাংলাদেশস্থ পূর্বতন বিসিসিআই(ও) এর দায়-দায়িত্ব নিয়ে ১৯৯২ সালের আগষ্ট মাসে ইষ্টার্ণ ব্যাংক লিমিটেড গঠিত হয়। ব্যাংকটির পরিশোধিত মূলধনের মধ্যে ২০ শতাংশ সরকারের, ৩২ শতাংশ বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠানের, অবশিষ্ট ৪৮ শতাংশ পূর্বতন বিসিসিআই-এর বাংলাদেশী শাখাগুলোর আমানতকারী/জনসাধারণের। ১৯৯৯ সালে ব্যাংকটির অনুমোদিত মূলধন, পরিশোধিত মূলধন ও রিজার্ভ ফান্ডের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ১০০০ মিলিয়ন, ৬০০ মিলিয়ন ও ১৮৫৭ মিলিয়ন টাকা। ২০০০ সালের মার্চ শেষে ব্যাংকটির শাখার সংখ্যা ও মোট জনশক্তির পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ২১টি ও ৬২৯ জনে। মোট জনশক্তির মধ্যে ৪৮৬ জন কর্মকর্তা এবং ১৪৩ জন কর্মচারী।

১৯৯৯ সালের ডিসেম্বর শেষে ইষ্টার্ণ ব্যাংক লিমিটেড-এর মোট আমানত পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ২৬.৪৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ১১২২৬ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ২০০০ সালের ২১শে মার্চ এ ব্যাংকটির মোট আমানত দাঁড়ায় ১২৪৯৩ মিলিয়ন টাকায়। ১৯৯৯ সালের ডিসেম্বর শেষে ব্যাংকটির ঋণ ও অগ্রিমের পরিমাণ ছিল মোট ৭৯০২ মিলিয়ন টাকা যা মার্চ, ২০০০ শেষে ১.১৯ শতাংশ হ্রাস পেয়ে ৭৮০৮ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ১৯৯৯ সালে ব্যাংকটি ১৩০২ মিলিয়ন টাকা বিনিয়োগ করে। ২০০০ সালের ৩১শে মার্চ শেষে বিনিয়োগের পরিমাণ দাঁড়ায় ১৬৩৪ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৯ সালে ব্যাংকটি মোট ১৭৭৮৮ মিলিয়ন টাকার বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা করে। এর মধ্যে রপ্তানি, আমদানি ও রেমিটেন্স -এর পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ৫৭২৯ মিলিয়ন, ১১৮২২ মিলিয়ন ও ২৩৭ মিলিয়ন টাকা। ২০০০ সালের প্রথম ৩ মাসে বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনার পরিমাণ ছিল ৫১৯১ মিলিয়ন টাকা যার মধ্যে রপ্তানি, আমদানি ও রেমিটেন্স -এর পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ১৮২২ মিলিয়ন, ৩৩০৯ মিলিয়ন ও ৬০ মিলিয়ন টাকা।

ইষ্টার্ণ ব্যাংক লিমিটেড-এর অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ সারণি-১ এ দেয়া হ'ল।

জাহাজ ভাঙ্গা প্রকল্পে ব্যাংকের অর্থায়ন।

সারণি-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	১৯৯৮	১৯৯৯	৩১শে মার্চ, ২০০০ (সাময়িক)	৩০শে জুন, ২০০০ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	১০০০	১০০০	১০০০	১০০০
২।	পরিশোধিত মূলধন	৬০০	৬০০	৬০০	৬০০
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	১৭৭৪	১৮৫৭	১৮৫৭	১৮৫৭
৪।	আমানত	৮৮৭৮	১১২২৬	১২৪৯৩	১২৬০০
	ক) তলবী আমানত	১৮৫৮	২১৪৫	১৮৭৬	১৮৯০
	খ) মেয়াদী আমানত	৭০২০	৯০৮১	১০৬১৭	১০৭১০
৫।	অগ্রিম	৫৭৪৪	৭৯০২	৭৮০৮	৮৭০০
৬।	বিনিয়োগ	৯০০	১৩০২	১৬৩৪	১৬৭০
৭।	মোট পরিসম্পদ	১০৯৭৩	১৩৯০১	১৪৫০০	১৫২০০
৮।	মোট আয়	১১৯৯	১৬১১	৪৫১	৯২৫
৯।	মোট ব্যয়	৭৯৬	১০৭৬	৩৫১	৬৭৩
১০।	বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা	১৪৯৪২	১৭৭৮৮	৫১৯১	১১৫৭১
	ক) রপ্তানি	৪৮২২	৫৭২৯	১৮২২	৪২২৭
	খ) আমদানি	৯৯৬৫	১১৮২২	৩৩০৯	৭১৯৯
	গ) রেমিটেন্স	১৫৫	২৩৭	৬০	১৪৫
১১।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	৬২৫	৬২৯	৬৩৪	৬৫৫
	ক) কর্মকর্তা	৪৮১	৪৮৬	৪৯১	৫১২
	খ) কর্মচারী	১৪৪	১৪৩	১৪৩	১৪৩
১২।	বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যায়)	৩৭	৪১	৪২	৪৪
১৩।	শাখা (সংখ্যায়)	২১	২১	২১	২১

ঋণ বিতরণ ও আদায়

১৯৯৯ সালে ইষ্টার্ণ ব্যাংক লিমিটেড মোট ১৬০৭৫ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করে এবং ১৩৭০২ মিলিয়ন টাকা আদায় করে। পূর্ববর্তী বছরে ঋণ বিতরণ ও আদায়ের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১৩১৫৯ মিলিয়ন ও ১১৩৫৬ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৯ সালের বিতরণকৃত মোট ঋণের মধ্যে শিল্প ঋণ ছিল ৩২৪৯ মিলিয়ন টাকা ও অন্যান্য ঋণ ছিল ১২৮২৬ মিলিয়ন টাকা। আলোচ্য বছরে ব্যাংকটি কৃষি খাতে কোন ঋণ বিতরণ করেনি। ২০০০ সালের প্রথম ৩ মাসে ব্যাংকটির ঋণ বিতরণ ও আদায়ের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ৪৫১৩ মিলিয়ন টাকা ও ৪০৮৩ মিলিয়ন টাকা।

ইষ্টার্ণ ব্যাংক লিমিটেড-এর খাতভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায় সারণি- ২ এ দেয়া হ'ল।

খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ		শিল্প ঋণ			অন্যান্য	সর্বমোট
		[illegible]	[illegible]	মোট		
১৯৯৮						
	বিতরণ	২৪৪	১৬৫৯	১৯০৩	১১২৫৬	১৩১৫৯
	আদায়	১৫৪	১০৪৯	১২০৩	১০২০৩	১১৪০৬
১৯৯৯						
	বিতরণ	৩৯৫	২৮৫৪	৩২৪৯	১২৮২৩	১৬০৭২
	আদায়	২২৯	১৮২৭	২০৫৬	১১৬৪৬	১৩৭০২
৩১শে মার্চ, ২০০০*						
	বিতরণ	১৮২	৬১৩	৭৯৫	৩৭১৮	৪৫১৩
	আদায়	২৯	৬৬৯	৬৯৮	৩৩৮৫	৪০৮৩
৩০শে জুন, ২০০০**						
	বিতরণ	২৬৯	১২১০	১৪৭৯	৫৬৫২	৭১৩১
	আদায়	৪৯	৮১৬	৮৬৫	৫৮৯৭	৬৭৬২

* সাময়িক

** প্রাক্কলিত

শিল্প ঋণ মঞ্জুরী

১৯৯৯ সালে ইষ্টার্ণ ব্যাংক লিমিটেড ১৩টি বৃহৎ ও মাঝারী শিল্পে মোট ১১৯৯ মিলিয়ন টাকা ঋণ মঞ্জুর করে। ২০০০ সালের মার্চ শেষে মোট ৯৯ টি বৃহৎ ও মাঝারী শিল্পে ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণ মঞ্জুরীর পরিমাণ দাঁড়ায় ৭১১০ মিলিয়ন টাকা।

ইষ্টার্ণ ব্যাংক লিমিটেড-এর শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণের পরিস্থিতি সারণি- ৩ এ দেয়া হ'ল।

সারণি-৩

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ

(মিলিয়ন টাকায়)

ঋণ মঞ্জুরী		শিল্পের আকার		মোট
		বৃহৎ ও মাঝারী	ক্ষুদ্র ও কুটির	
ক্রমপুঞ্জিভূতঃ ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৯৯ তারিখে				
	প্রকল্প সংখ্যা	৯৩	৯	১০২
	পরিমাণ	৬৮৮০	৭৪	৬৯৫৪
জানুয়ারি ১ হতে ডিসেম্বর ৩১, ১৯৯৯পর্যন্ত				
	প্রকল্প সংখ্যা	১৩	২	১৫
	পরিমাণ	১১৯৯	৪	১২০৩
ক্রমপুঞ্জিভূতঃ মার্চ ৩১, ২০০০ তারিখে				
	প্রকল্প সংখ্যা	৯৯	৯	১০৮
	পরিমাণ	৭১১০	৩৩	৭১৪৩
জানুয়ারি ১ হতে মার্চ ৩১, ২০০০পর্যন্ত				
	প্রকল্প সংখ্যা	৮	-	৮
	পরিমাণ	২৪৪	-	২৪৪
জানুয়ারি ১ হতে জুন ৩০, ২০০০ * পর্যন্ত				
	প্রকল্প সংখ্যা	১৫	৯	২৪
	পরিমাণ	৪৯২	৩৭	৫২৯

* প্রাক্কলিত

খাতভিত্তিক ঋণের স্থিতি

১৯৯৯ সালে ইষ্টার্ণ ব্যাংক লিমিটেড-এর মোট ৭৯০২ মিলিয়ন টাকার ঋণের স্থিতির মধ্যে শিল্প খাতে ৩০৪২ মিলিয়ন টাকা, পাইকারি/খুচরা ব্যবসা খাতে ২৯৩২ মিলিয়ন টাকা, বীমা, রিয়েল এষ্টেট ও ব্যবসা সেবা খাতে ২৬৪ মিলিয়ন টাকা, পরিবহন ও যোগাযোগ খাতে ০১ মিলিয়ন টাকা এবং অন্যান্য খাতে ১৬৬৩ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ২০০০ সালের মার্চ মাস শেষে ইষ্টার্ণ ব্যাংক লিমিটেড -এর মোট ৭৮০৮ মিলিয়ন টাকার ঋণের স্থিতির মধ্যে শিল্প খাতে ২৮২৭ মিলিয়ন টাকা, পাইকারি/খুচরা ব্যবসা খাতে ২৩৩২ মিলিয়ন টাকা, বীমা, রিয়েল এষ্টেট ও ব্যবসা সেবা খাতে ২২২ মিলিয়ন টাকা, পরিবহণ ও যোগাযোগ খাতে ০২ মিলিয়ন টাকা এবং অন্যান্য খাতে ২৪২৫ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়।

ইষ্টার্ণ ব্যাংক লিমিটেড-এর খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতির অবস্থা সারণি-৪ এ দেয়া হ'ল।

সারণি-৪

খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	১৯৯৮	১৯৯৯	মার্চ ৩১, ২০০০ (সাময়িক)	জুন ৩০, ২০০০ (প্রাক্কলিত)
১।	কৃষি ও মৎস্য	-	-	-	-
	ক) শস্য				
	খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য	-	-	-	-
২।	**শিল্পঃ**	১৬৯৩	৩০৪২	২৮২৭	৩১০৮
	ক) বৃহৎ ও মাঝারী	১৬৬০	২৮৬৫	২৬৪১	২৯১৬
	খ) ক্ষুদ্র ও কুটির	৩৩	১৭৭	১৮৬	১৯২
৩।	পাইকারী/খুচরা ব্যবসা এবং রেস্তোরাঁ/হোটেল	৫১১	২৯৩২	২৩৩২	২৫৩৪
৪।	বীমা, রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা	১৬	২৬৪	২২২	২৯৩
৫।	পরিবহন ও যোগাযোগ	৯	১	২	২
৬।	**বিশেষ ঋণ কর্মসূচীঃ**	-	-	-	-
	ক) দারিদ্র্য বিমোচন				
	খ) অন্যান্য				
৭।	অন্যান্য	৩৫১৫	১৬৬৩	২৪২৪	২৭৬৩
	সর্বমোট	৫৭৪৪	৭৯০২	৭৮০৮	৮৭০০

ন্যাশনাল ক্রেডিট এন্ড কমার্স ব্যাংক লিমিটেড

ন্যাশনাল ক্রেডিট এন্ড কমার্স ব্যাংক লিমিটেড ৭৫০ মিলিয়ন টাকার অনুমোদিত মূলধন এবং ১৯৫ মিলিয়ন টাকার পরিশোধিত মূলধন নিয়ে ১৯৯৩ সালের ১৭ই মে কার্যক্রম শুরু করে। ২০০০ সালের মার্চ শেষে ব্যাংকটির অনুমোদিত ও পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ৭৫০ মিলিয়ন ও ৩৯০ মিলিয়ন টাকা। ২০০০ সালের মার্চ শেষে ব্যাংকটির রিজার্ভ ফান্ডের পরিমাণ দাঁড়ায় ৯৬ মিলিয়ন টাকা। ২০০০ সালের মার্চ শেষে ব্যাংকটির মোট শাখা ও জনশক্তির সংখ্যা দাঁড়ায় যথাক্রমে ২৭টি ও ৬৯৪ জনে।

ন্যাশনাল ক্রেডিট এন্ড কমার্স বাংক লিমিটেড ১৯৯৯ সালে Money Gram নেটওয়ার্কের সহায়তায় গ্রাহকসেবা প্রদানের লক্ষ্যে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে তাৎক্ষণিক Fund স্থানান্তরের (Transfer) এক নতুন পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

১৯৯৯ সালে ন্যাশনাল ক্রেডিট এন্ড কমার্স বাংক লিমিটেড-এর মোট আমানত পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় শতকরা ২৭ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ৮৬৬৩ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। আলোচ্য বছরে ব্যাংকটির তলবী আমানত ১১৮ মিলিয়ন টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ১৭৬৩ মিলিয়ন টাকায় এবং মেয়াদী আমানত ১৭২০ মিলিয়ন টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ৬৯০০ টাকায় দাঁড়ায়। ১৯৯৯ সালের ডিসেম্বর শেষে ব্যাংকটির ঋণ ও অগ্রিমের পরিমাণ শতকরা ৩১ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ৬১১০ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ১৯৯৯ সালে ব্যাংকটির মোট বিনিয়োগের পরিমাণ শতকরা ৬২ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ১২৯১ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ২০০০ সালের মার্চ শেষে বিনিয়োগের পরিমাণ ১৪৮৬ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ১৯৯৯ সালে ব্যাংকটি মোট ১২৩৫৬ মিলিয়ন টাকার বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা করে, তন্মধ্যে রপ্তানি, আমদানি ও রেমিটেন্স- এর পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ২১৫৪ মিলিয়ন টাকা, ১০০৩৫ মিলিয়ন টাকা ও ১৬৭ মিলিয়ন টাকা। ২০০০ সালের প্রথম ৩ মাসে ব্যাংকটি মোট ৩৮৪৫ মিলিয়ন টাকার বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা করে, এর মধ্যে রপ্তানি, আমদানি ও রেমিটেন্স-এর পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ৬৪৫ মিলিয়ন টাকা, ৩১৩৬ মিলিয়ন টাকা ও ৬৪ মিলিয়ন টাকা। ন্যাশনাল ক্রেডিট এন্ড কমার্স বাংক লিমিটেড-এর অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ সারণি-১এ দেয়া হলো।

ব্যাংকের লীজ অর্থায়নে পরিবহন বহরের একটি দৃশ্য।

সারণি-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	১৯৯৮	১৯৯৯	৩১শে মার্চ, ২০০০ (সাময়িক)	৩০শে জুন, ২০০০ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	৭৫০	৭৫০	৭৫০	৭৫০
২।	পরিশোধিত মূলধন	১৯৫	৩৩৮	৩৯০	৩৯০
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	৩১	৯৬	৯৬	৯৬
৪।	আমানত	৬৮২৫	৮৬৬৩	৮৪৮৩	৯৭০০
	ক) তলবী আমানত	১৬৪৫	১৭৬৩	১৬৬৭	১৯০০
	খ) মেয়াদী আমানত	৫১৮০	৬৯০০	৬৮১৬	৭৮০০
৫।	অগ্রিম	৪৬৭৮	৬১১০	৫৭৪৪	৬৩০০
৬।	বিনিয়োগ	৭৯৭	১২৯১	১৪৮৬	১৫০০
৭।	মোট পরিসম্পদ	১১১৪২	১৩৬৩৩	১৪৫৫৪	১৫৫০০
৮।	মোট আয়	৭২১	৯৮৪	৩৪৪	৭৫৫
৯।	মোট ব্যয়	৫৮০	৬৯৩	২৯৬	৬২০
১০।	বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা	১০৩৬৮	১২৩৫৬	৩৮৪৫	৭৭৩০
	ক) রপ্তানী	২৫৫৫	২১৫৪	৬৪৫	১৩০০
	খ) আমদানি	৭৭৩৭	১০০৩৫	৩১৩৬	৬৩০০
	গ) রেমিটেন্স	৭৬	১৬৭	৬৪	১৩০
১১।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	৬৮৩	৬৯৮	৬৯৪	৭০৪
	ক) কর্মকর্তা	৪৯৯	৫০২	৫১৯	৫২৪
	খ) কর্মচারী	১৮৪	১৯৬	১৭৫	১৮০
১২।	বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যায়)	২৩২	২৩৩	২৫০	২৫০
১৩।	শাখা (সংখ্যায়)	২৭	২৭	২৭	৩০

ঋণ বিতরণ ও আদায়

১৯৯৯ সালে ন্যাশনাল ক্রেডিট এন্ড কমার্স ব্যাংক লিমিটেড মোট ১৪৩২ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করে এবং ৩০২ মিলিয়ন টাকা আদায় করে। ২০০০ সালের জানুয়ারী-মার্চ সময়কালে ঋণ বিতরণ ও আদায়ের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ১৯৫ মিলিয়ন টাকা ও ৪৬৬ মিলিয়ন টাকা। ন্যাশনাল ক্রেডিট এন্ড কমার্স ব্যাংক লিমিটেড-এর খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায় সারণি- ২ এ দেয়া হ'ল।

সারণি-২

খাত-ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ	শিল্প ঋণ		মোট	অন্যান্য	সর্বমোট
	মেয়াদী ঋণ	চলতি মূলধন			
১৯৯৮					
বিতরণ	৬৭	১৫৪	২২১	৯২০	১১৪১
আদায়	১১	৯৭	১০৮	১৭২	২৮০
১৯৯৯					
বিতরণ	১৮	১৫০	১৬৮	১২৬৪	১৪৩২
আদায়	৭	৭১	৭৮	২২৪	৩০২
৩১শে মার্চ, ২০০০*					
বিতরণ	-	-	-	১৯৫	১৯৫
আদায়	২০	৩০	৫০	৪১৬	৪৬৬
৩০শে জুন, ২০০০**					
বিতরণ	৮৫	৬৫	১৫০	৩৫০	৫০০
আদায়	২০	২০	৪০	১১০	১৫০

* সাময়িক

** প্রাক্কলিত

শিল্প ঋণ মঞ্জুরী

১৯৯৯ সালে ন্যাশনাল ক্রেডিট এন্ড কমার্স ব্যাংক লিমিটেড ২টি প্রকল্পের জন্য ১৬৮ মিলিয়ন টাকা ঋণ মঞ্জুর করে। ২০০০ সালে মার্চ শেষে ব্যাংকটির মোট ১৬টি শিল্প প্রকল্পে ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণ মঞ্জুরীর পরিমাণ দাঁড়ায় ৩১০ মিলিয়ন টাকা। ন্যাশনাল ক্রেডিট এন্ড কমার্স ব্যাংক লিমিটেড-এর প্রকল্প সংখ্যা ও ঋণের অবস্থা সারণি-৩ -এ দেয়া হ'ল।

সারণি-৩

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ

(মিলিয়ন টাকায়)

ঋণ মঞ্জুরী		শিল্পের আকার		মোট
		বৃহৎ ও মাঝারী	ক্ষুদ্র ও কুটির	
ক্রমপুঞ্জিভূতঃ ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৯৯ তারিখে				
	প্রকল্প সংখ্যা	১৪	৬	২০
	পরিমাণ	৪০০	৮১	৪৮১
জানুয়ারি ১ হতে ডিসেম্বর ৩১, ১৯৯৯পর্যন্ত				
	প্রকল্প সংখ্যা	১	১	২
	পরিমাণ	১৫০	১৮	১৬৮
ক্রমপুঞ্জিভূতঃ মার্চ ৩১, ১৯৯৯ তারিখে				
	প্রকল্প সংখ্যা	১২	৪	১৬
	পরিমাণ	২৫০	৬০	৩১০
জানুয়ারি ১ হতে মার্চ ৩১, ২০০০পর্যন্ত				
	প্রকল্প সংখ্যা	-	-	-
	পরিমাণ	-	-	-
জানুয়ারি ১ হতে জুন ৩০, ২০০০ * পর্যন্ত				
	প্রকল্প সংখ্যা	১	-	১
	পরিমাণ	২৫০	-	২৫০

* প্রাক্কলিত

১৯৯৯ সালের ডিসেম্বর শেষে ন্যাশনাল ক্রেডিট এন্ড কমার্স ব্যাংক লিমিটেড-এর মোট ঋণ স্থিতির পরিমাণ দাঁড়ায় ৬১১০ মিলিয়ন টাকা। মার্চ, ২০০০ শেষে মোট ঋণের স্থিতি বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৫৭৪৪ মিলিয়ন টাকা। ন্যাশনাল ক্রেডিট এন্ড কমার্স ব্যাংক লিমিটেড-এর খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতি সারণি- ৪ এ দেয়া হ'ল।

সারণি-৪

খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	১৯৯৮	১৯৯৯	মার্চ ৩১, ২০০০ (সাময়িক)	জুন ৩০, ২০০০ (প্রাক্কলিত)
১।	কৃষি ও মৎস্যঃ	-		-	-
	ক) শস্য	-		-	-
	খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য	-		-	-
২।	শিল্পঃ	৩১৩	৪৮১	৪৮১	৭৩১
	ক) বৃহৎ ও মাঝারী	২৫০	৪০০	৪০০	৬৫০
	খ) ক্ষুদ্র ও কুটির	৬৩	৮১	৮১	৮১
৩।	পাইকারী/খুচরা ব্যবসা এবং রেস্তোরা/হোটেল	৪১৪০	৫৩৬৮	৫০৪৮	৫৩৫০
৪।	বীমা, রিয়েল এষ্টেট ও ব্যবসা সেবা	১৩৪	১৬০	১২৫	১২৫
৫।	পরিবহন ও যোগাযোগ	৯১	১০১	৯০	৯০
৬।	বিশেষ ঋণ কর্মসূচীঃ	-	-	-	-
	ক) দারিদ্র্য বিমোচন				
	খ) অন্যান্য				
৭।	অন্যান্য	-	-	-	-
	সর্বমোট	৪৬৭৮	৬১১০	৫৭৪৪	৬৩০০

প্রাইম ব্যাংক লিমিটেড

প্রাইম ব্যাংক লিমিটেড ১০০০ মিলিয়ন টাকার অনুমোদিত মূলধন ও ১০০ মিলিয়ন টাকার পরিশোধিত মূলধন নিয়ে ১৯৯৫ সালের ১৭ই এপ্রিল থেকে বেসরকারী ব্যাংক হিসেবে কার্যক্রম শুরু করে। ১৯৯৯ সালের ডিসেম্বর মাস শেষে ব্যাংকটির পরিশোধিত মূলধন ও রিজার্ভ ফান্ডের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ৪০০ মিলিয়ন টাকা ও ৩১৯ মিলিয়ন টাকা। ২০০০ সালের মার্চ মাস শেষে ব্যাংকটির শাখার সংখ্যা ১৯৯৯ শেষের ২০টি-তে অপরিবর্তিত থাকে এবং মোট জনশক্তির পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে ৪৫৮ জনে দাঁড়ায়। মোট জনশক্তির মধ্যে ৪৪৬ জন কর্মকর্তা এবং ১২ জন কর্মচারী।

প্রাইম ব্যাংক লিমিটেড ১৯৯৯ সালে মাষ্টার কার্ড-ক্রেডিট চালু করেছে। এ কার্ডের মধ্যে রয়েছে দেশীয় মুদ্রায় লোকাল কার্ড এবং বৈদেশিক মুদ্রায় আন্তর্জাতিক কার্ড। এ ব্যাংক এপ্রিল, ২০০০ সালের মধ্যে "অন-লাইন ব্যাংকিং" চালু করার সকল প্রক্রিয়া ইতোমধ্যে সম্পন্ন করেছে। এ প্রক্রিয়ায় শীঘ্রই প্রাইম ব্যাংক লিমিটেড- এর "অন-লাইন ব্যাংকিং" চালু হবে এবং এর ফলে ব্যাংকের গ্রাহকগণ এক শাখা থেকে অন্য শাখায় সহজে ও দ্রুততার সাথে টাকা প্রেরণ করতে পারবে। এছাড়া, এ সুবিধার আওতায় চেকের মাধ্যমে এক শাখার আমানতকারী অন্য শাখায় টাকা জমা ও উত্তোলন করতে পারবে।

প্রাইম ব্যাংকের অর্থায়নে প্রতিষ্ঠিত ঔষধ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান।

মধ্যবিত্ত শ্রেণীর চাকুরীজীবীদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রণীত কনজুমারস্ ক্রেডিট স্কীম-এর মাধ্যমে প্রাইম ব্যাংক তার ঋণ সুবিধা ব্যাপক সংখ্যক গ্রাহকের নিকট পৌঁছে দিতে সক্ষম হয়েছে। প্রাইম ব্যাংক লিমিটেড-এর ঋণদান প্রক্রিয়ায় একটি নতুন মাত্রা সংযোজন হচ্ছে "লীজ ফাইন্যান্স"। যার মাধ্যমে ব্যাংক সঠিক উদ্যোক্তাদেরকে শিল্প স্থাপনের জন্য মূলধন, যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি দিয়ে সহায়তা করে থাকে। এছাড়া ইসলামী পদ্ধতিতে সুদমুক্ত আর্থিক সেবা প্রদানের লক্ষ্যে প্রাইম ব্যাংক লিমিটেড ঢাকার দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকায় একটি ও সিলেটের আম্বরখানায় একটিসহ মোট ২টি স্বয়ংসম্পূর্ণ ইসলামী ব্যাংকিং শাখা স্থাপন করেছে। পুঁজি বাজার পরিচালনার জন্য প্রাইম ব্যাংকে 'Merchant Banking & Investment Division' নামে আলাদা একটি বিভাগ রয়েছে। ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ের Dealing Room এ Reuter Machine স্থাপন করা হয়েছে যার মাধ্যমে এর গ্রাহকদেরকে যে কোন দেশের মুদ্রার সাথে বাংলাদেশ টাকার মান সম্বন্ধে অবহিত করা যায় এবং তাদেরকে বৈদেশিক মুদ্রা কেনা বেচায় সাহায্য করা যায়। আলোচ্য বছরে প্রাইম ব্যাংক লিমিটেড SWIFT এর সদস্য হয়েছে এবং এর ফলে Letter of Credit Transmission and Fund Transfer সঠিকভাবে ও দ্রুত সম্পন্ন করা সম্ভব হবে।

সঞ্চয়কে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে প্রাইম ব্যাংক লিমিটেড বিভিন্ন আকর্ষণীয় সঞ্চয় প্রকল্প চালু করেছে। আকর্ষণীয় এসব প্রকল্পগুলো হলঃ

১) কিস্তিভিত্তিক সঞ্চয় প্রকল্প;
২) মাসিক মুনাফাভিত্তিক আমানত প্রকল্প;
৩) বিশেষ আমানত প্রকল্প;
৪) শিক্ষা সঞ্চয় প্রকল্প;
৫) ৩০-দিনের মেয়াদী আমানত
৬) প্রাইম ব্যাংক মানি স্কীম;
৭) প্রাইম ব্যাংক ইনসিউরড ডিপোজিট স্কীম ও
৮) মাল্টি কারেন্সি এফ. সি. একাউন্ট।

১৯৯৯ সালে প্রাইম ব্যাংক লিমিটেড-এর মোট আমানত পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ৪৪% বৃদ্ধি পেয়ে ৭৬৬০ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায় যার মধ্যে তলবী ও মেয়াদী আমানতের পরিমাণ যথাক্রমে ৩৪১৪ মিলিয়ন টাকা ও ৪২৪৫ মিলিয়ন টাকা। ২০০০ সালের প্রথম ৩ মাসে মোট আমানত কিছুটা বৃদ্ধি পেয়ে ৭৮৭৭ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ১৯৯৯ সালে ব্যাংকটির ঋণ ও অগ্রিমের পরিমাণ দাঁড়ায় ৫১২১ মিলিয়ন টাকা যা ২০০০ সালের মার্চ মাস শেষে ৫০৮৭ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ১৯৯৯ সালে ব্যাংকটি মোট ১৭২৫৬ মিলিয়ন টাকার বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা করে। এর মধ্যে রপ্তানি, আমদানি ও রেমিটেন্স-এর পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ৬৭৩১ মিলিয়ন টাকা, ৮৭৭৫ মিলিয়ন টাকা ও ১৭৫০ মিলিয়ন টাকা। ২০০০ সালের প্রথম ৩ মাসে প্রাইম ব্যাংক লিমিটেড মোট ৫০৯৬ মিলিয়ন টাকার বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা করে। তন্মধ্যে, রপ্তানি, আমদানি ও রেমিটেন্স-এর পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ১৯৩৪ মিলিয়ন টাকা, ২৪৩৯ মিলিয়ন টাকা ও ৭২৩ মিলিয়ন টাকা।

২০০০ সালের মার্চ শেষে প্রাইম ব্যাংক লিমিটেড- এর মোট ঋণের স্থিতি দাঁড়ায় ৫০৮৭ মিলিয়ন টাকা। যার মধ্যে শিল্প খাতে প্রকল্প/ মেয়াদী ঋণ হচ্ছে ৯৩০ মিলিয়ন টাকা, চলতি মূলধন ৮৫২ মিলিয়ন টাকা, রপ্তাণি ঋণ ১২৭৪ মিলিয়ন টাকা, বাণিজ্য ঋণ/ আমদাণি ঠিকাদারী এবং অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্য ঋণ ১৪৮৪ মিলিয়ন টাকা, কনজ্যুমারস্ ক্রেডিট ১৫২ মিলিয়ন টাকা এবং অন্যান্য ঋণ ৩৯৫ মিলিয়ন টাকা। ডিসেম্বর, ১৯৯৯ ব্যাংকের শ্রেণীবিন্যাসিত ঋণের হার দাঁড়িয়েছে মাত্র শতকরা ১.৬৩ ভাগ। প্রাইম ব্যাংক লিমিটেড-এর অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য সারণি-১ এ দেয়া হ'ল।

সারণি-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	১৯৯৮	১৯৯৯	৩১শে মার্চ, ২০০০ (সাময়িক)	৩০শে জুন, ২০০০ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	১০০০	১০০০	১০০০	১০০০
২।	পরিশোধিত মূলধন	২০০	৪০০	৪০০	৪০০
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	৯৪	৩১৯	১৯৩	১৯৩
৪।	আমানত	৫৩১৩	৭৬৬০	৭৮৭৭	৮৫৫০
	ক) তলবী আমানত	২১৪৩	৩৪১৫	৩২৩০	৩৭৫০
	খ) মেয়াদী আমানত	৩১৭০	৪২৪৫	৪৬৪৭	৪৮০০
৫।	অগ্রিম	৩১৮৮	৫১২১	৫০৮৭	৫৭২৫
৬।	বিনিয়োগ	৬০৪	৯৬৫	১০৫০	১২৫০
৭।	মোট পরিসম্পদ	৫৭৩৩	৮৬২৬	৮৯৮৬	৯৮৫০
৮।	মোট আয়	৬৭৪	১০২৯	৩১৮	৬৯৫
৯।	মোট ব্যয়	৪৫২	৬৬৯	২১৩	৪৪৫
১০।	বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা	১১৮৩১	১৭২৫৬	৫০৯৬	১০৩২৫
	ক) রপ্তানী	৪৪৮৮	৬৭৩১	১৯৩৪	৩৯৫০
	খ) আমদানি	৬২২৩	৮৭৭৫	২৪৩৯	৪৯২৫
	গ) রেমিটেন্স	১১২০	১৭৫০	৭২৩	১৪৫০
১১।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	৩৬২	৪৫২	৪৫৮	৪৭৫
	ক) কর্মকর্তা	৩৫১	৪৪০	৪৪৬	৪৬০
	খ) কর্মচারী	১১	১২	১২	১৫
১২।	বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যায়)	২০০	২৩০	২৪০	২৫০
১৩।	শাখা (সংখ্যায়)	১৮	২০	২০	২৩

১৯৯৯ সালে প্রাইম ব্যাংক লিমিটেড-এর মোট ঋণ বিতরণ ও আদায়ের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ২৫৩২ মিলিয়ন টাকা ও ৪২৬ মিলিয়ন টাকা। পূর্ববর্তী বছরে যার পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১৫৫২ মিলিয়ন টাকা ও ১৫০ মিলিয়ন টাকা। ২০০০ সালের প্রথম তিন মাসে ঋণ বিতরণ ও আদায় হয়েছে যথাক্রমে ৭৬৮ মিলিয়ন টাকা ও ১৪৫ মিলিয়ন টাকা।

প্রাইম ব্যাংক লিমিটেড-এর ঋণ বিতরণ ও আদায় সারণি- ২ এ দেখানো হ'ল।

সারণি-২

খাত বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ	কৃষি ঋণ	শিল্প মূলধন			অন্যান্য	সর্বমোট
		মেয়াদী ঋণ	চলতি মূলধন	মোট		
১৯৯৮						
বিতরণ	-	৮৭	২১৪	৩০১	১২৫১	১৫৫২
আদায়	-	৯	১৮	২৭	১২৩	১৫০
১৯৯৯						
বিতরণ	-	৩৯৬	৪৫০	৮৪৬	১৬৮৬	২৫৩২
আদায়	-	৫৫	৬৮	১২৩	৩০৩	৪২৬
৩১শে মার্চ, ২০০০*						
বিতরণ	-	১৪৫	৯২	২৩৭	৫৩১	৭৬৮
আদায়	-	৭	১৮	২৫	১২০	১৪৫
৩০শে জুন, ২০০০**						
বিতরণ	-	৩১০	২১২	৫২২	১০৭৭	১৫৯৯
আদায়	-	২২	৭৬	৯৮	৩২১	৪১৯

* সাময়িক

** প্রাক্কলিত

প্রাইম ব্যাংক লিমিটেড-এর শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ -এর পরিমাণ সারণি-৩ এ দেখানো হ'ল।

সারণি-৩

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ

(মিলিয়ন টাকায়)

ঋণ মঞ্জুরী		শিল্পের আকার		মোট
		বৃহৎ ও মাঝারী	ক্ষুদ্র ও কুটির	
ক্রমপুঞ্জিভূতঃ ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৯৯ পর্যন্ত				
	প্রকল্প সংখ্যা	৪৭	৯৫	১৪২
	পরিমাণ	৮৭৩	২১৫	১০৮৮
জানুয়ারি ১ হতে ডিসেম্বর ৩১, ১৯৯৯পর্যন্ত				
	প্রকল্প সংখ্যা	২৫	৫৪	৭৯
	পরিমাণ	৬৬৩	১০৬	৭৬৯
ক্রমপুঞ্জিভূতঃ মার্চ ৩১, ২০০০ পর্যন্ত				
	প্রকল্প সংখ্যা	৫৩	১০৮	১৬১
	পরিমাণ	১১৫০	৩৩১	১৪৮১
জানুয়ারি ১ হতে মার্চ ৩১, ২০০০পর্যন্ত				
	প্রকল্প সংখ্যা	৬	৮	১৪
	পরিমাণ	২৭৩	১১৬	৩৮৯
জানুয়ারি ১ হতে জুন ৩০, ২০০০ * পর্যন্ত				
	প্রকল্প সংখ্যা	১৪	১৮	৩২
	পরিমাণ	৫৭৪	২৪৫	৮১৯

* প্রাক্কলিত

খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

২০০০ সালের মার্চ মাস শেষে প্রাইম ব্যাংক লিমিটেড-এর মোট ঋণের স্থিতি দাঁড়ায় ৫০৮৭ মিলিয়ন টাকায়, তন্মধ্যে পাইকারী/ খুচরা ব্যবসা এবং রেস্তোরাঁ/ হোটেল খাতে ১২৬৫ মিলিয়ন টাকা; বীমা, রিয়েল এষ্টেট ও ব্যবসা সেবা খাতে ২৬০ মিলিয়ন টাকা, পরিবহন ও যোগাযোগ খাতে ৩১ মিলিয়ন টাকা এবং অন্যান্য খাতে ২২৪২ মিলিয়ন টাকা। প্রাইম ব্যাংক লিমিটেড-এর খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি সারণি-৪ দেয়া হ'ল।

সারণি-৪

খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	১৯৯৮	১৯৯৯	মার্চ ৩১, ২০০০ (সাময়িক)	জুন ৩০, ২০০০ (প্রাক্কলিত)
১।	কৃষি ও মৎস্যঃ	-	-	-	-
	ক) শস্য				
	খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য				
২।	শিল্পঃ	৩০০	১০৩০	১২৮৯	১৬৩৭
	ক) বৃহৎ ও মাঝারী	১৮৭	৬১৮	৮৫০	১১২৬
	খ) ক্ষুদ্র ও কুটির	১১৩	৪১২	৪৩৯	৫১১
৩।	পাইকারী/খুচরা ব্যবসা এবং রেস্তোরাঁ/হোটেল	১০৪৪	১৩৩১	১২৬৫	১৩৯২
৪।	বীমা, রিয়েল এষ্টেট ও ব্যবসা সেবা	১৯৭	২৬৪	২৬০	৩০৬
৫।	পরিবহন ও যোগাযোগ	৮৬	১৪	৩১	৩৫
৬।	অন্যান্য	১৫৬১	২৪৮২	২২৪২	২৩৫৫
	সর্বমোট	৩১৮৮	৫১২১	৫০৮৭	৫৭২৫

সাউথইষ্ট ব্যাংক লিমিটেড

সাউথইষ্ট ব্যাংক লিমিটেড ১৯৯৫ সালের ১২ই মার্চ তারিখে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী হিসেবে নিবন্ধিত হয় এবং ২৫শে মে, ১৯৯৫ তারিখ হতে আনুষ্ঠানিকভাবে ব্যাংকিং কার্যক্রম শুরু করে। ১৯৯৯ সালের শেষে ব্যাংকটির অনুমোদিত মূলধন ৫০০ মিলিয়ন টাকা এবং পরিশোধিত মূলধন ৩০০ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। পরিশোধিত মূলধনের মধ্যে উদ্যোক্তাগণ কর্তৃক পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ ১৫০ মিলিয়ন টাকা। ২০০০ সালের মার্চ মাস শেষে ব্যাংকটির মোট জনশক্তির সংখ্যা দাঁড়ায় ৪৭২ জনে, তন্মধ্যে কর্মকর্তা ২৮২ জন এবং কর্মচারী ১৯০ জন।

১৯৯৯ সালের ডিসেম্বর শেষে সাউথইষ্ট ব্যাংক লিমিটেড-এর মোট আমানত ৬৬০৩ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়, তন্মধ্যে তলবী আমানত ৮৭৪ মিলিয়ন এবং মেয়াদী আমানত ৫৭২৯ মিলিয়ন টাকা। ২০০০ সালের মার্চ মাস শেষে মোট আমানতের পরিমাণ ৪.৬৩% বৃদ্ধি পেয়ে ৬৯০৯ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়, তন্মধ্যে তলবী আমানত ৮৪৬ মিলিয়ন টাকা এবং মেয়াদী আমানত ৬০৬৩ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৯ সালে ব্যাংকটির ঋণ ও অগ্রিমের পরিমাণ দাঁড়ায় ৫২০৬ মিলিয়ন টাকায় যা ২০০০ সালের মার্চ মাসের শেষে ১.২৩% বৃদ্ধি পেয়ে ৫২৭০ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ১৯৯৯ সালে শেষের ব্যাংকটির মোট বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল ৯৭২ মিলিয়ন টাকা যা ২০০০ সালের মার্চ শেষে ১০৬৪ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ১৯৯৯ সালে ব্যাংকটি মোট ৯২৩৪ মিলিয়ন টাকার বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা করে, তন্মধ্যে রপ্তানি ৭০৪ মিলিয়ন টাকা, আমদানি ৮২২৮ মিলিয়ন টাকা এবং রেমিটেন্স ৩০২ মিলিয়ন টাকা। ২০০০ সালের প্রথম ৩ মাসে ব্যাংকটির বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনার পরিমাণ দাঁড়ায় ২৭৯১ মিলিয়ন টাকা, তন্মধ্যে রপ্তানি ১৭৬ মিলিয়ন টাকা, আমদানি ২১৯৪ মিলিয়ন টাকা এবং রেমিটেন্স ৪২১ মিলিয়ন টাকা।

সাউথইষ্ট ব্যাংক লিমিটেড-এর অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য সারণি-১ এ দেয়া হ'ল।

সারণি-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	১৯৯৮	১৯৯৯	৩১শে মার্চ, ২০০০ (সাময়িক)	৩০শে জুন, ২০০০ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	৫০০	৫০০	৫০০	৫০০
২।	পরিশোধিত মূলধন	১৫০	৩০০	৩০০	৩০০
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	৮৫	১৪০	১৪০	১৪০
৪।	আমানত	৪৯১৮	৬৬০৩	৬৯০৯	৭১৪০
	ক) তলবী আমানত	৬০২	৮৭৪	৮৪৬	১১২৫
	খ) মেয়াদী আমানত	৪৩১৬	৫৭২৯	৬০৬৩	৬০১৫
৫।	ঋণ ও অগ্রিম	৩৫২৫	৫২০৬	৫২৭০	৫৭০০
৬।	বিনিয়োগ	৫১০	৯৭২	১০৬৪	১১১০
৭।	মোট পরিসম্পদ	৭৩৫২	১১৩২৯	১২০৭৮	১২৫১৫
৮।	মোট আয়	৭২৭	১০৩০	৩০১*	৭৮২
৯।	মোট ব্যয়	৫৫৬	৮২৮	২৪৫	৬৫২
১০।	বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা	৮২৩৮	৯২৩৪	২৭৯১	৫১৪২
	ক) রপ্তানি	৩৫৩	৭০৪	১৭৬	৪৮৭
	খ) আমদানি	৬৮৫২	৮২২৮	২১৯৪	৩৮০৫
	গ) রেমিটেন্স	১০৩৩	৩০২	৪২১	৮৫০
১১।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	৪৪৭	৪৮০	৪৭২	৫০০
	ক) কর্মকর্তা	২৭০	২৮৭	২৮২	৩১০
	খ) কর্মচারী	১৭৭	১৯৩	১৯০	১৯০
১২।	বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যায়)	২৩৮	২৫৩	২৫৩	২৫৩
১৩।	শাখা (সংখ্যায়)	১২	১২	১২	১২

সাউথইষ্ট ব্যাংক লিমিটেড-এর খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি সারণি-২ এ দেয়া হল।

সারণি-২

খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ	কৃষি ঋণ	শিল্প ঋণ			অন্যান্য	সর্বমোট
		মেয়াদী ঋণ	চলতি মূলধন	মোট		
১৯৯৮						
বিতরণ	-	৩২৩	-	৩২৩	৭১৩৫	৭৪৫৮
আদায়	-	৭৪	-	৭৪	৬৪৯৭	৬৫৭১
১৯৯৯						
বিতরণ	-	২৫৫	১৮০	৪৩৫	৯৪৭৪	৯৯০৯
আদায়	-	১০৬	১০০	২০৬	৮০২২	৮২২৮
৩১শে মার্চ, ২০০০*						
বিতরণ	-	১২১	৬০	১৮১	১০৩৫৯	১০৫৪০
আদায়	-	৪১	-	৪১	১০৪৩৫	১০৪৭৫
৩০শে জুন, ২০০০**						
বিতরণ	-	৩৫০	১০০	৪৫০	১০৫৫১	১১০০১
আদায়	-	৬০	-	৬০	১০৭১০	১০৭৭০

* সাময়িক

** প্রাক্কলিত

সাউথইষ্ট ব্যাংক লিমিটেড এর শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ মঞ্জুরী সংক্রান্ত তথ্যাদি সারণি-৩ এ দেয়া হ'ল।

সারণি-৩

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ

(মিলিয়ন টাকায়)

ঋণ মঞ্জুরী		শিল্পের আকার		মোট
		বৃহৎ ও মাঝারী	ক্ষুদ্র ও কুটির	
ক্রমপুঞ্জিভূতঃ ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৯৯ তারিখে				
	প্রকল্প সংখ্যা	১৭	২	১৯
	পরিমাণ	৯৮৬	৫	৯৯১
জানুয়ারি ১ হতে ডিসেম্বর ৩১, ১৯৯৯পর্যন্ত				
	প্রকল্প সংখ্যা	১২	-	১২
	পরিমাণ	৬৩০	-	৬৩০
ক্রমপুঞ্জিভূতঃ মার্চ ৩১, ২০০০ তারিখে				
	প্রকল্প সংখ্যা	২১	২	২৩
	পরিমাণ	১১৮৬	৫	১১৯১
জানুয়ারি ১ হতে মার্চ ৩১, ২০০০পর্যন্ত				
	প্রকল্প সংখ্যা	৪	-	৪
	পরিমাণ	২০০	-	২০০
জানুয়ারি ১ হতে জুন ৩০, ২০০০ * পর্যন্ত				
	প্রকল্প সংখ্যা	১০	১	১১
	পরিমাণ	৩৫০	৫	৩৫৫

* প্রাক্কলিত

২০০০ সালের মার্চ মাস শেষে ব্যাংকের মোট ঋণের স্থিতি ৫২৭০ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়, তন্মধ্যে পাইকারী/খুচরা ব্যবসা খাতে ৪০৯০ মিলিয়ন টাকা, বৃহৎ ও মাঝারী শিল্পে ৬৮৮ মিলিয়ন টাকা, বীমা/রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা খাতে ১২৫ মিলিয়ন টাকা, বিশেষ ঋণ কর্মসূচী খাতে ২৯ মিলিয়ন টাকা এবং অন্যান্য খাতে ৩৩৮ মিলিয়ন টাকা।

ব্যাংকের খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি সারণি- ৪ এ দেয়া হ'ল।

খাতভিত্তিক ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	১৯৯৮	১৯৯৯	মার্চ ৩১, ২০০০ (সাময়িক)	জুন ৩০, ২০০০ (প্রাক্কলিত)
১।	কৃষি ও মৎস্য				
	ক) শস্য	-	-	-	-
	খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য	-	-	-	-
২।	শিল্পঃ	৬৪৯	৬৫৬	৬৮৮	৯৮৫
	ক) বৃহৎ ও মাঝারী	৬৪৯	৬৫১	৬৮৮	৯৮০
	খ) ক্ষুদ্র ও কুটির	-	৫	-	৫
৩।	পাইকারী/খুচরা ব্যবসা এবং রেস্তোরা/হোটেল	২৪৪৩	৩৯৬২	৪০৯০	৪১৩৬
৪।	বীমা, রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা	১৩৩	১২২	১২৫	১৫০
৫।	পরিবহন ও যোগাযোগ	-	-	-	-
৬।	বিশেষ ঋণ কর্মসূচীঃ	২৮	২৯	২৯	২৯
	ক) দারিদ্র্য বিমোচন	-	-	-	-
	খ) অন্যান্য (সিসিএস)	২৮	২৯	২৯	২৯
৭।	অন্যান্য	২৭২	৪৩৭	৩৩৮	৪০০
	সর্বমোট	৩৫২৫	৫২০৬	৫২৭০	৫৭০০

ঢাকা ব্যাংক লিমিটেড

ঢাকা ব্যাংক লিমিটেড ১০০০ মিলিয়ন টাকার অনুমোদিত মূলধন ও ১০০ মিলিয়ন টাকার পরিশোধিত মূলধন নিয়ে ১৯৯৫ সালের ৫ই জুলাই তারিখে কার্যক্রম শুরু করে। ১৯৯৮ সালের ৩১শে ডিসেম্বরে উদ্যোক্তাদের মোট পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ দাঁড়ায় ১৩২ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৯ সালে ব্যাংক পাবলিক ইস্যুর মাধ্যমে জনসাধারণের নিকট ১৩২ মিলিয়ন টাকার শেয়ার বিক্রয় করে এবং উদ্যোক্তাদের ১৯৯৮ সালের মুনাফা হতে ১২ মিলিয়ন টাকার বোনাস শেয়ার ইস্যু করে। ফলে ৩১শে মার্চ, ২০০০ তারিখে মোট পরিশোধিত মূলধন-এর পরিমাণ ২৭৬ মিলিয়ন টাকায় উন্নীত হয়। ৩১শে মার্চ, ২০০০ তারিখে পরিশোধিত মূলধন ও অন্যান্য সঞ্চিতিসহ মোট ইকুইটির পরিমাণ ৪১১ মিলিয়ন টাকায় উন্নীত হয় যার মধ্যে উদ্যোক্তাদের মূলধন-এর পরিমাণ ১৪৪ মিলিয়ন টাকা। এ ব্যাংক One Point Customer Service প্রদানের চেষ্টা করে। ঢাকা ব্যাংক লিঃ ইতোমধ্যেই ডিপোজিট পেনশন স্কীম, বিবাহ সঞ্চয় স্কীম, উপহার চেক স্কীম এবং কনজুমার ক্রেডিট স্কীম চালু করেছে। ঢাকা ব্যাংক তার গ্রাহক সেবার পরিধি বিস্তৃত করতে টেলিব্যাংকিং ব্যবস্থা চালু করেছে। ঢাকা ব্যাংক শীঘ্রই আরও কয়েকটি নতুন স্কীম চালু করতে যাচ্ছে যেমনঃ ATM Service, Debit / Credit Card Service, Home Banking, Anywhere Banking ইত্যাদি। ২০০০ সালের মার্চ শেষে ব্যাংকের শাখা সংখ্যা ছিল ১২টি এবং উক্ত সময়ে ব্যাংকের মোট লোকবলের পরিমাণ ছিল ৩৭৪ জন, যার মধ্যে কর্মকর্তা ৩১০ জন এবং কর্মচারী ৬৪ জন।

১৯৯৯ সালের ডিসেম্বর শেষে ঢাকা ব্যাংক লিমিটেড-এরমোট আমানতের পরিমাণ ছিল ৭৫০৩ মিলিয়ন টাকা, যার মধ্যে তলবী আমানতের পরিমাণ ১৩৯৫ মিলিয়ন টাকা এবং মেয়াদী আমানতের পরিমাণ ছিল ৬১০৮ মিলিয়ন টাকা। ২০০০ সালের প্রথম তিন মাস সময়কালে এ ব্যাংকের মোট আমানত শতকরা ০.৩৬ ভাগ হ্রাস পেয়ে ৭৪৭৬ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ১৯৯৯ সালের ডিসেম্বর শেষে এ ব্যাংকের মোট ঋণের স্থিতির পরিমাণ ছিল ৩৮৪৩ মিলিয়ন টাকা যা ২০০০ সালের মার্চ শেষে শতকরা ০.২৬% ভাগ হ্রাস পেয়ে ৩৮৩৩ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ২০০০ সালের মার্চ শেষে ব্যাংকের বিনিয়োগের পরিমাণ ১৯৯৯ সালের ডিসেম্বর শেষের ৫২৮ মিলিয়ন টাকার তুলনায় ১৩৫ মিলিয়ন বৃদ্ধি পেয়ে ৬৬৩ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ১৯৯৯ সালে এ ব্যাংক কর্তৃক বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনার পরিমাণ ছিল ১২৭৭১ মিলিয়ন টাকা, তন্মধ্যে রপ্তানি ৩২৯৯ মিলিয়ন টাকা, আমদানি ৯০৭৬ মিলিয়ন টাকা ও রেমিটেন্স ৩৯৬ মিলিয়ন টাকা। ২০০০ সালের প্রথম তিন মাস সময়কালে ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনার পরিমাণ দাঁড়ায় ৪৫৯৭ মিলিয়ন টাকা। ব্যাংকের অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ সারণি- ১ এ দেয়া হল।

ব্যাংকের উদ্যোগে আয়োজিত ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড এন্ড ফরেন এক্সচেঞ্জ শীর্ষক প্রশিক্ষন কোর্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান।

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	১৯৯৮	১৯৯৯	৩১শে মার্চ, ২০০০ (সাময়িক)	৩০শে জুন, ২০০০ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	১০০০	১০০০	১০০০	১০০০
২।	পরিশোধিত মূলধন	১৩২	২৭৬	২৭৬	২৭৬
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	৩৭	১০৬	১৩৫	১৭৯
৪।	আমানত	৫২৯৯	৭৫০৩	৭৮৭৬	৭৯২০
	ক) চলতি আমানত	৬২৯	১৩৯৫	৯৭৭	১৫০০
	খ) মেয়াদী আমানত	৪৬৭০	৬১০৮	৬৮৯৯	৬৪২০
৫।	ঋণ ও অগ্রিম	২৬৯২	৩৮৪৩	৩৮৩৩	৪১৪৬
৬।	বিনিয়োগ	৩৭১	৫২৮	৬৬৩	৬৮০
৭।	মোট পরিসম্পদ	৬৮০৫	৯৫৭৮	১০৭৬০	১১৫০০
৮।	মোট আয়	৫২১	৮৩৮	২৮৯	৫৭৯
৯।	মোট ব্যয়	৪৪৩	৬৭০	২৪৪	৪৬৬
১০।	বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা	৯০৮৮	১২৭৭১	৪৫৯৭	৭০৭০
	ক) রপ্তানী	১৯৩৪	৩২৯৯	১৫০০	১৭৪০
	খ) আমদানি	৬৯৯৩	৯০৭৬	৩০১৯	৪৯৯০
	গ) রেমিটেন্স	১৬১	৩৯৬	৭৮	২৪০
১১।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	৩১৫	৩৫৯	৩৭৪	৩৮০
	ক) কর্মকর্তা	২৬১	২৯৯	৩১০	৩১২
	খ) কর্মচারী	৫৪	৬০	৬৪	৬৮
১২।	বিদেশী প্রতিসঙ্গী ব্যাংক (সংখ্যায়)	২৭১	৩২৫	৩২৫	৩২৫
১৩।	শাখা (সংখ্যায়)	১১	১২	১২	১২

খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়

১৯৯৯ সালে ঢাকা ব্যাংক লিমিটেড-এর শিল্প ঋণ বিতরণের পরিমাণ ছিল ৪১৮ মিলিয়ন টাকা। জানুয়ারী-মার্চ, ২০০০ সময়কালে এর পরিমাণ দাঁড়ায় ২০৬ মিলিয়ন টাকা। ২০০০ সালের জানুয়ারী-মার্চ সময়কালে ব্যাংক কর্তৃক মোট ঋণ বিতরণ ও পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৫১৫২ মিলিয়ন ও ৩৮৬৬ মিলিয়ন টাকা। খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি সারণি- ২ এ দেয়া হ'ল।

খাতভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ	কৃষি ঋণ	শিল্প ঋণ			অন্যান্য	সর্বমোট
		মেয়াদী ঋণ	চলতি মূলধন	মোট		
১৯৯৮						
বিতরণ	-	১৪১	১৪২	২৮৩	৭৬৭৩	৭৯৫৬
আদায়	-	৫৬	১০৫	১৬১	৬৯৪৭	৭১০৮
১৯৯৯						
বিতরণ	-	১৫৬	২৬২	৪১৮	১৩৪১১	১৩৮২৯
আদায়	-	৬৫	৩০৪	৩৬৯	১১৭০৬	১২০৭৫
৩১শে মার্চ, ২০০০*						
বিতরণ	-	১৭	১৮৯	২০৬	৪৯৪৬	৫১৫২
আদায়	-	৬	৭৯	৮৫	৩৭৮১	৩৮৬৬
৩০শে জুন, ২০০০**						
বিতরণ	-	২৫	২২৬	২৫১	৯০০১	৯২৫২
আদায়	-	১৫	৯৪	১০৯	৬৪৮৮	৬৫৯৭

* সাময়িক

** প্রাক্কলিত

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণের তথ্যাদি সারণি-৩ এ দেয়া হল।

সারণি-৩

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ

(মিলিয়ন টাকায়)

ঋণ মঞ্জুরী		শিল্পের আকার		মোট
		বৃহৎ ও মাঝারী	ক্ষুদ্র ও কুটির	
ক্রমপুঞ্জিভূতঃ ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৯৯ তারিখে				
	প্রকল্প সংখ্যা	১৮	-	১৮
	পরিমাণ	১০১৪	-	১০১৪
জানুয়ারি ১ হতে ডিসেম্বর ৩১, ১৯৯৯পর্যন্ত				
	প্রকল্প সংখ্যা	১৪	-	১৪
	পরিমাণ	৮৬১	-	৮৬১
ক্রমপুঞ্জিভূতঃ মার্চ ৩১, ২০০০ তারিখে				
	প্রকল্প সংখ্যা	২১	-	২১
	পরিমাণ	১০৭৫	-	১০৭৫
জানুয়ারি ১ হতে মার্চ ৩১, ২০০০পর্যন্ত				
	প্রকল্প সংখ্যা	৭	-	৭
	পরিমাণ	৪৪৬	-	৪৪৬
জানুয়ারি ১ হতে জুন ৩০, ২০০০ * পর্যন্ত				
	প্রকল্প সংখ্যা	১৩	-	১৩
	পরিমাণ	৮৯৪	-	৮৯৪

* প্রাক্কলিত

খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

ব্যাংকের মোট ঋণের স্থিতি ১৯৯৮ সালের ডিসেম্বর শেষের ২৬৯২ মিলিয়ন টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯৯ সালের ডিসেম্বর শেষে ৩৮৪৩ মিলিয়ন টাকায় এবং ২০০০ সালের মার্চ শেষে ৩৮৩৩ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ২০০০ সালের মার্চ শেষের স্থিতির মধ্যে বৃহৎ ও মাঝারী শিল্প খাতে এর পরিমাণ ছিল সর্বাধিক ৪০৭ মিলিয়ন টাকা। ব্যাংকের খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি সারণি- ৪ এ দেয়া হল।

সারণি-৪

খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	১৯৯৮	১৯৯৯	মার্চ ৩১, ২০০০ (সাময়িক)	জুন ৩০, ২০০০ (প্রাক্কলিত)
১।	কৃষি ও মৎস্যঃ				
	ক) শস্য	-	-	-	-
	খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য	-	-	-	-
২।	শিল্পঃ	১৭৬	৩৪৭	৪০৭	৪৫৮
	ক) বৃহৎ ও মাঝারী	১৭৬	৩৪৭	৪০৭	৪৫৮
	খ) ক্ষুদ্র ও কুটির	-	-	-	-
৩।	পাইকারী/খুচরা ব্যবসা এবং রেস্তোরাঁ/হোটেল	৩০০	৪৫৪	৩৯৫	৪৭৫
৪।	বীমা, রিয়েল এষ্টেট ও ব্যবসা সেবা	৩	৬	৬	৭
৫।	পরিবহন ও যোগাযোগ	৬	৮	৯	১০
৬।	বিশেষ ঋণ কর্মসূচীঃ	-	-	-	-
	ক) দারিদ্র্য বিমোচন				
	খ) অন্যান্য				
৭।	অন্যান্য	২২০৭	৩০২৮	৩০১৬	৩১৯৬
	সর্বমোট	২৬৯২	৩৮৪৩	৩৮৩৩	৪১৯৬

আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড

আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড ১৯৯৫ সালের ২৭শে সেপ্টেম্বর হতে দেশের তৃতীয় ইসলামী ব্যাংক রূপে কার্যক্রম শুরু করে। এ ব্যাংক তার সমস্ত কার্যক্রম ইসলামী শরীয়া মোতাবেক পরিচালনা করতে অংগীকারাবদ্ধ। এটি সম্পূর্ণ দেশী উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত বেসরকারী ব্যাংক।

১৯৯৯ সালের শেষে ব্যাংকটির অনুমোদিত ও পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ১০০০ মিলিয়ন টাকা ও ২৫৩ মিলিয়ন টাকা। ২০০০ সালের মার্চ শেষে ব্যাংকটির শাখার সংখ্যা দাঁড়ায় ৩৫টিতে। ১৯৯৯ সাল শেষে ব্যাংকের মোট জনশক্তি ছিল ৬২২ জন যা ২০০০ সালের মার্চ শেষে ৬৪১ জনে উন্নীত হয়।

১৯৯৯ সালের ডিসেম্বর শেষে ব্যাংকটির আমানত ছিল ৬৫৬১ মিলিয়ন টাকা যা ২০০০ সালের মার্চ শেষে ৬৯০৭ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংকের ঋণ ও অগ্রিম ১৯৯৮ সালের তুলনায় ১৫৩৪ মিলিয়ন টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯৯ সালে ৩৭৯৪ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ব্যাংকটি ১৯৯৯ সালে মোট ৮১১০ মিলিয়ন টাকার বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা করে যার মধ্যে আমদানি, রপ্তানি ও রেমিটেন্স-এর পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৫৫৫৬ মিলিয়ন টাকা, ২৩০৪ মিলিয়ন টাকা এবং ২৫০ মিলিয়ন টাকা।

আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড-এর অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য সারণি-১ এ দেয়া হ'ল।

ব্যাংকের শাখা ব্যাবস্থাপক সম্মেলনে উর্দ্ধতন কর্মকর্তাবৃন্দ।

সারণি-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	১৯৯৮	১৯৯৯	৩১শে মার্চ, ২০০০ (সাময়িক)	৩০শে জুন, ২০০০ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	১০০০	১০০০	১০০০	১০০০
২।	পরিশোধিত মূলধন	২৫৩	২৫৩	২৫৩	২৫৩
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	৫৬	৫৬	৫৬	৭৪
৪।	আমানত	৪৫২৬	৬৫৬১	৬৯০৭	৭৪০০
	ক) তলবী আমানত	৭৬৩	১৪৫৭	১৬৩৮	১৯০০
	খ) মেয়াদী আমানত	৩৭৬৩	৫১০৪	৫২৬৯	৫৫০০
৫।	ঋণ ও অগ্রিম	২২৬০	৩৭৯৪	৩৯৯১	৪৫০০
৬।	বিনিয়োগ(অর্থায়ন)	-	-	-	-
৭।	মোট পরিসম্পদ	৬৭৭১	৭৭৪৬	৮৩১১	৯০০০
৮।	মোট আয়	৩৪৫	৬০২	১৩০	৪০০
৯।	মোট ব্যয়	২৩৩	৪৬২	১৩৩	২৫০
১০।	বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা	৬৩৮৩	৮১১০	২৯৩৩	৫৯৫০
	ক) রপ্তানি	১১০৩	২৩০৪	৮৩১	১৭০০
	খ) আমদানি	৫২৮০	৫৫৫৬	১৯৮৯	৪০০০
	গ) রেমিটেন্স	-	২৫০	১১৩	২৫০
১১।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	৪২৭	৬২২	৬৪১	৬৯০
	ক) কর্মকর্তা	৩৪৭	৫২৩	৫০৪	৫৫০
	খ) কর্মচারী	৮০	৯৯	১৩৭	১৪০
১২।	বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যায়)	১২৭	১৩৫	১৩৫	১৩৫
১৩।	শাখা (সংখ্যায়)	৩০	৩৫	৩৫	৩৫

আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেডের খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি সারণি-২ এ দেয়া হ'ল।

সারণি-২

খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ	কৃষি ঋণ	শিল্প ঋণ			অন্যান্য	সর্বমোট
		মেয়াদী ঋণ	চলতি মূলধন	মোট		
১৯৯৮						
বিতরণ	-	২১	৫	২৬	৪৩০০	৪৩২৬
আদায়	-	৫	১	৬	২০৬১	২০৬৭
১৯৯৯						
বিতরণ	-	১৬৩	৪০	২০৩	৫২৬০	৫৪৬৩
আদায়	-	৩০	২৮	৫৮	১৬১১	১৬৬৯
৩১শে মার্চ, ২০০০*						
বিতরণ	-	-	৮	৮	১৪০২	১৪১০
আদায়	-	১৭	৩	২০	১১৯৩	১২১৩

* সাময়িক

আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লিঃ -এর আকার ভিত্তিক ঋণ মঞ্জুরী সারণি-৩ এ দেয়া হ'ল।

সারণি-৩

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ

(মিলিয়ন টাকায়)

ঋণ মঞ্জুরী		শিল্পের আকার		মোট
		বৃহৎ ও মাঝারী	ক্ষুদ্র ও কুটির	
ক্রমপুঞ্জিভূতঃ ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৯৯ তারিখে				
	প্রকল্প সংখ্যা	১২	-	১২
	পরিমাণ	২৬০	-	২৬০
জানুয়ারি ১ হতে ডিসেম্বর ৩১, ১৯৯৯পর্যন্ত				
	প্রকল্প সংখ্যা	৫	-	৫
	পরিমাণ	১৭০	-	১৭০
ক্রমপুঞ্জিভূতঃ মার্চ ৩১, ২০০০ তারিখে				
	প্রকল্প সংখ্যা	১২	-	১২
	পরিমাণ	২৬০	-	২৬০
জানুয়ারি ১ হতে মার্চ ৩১, ২০০০পর্যন্ত				
	প্রকল্প সংখ্যা	-	-	-
	পরিমাণ	-	-	-
জানুয়ারি ১ হতে জুন ৩০, ২০০০ * পর্যন্ত				
	প্রকল্প সংখ্যা	-	-	-
	পরিমাণ	-	-	-

* সাময়িক

@ প্রাক্কলিত

আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লিঃ- এর খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতি সারণি- ৪-এ দেয়া হ'ল।

সারণি-৪

খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	১৯৯৮	১৯৯৯	মার্চ ৩১, ২০০০ (সাময়িক)	জুন ৩০, ২০০০ (প্রাক্কলিত)
১।	কৃষি ও মৎস্য	৫২	৩৫	৪১	৬০
	ক) শস্য	৫২	৩৫	৪১	৬০
	খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য	-	-	-	-
২।	শিল্পঃ	-	৫৪	৭২	৯২
	ক) বৃহৎ ও মাঝারী	-	৫৪	৭২	৯২
	খ) ক্ষুদ্র ও কুটির	-	-	-	-
৩।	পাইকারী/খুচরা ব্যবসা এবং রেস্তোরাঁ/হোটেল	৪৯	৫৩	৬২	৮৬
৪।	বীমা, রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা	১০	২৭	৩৭	৬৫
৫।	পরিবহন ও যোগাযোগ	৩৫৫	৩৯০	৩৯২	৫৪০
৬।	বিশেষ ঋণ কর্মসূচীঃ	২৮	৫৫	৫৫	৬৭
	ক) দারিদ্র্য বিমোচন	-	-	-	
	খ) অন্যান্য	২৮	৫৫	৫৫	৬৭
৭।	অন্যান্য	১৭৬৬	৩১৮০	৩৩৩২	৩৫৯০
	সর্বমোট	২২৬০	৩৭৯৪	৩৯৯১	৪৫০০

সোস্যাল ইনভেষ্টমেন্ট ব্যাংক লিমিটেড

দেশের চতুর্থ ইসলামী ব্যাংক সোস্যাল ইনভেষ্টমেন্ট ব্যাংক লিমিটেড ১৯৯৫ সালের ২২শে নভেম্বর হতে বেসরকারী তফসিলী ব্যাংক রূপে তার কার্যক্রম শুরু করে। দেশী বিদেশী উদ্যোক্তাগণের যৌথ উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত এটি একটি বহুজাতিক ব্যাংকিং কোম্পানী যার প্রধান কার্যালয় ঢাকায় অবস্থিত। এ ব্যাংক আনুষ্ঠানিক, অনানুষ্ঠানিক ও স্বেচ্ছামূলক ব্যাংকিং খাতের মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালনা করে। ব্যাংকের অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ হচ্ছে ১০০০ মিলিয়ন টাকা। ২০০০ সালের মার্চ শেষে ব্যাংকটির পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ দাঁড়ায় ২০০ মিলিয়ন টাকা এবং ব্যাংকটির কর্মরত জনসংখ্যা দাঁড়ায় ২৮৩ জনে, যার মধ্যে ২৪১ জন কর্মকর্তা এবং অবশিষ্ট ৪২ জন কর্মচারী।

অনানুষ্ঠানিক সেক্টর -এর আওতায় এ ব্যাংক দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে থাকা উদ্বৃত্ত শ্রম ও সম্পদ সংগ্রহ করে বেকার ও বিত্তহীনদের কর্মসংস্থান, সমাজ সেবা ও সমাজ উন্নয়নমূলক কার্যক্রম, শিক্ষা বিস্তার কর্মসূচী ইত্যাদি প্রকল্পে বিনিয়োগ করছে। অনানুষ্ঠানিক খাতে ব্যাংকের সকল শাখার মাধ্যমে এ যাবৎ যে সকল প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে তার মধ্যে অন্যতম হলোঃ

১. পারিবারিক ক্ষমতায়নে মাইক্রো ক্রেডিট এন্ড মাইক্রো এন্টারপ্রাইজ কর্মসূচী।
২. বস্তিবাসীদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে আত্ম-কর্মসংস্থানের কর্মসূচী।
৩. বেনারশী শাড়ী ও তাঁত প্রকল্প।
৪. মনিপুরি উপজাতীয়দের হস্তশিল্প কার্যক্রমে ক্ষুদ্র বিনিয়োগ কর্মসূচী।
৫. সোস্যাল ফেলোশীপ কর্মসূচী।
৬. অনানুষ্ঠানিক বাস্তব জীবন ভিত্তিক ব্যবস্থাপনা স্কুল কর্মসূচী।

উল্লেখিত প্রকল্প সমূহে ৩১শে মার্চ, ২০০০ পর্যন্ত ১৭১৩০টি পরিবারে ৭৪ মিলিয়ন টাকা বিনিয়োগ করা হয়েছে।

এই ব্যাংক স্বেচ্ছামূলক খাতে, মূলধন বাজারের কার্যক্রম সংগঠিত করার প্রক্রিয়া হিসেবে, ক্যাশ ওয়াকফ সার্টিফিকেট স্কীম চালু করেছে। ক্যাশ ওয়াকফ হচ্ছে সমাজে বিত্তশালীদের সঞ্চয়ের একটি অংশ দিয়ে ক্যাশ ওয়াকফ সার্টিফিকেট ক্রয়পূর্বক এর অর্জিত আয়ের দ্বারা বিভিন্ন ধর্মীয় শিক্ষা এবং সামাজিক সেবায় বিনিয়োগ করার একটি মহৎ প্রয়াস।

১৯৯৯ সালের ডিসেম্বর শেষে ব্যাংকটির আমানতের পরিমাণ দাঁড়ায় ৩৮২৬ মিলিয়ন টাকা। এর মধ্যে ৯৫৫ মিলিয়ন টাকা তলবী আমানত এবং ২৮৭১ মিলিয়ন টাকা মেয়াদী আমানত। ১৯৯৯ সাল শেষে ব্যাংকটির ঋণ ও অগ্রিমের পরিমাণ দাঁড়ায় ২১৬৪ মিলিয়ন টাকায়। ১৯৯৯ সালে ব্যাংকটির বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনার পরিমাণ দাঁড়ায় ১৭৭৫ মিলিয়ন টাকা যার মধ্যে রপ্তানি ৯৯ মিলিয়ন, আমদানি ১৬৩২ মিলিয়ন ও রেমিটেন্স ৪৪ মিলিয়ন টাকা। সোস্যাল ইনভেষ্টমেন্ট ব্যাংক লিমিটেডের অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য সারণি- ১ এ দেয়া হ'ল।

ব্যাংকের নন-ফরমাল ব্যাংকিং এর আওতায় ক্ষুদ্র পারিবারিক বিনিয়োগ প্রকল্প।

সারণি-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	১৯৯৮	১৯৯৯	৩১শে মার্চ, ২০০০ (সাময়িক)	৩০শে জুন, ২০০০ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	১০০০	১০০০	১০০০	১০০০
২।	পরিশোধিত মূলধন	১৪৯	২০০	২০০	২০০
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	৬	১৬	১৬	১৬
৪।	আমানত	২০২৯	৩৮২৬	৩৭১৩	৫২৫০
	ক) চলতী আমানত	৬৩৮	৯৫৫	৮৬৭	১২৫০
	খ) মেয়াদী আমানত	১৩৯১	২৮৭১	২৮৪৬	৪০০০
৫।	ঋণ ও অগ্রিম	১১৭৪	২১৬	২৩২২	২৫২৫
৬।	বিনিয়োগ	০.০৬২	০.০৬২	০.০৬২	০.০৬২
৭।	মোট পরিসম্পদ	২৬৬৭	৪৭৫৩	৫২১৯	
৮।	মোট আয়	১৭৪	৪৪১	১২০	৬০৮
৯।	মোট ব্যয়	১৪০	৩৭৯	১০৪	৪০৮
১০।	বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা	১১৯১	১৭৭৫	৪১১	২৫০০
	ক) রপ্তানি	১৬	৯৯	১১	১০০
	খ) আমদানি	১১৫৯	১৬৩২	৪০০	২৩৮৬
	গ) রেমিটেন্স	১৬	৪৪	০.০৩	১৪
১১।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	২০৭	২৫৮	২৮৩	
	ক) কর্মকর্তা	১৬৪	২১৬	২৪১	
	খ) কর্মচারী	৪৩	৪২	৪২	
১২।	বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যায়)	৫২	৫৬	৫৬	
১৩।	শাখা (সংখ্যায়)	১০	১২	১২	৬৫
	ক) বাংলাদেশে	১০	১২	১২	
	খ) বিদেশে				

সোসাল ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক লিঃ এর ঋণ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি সারণি-২ এ দেয়া হ'ল।

সারণি-২

খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ	কৃষি বিনিয়োগ	শিল্প বিনিয়োগ			অন্যান্য	সর্বমোট
		মেয়াদী ঋণ	চলতি মূলধন	মোট		
১৯৯৮						
বিতরণ	-	-	২৩৯	২৩৯	৯৩৫	১১৭৪
আদায়	-	-	-	-	৩০৭	৩০৭
১৯৯৯						
বিতরণ	-	৩৬	৫৯	৯৫	২০৬৯	২১৬৪
আদায়	-	১৫	৬	২১	৫২৩	৫৪৪
৩১শে মার্চ, ২০০০*						
বিতরণ	-	৩	২	৫	২১০	২১৫
আদায়	-	-	-	-	-	-
৩০শে জুন, ২০০০**						
বিতরণ	-	৫	১৫	২০	৩০০	৩২০
আদায়	-	২	৭	৯	১০০	১০৯

* সাময়িক

** প্রাক্কলিত

সোস্যাল ইনভেষ্টমেন্ট ব্যাংক লিঃ -এর শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ মঞ্জুরী সারণি-৩ এ দেয়া হ'ল।

সারণি-৩

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ

(মিলিয়ন টাকায়)

ঋণ মঞ্জুরী		শিল্পের আকার		মোট
		বৃহৎ ও মাঝারী	ক্ষুদ্র ও কুটির	
ক্রমপুঞ্জিভূতঃ ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৯৮ তারিখে				
	প্রকল্প সংখ্যা	১৫	২৪	৩৯
	পরিমাণ	৬০	৬৪	১২৪
জানুয়ারি ১ হতে ডিসেম্বর ৩১, ১৯৯৮পর্যন্ত				
	প্রকল্প সংখ্যা	৫০	৩২	৮২
	পরিমাণ	৩৫	৩৬	৭১
ক্রমপুঞ্জিভূতঃ মার্চ ৩১, ১৯৯৯ তারিখে				
	প্রকল্প সংখ্যা	-	৩০	৩০
	পরিমাণ	-	৭৩	৭৩
জানুয়ারি ১ হতে মার্চ ৩১, ১৯৯৯পর্যন্ত				
	প্রকল্প সংখ্যা	-	৮	৮
	পরিমাণ	-	৯	৯
জানুয়ারি ১ হতে জুন ৩০, ১৯৯৯ * পর্যন্ত				
	প্রকল্প সংখ্যা	-	৩৮	৩৮
	পরিমাণ	-	১২০	১২০

* প্রাক্কলিত

সোস্যাল ইনভেষ্টমেন্ট ব্যাংক লিঃ- এর খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি সারণি-৪ এ দেয়া হ'ল।

সারণি-৪

খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	১৯৯৮	১৯৯৯	মার্চ ৩১, ২০০০ (সাময়িক)	জুন ৩০, ২০০০ (প্রাক্কলিত)
১।	কৃষি ও মৎস্য	-	-	-	-
	ক) শস্য	-	-	-	-
	খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য	-	-	-	-
২।	শিল্পঃ	২	৫৪	৫৬	৮০
	ক) বৃহৎ ও মাঝারী		৩৫	৩৫	৪৯
	খ) ক্ষুদ্র ও কুটির	২	১৯	২১	৩১
৩।	পাইকারী/খুচরা ব্যবসা এবং রেস্তোঁরা/হোটেল	-	-	-	-
৪।	বীমা, রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা	৭৭২	৯২৬	৯৪১	১০০০
৫।	পরিবহন ও যোগাযোগ	-	৩২	৩৫	১৫
৬।	বিশেষ ঋণ কর্মসূচীঃ	-	৪৮	৫২	৮৫
	ক) দারিদ্র্য বিমোচন	-	৪৮	৫২	৮৫
	খ) অন্যান্য	-	-	-	-
৭।	অন্যান্য	৪০০	১১০৪	১২৩	১৩৪৫
	সর্বমোট	১১৭৪	২১৬	২৩২২	২৫২৫

ডাচ- বাংলা ব্যাংক লিমিটেড

ইউরোপ-বাংলাদেশ যৌথ উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত ডাচ্-বাংলা ব্যাংক লিমিটেড ১৯৯৬ সালের ৩রা জুন হতে বাংলাদেশে ব্যাংকিং ব্যবসা শুরু করে। দি নেদারল্যান্ডস ফাইন্যান্স কোম্পানী (FMO) এবং বাংলাদেশী উদ্যোক্তাগণের যৌথ উদ্যোগে ব্যাংকটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ব্যাংকটির অনুমোদিত মূলধন ও পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ যথাক্রমে ৪০০ মিলিয়ন ও ১৮০ মিলিয়ন টাকা। মোট ৮ জন পরিচালকের সমন্বয়ে গঠিত একটি পর্ষদ ব্যাংকটি পরিচালনা করেন যার মধ্যে ৫ জন স্থানীয় এবং ৩ জন বিদেশী। বর্তমানে ব্যাংকটির সাতটি শাখা তাদের কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। ১৯৯৯ সালে ব্যাংকে কর্মরত কর্মকর্তা/ কর্মচারীর সংখ্যা ১৭৬ জন, যার মধ্যে ১৭৪ জন কর্মকর্তা। ২০০০ সালে মার্চ শেষে ব্যাংকটির কর্মকর্তা/ কর্মচারীর সংখ্যা ১৯২ জনে উন্নীত হয়।

১৯৯৯ সালের ডিসেম্বর শেষে ব্যাংকটির আমানতের পরিমাণ ছিল ৩৪৬৪.৫৯ মিলিয়ন টাকা যা ২০০০ সালের ৩১শে মার্চ তারিখে ৪১৯৫ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে। ১৯৯৯ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত ব্যাংকটির মোট ঋণ ও অগ্রিমের স্থিতির পরিমাণ দাঁড়ায় ২২৫৯ মিলিয়ন টাকায়। ২০০০ সালের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত এর পরিমাণ ২৫৯৮ মিলিয়ন টাকায় উন্নীত হয়েছে।

ঢাকা আন্তর্জাতিক বানিজ্য মেলা-২০০০ এ ব্যাংকের নির্মিত প্যাভিলিয়ন।

১৯৯৯ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত ব্যাংকটির মোট বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল ৩৫১ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৯ সালে ব্যাংকটি ৫৮১৭ মিলিয়ন টাকার বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা করে, তন্মধ্যে রপ্তানি ১১৭৭ মিলিয়ন টাকা, আমদানি ৪৪১৩ মিলিয়ন টাকা এবং রেমিটেন্স ২২৭ মিলিয়ন টাকা। ২০০০ সালের ৩১ শে মার্চ পর্যন্ত এ ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনার পরিমাণ দাঁড়ায় মোট ২৩১৩ মিলিয়ন টাকা, তন্মধ্যে রপ্তানি ৮৩৫ মিলিয়ন টাকা, আমদানি ১৪৫১ মিলিয়ন টাকা এবং রেমিটেন্স ২৭ মিলিয়ন টাকা। ডাচ্-বাংলা ব্যাংক লিমিটেডের অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ সারণি-১ এ দেয়া হ'ল।

সারণি-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	১৯৯৮	১৯৯৯	৩১শে মার্চ, ২০০০ (সাময়িক)	৩০শে জুন, ২০০০ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	৪০০	৪০০	৪০০	৪০০
২।	পরিশোধিত মূলধন	১৮০*	১৮০	১৮০	১৮০
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	৪.৩৬	২২	২২	২২
৪।	আমানত	১৮৭৪	৩৪৬৪	৪১৯৫	৪৭১৫
	ক) তলবী আমানত	২৫৬	৭৯২	৬৮৯	৭৭৪
	খ) মেয়াদী আমানত	১৬১৮	২৬৭২	৩৫০৬	৩৯৪১
৫।	অগ্রিম	৯৭২	২২৫৯	২৫৯৮	৩৫০৪
৬।	বিনিয়োগ	৩৪১	৩৫১	৪৪২	৫৩২
৭।	মোট পরিসম্পদ	২৯৪৫	৫৬৯২	৮৩৫৩	১১০০০
৮।	মোট আয়	১৯৩	৪১৬	১৭৭	৫১১
৯।	মোট ব্যয়	১৭২	৩৩০	১৪১	৩২৮
১০।	বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা	২১১৯	৫৮১৭	২৩১৩	৮০৫৬
	ক) রপ্তানী	১১১	১১৭৭	৮৩৫	৩৪২০
	খ) আমদানি	১৬৩৪	৪৪১৩	১৪৫১	৪৩৭৫
	গ) রেমিটেন্স	৩৭৪	২২৭	২৭	২৬১
১১।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	৯৯	১৭৬	১৯৪	২১৭
	ক) কর্মকর্তা	৯৭	১৭৪	১৯২	২১০
	খ) কর্মচারী	২	২	২	২
১২।	বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যায়)	৯	১৩	১৫	১৭
১৩।	শাখা (সংখ্যায়)	৪	৬	৭	৮

* শেয়ার মানি ডিপোজিট ৮০ মিলিয়ন টাকাসহ

খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়

১৯৯৯ সালে ভাচু-বাংলা ব্যাংক লিমিটেড মোট ৫৭৬৭ মিলিয়ন টাকা বিতরণ করে এবং ৪৬২৪ মিলিয়ন টাকা আদায় করে। আলোচ্য বছরে বিতরণকৃত ঋণের মধ্যে ১৫৭৬ মিলিয়ন টাকা ছিল শিল্প ঋণ। ব্যাংকটির খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়ের গতিধারা সারণি- ২ এ দেয়া হ'ল।

সারণি-২

খাতভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ	শিল্প ঋণ		মোট	অন্যান্য	সর্বমোট
	মেয়াদী ঋণ	চলতি মূলধন			
১৯৯৮					
বিতরণ	৩৬	৭৮	১১৪	১৯১২	২০২৬
আদায়	১১	৩০	৪১	১৪৪৯	১৪৯০
১৯৯৯					
বিতরণ	১৫৯	১৪১৭	১৫৭৬	৪১৯১	৫৭৬৭
আদায়	৩৭	৫৯০	৬২৭	৩৯৯৭	৪৬২৪
৩১শে মার্চ, ২০০০*					
বিতরণ	৮৩	৮০৬	৮৮৯	২১৯৪	৩০৮৩
আদায়	৫৮	৪৪৭	৫০৬	১৭৭৯	২২৮৫
৩০শে জুন, ২০০০**					
বিতরণ	১০৫	৮৫৯	৯৬৪	২০৬৭	৩০৩১
আদায়	৭৯	৫৬১	৬৪০	১৭৫০	২৩৯০

* সাময়িক

** প্রাক্কলিত

সারণি-৩

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ

(মিলিয়ন টাকায়)

ঋণ মঞ্জুরী		শিল্পের আকার		মোট
		বৃহৎ ও মাঝারী	ক্ষুদ্র ও কুটির	
ক্রমপুঞ্জিভূতঃ ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৯৯ তারিখে				
	প্রকল্প সংখ্যা	২১	১৪৯	১৭০
	পরিমাণ	১০০০	৩৫০	১৩৫০
জানুয়ারি ১ হতে ডিসেম্বর ৩১, ১৯৯৯পর্যন্ত				
	প্রকল্প সংখ্যা	১৩	১৪০	১৫৩
	পরিমাণ	৬৬০	২৮১	৯৪১
ক্রমপুঞ্জিভূতঃ মার্চ ৩১, ২০০০ তারিখে				
	প্রকল্প সংখ্যা	২৫	১৯৪	২১৯
	পরিমাণ	১২৩১	৪০০	১৬৩১
জানুয়ারি ১ হতে মার্চ ৩১, ২০০০পর্যন্ত				
	প্রকল্প সংখ্যা	৪	৪৫	৪৯
	পরিমাণ	২৩১	৫০	২৮১
জানুয়ারি ১ হতে জুন ৩০, ২০০০ * পর্যন্ত				
	প্রকল্প সংখ্যা	১২	১১৮	১৩০
	পরিমাণ	৩০০	১৫১	৪৫১

* প্রাক্কলিত

সারণি-৪

খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	১৯৯৮	১৯৯৯	মার্চ ৩১, ২০০০ (সাময়িক)	জুন ৩০, ২০০০ (প্রাক্কলিত)
১।	কৃষি ও মৎস্যঃ	-	-	-	-
২।	শিল্পঃ	৩০৪	৯০৬	১০৮৪	১৫১৩
	ক) বৃহৎ ও মাঝারী	২৭৯	৭৫৯	৯০৮	১২২৪
	খ) ক্ষুদ্র ও কুটির	২৫	১৪৭	১৭৬	২৮৯
৩।	পাইকারী/খুচরা ব্যবসা এবং রেস্তোরাঁ/হোটেল	৪২৫	৪৮০	৫৭৩	৭২৫
৪।	বীমা, রিয়েল এষ্টেট ও ব্যবসা সেবা	৪১	৮৩	৮০	১১৫
৫।	পরিবহন ও যোগাযোগ	২৩	৫০	৬৩	৮২
৬।	বিশেষ ঋণ কর্মসূচীঃ	-	-	-	-
৭।	অন্যান্য	১৭৯	৭৬৫	৭৯৮	৯৬০
	সর্বমোট	৯৭২	২২৮৪	২৫৯৮	৩৩৯৫

মার্কেন্টাইল ব্যাংক লিমিটেড

মার্কেন্টাইল ব্যাংক লিমিটেড ১৯৯৯ সালের ২রা জুন ব্যাংকিং কার্যক্রম শুরু করে। এটি সম্পূর্ণ দেশী উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত বেসরকারী ব্যাংক।

১৯৯৯ সালের শেষে ব্যাংকটির অনুমোদিত ও পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৮০০ মিলিয়ন টাকা ও ২৪৫ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৯ সালের শেষে ব্যাংকটির শাখার সংখ্যা ছিল ৪(চার)টি। ২০০০ সালের মার্চে ব্যাংকটির শাখার সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ৯টিতে দাঁড়ায়, যার মধ্যে একটি পল্লী শাখা রয়েছে। ১৯৯৯ সালের শেষে ব্যাংকের মোট জনশক্তি ছিল ১৬৮ জন। ২০০০ সালের মার্চ মাস শেষে মোট জনশক্তির সংখ্যা দাঁড়ায় ২১৯ জনে, তন্মধ্যে কর্মকর্তা ২০৯ জন এবং কর্মচারী ১০ জন।

মার্কেন্টাইল ব্যাংকের প্রকল্প সমূহঃ

ক) মাসিক মুনাফা প্রকল্প।
খ) মাসিক সঞ্চয় প্রকল্প।
গ) অগ্রিম সঞ্চয় প্রকল্প।
ঘ) দ্বিগুণ বৃদ্ধি আমানতপ্রকল্প।
ঙ) কনজুমার্স ক্রেডিট স্কীম
চ) ক্ষুদ্র ঋণ প্রকল্প।

এছাড়াও ব্যাংকটি ডাকঘর ঋণ প্রকল্প, পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প, এবং রেডিক্যাশ কার্ড প্রবর্তনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। উল্লেখ্য যে, মার্কেন্টাইল ব্যাংক দেশের প্রথম বেসরকারী ব্যাংক যারা রেডিক্যাশ কার্ড প্রবর্তনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।

১৯৯৯ সালের ডিসেম্বর শেষে ব্যাংকটির আমানত ছিল ৩১০৫ মিলিয়ন টাকা। ২০০০ সালের মার্চ মাস শেষ মোট আমানতের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে ৩৫৭১ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ১৯৯৯ সালের ডিসেম্বর শেষে ব্যাংকটির ঋণ ও অগ্রিমের পরিমাণ দাঁড়ায় ৮৭২ মিলিয়ন টাকায় যা ২০০০ সালের মার্চ মাস শেষে বৃদ্ধি পেয়ে ১১৩৮ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ১৯৯৯ সালে ব্যাংকটি মোট ৩১৫০ মিলিয়ন টাকার বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা করে, তন্মধ্যে রপ্তানি ১০১১ মিলিয়ন টাকা, আমদানি ২০৯৬ মিলিয়ন টাকা এবং রেমিটেন্স ৪৩ মিলিয়ন টাকা। ২০০০ সালের প্রথম ৩ মাসে ব্যাংকটির বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনার পরিমাণ দাঁড়ায় ২৬৮৫ মিলিয়ন টাকা। তন্মধ্যে রপ্তানি ১০১১ মিলিয়ন টাকা, আমদানি ২০৯৬ মিলিয়ন টাকা এবং রেমিটেন্স ৪৩ মিলিয়ন টাকা। ২০০০ সালের প্রথম ৩ মাসে ব্যাংকটির বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনার পরিমাণ দাঁড়ায় ২৬৮৫ মিলিয়ন টাকা। তন্মধ্যে রপ্তানি ১০৬৮ টাকা, আমদানি ১৪৯৮ মিলিয়ন টাকা এবং রেমিটেন্স ১১৯ মিলিয়ন টাকা।

মার্কেন্টাইল ব্যাংক লিমিটেড-এর অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য সারণি-১ এ দেয়া হ'ল।

সারণি-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	১৯৯৯	৩১শে মার্চ, ২০০০ (সাময়িক)	৩০শে জুন, ২০০০ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	৮০০	৮০০	৮০০
২।	পরিশোধিত মূলধন	২৪৫	২৪৫	২৪৫
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	৭	৭	৭
৪।	আমানত	৩১০৫	৩৫৭১	৪৩০০
	ক) চলতী আমানত	১২৪৫	১৪৩৪	১৭০০
	খ) মেয়াদী আমানত	১৮৬০	২১৩৭	২৬০০
৫।	ঋণ ও অগ্রিম	৮৭২	১১৩৮	১৫৫০
৬।	বিনিয়োগ	৭০	১০০	১৩০
৭।	মোট পরিসম্পদ	৪৭৬২	৬১১০	৭৫০০
৮।	মোট আয়	১১৫	১০৫	২১০
৯।	মোট ব্যয়	৯৫	৯০	১৬০
১০।	বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা	৩১৫০	২৬৮৫	৫৯৪৫
	ক) রপ্তানি	১০১১	১০৬৮	২৪৫০
	খ) আমদানি	২০৯৬	১৪৯৮	৩২৫০
	গ) রেমিটেন্স	৪৩	১১৯	২৪৫
১১।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	১৬৮	২১৯	২৪০
	ক) কর্মকর্তা	১৬২	২০৯	২২৮
	খ) কর্মচারী	৬	১০	১২
১২।	বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যায়)	৭০	৭৫	৯০
১৩।	শাখা (সংখ্যায়)	৪	৯	১২

১৯৯৯ সালে ব্যাংকটি কর্তৃক ঋণ বিতরণের পরিমাণ দাঁড়ায় ১২৩৭ মিলিয়ন টাকা। এ সময়ে ব্যাংকের ঋণ আদায়ের পরিমাণ দাঁড়ায় ৩৬৫ মিলিয়ন টাকা। ৩১শে মার্চ ২০০০ সাল পর্যন্ত ঋণ বিতরণ ও আদায়ের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ৩৬৩ মিলিয়ন টাকা ও ৯৫ মিলিয়ন টাকা।

মার্কেন্টাইল ব্যাংক লিমিটেড-এর ঋণ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি সারণি-২ এ দেয়া হ'ল।

সারণি-২

খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ		শিল্প ঋণ			অন্যান্য	সর্বমোট
		মেয়াদী ঋণ	চলতি মূলধন	মোট		
১৯৯৯						
	বিতরণ	১৭২	২৪৫	৪১৭	৮২১	১২৩৭
	আদায়	৩৫	৩০	৬৫	৩০০	৩৬৫
৩১শে মার্চ, ২০০০*						
	বিতরণ	৪৫	৬৫	১১০	২৫৩	৩৬৩
	আদায়	১৩	৮	২১	৭৪	৯৫
৩০শে জুন, ২০০০**						
	বিতরণ	১৩৫	১৯৪	৩২৯	৬৩৯	৯৬৮
	আদায়	৪০	৪৭	৮৭	২০২	২৮৯

* সাময়িক

** প্রাক্কলিত

ব্যাংকটির শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ মঞ্জুরী ও খাতভিত্তিক ঋণের স্থিতি যথাক্রমে সারণি-৩ ও ৪ এ দেয়া হ'ল।

সারণি-৩

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ

(মিলিয়ন টাকায়)

ঋণ মঞ্জুরী		শিল্পের আকার		মোট
		বৃহৎ ও মাঝারী	ক্ষুদ্র ও কুটির	
ক্রমপুঞ্জিভূতঃ ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৯৯ তারিখে				
	প্রকল্প সংখ্যা	৩২	-	৩২
	পরিমাণ	৪১৭	-	৪১৭
ক্রমপুঞ্জিভূতঃ ১হতে ডিসেম্বর ৩১, ১৯৯৯ পর্যন্ত				
	প্রকল্প সংখ্যা	৩২	-	৩২
	পরিমাণ	৪১৭	-	৪১৭
ক্রমপুঞ্জিভূতঃ মার্চ ৩১, ২০০০ তারিখে				
	প্রকল্প সংখ্যা	৫২	-	৫২
	পরিমাণ	৫২৬	-	৫২৬
জানুয়ারি ১ হতে মার্চ ৩১, ২০০০পর্যন্ত				
	প্রকল্প সংখ্যা	২০	-	২০
	পরিমাণ	১১০	-	১১০
জানুয়ারি ১ হতে জুন ৩০, ২০০০ * পর্যন্ত				
	প্রকল্প সংখ্যা	৫০	-	৫০
	পরিমাণ	৩২৯	-	৩২৯

* প্রাক্কলিত

সারণি-৪

খাতভিত্তিক ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	১৯৯৯	মার্চ ৩১, ২০০০ (সাময়িক)	জুন ৩০, ২০০০ (প্রাক্কলিত)
১।	কৃষি ও মৎস্য			
	ক) শস্য			
	খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য			
২।	শিল্পঃ			
	ক) বৃহৎ ও মাঝারী	২৭০	৩৬০	৫৫০
	খ) ক্ষুদ্র ও কুটির	-	-	-
৩।	পাইকারী/খুচরা ব্যবসা এবং রেস্তোরাঁ/হোটেল			
৪।	বীমা, রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা			
৫।	পরিবহন ও যোগাযোগ	১১০	২০৭	২৩১
৬।	বিশেষ ঋণ কর্মসূচীঃ			
	ক) দারিদ্র্য বিমোচন			
	খ) অন্যান্য	৮৭	১২১	১৩৫
৭।	অন্যান্য	৪০৫	৪৫০	৬৩৪
	সর্বমোট	৮৭২	১১৩৮	১৫৫০

ষ্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লিমিটেড

ষ্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লিমিটেড ১৯৯৯ সালের ৩রা জুন আনুষ্ঠানিকভাবে ব্যাংকিং কার্যক্রম শুরু করে। দ্রুত চলমান অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের সংগে সামঞ্জস্য রেখে উন্নতমানের অর্থনৈতিক সেবা প্রদানের জন্য দেশের বেসরকারী খাতে ব্যাংক ব্যবসায়ের বিস্তৃতি ঘটানোর লক্ষ্যে সরকারের গৃহীত নীতিমালার আওতায় দেশের ১৭ জন বিশিষ্ট শিল্পপতি এবং ব্যবসায়ীর উদ্যোগে ষ্টান্ডার্ড ব্যাংক লিমিটেড প্রতিষ্ঠিত হয়। ৩১ শে মার্চ ২০০০ তারিখে এই ব্যাংকের অনুমোদিত মূলধন ও পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৭৫০ মিলিয়ন টাকা ও ২৫০ মিলিয়ন টাকা। কার্যক্রম শুরুর ৭ মাসের মধ্যেই ব্যাংকের আমানত ১৪৩৯ মিলিয়ন টাকায় উন্নীত হয়, যার বিপরীতে মাত্র ১২৯ মিলিয়ন টাকা ঋণদান সত্ত্বেও তহবিলের সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে ১৯৯৯ সালে এই ব্যাংক ৬ মিলিয়ন টাকা নীট মুনাফা অর্জন করতে সক্ষম হয়। ঋণের মানকে সঠিক রাখার জন্য ঋণদানের ক্ষেত্রে কিছুটা রক্ষণশীল পন্থা অবলম্বন করা হয়।

এই ব্যাংকের সকল কার্যক্রম কম্পিউটার প্রযুক্তির আওতায় উন্নত মানের ব্যাংকিং সফটওয়ারের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। যার ফলে গ্রাহকদের অত্যন্ত কম সময়ের মধ্যে সর্বোত্তম সেবাদান সম্ভব হচ্ছে। এক শাখার আমানতকারী যাতে অন্য শাখা থেকে টাকা তুলতে পারেন সেজন্য অচিরেই অন-লাইন সার্ভিস চালু করার পরিকল্পনা রয়েছে। ষ্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লিমিটেডের অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য সারণি-১ দেয়া হ'ল।

ষ্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লিমিটেডের ঋণ বিতরণ ও আদায়, শিল্পের আকারভিত্তিক ঋণ মঞ্জুরী ও খাতভিত্তিক ঋণের স্থিতি যথাক্রমে সারণি- ২, ৩, ও ৪ এ দেয়া হ'ল।

ব্যাংকের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

সারণি-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	১৯৯৯	৩১শে মার্চ, ২০০০ (সাময়িক)	৩০শে জুন, ২০০০ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	৭৫০	৭৫০	৭৫০
২।	পরিশোধিত মূলধন	২০০	২০০	২০০
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	১	-	-
৪।	আমানতঃ	১৪৩৯	১৩৬৮	১৭৩৯
	ক) তলবী আমানত	৬৮১	৫০০	৮০০
	খ) মেয়াদী আমানত	৭৫৮	৮৬৮	৯৩৯
৫।	ঋণ ও অগ্রিম	১২৯	৩৯৪	৫০০
৬।	বিনিয়োগ	১০০	১৮০	৩১০
৭।	মোট পরিসম্পদ	৩৩৫০	৩৪২৭	৪০০৭
৮।	মোট আয়	৮৯	৮৪	১৫৫
৯।	মোট ব্যয়	৮৩	৭১	১৩২
১০।	বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা	১৪৩	৫৯৬	৭৯৯
	ক) রপ্তানী	-	৩৬	৪৯
	খ) আমদানি	১৪৩*	৫৬০	৭৫০
	গ) রেমিটেন্স	-	-	-
১১।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	১২৫	১৯৩	২১২
	ক) কর্মকর্তা	৮৮	১৪৮	১৬৩
	খ) কর্মচারী	৩৭	৪৫	৪৯
১২।	বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যায়)	৮	১০	১৩
১৩।	শাখা (সংখ্যায়)	৪	৬	৮
	ক) বাংলাদেশে	৪	৬	৮
	খ) বিদেশে	-	-	-

* নতুন ব্যাংক হিসেবে এ, ডি লাইসেন্স পেতে বিলম্ব হওয়ার কারণে ৫৭ মিলিয়ন টাকার আমদানি ব্যবসা অন্য ব্যাংকের মাধ্যমে করা হয়েছে যা অন্তর্ভূক্ত করা হয়নি।

সারণি-২

ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ	কৃষি ঋণ	শিল্প ঋণ			অন্যান্য	সর্বমোট
		মেয়াদী ঋণ	চলতি মূলধন	মোট		
১৯৯৯						
বিতরণ	-	-	-	-	২৭৩	২৭৩
আদায়	-	-	-	-	১৪৫	১৪৫
৩১শে মার্চ, ২০০০*						
বিতরণ	-	-	-	-	৭১১	৭১১
আদায়	-	-	-	-	৩৩৯	৩৩৯
৩০শে জুন, ২০০০**						
বিতরণ	-	-	-	-	১০১৮	১০৩৩
আদায়	-	-	-	-	৪৯৩	৪৯৩

* সাময়িক

** প্রাক্কলিত

সারণি-৩

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ

(মিলিয়ন টাকায়)

ঋণ মঞ্জুরী		শিল্পের আকার		মোট
		বৃহৎ ও মাঝারী	ক্ষুদ্র ও কুটির	
ক্রমপুঞ্জিভূতঃ ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৯৯ তারিখে				
	প্রকল্প সংখ্যা	-	-	-
	পরিমাণ	-	-	-
জানুয়ারি ১ হতে ডিসেম্বর ৩১, ১৯৯৯পর্যন্ত				
	প্রকল্প সংখ্যা	-	-	-
	পরিমাণ	-	-	-
ক্রমপুঞ্জিভূতঃ মার্চ ৩১, ২০০০ তারিখে				
	প্রকল্প সংখ্যা	-	-	-
	পরিমাণ	-	-	-
জানুয়ারি ১ হতে মার্চ ৩১, ২০০০পর্যন্ত				
	প্রকল্প সংখ্যা	-	-	-
	পরিমাণ	-	-	-
জানুয়ারি ১ হতে জুন ৩০, ২০০০ * পর্যন্ত				
	প্রকল্প সংখ্যা	৪	২	৬
	পরিমাণ	১০২	৩	১০৫

* প্রাক্কলিত

সারণি-৪

খাতভিত্তিক ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	১৯৯৯	মার্চ ৩১, ২০০০ (সাময়িক)	জুন ৩০, ২০০০ (প্রাক্কলিত)
১।	কৃষি ও মৎস্যঃ	-	-	-
	ক) শস্য	-	-	-
	খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য	-	-	-
২।	শিল্পঃ	-	-	১৫
	ক) বৃহৎ ও মাঝারী	-	-	১২
	খ) ক্ষুদ্র ও কুটির	-		৩
৩।	পাইকারী/খুচরা ব্যবসা এবং রেস্তোরাঁ/হোটেল	৪	৪	৭
৪।	বীমা, রিয়েল এষ্টেট ও ব্যবসা সেবা	-	-	-
৫।	পরিবহন ও যোগাযোগ	১২	১৫২	৪০
৬।	অন্যান্য	১১৩	২৩৮	৪৩৮
	সর্বমোট	১২৯	৩৯৪	৫০০

ওয়ান ব্যাংক লিমিটেড

ওয়ান ব্যাংক লিমিটেড ১০০০ মিলিয়ন টাকায় অনুমোদিত মূলধন এবং ২০৩ মিলিয়ন টাকার পরিশোধিত মূলধন নিয়ে ১৯৯৯ সালের ১৪ই জুলাই কার্যক্রম শুরু করে। ১৯৯৯ সালের শেষে ব্যাংকটির মোট শাখা ও জনশক্তির সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ১টি ও ৬৩জন। মোট জনশক্তির ৫৫ জন ছিল কর্মকর্তা এবং ৮ জন কর্মচারী।

১৯৯৯ সালে ওয়ান ব্যাংক লিমিটেড-এর মোট আমানত ৮৫৭ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। আলোচ্য বছরে ব্যাংকটির তলবী ও মেয়াদী আমানতের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৫১ মিলিয়ন টাকা ও ৮০৬ মিলিয়ন টাকা। ২০০০ সালের মার্চ শেষে আমানতের পরিমাণ দাঁড়ায় ৭৮৪ মিলিয়ন টাকায়। ১৯৯৯ সালের ডিসেম্বর শেষে ব্যাংকের ঋণ ও অগ্রিমের পরিমাণ ছিল ২১০ মিলিয়ন টাকা। ২০০০ সালের মার্চ শেষে এর পরিমাণ শতকরা ১৪৪ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ৫১৩ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ১৯৯৯ সালের শেষে বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল ৮০ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৯ সালে ব্যাংক ৩০১ মিলিয়ন টাকার বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা করে (রপ্তানি ৩৩ মিলিয়ন টাকা, আমদানি ২৩৩ মিলিয়ন টাকা ও রেমিটেন্স ৩৫ মিলিয়ন টাকা)। ২০০০ সালে মার্চ মাস পর্যন্ত ব্যাংক ৫৭৪ মিলিয়ন টাকার বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা করে, তন্মধ্যে রপ্তানি ৩ মিলিয়ন টাকা, আমদানি ৫৬৬ মিলিয়ন টাকা ও রেমিটেন্স ৫ মিলিয়ন টাকা।

ওয়ান ব্যাংক লিমিটেড-এর কার্যক্রমের অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ সারণি-১ এ দেয়া হ'ল।

সারণি-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	১৯৯৯	৩১শে মার্চ, ২০০০ (সাময়িক)	৩০শে জুন, ২০০০ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	১০০০	১০০০	১০০০
২।	পরিশোধিত মূলধন	২০৩	২০৩	২০৩
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	-	-	-
৪।	আমানত	৮৫৭	৭৮৪	২২০০
	ক) তলবী আমানত	৫১	১১৭	৬০০
	খ) মেয়াদী আমানত	৮০৬	৬৬৭	১৬০০
৫।	ঋণ ও অগ্রিম	২১০	৫১৩	২০০০
৬।	বিনিয়োগ	৮০	৭০	১০০
৭।	মোট পরিসম্পদ	৪১৫	১৮৫০	৩০০০
৮।	মোট আয়	৩৬	৩৩	১৩০
৯।	মোট ব্যয়	৩৮	৩০	৯৭
১০।	বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা	৩০১	৫৭৪	৩৭৫০
	ক) রপ্তানি	৩৩	৩	১০০০
	খ) আমদানি	২৩৩	৫৬৬	২৫০০
	গ) রেমিটেন্স	৩৫	৫	২৫০
১১।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	৬৩	৫৯	১৭৫
	ক) কর্মকর্তা	৫৫	৫৩	১৪৫
	খ) কর্মচারী	৮	৬	৩০
১২।	বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যায়)	৩৩	৫৮	৭
১৩।	শাখা (সংখ্যায়)	১	১	৪

ঋণ বিতরণ ও আদায়

১৯৯৯ সালে ওয়ান ব্যাংক লিমিটেড মোট ২৭৬ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করে এবং ৬৬ মিলিয়ন টাকা আদায় করে। ২০০০ সালে মার্চ পর্যন্ত ঋণ বিতরণ ও আদায়ের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ৬৪৭ মিলিয়ন টাকা ও ১৩৪ মিলিয়ন টাকা।

ওয়ান ব্যাংক লিমিটেড এর- খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায় সারণি-২ দেয়া হ'ল।

সারণি-২

খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ		শিল্প ঋণ			অন্যান্য	সর্বমোট
		মেয়াদী ঋণ	চলতি মূলধন	মোট		
১৯৯৯						
	বিতরণ	-	৬০	৬০	২১৬	২৭৬
	আদায়	-	৩০	৩০	৩৬	৬৬
৩১শে মার্চ, ২০০০*						
	বিতরণ	-	৪৬৩	৪৬৩	১৮৪	৬৪৭
	আদায়	-	৭৪	৭৪	৬০	১৩৪
৩০শে জুন, ২০০০**						
	বিতরণ	১০০	১২০০	১৩০০	১১০০	২৪০০
	আদায়	১০	২৪০	২৫০	১৫০	৪০০

* সাময়িক

** প্রাক্কলিত

শিল্প ঋণ মঞ্জুরী

১৯৯৯ সালে ওয়ান ব্যাংক লিমিটেড ৮টি বৃহৎ ও মাঝারী শিল্পে মোট ১৩৯ মিলিয়ন টাকা ঋণ মঞ্জুরী করে। ২০০০ সালের ১লা জানুয়ারি হতে মার্চ পর্যন্ত ৭টি প্রকল্পে মোট ৮৩৪ মিলিয়ন টাকা বিতরণ করে।

সারণি-৩

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ

(মিলিয়ন টাকায়)

ঋণ মঞ্জুরী		শিল্পের আকার		মোট
		বৃহৎ ও মাঝারী	ক্ষুদ্র ও কুটির	
ক্রমপুঞ্জিভূতঃ ৩১শে ডিসেম্বর ১৯৯৯ তারিখে				
	প্রকল্প সংখ্যা	৮	-	৮
	পরিমাণ	১৩৯	-	১৩৯
জানুয়ারি ১ হতে ডিসেম্বর ৩১, ১৯৯৯ পর্যন্ত				
	প্রকল্প সংখ্যা	৮	-	৮
	পরিমাণ	১৩৯	-	১৩৮
ক্রমপুঞ্জিভূতঃ মার্চ ৩১, , ২০০০ তারিখে				
	প্রকল্প সংখ্যা	-	-	-
	পরিমাণ	-	-	-
জানুয়ারি ১ হতে মার্চ ৩১, ২০০০ পর্যন্ত				
	প্রকল্প সংখ্যা	৭	-	৭
	পরিমাণ	৮৩৪	-	৮৩৪
জানুয়ারি ১ হতে জুন ৩০, ২০০০* পর্যন্ত				
	প্রকল্প সংখ্যা	১৪	-	১৪
	পরিমাণ	১০০০	-	১০০০

* প্রাক্কলিত

খাতভিত্তিক ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	১৯৯৯	মার্চ ৩১, ২০০০ (সাময়িক)	জুন ৩০, ২০০০ (প্রাক্কলিত)
১।	কৃষি ও মৎস্য	৯	৯	১০
	ক) শস্য	-	-	-
	খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য	৯	৯	১০
২।	শিল্পঃ	৩০	২৮৯	৯৬০
	ক) বৃহৎ ও মাঝারী	৩০	২৮৯	৯৬০
	খ) ক্ষুদ্র ও কুটির	-	-	-
৩।	পাইকারী/খুচরা ব্যবসা এবং রেস্তোরাঁ/হোটেল	-	-	-
৪।	বীমা, রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা	৫০	৫২	১০০
৫।	পরিবহন ও যোগাযোগ	-	-	-
৬।	বিশেষ ঋণ কর্মসূচীঃ	-	-	-
	ক) দারিদ্র্য বিমোচন			
	খ) অন্যান্য	-	-	-
৭।	অন্যান্য	১২১	১৬৩	৯৩০
	সর্বমোট	২১০	৫১৩	২০০০

এক্সপোর্ট ইমপোর্ট ব্যাংক অব বাংলাদেশ লিমিটেড

এক্সপোর্ট ইমপোর্ট ব্যাংক অব বাংলাদেশ লিমিটেড (এক্সিম ব্যাংক) ১৯৯৯ সনের ৩রা আগষ্ট হতে বেসরকারী পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত তফসিলী বাণিজ্যিক ব্যাংক রূপে আত্মপ্রকাশ করে। সাধারণ বাণিজ্যিক ব্যাংকিং এর পাশাপাশি দেশের রপ্তানি ও আমদানী বাণিজ্য পরিচালনায় বিশেষ ভূমিকা ও অবদান রাখার মানসে এ ব্যাংকের প্রতিষ্ঠা। এ ব্যাংক রপ্তানি ও আমদানী বাণিজ্যে সহজ শর্তে অর্থায়ন করে থাকে। রপ্তানি বৃদ্ধি ও আমদানীর বিকল্প শিল্প প্রতিষ্ঠায়ও এ ব্যাংক সহজ শর্তে ঋণ দিয়ে থাকে। তাই সংগত কারণেই এক্সিম ব্যাংকের প্রতিষ্ঠা বাংলাদেশের ব্যাংকিং কার্যক্রমে এক নতুন ধারার সংযোজন।

এ ব্যাংকের অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ হচ্ছে ১০০০ মিলিয়ন টাকা এবং পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ ২২৫ মিলিয়ন টাকা। পাবলিক অফারিং-এর মাধ্যমে এ ব্যাংকের পরিশোধিত মূলধন ৪৫০ মিলিয়ন টাকায় উন্নীত করা হবে। ৩১শে মার্চ, ২০০০ তারিখে এ ব্যাংকের মোট জনশক্তির সংখ্যা ছিল ১২৩ জন। তন্মধ্যে ২৪ জন নির্বাহী কর্মকর্তা এবং অবশিষ্ট ৯৯ জন অন্যান্য কর্মচারী।

এক্সিম ব্যাংক ব্যাংকিং সেবায় বৈচিত্র্য আনয়নের লক্ষ্যে নব নব সেবা প্রকল্প গ্রহণ করেছে এবং করবে। এ ব্যাংক নিম্ন বর্ণিত ব্যাংকিং সেবাসমূহ দক্ষতার সাথে দিয়ে যাচ্ছেঃ

* রপ্তানি ও আমদানি বাণিজ্য পরিচালনা ও অর্থায়ন
* সরাসরি ঋণপত্র খোলার সুবিধা
* পুঁজি বাজার কার্যক্রম
* কর্পোরেট ব্যাংকিং
* ব্যবসা-বাণিজ্যে ঋণের যোগান।
* ক্ষুদ্র ঋণ
* চলতি মূলধন সরবরাহ
* সিন্ডিকেট ঋণ
* প্রকল্পে অর্থায়ন
* লিজ ফিন্যান্স
* লকার সুবিধা
* মাসিক কিস্তি ভিত্তিক সঞ্চয় প্রকল্প
* মাসিক মুনাফা ভিত্তিক সঞ্চয় প্রকল্প

সর্বোত্তম ও আধুনিক ব্যাংকিং সেবা নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে এক্সিম ব্যাংক শুরু থেকেই কার্যক্রম পরিচালনায় কম্পিউটারসহ অন্যান্য আধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগ করে আসছে। স্বল্পতম সময়ের মধ্যে যে কোন শাখা থেকে গ্রাহক সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অন-লাইন ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা এ ব্যাংকের রয়েছে। এক্সিম ব্যাংক জাতীয় অর্থনীতির বিকাশে ক্রমান্বয়ে অন্যান্য খাতেও অর্থায়ন করবে।

২০০০ সালের মার্চ মাস সমাপনীতে এ ব্যাংকের আমানতের পরিমাণ দাঁড়ায় ১৮২৮ মিলিয়ন টাকা এবং সর্বমোট ঋণের পরিমাণ দাঁড়ায় ৫২৬ মিলিয়ন টাকা।

এক্সিম ব্যাংকের অগ্রগতির সার্বিক চিত্র সারণি- ১ এ এবং ঋণ বিতরণ ও আদায়, শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ মঞ্জুরী ও খাতভিত্তিক ঋণের স্থিতি যথাক্রমে সারণি- ২, ৩, ও ৪ এ দেয়া হল।

সারণি-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	১৯৯৯	৩১শে মার্চ, ২০০০ (সাময়িক)	৩০শে জুন, ২০০০ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	১০০০	১০০০	১০০০
২।	পরিশোধিত মূলধন	২২৫	২২৫	২২৫
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	০.৪০	০.৪০	০.৪০
৪।	আমানত	১৩৪৪	১৮২৮	২৬০০
	ক) তলবী আমানত	৬৫০	৮২৯	১১০০
	খ) মেয়াদী আমানত	৬৯৪	৯৯৯	১৫০০
৫।	ঋণ ও অগ্রিম	২৩৪	৫২৬	১০৮০
৬।	বিনিয়োগ	৭১	১১৫	৪২০
৭।	মোট পরিসম্পদ	১৫৮৩	২০৬৫	৫৫০০
৮।	মোট আয়	৪৫	৬১	১০০
৯।	মোট ব্যয়	৪৩	৫৭	৭০
১০।	বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা	৩৮৯	৭৯৮	২০০০
	ক) রপ্তানি	৫৮	১৬৫	৫০০
	খ) আমদানি	৩৩১	৬৩৩	১৫০০
	গ) রেমিটেন্স	-	-	-
১১।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	৮৫	১২৩	১৭৩
	ক) কর্মকর্তা	৬২	৮৯	১২৯
	খ) কর্মচারী	২৩	৩৪	৪৪
১২।	বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যায়)	১০	১৪	১৭
১৩।	শাখা (সংখ্যায়)	২	৩	৫
	ক) বাংলাদেশে	২	৩	৫
	খ) বিদেশে	-	-	-

সারণি-২

ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ	কৃষি ঋণ	শিল্প ঋণ			অন্যান্য	সর্বমোট
		মেয়াদী ঋণ	চলতি মূলধন	মোট		
১৯৯৯						
বিতরণ	-	৪৫	৪৫	৩০৭	৩৫২	
আদায়	-	-	-	১১৮	১১৮	
৩১শে মার্চ, ২০০০*						
বিতরণ	৭৩	৬২	১৩৫	৪৭৯	৬১৪	
আদায়	১	-	১	২১৩	২১৪	
৩০শে জুন, ২০০০**						
বিতরণ	২০০	৩৫৩	৫৫৩	৫২৭	১০৮০	
আদায়	৪০	৭০	১১০	২৭১	৩৮১	

* সাময়িক

** প্রাক্কলিত

সারণি-৩

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ

(মিলিয়ন টাকায়)

ঋণ মঞ্জুরী		শিল্পের আকার		মোট
		বৃহৎ ও মাঝারী	ক্ষুদ্র ও কুটির	
ক্রমপুঞ্জিভূতঃ ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৯৯ তারিখে				
	প্রকল্প সংখ্যা	২	৪	৬
	পরিমাণ	৯৯	৩৭	১৩৬
জানুয়ারি ১ হতে ডিসেম্বর ৩১, ১৯৯৯পর্যন্ত				
	প্রকল্প সংখ্যা	২	৪	৬
	পরিমাণ	৯৯	৩৭	১৩৬
ক্রমপুঞ্জিভূতঃ মার্চ ৩১, ২০০০ তারিখে				
	প্রকল্প সংখ্যা	৬	১৯	২৫
	পরিমাণ	২৯৭	৫৭৭	৮৭৪
জানুয়ারি ১ হতে মার্চ ৩১, ২০০০পর্যন্ত				
	প্রকল্প সংখ্যা	৪	১৫	১৯
	পরিমাণ	২৪৮	৫৫৭	৮০৫
জানুয়ারি ১ হতে জুন ৩০, ২০০০ * পর্যন্ত				
	প্রকল্প সংখ্যা	৭	৩৮	৪৫
	পরিমাণ	৪৬৩	৬৫৮	১১২১

* প্রাক্কলিত

সারণি-৪

খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	১৯৯৯	মার্চ ৩১, ২০০০ (সাময়িক)	জুন ৩০, ২০০০ (প্রাক্কলিত)
১।	শিল্পঃ	১৩৬	১৬২	৪২৬
	ক) বৃহৎ ও মাঝারী	৯৯	১৪৫	৪০১
	খ) ক্ষুদ্র ও কুটির	৩৭	১৭	২৫
২।	পাইকারী/খুচরা ব্যবসা এবং রেস্তোরাঁ/হোটেল	-	১৭১	২২৫
৩।	বীমা, রিয়েল এষ্টেট ও ব্যবসা সেবা	-	-	-
৪।	পরিবহন ও যোগাযোগ	-	৫১	৭১
৫।	বিশেষ ঋণ কর্মসূচীঃ			
	ক) দারিদ্র্য বিমোচন			
	খ) অন্যান্য			
৬।	অন্যান্য	৯৮	১৪২	৩৫৮
	সর্বমোট	২৩৪	৫২৬	১০৮০

বাংলাদেশ কমার্স ব্যাংক লিঃ

সাবেক বাংলাদেশ কমার্স এন্ড ইনভেষ্টমেন্ট লিঃ একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে ১৯৮৬ সনের ২৭ শে জানুয়ারীতে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ১৯৯২ সনের প্রথম দিকে সাবেক বিসিআই লিঃ তার আমানতকারীদের টাকা পরিশোধ করতে বিরাট তারল্য সংকটের সম্মুখীন হয়। এমতাবস্থায়, বাংলাদেশ ব্যাংক বিসিআই লিঃ এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের স্বার্থে ২৮ এপ্রিল, ১৯৯২ তারিখ হতে বিসিআই লিঃ-এর সকল কার্যক্রম স্থগিত ঘোষণা করে।

১৩ মার্চ, ১৯৯৭ তারিখে বাংলাদেশ কমার্স এন্ড ইনভেষ্টমেন্ট লিঃ কে পুনার্গঠন করে একটি ব্যাংক প্রতিষ্ঠাকল্পে আইন পাশ হয় যা "বাংলাদেশ কমার্স এন্ড ইনভেষ্টমেন্ট লিঃ (পুনার্গঠন) আইন, ১৯৯৭" নামে অভিহিত (১৯৯৭ সনের ১২নং আইন)। উক্ত আইনের বিধান মোতাবেক বিসিআই কে পুনার্গঠন করে বাংলাদেশ কমার্স ব্যাংক লিঃ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ৮ ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৮ তারিখে ১০ সদস্য বিশিষ্ট একটি পরিচালক পর্ষদ গঠিত হয়। ১৯৯৮ সনের ১লা জুন বিসিআই লিমিটেড একটি কোম্পানী হিসাবে জয়েন্টষ্টক কোম্পানীতে নিবন্ধিত হয়।

উক্ত আইনের বিধান মোতাবেক বাংলাদেশ কমার্স ব্যাংক লিঃ এর অনুমোদিত মূলধন ৯২০ মিলিয়ন টাকা। বিভিন্ন শ্রেণীর শেয়ারহোল্ডারগণ নিম্নবর্ণিত হারে ব্যাংকের শেয়ার ক্রয় করবেন যথাঃ

ক) ব্যাংকের উদ্যোক্তাগণ (অতঃপর 'ক' শ্রেণীর শেয়ারহোল্ডার বলে উল্লেখিত) ২০০ মিলিয়ন টাকার শেয়ার।

খ) তফসিলী ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান (অতঃপর 'খ' শ্রেণীর শেয়ারহোল্ডার বলে উল্লেখিত) ২০০ মিলিয়ন টাকার শেয়ার।

গ) আমানতকারী (অতঃপর 'গ' শ্রেণীর শেয়ারহোল্ডার বলে উল্লেখিত) ৫২০ মিলিয়ন টাকার শেয়ার।

অব্যাহত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও 'ক' ও 'খ' শ্রেণীর শেয়ারহোল্ডারদের নিকট হতে কোন আশানুরূপ সাড়া পাওয়া যায়নি। তাই পরিচালক পর্ষদ ব্যাংকটির কার্যক্রম শুরু করতে সরকারের হস্তক্ষেপ কামনা করে। সরকার সিদ্ধান্ত নেয় যে, আমানতকারীরা ৫২০ মিলিয়ন টাকার শেয়ার ক্রয় করলেই সরকার ৩০০ মিলিয়ন টাকার শেয়ারের অর্থ যোগান দেবে। আমানতকারীরা ৫২০ মিলিয়ন টাকার বেশী শেয়ার কিনতে আবেদন করেন। ফলশ্রুতিতে অর্থ মন্ত্রণালয় ৩০০ মিলিয়ন টাকার মূলধন যোগান দিতে সম্মত হয়। ফলে ব্যাংকটির কার্যক্রম শুরু করার পথ সুগম হয়। অবশিষ্ট ১০০ মিলিয়ন টাকার মূলধন সংগ্রহের জন্য অর্থ মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ ব্যাংককে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পরামর্শ দিয়েছে।

১৯৯৯ সনের ১৬ সেপ্টেম্বর তারিখে প্রিন্সিপাল শাখা খোলার মাধ্যমে ব্যাংকিং কার্যক্রম শুরু করা হয়। পরবর্তীতে বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে বাকি ২৩টি শাখার লাইসেন্স সংগ্রহ ও অন্যান্য
আনুষ্ঠানিকতা পালনের জন্য কিছু সময় অতিবাহিত হয়। তবে ১৯৯৯ সনের ডিসেম্বর মাসের মধ্যেই বাকি ২৩টি শাখা খোলার কাজ সম্পন্ন করা হয়।

উক্ত আইনের বিধান মোতাবেক ব্যাংকের পরিচালক পর্ষদের সদস্য থাকবেন ১১ জন। বর্তমান পরিচালক পর্ষদের সকল সদস্যই সরকার কর্তৃক নিয়োজিত। শীঘ্রই আমানতকারীদের মধ্যে হতে ৪জন পরিচালক নিয়োগের পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে।

ব্যাংকের ২৪টি শাখায় স্বাভাবিক কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। প্রচলিত সেবাখাত ছাড়াও ৫টি জনকল্যাণমূলক প্রকল্প চালু করা হয়েছে। যেমনঃ

১। কনজ্যুমার্স ক্রেডিট স্কীম,
২। স্বল্প আয়ের লোকদের জন্য পেনশন স্কীম,
৩। মাসিক মুনাফাভিত্তিক মেয়াদী আমানত প্রকল্প,
৪। শেয়ার বিনিয়োগ সহায়তা প্রকল্প
৫। লকার সুবিধাসহ বিল কালেকশনের ব্যবস্থা।

ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে কম্পিউটারের মাধ্যমে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। প্রতিটি শাখায় পর্যায়ক্রমে কম্পিউটার পদ্ধতি চালু করা হবে। প্রধান কার্যালয়ে টেলিফোন, ফ্যাক্স, টেলেক্স ও ই-মেইল সংযোজন করা হয়েছে। বাংলাদেশ কমার্স ব্যাংক লিমিটেড-এর অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য সারণি- ১ এ দেয়া হ'ল।

সারণি-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	১৯৯৯	৩১শে মার্চ, ২০০০ (সাময়িক)	৩০শে জুন, ২০০০ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	২০০০	২০০০	
২।	পরিশোধিত মূলধন	৯২০	৯২০	
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	-	-	
৪।	আমানত	৮৮	১৯১	৪০০
	ক) স্থায়ী আমানত	৪৮	৯৬	২০০
	খ) মেয়াদী আমানত	৪০	৯৫	২০০
৫।	ঋণ ও অগ্রিম	১৩০৯	১৩২৫	১৫৫৫
৬।	বিনিয়োগ	২০	৬৮	১০০
৭।	মোট পরিসম্পদ	৫৩৬	৫২০	৬০৫
৮।	মোট আয়	২২	৭	২০
৯।	মোট ব্যয়	৮৪	৪	১৫
১০।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	৩৫০	৩৭১	
	ক) কর্মকর্তা	২০০	২০৭	
	খ) কর্মচারী	১৫০	১৬৪	
১১।	বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যায়)	-	-	
১২।	শাখা (সংখ্যায়)	২৪	২৪	
	ক) বাংলাদেশে	২৪	২৪	
	খ) বিদেশে	-	-	

বাংলাদেশ কমার্স ব্যাংক লিঃ ১৬ সেপ্টেম্বর ১৯৯৯ তারিখে কার্যক্রম শুরুর পর হতে সাবেক বিসিআই লিঃ কর্তৃক প্রদানকৃত প্রায় ৪৪ মিলিয়ন টাকা খেলাপী ঋণ আদায় করে। আগামী জুন, ২০০০ পর্যন্ত ৭০ মিলিয়ন টাকা খেলাপী ঋণ আদায় করা সম্ভব হবে। নিম্নে ঋণ বিতরণ ও আদায়ের পরিস্থিতি সারণি- ২ এ দেয়া হ'ল।

সারণি-২

ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ	শিল্প ঋণ			অন্যান্য	সর্বমোট
	মেয়াদী ঋণ	চলতি মূলধন	মোট		
১৯৯৯					
বিতরণ					
আদায়				২৮	২৮
৩১শে মার্চ, ২০০০*					
বিতরণ					
আদায়				১৭	১৭
৩০শে জুন, ২০০০**				১৬	১৬
বিতরণ	৪০	১২০	১৬০		
আদায়		২০	২০	৭০	৯০
				৫০	৭০

* সাময়িক

** প্রাক্কলিত

বাংলাদেশ কমার্স ব্যাংক লিঃ ব্যাংকিং কার্যক্রম শুরুর পর হতে শিল্প খাতে অদ্যাবধি কোন ঋণ মঞ্জুর করেনি তবে ১৬০ মিলিয়ন টাকা বিনিয়োগের প্রস্তাব প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। নিম্নে সারণি- ৩ এ শিল্পখাতে বিনিয়োগের অবস্থা দেখানো হলঃ

সারণি-৩

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ

(মিলিয়ন টাকায়)

ঋণ মঞ্জুরী		শিল্পের আকার		মোট
		বৃহৎ ও মাঝারী	ক্ষুদ্র ও কুটির	
ক্রমপুঞ্জিভূতঃ ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৯৯ তারিখে				
	প্রকল্প সংখ্যা	-	-	-
	পরিমাণ	-	-	-
জানুয়ারি ১ হতে ডিসেম্বর ৩১, ১৯৯৯পর্যন্ত				
	প্রকল্প সংখ্যা	-	-	-
	পরিমাণ	-	-	-
ক্রমপুঞ্জিভূতঃ মার্চ ৩১, ২০০০ তারিখে				
	প্রকল্প সংখ্যা	-	-	-
	পরিমাণ			
জানুয়ারি ১ হতে মার্চ ৩১, ২০০০পর্যন্ত				
	প্রকল্প সংখ্যা	-	-	-
	পরিমাণ	-	-	-
জানুয়ারি ১ হতে জুন ৩০, ২০০০ * পর্যন্ত				
	প্রকল্প সংখ্যা	১০	৩১	৪১
	পরিমাণ	১২০	৪০	১৬০

* প্রাক্কলিত

বাংলাদেশ কমার্স ব্যাংক লিঃ ব্যাংকিং কার্যক্রম শুরুর পর হতে পাইকারী, খুচরা ব্যবসাসহ অন্যান্য খাতে ৩০ মার্চ, ২০০০ পর্যন্ত ১৬ মিলিয়ন টাকা বিনিয়োগ করে। তবে সাবেক বিসিআই লিঃ কর্তৃক প্রদানকৃত ১৩০৯ মিলিয়ন টাকা সম্পদ হিসাবে বাংলাদেশ কমার্স ব্যাংক লিঃ-এ স্থানান্তরিত হওয়ার কারণে উক্ত ঋণের স্থিতি সারণি- ৪ এ প্রদর্শন করা হলো। নিম্নে সারণি-৪ এ খাতভিত্তিক ঋণের স্থিতি দেখানো হ'লঃ

সারণি-৪

খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	১৯৯৯	মার্চ ৩১, ২০০০ (সাময়িক)	জুন ৩০, ২০০০ (প্রাক্কলিত)
১।	কৃষি ও মৎস্য			
	ক) শস্য			
	খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য			
২।	শিল্পঃ			১৬০
	ক) বৃহৎ ও মাঝারী			১২০
	খ) ক্ষুদ্র ও কুটির			৪০
৩।	পাইকারী/খুচরা ব্যবসা এবং রেস্তোরাঁ/হোটেল	৯৫৫	৯৬৫	৯৯০
৪।	বীমা, রিয়েল এষ্টেট ওব্যবসা সেবা			১০
৫।	পরিবহন ও যোগাযোগ	২৫	২৫	৪৫
৬।	বিশেষ ঋণ কর্মসূচীঃ	২০	২০	২০
	ক) দারিদ্র্য বিমোচন	২০	২০	২০
৭।	খ) অন্যান্য	-	-	-
	অন্যান্য	৩০৯	৩১৫	৩৩০
	সর্বমোট	১৩০৯	১৩২৫	১৫৫৫

মিউচুয়াল ট্রাষ্ট ব্যাংক লিমিটেড

মিউচুয়াল ট্রাষ্ট ব্যাংক ১৯৯৯ সালের ২৪শে অক্টোবর তারিখে আনুষ্ঠানিকভাবে ব্যাংকিং কার্যক্রম শুরু করে। ব্যাংকের অনুমোদিত মূলধন ১০০০ মিলিয়ন টাকা এবং পরিশোধিত মূলধন ২০০ মিলিয়ন টাকা। ২০০০ সালের ৩১শে মার্চ তারিখে ব্যাংকটির মোট জনশক্তি ছিল ৪০, যার মধ্যে কর্মকর্তার সংখ্যা ৩২ ও কর্মচারীর সংখ্যা ৮।

১৯৯৯ সালের শেষে ব্যাংকের মোট আমানতের পরিমাণ দাঁড়ায় ৫৪৫ মিলিয়ন টাকা। ২০০০ সালের মার্চ শেষে এর পরিমাণ দাঁড়ায় ৫৮৫ মিলিয়ন টাকা। জুন ২০০০ সময়ে আমানতের প্রাক্কলন করা হয়েছে, ৭০০ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৯ সালের শেষে ব্যাংকটির ঋণ ও বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৬ মিলিয়ন টাকা এবং ৫০৬ মিলিয়ন টাকা। ২০০০ সালের মার্চ শেষে এর পরিমাণ দাঁড়ায় ৩৯ মিলিয়ন টাকা এবং ৫২০ মিলিয়ন টাকা। জুন, ২০০০ সময়ে ঋণ ও বিনিয়োগের প্রাক্কলন করা হয়েছে ২০০ মিলিয়ন টাকা এবং ৪৮০ মিলিয়ন টাকা।

অত্র ব্যাংক ইতোমধ্যে বেশ কয়েকটি আন্তর্জাতিক স্বীকৃত বিদেশী ব্যাংকের সাথে করেসপনডেন্ট এন্ড একাউন্ট রিলেশনশীপ স্থাপন করেছে। তন্মধ্যে সিটি ব্যাংক এন, এ, ষ্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক, মাশরেক ব্যাংক, আমেরিকান এক্সপ্রেস ব্যাংক, ব্যাংক অব টোকিও মিটসুবিশি লিঃ-এর নাম উল্লেখযোগ্য। ডিসেম্বর, ৯৯ পর্যন্ত ব্যাংকের বৈদেশিক ব্যবসার পরিমাণ ছিল ৩৯ মিলিয়ন টাকা। ২০০০ সালের জানুয়ারি-মার্চ সময়কালে এর পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ২১৬ মিলিয়ন টাকা।

ব্যাংকের আমানত বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ইতোমধ্যে ২টি সঞ্চয় প্রকল্প চালু করা হয়েছে। তন্মধ্যে একটি 'ব্রিক বাই ব্রিক' সঞ্চয় প্রকল্প এবং অপরটি 'সঞ্চয় প্রতিদিন' প্রকল্প। ইতোমধ্যে সঞ্চয় প্রকল্প দু'টি বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে।

ব্যাংকের ঋণ সুবিধা শুধুমাত্র বিত্তবানদের মাঝে সীমিত না রেখে স্বল্প ও সীমিত আয়ের ব্যাপক জনগোষ্ঠীর মাঝে পৌছে দেয়া ও মধ্যবিত্ত জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে ব্যাংক 'কনজ্যুমার্স ক্রেডিট স্কীম' চালু করেছে। মিউচুয়াল ট্রাষ্ট ব্যাংকের অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য সারণি-১ এ দেয়া হ'ল।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় অর্থমন্ত্রী শাহ্ এ, এম, এস কিবরিয়া ব্যাংকের শুভ উদ্বোধন ঘোষনা করছেন।

সারণি-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	১৯৯৯	৩১শে মার্চ, ২০০০ (সাময়িক)	৩০শে জুন, ২০০০ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	১০০০	১০০০	১০০০
২।	পরিশোধিত মূলধন	২০০	২০০	২০০
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	-	-	-
৪।	আমানত	৫৪৫	৫৮৫	৭০০
	ক) তলবী আমানত	২৭	৩১	৫০
	খ) মেয়াদী আমানত	৫১৮	৫৫৪	৬৫০
৫।	ঋণ ও অগ্রিম	৬	৩৯	২০০
৬।	বিনিয়োগ	৫০৬	৫২০	৪৮০
৭।	মোট পরিসম্পদ	৭৪১	৭৮১	৮৯৬
৮।	মোট আয়	৬	১৪	৩৪
৯।	মোট ব্যয়	৬	১৪	৩৩
১০।	বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা	৩৯	২১৬	৪৭০
	ক) রপ্তানি	-	১৪	৫০
	খ) আমদানি	৩৯	১৯১	৪০০
	গ) রেমিটেন্স	-	১১	২০
১১।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	৩২	৪০	৫০
	ক) কর্মকর্তা	২৫	৩২	৪০
	খ) কর্মচারী	৭	৮	১০
১২।	বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যায়)	-	-	-
১৩।	শাখা (সংখ্যায়)	১	২	৩

মিউচুয়াল ট্রাষ্ট ব্যাংক লিমিটেডের ঋণ বিতরণ ও আদায়, আকার ভিত্তিক শিল্প ঋণ মঞ্জুরী ও খাত ভিত্তক ঋণের স্থিতি যথাক্রমে সারণি-২ , ৩ এবং ৪ এ দেখানো হল।

সারণি-২

খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ		শিল্প ঋণ			অন্যান্য	সর্বমোট
		মেয়াদী ঋণ	চলতি মূলধন	মোট		
১৯৯৯						
	বিতরণ	-	-	-	৬	৬
	আদায়					
৩১শে মার্চ, ২০০০*						
	বিতরণ	১০	১৫	২৫	১৪	৩৯
	আদায়	-	-	-	-	-
৩০শে জুন, ২০০০**						
	বিতরণ	১৩	১৭৩	১৮৬	১৫	২০১
	আদায়	০.৩০	-	০.৩০	১.২০	১.৫০

* সাময়িক

** প্রাক্কলিত

সারণি-৩

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ

(মিলিয়ন টাকায়)

ঋণ মঞ্জুরী		শিল্পের আকার		মোট
		বৃহৎ ও মাঝারী	ক্ষুদ্র ও কুটির	
ক্রমপুঞ্জিভূতঃ মার্চ ৩১, ২০০০ তারিখে				
	প্রকল্প সংখ্যা		১	১
	পরিমাণ		১০	১০
জানুয়ারি ১ হতে মার্চ ৩১, ২০০০পর্যন্ত				
	প্রকল্প সংখ্যা		১	১
	পরিমাণ		১০	১০
জানুয়ারি ১ হতে জুন ৩০, ২০০০ * পর্যন্ত				
	প্রকল্প সংখ্যা		২	২
	পরিমাণ		১৩	১৩

* প্রাক্কলিত

সারণি-৪

খাতভিত্তিক ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	১৯৯৯	মার্চ ৩১, ২০০০ (সাময়িক)	জুন ৩০, ২০০০ (প্রাক্কলিত)
১।	কৃষি ও মৎস্য			
	ক) শস্য	-	-	-
	খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য	-	-	-
২।	শিল্পঃ	-	-	-
	ক) বৃহৎ ও মাঝারী	-	-	-
	খ) ক্ষুদ্র ও কুটির	-	১০	১৩
৩।	পাইকারী/খুচরা ব্যবসা এবং	-	-	-
	রেস্তোরা/হোটেল	-	-	
৪।	বীমা, রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা			-
৫।	পরিবহন ও যোগাযোগ	-	-	
৬।	বিশেষ ঋণ কর্মসূচীঃ	-	-	-
	ক) দারিদ্র্য বিমোচন	-	-	-
	খ) অন্যান্য			-
৭।	অন্যান্য	৬	২৯	১৮৭
	সর্বমোট	৬	৩৯	২০০

ফার্স্ট সিকিউরিটি ব্যাংক লিমিটেড

ফার্স্ট সিকিউরিটি ব্যাংক লিমিটেড ১৯৯৯ সালের ২৮শে অক্টোবর তারিখ কার্যক্রম শুরু করে। ৩১শে মার্চ ২০০০ তারিখে ব্যাংকের অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ ১০০০ মিলিয়ন টাকা ও পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ ছিল ২০০ মিলিয়ন টাকা। উক্ত তারিখে ব্যাংকের শাখার সংখ্যা ছিল ১ (এক)টি। ২০০০ সালের মার্চ শেষে ব্যাংকের মোট আমানত ছিল ৯১৩ মিলিয়ন টাকা। ২০০০ সালের জুন শেষে মোট আমানত ১,২০০ মিলিয়ন টাকা হবে বলে প্রাক্কলন করা হয়েছে। ১৯৯৯ সালে ব্যাংক ৩১ মিলিয়ন টাকার বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা করে। যার মধ্যে রয়েছে রপ্তানি ৩০ মিলিয়ন টাকা ও রেমিটেন্স ১ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৯ সালে এ ব্যাংকের ঋণ বিতরণ পরিমাণ ১০৫ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। এই ব্যাংকের অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ সারণি-১ এ দেয়া হল।

ফার্স্ট সিকিউরিটি ব্যাংক লিমিটেডের ঋণ বিতরণ ও আদায়, শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ ও খাতভিত্তিক ঋণের স্থিতি যথাক্রমে সারণি-২, ৩ ও ৪ এ দেয়া হলো।

সারণি-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	১৯৯৯	৩১শে মার্চ, ২০০০ (সাময়িক)	৩০শে জুন, ২০০০ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	১০০০	১০০০	১০০০
২।	পরিশোধিত মূলধন	২০০	২০০	২০০
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	৪৬	৪৬	১০৫
৪।	আমানত	১২০৩	৯১৩	১২০০
	(ক) তলবী আমানত	৫০	৮০	১৫২
	(খ) মেয়াদী আমানত	১১৫৩	৮৩৩	১০৪৮
৫।	ঋণ ও অগ্রিম	৬৫	১৬৭	২৫০
৬।	বিনিয়োগ	৪০	৪০	১০০
৭।	মোট পরিসম্পদ	৫০	৫৪	৬০
৮।	মোট আয়	২০	২৯	৭৫
৯।	মোট ব্যয়	২৬	৩৪	৬৫
১০।	বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা	৩১	২৫৮	৪০০
	(ক) রপ্তানি	-	৬৪	১২৫
	(খ) আমদানি	৩০	১৫৩	২০০
	(গ) রেমিটেন্স	১	৪১	৭৫
১১।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	৮১	৮৩	১৫০
	(ক) কর্মকর্তা	৫৯	৬১	১০০
	(খ) কর্মচারী	২২	২২	৫০
১২।	বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যায়)	১০	৩০	৩০
১৩।	শাখা (সংখ্যায়)	১	১	৪
	(ক) বাংলাদেশে	১	১	৪
	(খ) বিদেশে	-	-	-

সারণি-২

খাত-ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ	কৃষি ঋণ	শিল্প ঋণ			অন্যান্য	সর্বমোট
		মেয়াদী ঋণ	চলতি মূলধন	মোট		
১৯৯৯						
বিতরণ	-	-	৪৫	৪৫	৬০	১০৫
আদায়	-	-	১৫	১৫	২৫	৪০
৩১শে মার্চ, ২০০০						
বিতরণ আদায়			১৩৮	১৩৮	৭৪	২১২
আদায়			৩৬	৩৬	৯	৪৫
৩০ শে জুন, ২০০০						
বিতরণ	-	-	১৬৭	১৬৭	১৩৮	৩০৫
আদায়	-	-	১০	১০	৪৫	৫৫

* সাময়িক

** প্রাক্কলিত

সারণি-৩

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ

(মিলিয়ন টাকায়)

ঋণ মঞ্জুরী		শিল্পের আকার		মোট
		বৃহৎ ও মাঝারী	ক্ষুদ্র ও কুটির	
ক্রমপুঞ্জিভূতঃ ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৯৯ তারিখে		-	-	-
	প্রকল্প সংখ্যা	-	-	-
	পরিমাণ	-	-	-
জানুয়ারী ১ হতে ডিসেম্বর ৩১, ১৯৯৯ পর্যন্ত		-	-	-
	প্রকল্প সংখ্যা	-	-	-
	পরিমাণ	-	-	-
ক্রমপুঞ্জিভূতঃ মার্চ ৩১, ২০০০ তারিখে		-	-	-
	প্রকল্প সংখ্যা	-	-	-
	পরিমাণ	-	-	-
জানুয়ারী ১ হতে জুন ৩০, ২০০০* পর্যন্ত		-	-	-
	প্রকল্প সংখ্যা	৫	৫	১০
	পরিমাণ	৪০	২০	৬০

* পঞ্জিত

সারণি-৪

খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতিঃ

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	১৯৯৯	৩১শে মার্চ, ২০০০ (সাময়িক)	৩০শে জুন, ২০০০ (পাক্কলিত)
১।	কৃষি ও মৎস্যঃ			
	(ক) শস্য			
	(খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য			
২।	শিল্পঃ			৩০
	(ক) বৃহৎ ও মাঝারী			২০
	(খ) ক্ষুদ্র ও কুটির			১০
৩।	পাইকারী/খুচরা ব্যবসা এবং রেস্তোরাঁ/হোটেল	২৭	১১০	১৫৫
৪।	বীমা, রিয়েল এষ্টেট ও ব্যবসা সেবা	৩০	৪৫	৫০
৫।	পরিবহন ও যোগাযোগ	-	-	-
৬।	বিশেষ ঋণ কর্মসূচীঃ	-	-	-
৭।	(ক) দারিদ্রবিমোচন	-	-	-
	(খ) অন্যান্য	-	-	-
	অন্যান্য	৮	১২	১৫
	সর্বমোট	৬৫	১৬৭	২৫০

দি প্রিমিয়ার ব্যাংক লিমিটেড

দি প্রিমিয়ার ব্যাংক লিমিটেড ১৯৯৯ সালের ২৬শে অক্টোবর হতে ব্যাংকিং কার্যক্রম শুরু করে। ব্যাংকটির অনুমোদিত মূলধন ১০০০ মিলিয়ন টাকা ও পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ ছিল ২২২ মিলিয়ন টাকা। এ ব্যাংকের ১৩ জন উদ্যোক্তার মধ্যে একজন তাইওয়ান বংশোদ্ভূত নিউজিল্যান্ডের নাগরিকও আছেন। ৩১ মার্চ, ২০০০ তারিখে এ ব্যাংকের শাখা সংখ্যা ছিল ৪টি এবং কর্মকর্তা/কর্মচারীর সংখ্যা ছিল ১০৫ জন।

১৯৯৯ সালের ডিসেম্বর শেষে ব্যাংকটির মোট আমানত ও অগ্রিমের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১৪২৪ মিলিয়ন টাকা এবং ১১ মিলিয়ন টাকা। মোট বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল ৬০ মিলিয়ন টাকা। ২৬ অক্টোবর, ১৯৯৯ ৩১ ডিসেম্বর ১৯৯৯ পর্যন্ত ব্যাংকটি ৫৪ মিলিয়ন টাকার বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা করেছে। তন্মধ্যে আমদানি ব্যবসার পরিমাণ ছিল ৪৬ মিলিয়ন টাকা এবং রপ্তানি ব্যবসার পরিমাণ ছিল ৮ মিলিয়ন টাকা। দি প্রিমিয়ার ব্যাংক লিমিটেড -এর অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য সারণি-১, ঋণ বিতরণ ও আদায় সারণি-২ এবং খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি সারণি-৩ এ প্রদান করা হল।

সারণি-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	১৯৯৯	৩১শে মার্চ, ২০০০ (সাময়িক)	৩০শে জুন, ২০০০ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	১০০০	১০০০	১০০০
২।	পরিশোধিত মূলধন	২২২	২২২	২২২
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	-	-	-
৪।	আমানত:	১৪২৪	৯৮৩	১৫০০
	(ক) তলবী আমানত	৪৯	৯০	৩০০
	(খ) মেয়াদী আমানত	১৩৭৫	৮৯৩	১২০০
৫।	ঋণ ও অগ্রিম	১১	৮৬	৫০০
৬।	বিনিয়োগ	৬০	৬০	৯০
৭।	মোট পরিসম্পদ	১৮৬৩	১৬৫৬	২৩১৯
৮।	মোট আয়	২১	৩৬	৩৫৬
৯।	মোট ব্যয়	৩১	৪৪	৮৮
১০।	বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা	৫৪	১২২	১৬৬০
	(ক) রপ্তানি	৮	২৪	৪৭৫
	(খ) আমদানি	৪৬	৯৭	১১৭৫
	(গ) রেমিটেন্স	-	১	১০
১১।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	৮৫	১০৫	১৩০
	(ক) কর্মকর্তা	৭০	৮৬	১০৫
	(খ) কর্মচারী	১৫	১৯	২৫
১২।	বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যায়)	৩	১০	১৫
১৩।	শাখা (সংখ্যায়)	২	৪	৬
	(ক) বাংলাদেশে	২	৪	৬
	(খ) বিদেশে	-	-	-

দি প্রিমিয়ার ব্যাংক লিমিটেডের ঋণ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি এবং খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতি যথাক্রমে সারণি-২ ও ৩ এ দেয়া হল।

সারণি-২

খাত-ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ	কৃষি ঋণ	শিল্প ঋণ			অন্যান্য	সর্বমোট
		মেয়াদী ঋণ	চলতি মূলধন	মোট		
১৯৯৯						
বিতরণ	-	-	-	-	১১.৩৫	১১.৩৫
আদায়	-	-	-	-	০.১৪	০.১৪
৩১শে মার্চ, ২০০০						
বিতরণ	-	-	-	-	৯৪.৫৫	৯৪.৫৫
আদায়	-	-	-	-	৮.৫৯	৮.৫৯
৩০ শে জুন, ২০০০**						
বিতরণ	-	-	-	-	৬৫০.০০	৬৫০.০০
আদায়	-	-	-	-	১৫০.০০	১৫০.০০

* সাময়িক

** প্রাক্কলিত

সারণি-৩

খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতিঃ

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	১৯৯৯	৩১শে মার্চ, ২০০০ (সাময়িক)	৩০শে জুন, ২০০০ (প্রাক্কলিত)
১।	কৃষি ও মৎস্যঃ	-	-	-
	(ক) শস্য	-	-	-
	(খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য	-	-	-
২।	শিল্পঃ	-	-	-
	(ক) বৃহৎ ও মাঝারী	-	-	-
	(খ) ক্ষুদ্র ও কুটির	-	-	-
৩।	পাইকারী/খুচরা ব্যবসা এবং রেস্তোরাঁ/হোটেল	-	-	-
৪।	বীমা, রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা	-	-	-
৫।	পরিবহন ও যোগাযোগ	-	-	-
৬।	বিশেষ ঋণ কর্মসূচীঃ	-	-	-
	(ক) দারিদ্র্য বিমোচন	-	-	-
	(খ) অন্যান্য	-	-	-
৭।	অন্যান্য	১১.২১	৮৫.৮৮	৫০০.০০
	সর্বমোট	১১.২১	৮৫.৮৮	৫০০

ব্যাংক এশিয়া লিমিটেড

ব্যাংক এশিয়া লিঃ ২৭শে নভেম্বর ১৯৯৯ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে কার্যক্রম শুরু করে। ১৯৯৯ সালের শেষে এই ব্যাংকের অনুমোদিত মূলধন ও পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৮০০ মিলিয়ন টাকা ও ২১৮ মিলিয়ন টাকা। ৩১শে মার্চ ২০০০ তারিখে ব্যাংকটির শাখা সংখ্যা ছিল ১টি। ব্যাংকটির ২০০০ সালের ৩১শে মার্চ তারিখে জনশক্তির পরিমাণ ছিল ৫৪, যার মধ্যে ৪৮ জন কর্মকর্তা এবং ৬ জন কর্মচারী।

ব্যাংক এশিয়া লিঃ -এর প্রধান লক্ষ্য হলো ব্যাংকিং সেক্টরে উন্নত সেবা প্রদান এবং দেশের আর্থিক উন্নয়নে প্রত্যক্ষভাবে অংশ গ্রহণ। এই লক্ষ্য অর্জনে ব্যাংক এশিয়া লিঃ ২০০০ সালের শেষ নাগাদ আরো ৪টি শাখার কার্যক্রম শুরু করতে যাচ্ছে।

ব্যাংকের মোট আমানতের পরিমাণ ১৯৯৯ সালের শেষে ৩৪১ মিলিয়ন টাকা থেকে ৩১ মার্চ ২০০০ তারিখে ১৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ৩৯৯ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। এর মধ্যে তলবী আমানতের পরিমাণ ৫৮ মিলিয়ন টাকা এবং মেয়াদী আমানতের পরিমাণ ৩৪১ মিলিয়ন টাকা। ব্যাংকটির মোট আগামের পরিমাণ ১৯৯৯ শেষের ১৯ মিলিয়ন টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০০০ সালের ৩১শে মার্চ তারিখে ১২৬ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ৩১শে মার্চ ২০০০ তারিখে ব্যাংকটির বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল ৩০ মিলিয়ন টাকা। আমদানি ক্ষেত্রেও ব্যাংক এশিয়ার অগ্রগতি এই স্বল্প সময়ে বেশ উল্লেখযোগ্য। ব্যাংকের অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ সারণি-১ এ দেয়া হলো।

ঋণ বিতরণ ও আদায়ঃ

১৯৯৯ সালে ব্যাংক এশিয়া লিঃ -এর ঋণ বিতরণের পরিমাণ ছিল ১৯ মিলিয়ন টাকা। ২০০০ সালের প্রথম তিন মাসে ঋণ বিতরণ ও আদায় পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১৩৬ মিলিয়ন টাকা ও ১০ মিলিয়ন টাকা। ব্যাংকের ঋণ বিতরণ ও আদায় সংক্রান্ত তথ্যাদি সারণি-২ এ দেয়া হলো।

শিল্প ঋণ মঞ্জুরী ও খাতভিত্তিক ঋণের স্থিতিঃ

ব্যাংক এশিয়া লিমিটেডের আকার ভিত্তিক শিল্প ঋণের অনুমোদন ও খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতি সংক্রান্ত তথ্যাদি যথাক্রমে সারণি-৩ ও ৪ দেয়া হলো।

সারণি-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	১৯৯৯	৩১শে মার্চ, ২০০০ (সাময়িক)	৩০শে জুন, ২০০০ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	৮০০	৮০০	৮০০
২।	পরিশোধিত মূলধন	২১৮	২১৮	২১৮
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	-	-	-
৪।	আমানত	৩৪১	৩৯৯	৬২৫
	(ক) তলবী আমানত	৩৫	৫৮	৭৭
	(খ) মেয়াদী আমানত	৩০৬	৩৪১	৫৪৮
৫।	ঋণ ও অগ্রিম	১৯	১৩৬	৪১৭
৬।	বিনিয়োগ	২০	৩০	১০০
৭।	মোট পরিসম্পদ	৬৬৩	১০২৭	১৫৯২
৮।	মোট আয়	৮	২৪	৯৪
৯।	মোট ব্যয়	১২	২৫	৭৪
১০।	বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা	২৫	৭০	৭৫০
	(ক) রপ্তানি	-	-	-
	(খ) আমদানি	২৫	৭০	৬২৫
	(গ) রেমিটেন্স	-	-	১২৫
১১।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	৩৫	৫৪	৬১
	(ক) কর্মকর্তা	৩১	৪৮	৫৫
	(খ) কর্মচারী	৪	৬	৬
১২।	বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যায়)	২	৭	১২
১৩।	শাখা (সংখ্যায়)	১	১	৪
	(ক) বাংলাদেশে	১	১	৪
	(খ) বিদেশে	-	-	

সারণি-২

খাত-ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ	কৃষি ঋণ	শিল্প ঋণ			অন্যান্য	সর্বমোট
		মেয়াদী ঋণ	চলতি মূলধন	মোট		
১৯৯৯						
বিতরণ	-				১৯	১৯
আদায়	-					
৩১শে মার্চ, ২০০০*						
বিতরণ					১৩৬	১৩৬
আদায়					১০	১০
৩০ শে জুন, ২০০০**						
বিতরণ	-	১৩০		১৩০	১৮৭	৪১৭
আদায়	-				৪০	৪০

* সাময়িক

** প্রাক্কলিত

সারণি-৩

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ

(মিলিয়ন টাকায়)

ঋণ মঞ্জুরী	শিল্পের আকার		মোট
	বৃহৎ ও মাঝারী	ক্ষুদ্র ও কুটির	
ক্রমপুঞ্জিভূতঃ ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৯৯ তারিখে	-	-	-
প্রকল্প সংখ্যা	-	-	-
পরিমাণ	-	-	-
জানুয়ারী ১ হতে ডিসেম্বর ৩১, ১৯৯৯ পর্যন্ত	-	-	-
প্রকল্প সংখ্যা	-	-	-
পরিমাণ	-	-	-
ক্রমপুঞ্জিভূতঃ মার্চ ৩১, ২০০০ তারিখে	-	-	-
প্রকল্প সংখ্যা	-	-	-
পরিমাণ	-	-	-
জানুয়ারী ১ হতে মার্চ ৩১, ২০০০ পর্যন্ত	-	-	-
প্রকল্প সংখ্যা	-	-	-
পরিমাণ	-	-	-
জানুয়ারী ১ হতে জুন ৩০, ২০০০* পর্যন্ত	-	-	-
প্রকল্প সংখ্যা	২	-	২
পরিমাণ	১৩০	-	১৩০

* প্রক্কলিত

সারণি-৪

খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতিঃ

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	১৯৯৯	৩১শে মার্চ, ২০০০ (সাময়িক)	৩০শে জুন, ২০০০ (প্রাক্কলিত)
১।	শিল্পঃ	-	-	-
	(ক) বৃহৎ ও মাঝারী	-	-	-
	(খ) ক্ষুদ্র ও কুটির	-	-	-
২।	পাইকারী/খুচরা ব্যবসা এবং রেস্তোরাঁ/হোটেল	-	-	-
৩।	বীমা, রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা	-	-	-
৪।	পরিবহন ও যোগাযোগ	-	-	-
৫।	বিশেষ ঋণ কর্মসূচীঃ	-	-	-
	(ক) দারিদ্র্য বিমোচন	-	-	-
	(খ) অন্যান্য	-	-	-
৬।	অন্যান্য	১৯	১৩৬	২৮৭
	সর্বমোট	১৯	১৩৬	৪১৭

দি ট্রাষ্ট ব্যাংক লিঃ

দি ট্রাষ্ট ব্যাংক লিঃ ১৯৯৯ সালের মে মাসে নিবন্ধিত এবং একই বছর জুলাই মাসে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক লাইসেন্স প্রাপ্ত হয়। ট্রাষ্ট ব্যাংকের অনুমোদিত মূলধন ১০০০ মিলিয়ন টাকা এবং পরিশোধিত মূলধন ৪০০ মিলিয়ন টাকা। এই ৪০০ মিলিয়ন টাকার অর্ধেক অংক ব্যাংকের মূল উদ্যোক্তা, আর্মি ওয়েল ফেয়ার ট্রাষ্ট, পরিশোধ করেছে বাকী অর্ধেক, ২০০ মিলিয়ন টাকার শেয়ার জনসাধারণের ক্রয়ের জন্য উন্মুক্ত রাখা হয়েছে। ১৯৯৯ সালে ব্যাংকটির শাখা সংখ্যা ছিল ৫টি এবং ১৩ জন সাধারণ কর্মচারীসহ সর্বমোট জনশক্তি ছিল ৭২ জন।

১৯৯৯ সালের শেষে ব্যাংকের সর্বমোট আমানত ছিল ৬৯ মিলিয়ন টাকা, যার মধ্যে তলবী আমানত ৩২ মিলিয়ন টাকা এবং মেয়াদী আমানত ৩৭ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৯ সালে ১০ মিলিয়ন টাকা ব্যয়ের বিপরীতে আয় ছিল ৯ মিলিয়ন টাকা।

দি ট্রাষ্ট ব্যাংক আর্মি ওয়েল ফেয়ার ট্রাষ্টের উদ্যোগে গঠিত এবং পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ সেনাবাহিনীতে কর্মরত হলেও এটি অপর সকল বাণিজ্যিক ব্যাংকের মতই একটি পূর্ণাংগ বাণিজ্যিক তফসিলী ব্যাংক। তবে মুনাফা বন্টন এর ভিন্ন বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এ ব্যাংকের অর্জিত মুনাফা কখনই মূল উদ্যোক্তাবৃন্দের ব্যক্তিগত সম্পদকে স্ফীত করবে না। যা-কিছুই উপার্জিত হবে সবই আর্মি ওয়েল ফেয়ার ট্রাষ্টের কল্যাণমুখী কার্যক্রমে বিনিয়োজিত হবে। এ ব্যাংকের অর্থনৈতিক সেবা দেশের সকল শ্রেণীর নাগরিকের জন্য উন্মুক্ত। তবে মুনাফা পুঞ্জিভূত করার চাইতে দেশের আর্থ সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়ন এবং তুলনামূলক দুর্বল জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে সক্রিয় ভূমিকা রাখার প্রতিশ্রুতি নিয়েই এই ব্যাংক বিভিন্ন ধরনের কল্যাণমুখী প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে।

উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে বিনিয়োগযোগ্য দীর্ঘ মেয়াদী সঞ্চয় গড়ে তোলা এবং ছোট পুঁজি সঞ্চয়ের সুযোগ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ট্রাষ্ট ব্যাংক ইতোমধ্যেই ডিপোজিট পেনশন স্কিমের আওতাকে ট্রাষ্ট টার্গেট টাকা ৫০,০০০ প্রকল্প সহ (ক) ট্রাষ্ট ডাবল ডিপোজিট স্কিম (খ) ট্রাষ্ট ডিপোজিট ইন্সুরেন্স স্কিম প্রবর্তন করেছে। যুগপৎভাবে জীবনের মানোন্নয়নের জন্য অত্যন্ত সহজ শর্ত ও আকর্ষণীয় সুদের হারে কনজিউমার ডিউরেবল স্কিম চালু করেছে। সকল প্রকার মাংগলিক এবং উন্নয়নমুখী কার্যক্রমে অধিকতর জনগোষ্ঠীকে সম্পৃক্ত করার জন্য দি ট্রাষ্ট ব্যাংক এই বছরে দেশের বিভিন্ন জেলায় আরো ৫টি শাখা খোলার আশাবাদ নিয়ে কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে।

জাতিসংঘের বিভিন্ন মিশনে কর্মরত দেশের গর্বিত সৈনিকদের এবং সকল শ্রেণীর প্রবাসী বাংলাদেশীদের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা সহজে দেশে প্রেরণের সুবিধার্থে ট্রাষ্ট ব্যাংক ইতিমধ্যেই কয়েকটি বিদেশী ব্যাংক এবং এক্সচেঞ্জ হাউজের সংগে চুক্তি সম্পাদন করেছে। নিকট ভবিষ্যতে এ ক্ষেত্রে ব্যাংকের কার্যক্রম আরো সম্প্রসারিত করার জন্য প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে। সারণি-১ এ ব্যাংকের অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য এবং সারণি- ২ ও ৩ এ যথাক্রমে ঋণ বিতরণ ও আদায় এবং খাতভিত্তিক ঋণের স্থিতি প্রদর্শিত হলো।

সারণি-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	১৯৯৯	৩১শে মার্চ, ২০০০ (সাময়িক)	৩০শে জুন, ২০০০ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	১০০০	১০০০	১০০০
২।	পরিশোধিত মূলধন	২০০	২০০	২০০
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	০.০৪	০.৬৬	৩
৪।	আমানত	৬৯	৫২৯	৯৮০
	ক) তলবী আমানত	৩২	৩১	৮০
	খ) মেয়াদী আমানত	৩৭	৪৯৮	৯০০
৫।	ঋণ ও অগ্রিম	৪	৬৬	৩০০
৬।	বিনিয়োগ	-	-	-
৭।	মোট পরিসম্পদ	২	৭	২০০
৮।	মোট আয়	৯	২	৯
৯।	মোট ব্যয়	১০	৬	৮
১০।	বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা	-	-	৩০০
	ক) রপ্তানি	-	-	-
	খ) আমদানি	-	-	১৫০
	গ) রেমিটেন্স	-	-	১৫০
১১।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	৭২	৭৪	১৭০
	ক) কর্মকর্তা	৫৯	৬১	১৫০
	খ) কর্মচারী	১৩	১৩	২০
১২।	বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যায়)	-	-	-
১৩।	শাখা (সংখ্যায়)	৫	৫	১০
	ক) বাংলাদেশে	৫	৫	১০
	খ) বিদেশে	-	-	-

সারণি-২

খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ	শিল্প ঋণ			অন্যান্য	সর্বমোট
	মেয়াদী ঋণ	চলতি মূলধন	মোট		
১৯৯৯					
বিতরণ				৪	৪
আদায়				-	-
৩১শে মার্চ, ২০০০*					
বিতরণ				৬৬	৬৬
আদায়				৪	৪
৩০শে জুন, ২০০০**					
বিতরণ				৩০০	৩০০
আদায়				২০	২০

* সাময়িক

** প্রাক্কলিত

সারণি-৩

খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	১৯৯৯	মার্চ ৩১, ২০০০ (সাময়িক)	জুন ৩০, ২০০০ (প্রাক্কলিত)
১।	কৃষি ও মৎস্য			
	ক) শস্য			
	খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য			
২।	শিল্পঃ			
	ক) বৃহৎ ও মাঝারী			
	খ) ক্ষুদ্র ও কুটির			
৩।	পাইকারী/খুচরা ব্যবসা এবং রেস্তোরা/হোটেল		৫	৩৪
৪।	বীমা, রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা		৩	৬
৫।	পরিবহন ও যোগাযোগ			
৬।	বিশেষ ঋণ কর্মসূচীঃ			
	ক) দারিদ্র্য বিমোচন			
	খ) অন্যান্য			
৭।	অন্যান্য	৪	৫৮	২৬০
	সর্বমোট	৪	৬৬	৩০০

আমেরিকান এক্সপ্রেস ব্যাংক

আমেরিকান এক্সপ্রেস ব্যাংক বিশ্বব্যাপী ৩৭টি দেশে কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে কর্পোরেশন, বিত্তশালী উদ্যোক্তা, আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও খুচরা গ্রাহক ইত্যাদির ক্ষেত্রে ব্যাংকিং সেবা প্রদান করে আসছে। আমেরিকান এক্সপ্রেস ব্যাংক ১৯৯৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ২০ মিলিয়ন টাকার মূলধন নিয়ে ঢাকার মতিঝিলে একটি শাখা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এদেশে কার্যক্রম শুরু করে এবং ১৯৬৭ সালে চট্টগ্রামে আরেকটি শাখা প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৯৯৯ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারী ঢাকার গুলশানে ব্যাংকের তৃতীয় শাখা খোলা হয়। বাংলাদেশে এ ব্যাংকের কার্যক্রম প্রধানতঃ কমার্শিয়াল ব্যাংকিং, করেসপন্ডেন্ট ব্যাংকিং ও ট্রেজারী সার্ভিস কার্যক্রমের মধ্যে সীমাবদ্ধ। ব্যাংকটির সহযোগী প্রতিষ্ঠান আমেরিকান এক্সপ্রেস ট্রাভেল রিলেটেড সার্ভিসেস (টি আর এস) ভ্রমণ ব্যবস্থাপনা সেবাদি প্রদান করে থাকে। যদিও প্রথম দিকে ব্যাংকটির কার্যক্রম বড় বড় বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সীমিত ছিল, কিন্তু ক্রমান্বয়ে তা স্থানীয় উদ্যোক্তা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের দিকে সম্প্রসারণ করা হয়। এ দেশে এ ব্যাংকই প্রথম SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) ব্যবস্থা ব্যবহার শুরু করে।

আমেরিকান এক্সপ্রেস ব্যাংক সর্বদাই কর্পোরেট মূল্যবোধের অংশ হিসাবে সুনাগরিকত্বের ধারণাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে থাকে। ২০০০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে আমেরিকান এক্সপ্রেস ব্যাংক আই. সি. ডি. ডি. আর. বি. কর্তৃক আয়োজিত তহবিল সংগ্রহ নৈশ ভোজের পৃষ্ঠপোষকতা করে। এই সংগৃহীত অর্থ আই. সি. ডি. ডি. আর. বি. স্বাস্থ্য উন্নয়নমূলক প্রকল্পে ব্যয় করা হবে। ব্যাংকারদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে ২০০০ সালের মার্চ মাসে আমেরিকান এক্সপ্রেস ব্যাংক এবং বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ব্যাংক ম্যানেজমেন্ট (বি আই বি এম) যৌথ উদ্যোগে মানি লন্ডারিং-এর প্রতিরোধের উপর এক বিশেষ সেমিনার এর আয়োজন করে। ১৯৯৯ সাল শেষে বাংলাদেশে আমেরিকান এক্সপ্রেস ব্যাংক-এর মোট পরিসম্পদ ও রিজার্ভ ফান্ডের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৮৮১৮ মিলিয়ন এবং ৫৩৩ মিলিয়ন টাকা এবং ২০০০ সালের মার্চ শেষে এগুলোর পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ৮৮৭৬ মিলিয়ন এবং ৫৩৩ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৯ সালের ডিসেম্বর শেষে ব্যাংকের মোট আমানতের পরিমাণ ছিল ৭৬১২ মিলিয়ন টাকা (তলবী আমানত ৫৮৯৫ মিলিয়ন ও মেয়াদী আমানত ১৭১৭ মিলিয়ন টাকা) এবং ২০০০ সালের মার্চ শেষে তা বৃদ্ধি পেয়ে ৭০৭০ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। (তলবী আমানত ৪৫১১ মিলিয়ন ও মেয়াদী আমানত ২৫৫৯ মিলিয়ন টাকা)। ব্যাংকের মোট ঋণের স্থিতি ৩১শে ডিসেম্বর , ১৯৯৯ তারিখে ছিল ১৪৯৭ মিলিয়ন এবং ৩১শে মার্চ, ২০০০ তারিখে তা ১৩৮১ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ১৯৯৯ সালে ব্যাংকের মোট বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল ২২১৩ মিলিয়ন টাকা যা মার্চ, ২০০০ শেষে ২৩৪৮ মিলিয়ন টাকা দাঁড়ায়। ১৯৯৯ সালে আমেরিকান এক্সপ্রেস ব্যাংক কর্তৃক বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনার পরিমাণ ছিল ২৭৩৭৩ মিলিয়ন টাকা (রপ্তানি ৪২৭০ মিলিয়ন, আমদানি ২৫৬৮ মিলিয়ন ও রেমিটেন্স ২০৫৩৫ মিলিয়ন টাকা) এবং ২০০০ সালের প্রথম তিন মাসে ব্যাংক ৭০০৪ মিলিয়ন টাকার (রপ্তানি ৯৫৪ মিলিয়ন, আমদানি ৩৮৮ মিলিয়ন ও রেমিটেন্স ৫৬৬২ মিলিয়ন টাকা) বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা করে। ১৯৯৯ সালে ব্যাংকের মোট আয় ও ব্যয়ের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৭১৭ মিলিয়ন ও ৫৭৬ মিলিয়ন টাকা এবং ২০০০ সালের প্রথম তিন মাসে আয় ও ব্যয়ের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ১৪২ মিলিয়ন ও ৬২ মিলিয়ন টাকা।

২০০০ সালের মার্চ শেষে ব্যাংকের কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সংখ্যা ছিল ১৬৭ জন, যার মধ্যে কর্মকর্তা ১৩৬ জন ও কর্মচারী ৩১ জন।

বাংলাদেশে আমেরিকান এক্সপ্রেস ব্যাংক-এর কার্যক্রমের অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ সারণি-১ দেয়া হ'ল।

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	১৯৯৮	১৯৯৯	মার্চ ৩১, ২০০০ (সাময়িক)	জুন ৩০, ২০০০ (প্রাক্কলিত)
১।	রিজার্ভ ফান্ড	৫৩৩	৫৩৩	৫৩৩	৫৩৩
২।	আমানত	৫০৬২	৭৬১২	৭০৭০	৭০৮০
	ক) তলবী আমানত	৩৫১৩	৫৮৯৫	৪৫১১	৪৫১৮
	খ) মেয়াদী আমানত	১৫৪৯	১৭১৭	২৫৫৯	২৫৬২
৩।	ঋণ ও অগ্রিম	১৭৫৭	১৪৯৭	১৩৮১	১৫৯৫
৪।	বিনিয়োগ	১০৬৩	২২১৩	২৩৪৮	২৩৫০
৫।	মোট পরিসম্পদ	৬৫৫৮	৮৮১৮	৮৮৭৬	৮৯২৫
৬।	মোট আয়	৭৪৫	৭১৭	১৪২	২৮৫
৭।	মোট ব্যয়	৫৭৪	৫৭৬	৬২	১২৪
৮।	বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা	২৯২১১	২৭৩৭৩	৭০০৪	১২২৯০
	ক) রপ্তানি	৪২১৪	৪২৭০	৯৫৪	১৯০৮
	খ) আমদানি	৩৯৯৯	২৫৬৮	৩৮৮	৭৭৭
	গ) রেমিটেন্স	২০৯৯৮	২০৫৩৫	৫৬৬২	৯৬০৫
৯।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	১৮১	১৬৯	১৬৭	১৬৭
	ক) কর্মকর্তা	১৫১	১৩৭	১৩৬	১৩৬
	খ) কর্মচারী	৩০	৩২	৩১	৩১
১০।	বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যায়)	২০০০	২০০০	২০০০	২০০০
১১।	শাখা (সংখ্যায়)	৭৯	৮০	৮০	৮০
	ক) বাংলাদেশে	২	৩	৩	৩
	খ) বিদেশে	৭৭	৭৭	৭৭	৭৭

আমেরিকান এক্সপ্রেস ব্যাংক ১৯৯৯ সালে ৩০৮৮ মিলিয়ন টাকার শিল্প ঋণসহ মোট ৩৯৫৪ মিলিয়ন টাকার ঋণ বিতরণ করে এবং ৪২১৪ মিলিয়ন টাকা ঋণ আদায় করে। ২০০০ সালের প্রথম তিন মাস সময়কালে ব্যাংকের ঋণ বিতরণের পরিমাণ দাঁড়ায় ৮৩৮ মিলিয়ন টাকা। উক্ত সময়ে ঋণ আদায় হয় ৯৫৪ মিলিয়ন টাকা।

এ ব্যাংক কর্তৃক ঋণ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি সারণি- এ দেখানো হ'ল।

সারণি-২

খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ	কৃষি ঋণ	শিল্প ঋণ			অন্যান্য	সর্বমোট
		মেয়াদী ঋণ	চলতি মূলধন	মোট		
১৯৯৮						
বিতরণ	-	৩০০	২৭৯৩	৩০৯৩	৮৭২	৩৯৬৫
আদায়	-	২৪৪	৩৬৭৩	৩৯১৭	৯০৫	৪৮২২
১৯৯৯	-					
বিতরণ	-	৩৩	৩০৫৫	৩০৮৮	৮৬৬	৩৯৫৪
আদায়	-	৩৯৪	৩০১০	৩৪০৪	৮১০	৪২১৪
৩১শে মার্চ, ২০০০*	-					
বিতরণ	-	১৪৯	৫৫৭	৭০৬	১৩২	৮৩৮
আদায়	-	৮	৭১৬	৭২৪	২৩০	৯৫৪
৩০শে জুন, ২০০০**	-					
বিতরণ	-	১৯২	৮৫৪	১০৪৬	১৬৩	১২০৯
আদায়	-	১৮	৭৪৫	৭৬৩	৩৪৮	১১১১

* সাময়িক

** প্রাক্কলিত

১৯৯৯ শেষে এ ব্যাংকের শিল্প খাতে ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণ মঞ্জুরীর পরিমাণ ছিল ৬৩৯ মিলিয়ন টাকা (প্রকল্প সংখ্যা ১০টি) যা মার্চ, ২০০০ এ হ্রাস পেয়ে ৪২১ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায় (প্রকল্প সংখ্যা ৩টি)।

ব্যাংকের শিল্প খাতে ঋণ মঞ্জুরীর পরিমাণ এবং প্রকল্প সংখ্যা সারণি-৩ এ দেখানো হ'ল।

সারণি-৩

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ

(মিলিয়ন টাকায়)

ঋণ মঞ্জুরী	শিল্পের আকার		মোট
	বৃহৎ ও মাঝারী	ক্ষুদ্র ও কুটির	
ক্রমপুঞ্জিভূত: ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৯৯ তারিখে			
প্রকল্প সংখ্যা	১০	-	১০
পরিমাণ	৬৩৯	-	৬৩৯
জানুয়ারি ১ হতে ডিসেম্বর ৩১, ১৯৯৯পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	-	-	-
পরিমাণ	-	-	-
ক্রমপুঞ্জিভূত: মার্চ ৩১, ২০০০ তারিখে			
প্রকল্প সংখ্যা	৩	-	৩
পরিমাণ	৪২১	-	৪২১
জানুয়ারি ১ হতে মার্চ ৩১, ২০০০পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	-	-	-
পরিমাণ	-	-	-
জানুয়ারি ১ হতে জুন ৩০, ২০০০ * পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	৩	-	৩
পরিমাণ	৪২১	-	৪২১

* প্রাক্কলিত

৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৯৯ তারিখে আমেরিকান এক্সপ্রেস ব্যাংকের মোট ঋণের স্থিতির পরিমাণ ছিল ১৪৯৭ মিলিয়ন (শিল্পখাতে ১১৫৯ মিলিয়ন টাকা) এবং ৩১শে মার্চ, ২০০০ তারিখে তা হ্রাস পেয়ে ১৩৮১ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায় (শিল্পখাতে ঋণের স্থিতি ১২৬৫ মিলিয়ন টাকা)

বাংলাদেশে এ ব্যাংকের খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতি সারণি- ৪ এ দেখানো হ'ল।

খাতভিত্তিক ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	১৯৯৮	১৯৯৯	মার্চ ৩১, ২০০০ (সাময়িক)	জুন ৩০, ২০০০ (প্রাক্কলিত)
১।	কৃষি ও মৎস্য	-	-	-	-
২।	শিল্পঃ	১৭৩৬	১১৫৯	১২৬৫	১৩৫৮
	ক) বৃহৎ ও মাঝারী	১৭৩৬	১১৫৯	১২৬৫	১৩৫৮
	খ) ক্ষুদ্র ও কুটির				
৩।	পাইকারী/খুচরা ব্যবসা এবং রেস্তোরা/হোটেল	-	-	-	-
৪।	বীমা, রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা	-	-	-	-
৫।	পরিবহন ও যোগাযোগ	-	-	-	-
৬।	বিশেষ ঋণ কর্মসূচী	-	-	-	-
৭।	অন্যান্য	২১	৩৩৮	১১৬	২৩৭
	সর্বমোট	১৭৫৭	১৪৯৭	১৩৮১	১৫৯৫

* সাময়িক

** প্রাক্কলিত

স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক

স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক ১৯৪৮ সাল থেকে এদেশে কার্যক্রম চালিয়ে আসছে। ২০০০ সালের মার্চ শেষে এদেশে এ ব্যাংকের মূলধনের পরিমাণ দাঁড়ায় ৬৭৫ মিলিয়ন টাকা। ব্যাংকের মোট পরিসম্পদের পরিমাণ ১৯৯৯ সাল শেষের ২৭৩৫০ মিলিয়ন টাকা থেকে হ্রাস পেয়ে ২০০০ সালের মার্চ শেষে ২৭০০০ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ২০০০ সালের ৩১শে মার্চ তারিখে ব্যাংকের মোট কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সংখ্যা ছিল ২৩০ জন, যার মধ্যে কর্মকর্তা ১৩১ জন এবং কর্মচারী ৯৯ জন। স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংকের ছয়টি শাখা রয়েছে। সাভারে রপ্তানি প্রক্রিয়াজাতকরণ এলাকায় (ইপিজেড) একটি বিশেষ শাখার মাধ্যমে বাংলাদেশে অফশোর ব্যাংকিং ইউনিট (OBU) সেবা প্রদান করে আসছে। ব্যাংকটি ঢাকা, চট্টগ্রাম ও সিলেটে অটোমেটেড টেলার মেশিন (ATM) সার্ভিস চালু করেছে এবং ঢাকার তেজগাঁও, উত্তরা এবং চট্টগ্রামের নাসিরাবাদে নন ব্রাঞ্চ এটিএম বুথ স্থাপন করেছে। স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংকের এটিএম নেটওয়ার্ক দেশের সর্ববৃহৎ নেটওয়ার্ক এবং কাকরাইলে স্থাপিত টুইন এটিএম দেশের সর্ব প্রথম টুইন নেটওয়ার্ক।

শেরাটনে আয়োজিত ইউকে ট্রেড ফেয়ারের ব্যাংকের অভ্যান্তরে পরিদর্শকবৃন্দ।

১৯৯৯ সালের ডিসেম্বর শেষে ব্যাংকের মোট আমানতের পরিমাণ ছিল ১১৫১৫ মিলিয়ন টাকা (তলবী আমানত ৪৩৩০ মিলিয়ন টাকা ও মেয়াদী আমানত ৭১৮৫ মিলিয়ন টাকা) যা ২০০০ সালের মার্চ শেষে হ্রাস পেয়ে ১০৪৬৩ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায় (তলবী আমানত ৩০৮৪ মিলিয়ন টাকা ও মেয়াদী আমানত ৭৩৭৯ মিলিয়ন টাকা)। ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৯৯ তারিখে ব্যাংকের ঋণ ও অগ্রিমের পরিমাণ ছিল ৮৪১৩ মিলিয়ন টাকা এবং ২০০০ সালের মার্চ শেষে এর পরিমাণ হ্রাস পেয়ে ৭৮০৩ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ১৯৯৯ সালে ব্যাংকের বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল ২৯৭৬ মিলিয়ন টাকা যা ৩১শে মার্চ, ২০০০ তারিখে বৃদ্ধি পেয়ে ৩২৫৩ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ১৯৯৯ সালে ব্যাংক কর্তৃক বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনার পরিমাণ দাঁড়িয়েছিল ৮৬৪৮২ মিলিয়ন টাকা (রপ্তানি ১৫২৮৮ মিলিয়ন, আমদানি ২৩২০৮ মিলিয়ন ও রেমিটেন্স ৪৭৯৮৬ মিলিয়ন টাকা)। ২০০০ সালের প্রথম তিন মাসে ব্যাংকটি ১১৮৮৯ মিলিয়ন টাকার বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা করে, যার মধ্যে রপ্তানি ৫২০১ মিলিয়ন, আমদানি ৩৮৭৮ মিলিয়ন ও রেমিটেন্স ২৮১০ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৯ সালে ব্যাংকের মোট আয় ও ব্যয়ের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ২৩০৩ মিলিয়ন ও ১৬০৯ মিলিয়ন টাকা। ২০০০ সালের প্রথম তিন মাস সময়কালে ব্যাংকের মোট আয় ও ব্যয়ের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ৫৯২ মিলিয়ন এবং ৩৭৩ মিলিয়ন টাকা।

বাংলাদেশে এ ব্যাংকের অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ সারণি-১ এ দেয়া হল।

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

সারণি-১

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	১৯৯৮	১৯৯৯	৩১শে মার্চ, ২০০০ (সাময়িক)	৩০শে জুন, ২০০০ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	৫৯০	৬৭৫	৬৭৫	৬৭৫
২।	রিজার্ভ ফান্ড				
৩।	আমানত	১০,৫৭১	১১,৫১৫	১০,৪৬৩	১১,৩২৯
	(ক) তলবী আমানত	৩,২২০	৪,৩৩০	৩,০৮৪	৩,৩৯৪
	(খ) মেয়াদী আমানত	৭,৩৫১	৭,১৮৫	৭,৩৭৯	৭,৯৩৫
৪।	ঋণ ও অগ্রিম	৮,৭১৮	৮,৪১৩	৯,৮০৩	৯,৮২৭
৫।	বিনিয়োগ	২,০৯৩	২,৯৭৬	৩,২৫৩	৩,০০৩
৬।	মোট পরিসম্পদ	২৫,০২৭	২৭,৩৫০	২৭,০০০	২৯,০০০
৭।	মোট আয়	২,০৯৪	২,৩০৩	৫৯২	১,০৬৭
৮।	মোট ব্যয়	১,৩৮৩	১,৬০৯	৩৭৩	৭৩০
৯।	বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা	৫৯,৫১০	৮৬,৪৮২	১১,৮৮৯	২৩,৭৭৮
	(ক) রপ্তানি	১৬,৩১২	১৫,২৮৮	৫,২০১	১০,৪০২
	(খ) আমদানি	১৫,৩৪৬	২৩,২০৮	৩,৮৭৮	৭,৭৫৬
	(গ) রেমিটেন্স	২৭,৮৫২	৪৭,৯৮৬	২,৮১০	৫,৬২০
১০।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	১৯০	২৩৫	২৩০	২৬০
	(ক) কর্মকর্তা	৯৪	১৩৩	১৩১	১৪৫
	(খ) কর্মচারী	৯৬	১০২	৯৯	১১৫
১১।	বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যায়)	-	-	-	-
১২।	শাখা (সংখ্যায়)	৫	৫	৬	৬

১৯৯৯ সালে স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক কর্তৃক ঋণ বিতরণের পরিমাণ ছিল ৪৫৬৬ মিলিয়ন টাকা, যার মধ্যে শিল্প খাতে ঋণের পরিমাণ ১৫২৪ মিলিয়ন টাকা। শিল্প খাতে ২২১ মিলিয়ন টাকা সমেত ২০০০ সালের প্রথম তিন মাস সময়কালে ব্যাংক ৯৫৭ মিলিয়ন টাকার ঋণ বিতরণ করে। ১৯৯৯ সালে ব্যাংক কর্তৃক ঋণ আদায়ের পরিমাণ দাঁড়ায় ৪৪৬৫ মিলিয়ন টাকা এবং ২০০০ সালের প্রথম তিন মাস সময়কালে ঋণ আদায়ের পরিমাণ দাঁড়ায় ১৮৩২ টাকা।

স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক -এর খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি সারণি-২ এ দেখা হল।

সারণি-২

খাত-ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ		কৃষি ঋণ	শিল্প ঋণ			অন্যান্য	সর্বমোট
			মেয়াদী ঋণ	চলতি মূলধন	মোট		
১৯৯৮							
	বিতরণ	২৪	৮১১	৩৫৭	১১৬৮	৮২৫৯	৯৪৫১
	আদায়	৭১	৫২১	২২৭	৭৪৮	৭৭৫৬	৮৫৭৫
১৯৯৯							
	বিতরণ	-	১০৭৯	৪৪৫	১৫২৪	৩০৪২	৪৫৬৬
	আদায়	৩	২১৩	৭৩৮	৯৫১	৩৫১১	৪৪৬৫
৩১শে মার্চ, ২০০০							
	বিতরণ	৬	৪৫	১৭৬	২২১	৭৩০	৯৫৭
	আদায়	-	৭৫২	৪৭	৭৯৯	১০৩৩	১৮৩২
৩০ শে জুন, ২০০০**							
	বিতরণ	৫	৪১	১৮০	২২১	৮৩১	১০৫৭
	আদায়	২	৬৪১	৪৩	৬৮৪	৮৫১	১৫৩৭

* সাময়িক

** প্রাক্কলিত

৩১ ডিসেম্বর ১৯৯৯ তারিখে এই ব্যাংকের পুঞ্জিভূত বৃহৎ ও মাঝারী আকারের শিল্প প্রকল্পের সংখ্যা ছিল ৩০টি এবং ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প খাতে প্রকল্প সংখ্যা ছিল ১টি। স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংকের শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ মঞ্জুরী সারণি-৩ এ দেখানো হল।

সারণি-৩

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ

(মিলিয়ন টাকায়)

ঋণ মঞ্জুরী		শিল্পের আকার		মোট
		বৃহৎ ও মাঝারী	ক্ষুদ্র ও কুটির	
ক্রমপুঞ্জিভূতঃ ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৯৯ তারিখে				
	প্রকল্প সংখ্যা	৩০	১	৩১
	পরিমাণ	১,৩২৪	৬	১৩৩০
জানুয়ারী ১ হতে ডিসেম্বর ৩১, ১৯৯৯ পর্যন্ত				
	প্রকল্প সংখ্যা	১৬	-	১৬
	পরিমাণ	৪৪৪	-	৪৪৪
ক্রমপুঞ্জিভূতঃ মার্চ ৩১, ২০০০ তারিখে			-	
	প্রকল্প সংখ্যা	৩৬	-	৩৬
	পরিমাণ	১২৭১	-	১২৭১
জানুয়ারী ১ হতে মার্চ ৩১, ২০০০ পর্যন্ত			-	
	প্রকল্প সংখ্যা	৭	-	৭
	পরিমাণ	৬০৬	-	৬০৬
জানুয়ারী ১ হতে জুন ৩০, ২০০০* পর্যন্ত			-	
	প্রকল্প সংখ্যা	১১	-	১১
	পরিমাণ	৭৭৮	-	৭৭৮

* প্রক্কলিত

১৯৯৯ সালের শেষে এই ব্যাংকের ঋণের স্থিতির পরিমাণ দাঁড়ায় ৮৪১৩ মিলিয়ন টাকা (শিল্প খাতে) ১৭৪৫ মিলিয়ন টাকা, বীমা, রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা খাতে ৪১ মিলিয়ন টাকা, বিশেষ ঋণ কর্মসূচী খাতে ৯৮ মিলিয়ন টাকা ও অন্যান্য খাতে ৬৫২৯ মিলিয়ন টাকা।

খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতি সারণি-৪ এ দেখানো হল।

সারণি-৪

খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতিঃ

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	১৯৯৮	১৯৯৯	৩১শে মার্চ, ২০০০ (সাময়িক)	৩০শে জুন, ২০০০ (প্রাক্কলিত)
১।	কৃষি ও মৎস্যঃ	৩	-	৬	৭
	(ক) শস্য	-	-	-	-
	(খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য	৩	-	৬	৭
২।	শিল্পঃ	৮৬৫	১৭৪৫	১০৩৭	১২৪৪
	(ক) বৃহৎ ও মাঝারী	৮৫৯	১৭৪৩	১০৩৭	১২৪৪
	(খ) ক্ষুদ্র ও কুটির	৬	২	-	-
৩।	পরিবহন ও যোগাযোগ	-	-	-	-
৪।	বীমা, রিয়েল এষ্টেট ও ব্যবসা সেবা	৩২	৪১	৩০	৩৪
৫।	বিশেষ ঋণ কর্মসূচীঃ	১২৮	৯৮	১৫০	১২৫
৬।	অন্যান্য	৭৬৯০	৬৫২৯	৬৫৮০	৮৪১৭
	সর্বমোট	৮৭১৮	৮৪১৩	৭৮০৩	৯৮২৭

এ এন জেড গ্রীন্ডলেজ ব্যাংক পিএলসি

এ এন জেড গ্রীন্ডলেজ ব্যাংক পিএলসি ১৯০৫ সালে এদেশে কার্যক্রম শুরু করে। বাংলাদেশে এ ব্যাংকের ১০টি শাখা রয়েছে।

১৯৯৮ সালে এ ব্যাংক এদেশে প্রথম ইলেকট্রনিক ব্যাংকিং কৌশল (Electronic Banking Strategy) চালু করে যার অংশ হিসেবে ১৯৯৯ সালে ATM মেশিনের মাধ্যমে এ ব্যাংক দিবা-রাত্রি ২৪ ঘন্টা গ্রাহকদের ব্যাংকিং সেবা প্রদান করছে। ব্যাংকটি ক্রেডিট কার্ড ব্যবসা চালু করেছে এবং এ যাবৎ ১৬০০ ক্রেডিট কার্ড ইস্যু করেছে। ব্যাংকটি ANZ Link Computer Facilities এর মাধ্যমে মার্চ, ২০০০ পর্যন্ত ৯০ জন গুরুত্বপূর্ণ কর্পোরেট কাস্টমারের সঙ্গে কম্পিউটার যোগাযোগ স্থাপন করেছে, যার ফলে তারা নিজ নিজ অবস্থানে থেকেই কম্পিউটারের মাধ্যমে তাদের একাউন্টের ব্যালান্স চেক বা অনুসন্ধান করা, এল সি দেখা ও খোলা এবং এলসি সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যাদি জানা ইত্যাদি কাজ সমূহ করতে পারে। অধিকন্তু, ব্যাংকটি একটি অনুসন্ধান কেন্দ্র চালু করেছে যেখান থেকে গ্রহীতারা তাদের পিআইএন নম্বরের মাধ্যমে ফোন করে একাউন্টের বিস্তারিত জানতে পারেন। এই অনুসন্ধান কেন্দ্র প্রতিদিন খোলা থাকে।

২০০০ সালের ৩১শে মার্চ তারিখে ব্যাংকের কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সংখ্যা দাঁড়ায় ৩৭৩ জন, যার মধ্যে কর্মকর্তা ২৯৫ জন ও কর্মচারী ৭৮ জন। ১৯৯৯ শেষে ব্যাংকের মোট পরিসম্পদ ও রিজার্ভ ফান্ডের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ২৭১২৬ মিলিয়ন টাকা ও ৬১ মিলিয়ন টাকায়। ১৯৯৯ সালের ডিসেম্বর শেষে ব্যাংকের মোট আমানতের পরিমাণ ছিল ২৩৬৬২ মিলিয়ন টাকা (তলবী আমানত ৭২৬০ মিলিয়ন ও মেয়াদী আমানত ১৬৪০২ মিলিয়ন টাকা)। ১৯৯৯ সালের ডিসেম্বর শেষে ব্যাংকের ঋণ ও অগ্রিমের পরিমাণ পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় শতকরা ২৩.১৫ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ১৫১২৫ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে। ১৯৯৯ সালে ব্যাংক কর্তৃক বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনার পরিমাণ ছিল ৪৩৯৩৭ মিলিয়ন টাকা (রপ্তানি ৬২৬৮ মিলিয়ন, আমদানি ২১৩৪৬ মিলিয়ন ও রেমিটেন্স ১৬৩২৩ মিলিয়ন টাকা)। ২০০০ সালের প্রথম তিন মাসে এ ব্যবসা পরিচালনার পরিমাণ দাঁড়ায় ৮৮৮৩ মিলিয়ন টাকা (রপ্তানি ১৩৬৯ মিলিয়ন, আমদানি ২৭৩৬ মিলিয়ন ও রেমিটেন্স ৪৭৭৮ মিলিয়ন টাকা)। ১৯৯৯ সালে ব্যাংকের মোট আয় ও মোট ব্যয়ের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ২৬২৮ মিলিয়ন ও ১৪৪৮ মিলিয়ন টাকা। ২০০০ সালের প্রথম তিন মাসে ব্যাংকের আয় ও ব্যয়ের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ৭৮০ মিলিয়ন ও ৩৭১ মিলিয়ন টাকা।

বাংলাদেশ এ এন জেড গ্রীন্ডলেজ ব্যাংক-এর অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ সারণি- ১ এ দেয়া হ'ল।

ব্যাংকের আধুনিক প্রযুক্তির অংশ এটিএম সার্ভিস।

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	১৯৯৮	১৯৯৯	মার্চ ৩১, ২০০০ (সাময়িক)	জুন ৩০, ২০০০ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	-	-	-	-
২।	পরিশোধিত মূলধন	-	-	-	-
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	৬১	৬১	৬১	৬১
৪।	আমানত	১৬৫৬৬	২৩৬৬২	২৩২৫৫	২৩৮৯৩
	ক) চলতি আমানত	৪৩২১	৭২৬০	৬৩৯৮	৬৮৭৬
	খ) মেয়াদী আমানত	১২২৪৫	১৬৪০২	১৬৮৫৭	১৭০১৭
৫।	অগ্রিম	১২২৯২	১৫২১৫	১৪৯১১	১৭১৪৮
৬।	বিনিয়োগ	৪৬৫৫	৬৭০৩	৫৬০২	৫৯০২
৭।	মোট পরিসম্পদ	২০৫৭২	২৭১২৬	২৭৪৯৮	২৭৯৬৫
৮।	মোট আয়	২১৫২	২৬২৮	৭৮০	১৭২০
৯।	মোট ব্যয়	১০৫০	১৪৪৮	৫৭১	৭২০
১০।	বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা	৩৮৩২৭	৪৩৯৬৭	৮৮৮৩	১৯৩৯০
	ক) রপ্তানি	৪৭১৭	৬২৬৮	১৩৯৯	২৮৫০
	খ) আমদানি	১৭৪২৫	২১৩৪৬	২৭০৬	৬৫১৫
	গ) রেমিট্যান্স	১৬১৮৫	১৬৩২৩	৪৭৭৮	১০০২৫
১১।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	৩২৫	৩৩০	৩২৩	৩৮০
	ক) কর্মকর্তা	২৫০	২৫৪	২৪৫	৩০১
	খ) কর্মচারী	৭৫	৭৬	৭৮	৭৯
১২।	বিদেশী প্রতিনিধি ব্যাংক (সংখ্যায়)	১২৫০	১২৫০	১২৫০	১২৫০
১৩।	শাখা (সংখ্যায়)	২১৫৪	২১৫৪	২১৫৪	২১৫৪
	ক) বাংলাদেশে	১০	১০	১০	১০
	খ) বিদেশে	২১৪৪	২১৪৪	২১৪৪	২১৪৪

১৯৯৯ সালে এ এন জেড গ্রীন্ডলেজ ব্যাংক কর্তৃক ঋণ বিতরণ ও আদায়ের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৯৬৪৯ মিলিয়ন টাকা (শিল্প ঋণ ৬৬৫৭ মিলিয়ন টাকা) ও ৬৮০৬ মিলিয়ন টাকা। ২০০০ সালের প্রথম তিন মাসে ব্যাংক ২৩৯৮ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করে (শিল্প ঋণ ১৭১৫ মিলিয়ন টাকা) এবং ২৬১২ মিলিয়ন টাকা আদায় করে।

এ এন জেড গ্রীন্ডলেজ ব্যাংক কর্তৃক ঋণ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি সারণি-২ এ দেয়া হ'ল।

সারণি-২

খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ		শিল্প ঋণ			অন্যান্য	সর্বমোট
		মেয়াদী ঋণ	চলতি মূলধন	মোট		
১৯৯৮						
	বিতরণ	৭৬৭	৩৮৯৫	৪৬৬২	৩১৬৫	৭৮২৭
	আদায়	৪২১	৩১৮৩	৩৬০৪	১৬৭০	৫২৭৪
১৯৯৯						
	বিতরণ	৯৬৪	৫৬৯৩	৬৬৫৭	২৯৯২	৯৬৪৯
	আদায়	৮১১	৩১১৮	৩৯২৯	২৮৭৭	৬৮০৬
৩১শে মার্চ, ২০০০*						
	বিতরণ	৫১২	১২০৩	১৭১৫	৬৮৩	২৩৯৮
	আদায়	৯৮	৯৫০	১০৪৮	১৫৬৪	২৬১২
৩০শে জুন, ২০০০**						
	বিতরণ	৩২৭	১৩২৫	১৬৫২	১১০৫	২৭৫৭
	আদায়	৯৫	৩১৩	৪০৮	১১২	৫২০

* সাময়িক
** প্রাক্কলিত

১৯৯৯ সালে এ এন জেড গ্রীন্ডলেজ ব্যাংক কর্তৃক শিল্প ঋণ মঞ্জুরীর পরিমাণ ছিল ২৭৯৫ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৯ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত শিল্প ঋণ মঞ্জুরীর পরিমাণ ছিল ৭১২৭ মিলিয়ন টাকা। ২০০০ সালের প্রথম তিন মাস সময়কালে ব্যাংক কর্তৃক মঞ্জুরীকৃত শিল্প ঋণের পরিমাণ দাঁড়ায় ২৪২ মিলিয়ন টাকা এবং ৩১শে মার্চ, ২০০০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত শিল্প ঋণ মঞ্জুরীর পরিমাণ দাঁড়ায় ৭৩৬৯ মিলিয়ন টাকা। মঞ্জুরীকৃত ঋণ শুধুমাত্র বৃহদায়তন শিল্পের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ ছিল।

ব্যাংক কর্তৃক শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ মঞ্জুরীর অবস্থা সারণি- ৩ এ দেয়া হ'ল।

সারণি-৩

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ

(মিলিয়ন টাকায়)

ঋণ মঞ্জুরী		শিল্পের আকার		মোট
		বৃহৎ ও মাঝারী	ক্ষুদ্র ও কুটির	
ক্রমপুঞ্জিভূতঃ ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৯৯ তারিখে				
	প্রকল্প সংখ্যা	৬৫	--	৬৫
	পরিমাণ	৭১২৭	--	৭১২৭
জানুয়ারি ১ হতে ডিসেম্বর ৩১, ১৯৯৯পর্যন্ত				
	প্রকল্প সংখ্যা	৩৬	--	৩৬
	পরিমাণ	২৭৯৪	--	২৭৯৪
ক্রমপুঞ্জিভূতঃ মার্চ ৩১, ২০০০ তারিখে				
	প্রকল্প সংখ্যা	৭৭	--	৭৭
	পরিমাণ	৭৩৬৯	--	৭৩৬৯
জানুয়ারি ১ হতে মার্চ ৩১, ২০০০পর্যন্ত				
	প্রকল্প সংখ্যা	১২	--	১২
	পরিমাণ	২৪২	--	২৪২
জানুয়ারি ১ হতে জুন ৩০, ২০০০ * পর্যন্ত				
	প্রকল্প সংখ্যা	১৫	--	১৫
	পরিমাণ	২৭৮	--	২৭৮

* প্রাক্কলিত

এ এন জেড গ্রীন্ডলেজ ব্যাংক -এর খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি সারণি- ৪ দেয়া হ'ল।

সারণি-৪

খাতভিত্তিক ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	১৯৯৮	১৯৯৯	মার্চ ৩১, ২০০০ (সাময়িক)	জুন ৩০, ২০০০ (প্রাক্কলিত)
১।	কৃষি ও মৎস্যঃ	-	-	-	-
	ক) শস্য				
	খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য	-	-	-	-
২।	শিল্পঃ	৪০০৩	৭২৪৯	৭৯১৬	৯২১০
	ক) বৃহৎ ও মাঝারী	৪০০৩	৭২৪৯	৭৯১৬	৯২১০
	খ) ক্ষুদ্র ও কুটির	-	-	-	-
৩।	পাইকারী/খুচরা ব্যবসা এবং রেস্তোরাঁ/হোটেল	১২০০	১৫১৫	১৪৮০	১৭০২
৪।	বীমা, রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা	২৩২	৭৬৩	৭৮৮	৯০৬
৫।	পরিবহন ও যোগাযোগ	-	২১১	৯০০	১০৩৫
৬।	বিশেষ ঋণ কর্মসূচী	-	-	-	-
৭।	অন্যান্য	৬৮৪৭	৫৩৮৭	৩৮২৭	৪২৯৫
	সর্বমোট	১২২৮২	১৫১২৫	১৪৯১১	১৭১৪৮

হাবিব ব্যাংক লিমিটেড

হাবিব ব্যাংক লিমিটেড ১৯৭৬ সালের ৯ই জুলাই তারিখে বাংলাদেশে কার্যক্রম শুরু করে। বাংলাদেশে এ ব্যাংকের দু'টো শাখা অফিস রয়েছে। ২০০০ সালের মার্চ শেষে ব্যাংকের পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ ৮০ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ২০০০ সালের মার্চ শেষে ব্যাংকের রিজার্ভ ফান্ডের পরিমাণ ছিল ১৪ মিলিয়ন টাকা এবং মোট পরিসম্পদের পরিমাণ ছিল ২৬৪৭ মিলিয়ন টাকা। ৩১শে মার্চ, ২০০০ তারিখে ব্যাংকের মোট কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সংখ্যা দাঁড়ায় ৭২ জন, যার মধ্যে কর্মচারীর সংখ্যা ৩৭ জন ও কর্মকর্তার সংখ্যা ৩৫ জন।

১৯৯৯ সালের ডিসেম্বর শেষে হাবিব ব্যাংক লিমিটেড-এর মোট আমানতের পরিমাণ ছিল ৯৪৫ মিলিয়ন টাকা (তলবী আমানত ২৩৮ মিলিয়ন ও মেয়াদী আমানত ৭০৭ মিলিয়ন টাকা) যা ২০০০ সালের মার্চ শেষে বৃদ্ধি পেয়ে ৯৯৩ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায় (তলবী আমানত ৩০২ মিলিয়ন ও মেয়াদী ৬৯১ মিলিয়ন টাকা)। ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৯৯ তারিখে ব্যাংকটির অগ্রিমের পরিমাণ ছিল ৮২৫ মিলিয়ন টাকা এবং ২০০০ সালের মার্চ শেষে তা হ্রাস পেয়ে ৭৪৯ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ১৯৯৯ সালে এ ব্যাংক কর্তৃক বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনার পরিমাণ ছিল ৩৪৪৪ মিলিয়ন টাকা (রপ্তানি ৪০১ মিলিয়ন, আমদানি ২৬২৪ মিলিয়ন ও রেমিটেন্স ৪১৯ মিলিয়ন টাকা)। ২০০০ সালের প্রথম তিন মাস সময়কালে ব্যাংকটি ৮৩৭ মিলিয়ন টাকার বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা করে (রপ্তানি ১০৬ মিলিয়ন, আমদানি ৭২৮ মিলিয়ন ও রেমিটেন্স ৩ মিলিয়ন টাকা)।

বাংলাদেশে হাবিব ব্যাংক লিমিটেড-এর অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য সারণি-১ এ দেয়া হ'ল।

সারণি-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	১৯৯৮	১৯৯৯	মার্চ ৩১, ২০০০ (সাময়িক)	জুন ৩০, ২০০০ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	-	-	-	-
২।	পরিশোধিত মূলধন	৮০	৮০	৮০	৮০
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	১৪	১৪	১৪	১৪
৪।	আমানত	৯৪৩	৯৪৫	৯৯৩	১০৪১
	ক) তলবী আমানত	৩২১	২৩৮	৩০২	৩৪১
	খ) মেয়াদী আমানত	৬২২	৭০৭	৬৯১	৭০০
৫।	ঋণ ও অগ্রিম	৭৯৮	৮২৫	৭৪৯	৭৬১
৬।	বিনিয়োগ	২২৯	২১৪	৪১২	৪১৫
৭।	মোট পরিসম্পদ	২৬৫২	২৫১৬	২৬৪৭	২৭০০
৮।	মোট আয়	১৪৯	১৮৫	৪৮	৯৬
৯।	মোট ব্যয়	৮২	১১৭	৩২	৬৪
১০।	বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা	৪২৩৮	৩৪৪৪	৮৩৭	১৭১৮
	ক) রপ্তানি	৫৯৬	৪০১	১০৬	২১২
	খ) আমদানি	৩৬২৭	২৬২৪	৭২৮	১৫০০
	গ) রেমিটেন্স	১২	৪১৯	৩	৬
১১।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	৭২	৭২	৭২	৭২
	ক) কর্মকর্তা	৩৫	৩৫	৩৫	৩৫
	খ) কর্মচারী	৩৭	৩৭	৩৭	৩৭
১২।	বিদেশী প্রতিনিধি ব্যাংক (সংখ্যায়)				
১৩।	শাখা (সংখ্যায়)				
	ক) বাংলাদেশে	২	২	২	২
	খ) বিদেশে				

১৯৯৯ সালে হাবিব ব্যাংক লিমিটেড ১৫১৫ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করে এবং ১৫৪৫ মিলিয়ন টাকা ঋণ আদায় করে। ২০০০ সালের প্রথম তিন মাস সময়কালে ব্যাংকের ঋণ বিতরণ ও আদায়ের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ২০৬ মিলিয়ন ও ১৮৬ মিলিয়ন টাকা।

ঋণ বিতরণ ও আদায় সারণি-২ এ দেয়া হ'ল।

সারণি-২

খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ	কৃষি ঋণ	শিল্প ঋণ			অন্যান্য	সর্বমোট
		মেয়াদী ঋণ	চলতি মূলধন	মোট		
১৯৯৮						
বিতরণ		৭৩	৬৬৯	৭৪২	৭৬৬	১৫০৮
আদায়		২৮	৪৮৭	৫১৫	৪৬১	৯৭৬
১৯৯৯						
বিতরণ		৮৯	৫৬১	৬৫০	৮৬৫	১৫১৫
আদায়		১৭	৪২৮	৮৪৫	৭০০	১৫৪৫
৩১শে মার্চ, ২০০০*						
বিতরণ		-	৯২	৯২	১১৪	২০৬
আদায়		-	৯১	৯১	৯৫	১৮৬
৩০শে জুন, ২০০০**						
বিতরণ		-	১০০	১০০	২০০	৩০০
আদায়		-	৯৫	৯৫	১২৫	২২০

* সাময়িক

** প্রাক্কলিত

হাবিব ব্যাংক লিমিটেড-এর ১৯৯৯ সালের ডিসেম্বর শেষে ঋণের স্থিতি ছিল ৭৮৩ মিলিয়ন টাকা যা ৩১শে মার্চ, ২০০০ শেষে বৃদ্ধি পেয়ে ৭৯৫ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। হাবিব ব্যাংক লিমিটেড -এর ঋণের স্থিতি সারণি- ৩ এ দেয়া হ'ল।

সারণি-৪

খাতভিত্তিক ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	১৯৯৮	১৯৯৯	মার্চ ৩১, ২০০০ (সাময়িক)	জুন ৩০, ২০০০ (প্রাক্কলিত)
১।	কৃষি ও মৎস্য	-	-	-	-
	ক) শস্য		-	-	-
	খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য		-	-	-
২।	**শিল্পঃ**	৭১	১০৩	১০৪	১০০
	ক) বৃহৎ ও মাঝারী	৭১	১০৩	১০৪	১০০
	খ) ক্ষুদ্র ও কুটির	-	-	-	
৩।	পাইকারী/খুচরা ব্যবসা এবং রেস্তোরাঁ/হোটেল	২৬৯	২১৫	২৩৬	২২৫ -
৪।	বীমা, রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা	-	-	-	-
৫।	পরিবহন ও যোগাযোগ	-	-	-	-
৬।	বিশেষ ঋণ কর্মসূচী	-	-	-	-
	ক) দারিদ্র্য বিমোচন	-	-	-	-
	খ) অন্যান্য	-	-	-	-
৭।	অন্যান্য	৪৫৮	৫০৭	৪০৯	৪৩৬
	সবমোট	৭৯৮	৮২৫	৭৪৯	৭৬১

স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়া

বাংলাদেশে স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়ার একটি মাত্র শাখা অফিস রয়েছে। ১৯৭৫সালের ৫ই মে তারিখে এই শাখার কার্যক্রম শুরু হয়। ২০০০ সালের মার্চ শেষে ব্যাংকের পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ দাঁড়ায় ১৫০ মিলিয়ন টাকা। ৩১শে মার্চ, ২০০০ তারিখে ব্যাংকের কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সংখ্যা দাঁড়ায় ৪১জন, যার মধ্যে কর্মকর্তা ১৯ জন ও কর্মচারী ২২জন।

১৯৯৯ সালের ডিসেম্বর শেষে ব্যাংকের মোট আমানতের পরিমাণ ছিল ৮৮১ মিলিয়ন টাকা (তলবী আমানত ৪৮৬ মিলিয়ন ও মেয়াদী আমানত ৩৯৫ মিলিয়ন টাকা)এবং ২০০০ সালের মার্চ শেষে আমানতের পরিমাণ হ্রাস পেয়ে ৮০৫ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায় (তলবী আমানত ৪১৫ মিলিয়ন ও মেয়াদী আমানত ৩৯০ মিলিয়ন টাকা)। ১৯৯৯ সালের ডিসেম্বর শেষে ব্যাংকের ঋণ ও অগ্রিমের পরিমাণ ছিল ৭৯১ মিলিয়ন টাকা এবং এ সময়ে ব্যাংকের বিনিয়োগের পরিমাণ ১৫৬ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ১৯৯৯ সালে ব্যাংক কর্তৃক বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনার পরিমাণ দাঁড়ায় ৪৪২৫ মিলিয়ন টাকা (রপ্তানী ১৪৪৫ মিলিয়ন, আমদানী ১৮১২ মিলিয়ন ও রেমিটেন্স ১১৬৮ মিলিয়ন টাকা)। ১৯৯৯সালে ব্যাংকের মোট আয় ও ব্যয়ের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ২০০ মিলিয়ন ও ৫৬ মিলিয়ন টাকা। ২০০০ সালের প্রথম তিন মাসে ব্যাংকের আয় ও ব্যয়ের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ৪৪ মিলিয়ন ও ১৫ মিলিয়ন টাকা।বাংলাদেশে স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়া এর অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য সারণি-১ এ দেয়া হল।

সারণি-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	১৯৯৮	১৯৯৯	৩১শে মার্চ, ২০০০ (সাময়িক)
১।	অনুমোদিত মূলধন			
২।	পরিশোধিত মূলধন	১৫০	১৫০	১৫০
৩।	রিজার্ভ ফান্ড			
৪।	আমানত	১১৪৮	৮৮১	৮০৫
	ক) তলবী আমানত	৭১৫	৪৮৬	৪১৫
	খ) মেয়াদী আমানত	৪৩৩	৩৯৫	৩৯০
৫।	ঋণ ও অগ্রিম	৫৭১	৭৯১	৭৫৬
৬।	বিনিয়োগ	১৫২	১৫৬	১৫৬
৭।	মোট পরিসম্পদ	১৫১০	১৫২৮	১২১৫
৮।	মোট আয়	১৭৯	২০০	৪৪
৯।	মোট ব্যয়	৪৯	৫৬	১৫
১০।	বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা	৩২১০	৪৪২৫	১১৯৭
	ক) রপ্তানী	১০৬৯	১৪৪৫	৪২১
	খ) আমদানী	১৪০৪	১৮১২	৩১২
	গ) রেমিটেন্স	৭৩৭	১১৬৮	৪৬৪
১১।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	৪০	৪১	৪১
	ক) কর্মকর্তা	১৯	১৯	১৯
	খ) কর্মচারী	২১	২২	২২
১২।	বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যায়)	৭৯	৭৯	৭৯
১৩।	শাখা (সংখ্যায়) বাংলাদেশে	১	১	১

১৯৯৯ সালে স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়া কর্তৃক শিল্প ঋণ মঞ্জুরীর পরিমাণ ছিল ৬১ মিলিয়ন টাকা এবং ১৯৯৯ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে ক্রমপুঞ্জিভূত শিল্প ঋণ মঞ্জুরীর পরিমাণ ছিল ৩৫৯ মিলিয়ন টাকা। ৩১শে মার্চ, ২০০০ তারিখে ক্রমপুঞ্জিভূত শিল্প ঋণ মঞ্জুরীর পরিমাণ দাঁড়ায় ৩৫৯ মিলিয়ন টাকা। ব্যাংকটির শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ মঞ্জুরীর অবস্থা সারণি-২ এ দেখানো হল।

সারণি-২

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ

(মিলিয়ন টাকায়)

ঋণ মঞ্জুরী	শিল্পের আকার		মোট
	বৃহৎ ও মাঝারী	ক্ষুদ্র ও কুটির	
ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ ৩১শে ডিসেম্বর,১৯৯৯ তারিখে			
প্রকল্প সংখ্যা	১৫	-	১৫
পরিমাণ	৩৫৯	-	৩৫৯
জানুয়ারি ১ হতে ডিসেম্বর ৩১, ১৯৯৯ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	৩	-	৩
পরিমাণ	৬১	-	৬১
ক্রমপুঞ্জিভূতঃ মার্চ ৩১, ২০০০ তারিখে			
প্রকল্প সংখ্যা	১৫	-	১৫
পরিমাণ	৩৫৯	-	৩৫৯
জানুয়ারি ১ হতে মার্চ ৩১, ২০০০ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	-	-	-
পরিমাণ	-	-	-

১৯৯৯ সালের ডিসেম্বর শেষে স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়ার মোট ঋণের স্থিতি ছিল ৭৯১ মিলিয়ন টাকা (কৃষি ও মৎস খাতে ১৮ মিলিয়ন, শিল্পখাতে ৩৭২ মিলিয়ন এবং পরিবহন ও যোগাযোগ খাতে ২৩৭ মিলিয়ন টাকা) এবং ২০০০ সালের মার্চ শেষে তা হ্রাস পেয়ে ৭৫৬ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায় যার মধ্যে কৃষি ও মৎস খাতে ১৮ মিলিয়ন এবং পরিবহন ও যোগাযোগ খাতে ২৩৭ মিলিয়ন টাকা। ব্যাংকটির খাত-ভিত্তিক ঋনের স্থিতি সারণি-৩ এ দেখানো হল।

সারণি-৩

খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	১৯৯৮	১৯৯৯	মার্চ ৩১, ২০০০ (সাময়িক)
১।	কৃষি ও মৎস্যঃ	১৮	১৮	১৮
	ক) শস্য	-	-	-
	খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য	১৮	১৮	১৮
২।	শিল্প :	২৪২	৩৭২	৩৭৩
	ক) বৃহৎ ও মাঝারী	২৪২	৩৭২	৩৭৩
	খ) ক্ষুদ্র ও কুটির			
৩।	পাইকারী/খুচরা ব্যবসা এবং রেস্তোরা/ হোটেল	৬৭	৩১	৩৩
৪।	বীমা, রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা	২	৪	৪
৫।	পরিবহন ও যোগাযোগ	২০৯	২৭৩	২৩৭
৬।	অন্যান্য	৩৩	১২৯	৯১
	সর্বমোট	৫৭১	৭৯১	৭৫

ক্রেডিট এগ্রিকোল ইন্দোসুয়েজ (দি ব্যাংক)

ক্রেডিট এগ্রিকোল ইন্দোসুয়েজ -এর পূর্বের নাম ছিল ব্যাংক ইন্দোসুয়েজ। Banque de l' Idochine এবং Banque de Suez et de l' Union des Mines নামের দুটো প্রতিষ্ঠান একত্র করে ফ্রান্সে ব্যাংক ইন্দোসুয়েজের জন্ম হয়েছিল। ১৯৯৬ সালে ব্যাংক ইন্দোসুয়েজ ফ্রান্সের সর্ববৃহৎ ব্যাংক Caisse National de credit Agricole (CNCA) এর পূর্ণ মালিকানায় সাবসিডিয়ারী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। ১৯৯৭ সালের মে মাসের ব্যাংকটি 'ক্রেডিট এগ্রিকোল ইন্দোসুয়েজ' নাম ধারণ করে।

ক্রেডিট এগ্রিকোল ইন্দোসুয়েজ ঢাকা ও চট্টগ্রামে দুটো পূর্ণাংগ শাখা নিয়ে ১৯৮০ সাল থেকে বাংলাদেশে এর কার্যক্রম চালিয়ে আসছে। ঢাকার মতিঝিলস্থ শাখাটির অধীনে গুলশান ও সোনারগাঁও হোটেলে দুটো বুথ অফিস রয়েছে।

বাংলাদেশে এ ব্যাংক মূলধনের ভিত বৃদ্ধি করে ১৯৯৯ সালে ৭১৮ মিলিয়ন টাকায় (১৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার) উন্নীত করেছে। ব্যাংকটি করপোরেট ব্যাংকিং -এর উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে থাকে, যদিও আমানত গ্রহণ, ঋণ প্রদান, ঋণপত্র স্থাপন, ডকুমেন্টারী লেনদেন, স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক অর্থ প্রেরণ এবং বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয় বিক্রয়সহ বাণিজ্যিক ব্যাংকের অন্যান্য কাজও করে থাকে।

১৯৯৯ সালের ডিসেম্বর শেষে বাংলাদেশে ক্রেডিট এগ্রিকোল ইন্দোসুয়েজ -এর মোট আমানতের পরিমাণ ছিল ৬৩২০ মিলিয়ন টাকা (তলবী আমানত ২১৭১ মিলিয়ন ও মেয়াদী আমানত ৪১৪৯ মিলিয়ন টাকা) যা ২০০০ সালের মার্চ শেষে বৃদ্ধি পেয়ে ৭১৮৯ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায় (তলবী আমানত ২৮৩১ মিলিয়ন ও মেয়াদী আমানত ৪৩৫৮ মিলিয়ন টাকা)। ১৯৯৯ সালের ডিসেম্বর শেষে ব্যাংকের ঋণ ও অগ্রিমের পরিমাণ ছিল ৩৫৯৩ মিলিয়ন টাকা এবং মার্চ, ২০০০ শেষে এর পরিমাণ দাঁড়ায় ৩৩০৬ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৯ সালের ডিসেম্বর শেষে ব্যাংকের বিনিয়োগের পরিমাণ দাঁড়ায় ১৮১০ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৯ সালে ব্যাংক কর্তৃক বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনার পরিমাণ ছিল ২৯৯১৫ মিলিয়ন টাকা (রপ্তানি ৮০৮৫ মিলিয়ন, আমদানি ১০৯৩৫ মিলিয়ন ও রেমিটেন্স ১০৮৯৫ মিলিয়ন টাকা)। ২০০০ সালের প্রথম তিন মাস সময়কালে ব্যাংকটি ৭৭২৭ মিলিয়ন টাকার বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা করে (রপ্তানি ২২৮৫ মিলিয়ন, আমদানি ৩০০০ মিলিয়ন ও রেমিটেন্স ২৪৪২ মিলিয়ন টাকা)। ১৯৯৯ সালে ব্যাংকের কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সংখ্যা ছিল ১৩৫ জন, যার মধ্যে ১০৪ জন কর্মকর্তা ও ৩১ জন কর্মচারী।

বাংলাদেশে ক্রেডিট এগ্রিকোল ইন্দোসুয়েজ -এর কার্যক্রমের অগ্রগতির বৈশিষ্ট্যসমূহ সারণি-১ এ দেয়া হলো।

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

সারণি-১

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	১৯৯৮	১৯৯৯	৩১শে মার্চ, ২০০০ (সাময়িক)	৩০শে জুন, ২০০০ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	-	-	-	-
২।	পরিশোধিত মূলধন	-	-	-	-
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	৬৬৭	৭১৮	৭৮৫	৮৫২
৪।	আমানত	৫৬০৩	৬৩২০	৭১৮৯	৬৭৫০
	(ক) তলবী আমানত	১৮৬৫	২১৭১	২৮৩১	২৫০০
	(খ) মেয়াদী আমানত	৩৭৩৮	৪১৪৯	৪৩৫৮	৪২৫০
৫।	ঋণ ও অগ্রিম	৩৩৭৮	৩৫৯৩	৩৩০৬	৩৫০০
৬।	বিনিয়োগ	১৬৫০	১৮১০	২৪১০	২৩০০
৭।	মোট পরিসম্পদ	৬৬৮১	৮৫৪৬	৭৮৩১	৮০০০
৮।	মোট আয়	৮০১	৮৫৪	২৩৯	৪৭৮
৯।	মোট ব্যয়	৪৯৬	৫৭১	১৪৭	২৯৪
১০।	বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা	২৮০৩৮	২৯৯১৫	৭৭২৭	১৩৭৫০
	(ক) রপ্তানি	৯২৫১	৮০৮৫	২২৮৭	৪৪৭০
	(খ) আমদানি	১০১০০	১০৯৩৫	৩০০০	৬১০০
	(গ) রেমিটেন্স	৮৬৮৭	১০৮৯৫	২৪৪২	৩১৮০
১১।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	১৩৪	১৩৫	১৩৫	১৩৫
	(ক) কর্মকর্তা	১০৩	১০৪	১১১	১১১
	(খ) কর্মচারী	৩১	৩১	২৪	২৪
১২।	বিদেশী প্রতিসংস্থা ব্যাংক (সংখ্যায়)	১৮	১৮	১৮	১৮
১৩।	শাখা (সংখ্যায়)	২	২	২	২

১৯৯৯ সালে ক্রেডিট এগ্রিকোল ইন্দোসুয়েজ কর্তৃক ঋণ বিতরণের পরিমাণ ছিল ১২৬২৯ মিলিয়ন টাকা (শিল্প খাতে ৮০৪৩ মিলিয়ন, কৃষিখাতে ৯৬ মিলিয়ন ও অন্যান্য খাতে ৪৪৯০ মিলিয়ন টাকা) এবং ঋণ আদায়ের পরিমাণ ছিল ১০০৮১ মিলিয়ন টাকা। ২০০০ সালের প্রথম তিন মাস সময়কালে ব্যাংকের ঋণ বিতরণের পরিমাণ দাঁড়ায় ২২২৭ মিলিয়ন টাকা (শিল্পখাতে ১৫৮৯ মিলিয়ন, কৃষিখাতে ৬২ মিলিয়ন ও অন্যান্য খাতে ৫৭৬ মিলিয়ন টাকা) এবং উক্ত সময় ঋণ আদায়ের পরিমাণ দাঁড়ায় ২১২১ মিলিয়ন টাকা।

ব্যাংকটির খাত-ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি সারণি-২ এ দেয়া হল।

সারণি-২

খাত-ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ		কৃষি ঋণ	শিল্প ঋণ			অন্যান্য	সর্বমোট
			মেয়াদী ঋণ	চলতি মূলধন	মোট		
১৯৯৮							
	বিতরণ	১০১	৩৭৪	৪১৬৩	৪৫৩৭	৪৬২২	৯২৬০
	আদায়	১১২	৫৭৮	৪৩৫২	৪৯৩০	৫০৭২	১০১১৪
১৯৯৯							
	বিতরণ	৯৬	৪৮৯	৭৫৫৪	৮০৪৩	৪৪৯০	১২৬২৯
	আদায়	১১৯	৪৯০	৭৩০৮	৭৭৯৮	২১৬৪	১০০৮১
৩১শে মার্চ, ২০০০*							
	বিতরণ	৬২	২৭৮	১৩১১	১৫৮৯	৫৭৬	২২২৭
	আদায়	৫১	২৪	১৫৭৮	১৬০২	৪৬৮	২১২১
৩০ শে জুন, ২০০০**							
	বিতরণ	১৩৬	৬১২	২৮৮৪	৩৪৯৬	১২৬৭	৪৮৯৯
	আদায়	১১২	৫৩	৩৪৭২	৩৫২৫	১০৩০	৪৬৬৭

* সাময়িক

** প্রাক্কলিত

১৯৯৯ সালে ক্রেডিট এগ্রিকোল ইন্দোসুয়েজ কর্তৃক শিল্প ঋণ মঞ্জুরীর পরিমাণ ছিল ৮০৪৩ মিলিয়ন টাকা এবং ১৯৯৯ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে ক্রমপুঞ্জিভূত শিল্প ঋণ মঞ্জুরীর পরিমাণ ছিল ২৬১৫ মিলিয়ন টাকা। ২০০০ সালের প্রথম তিন মাস সময়কালে ঋণ মঞ্জুরীর পরিমাণ দাঁড়ায় ১৫৮৯ মিলিয়ন টাকা এবং ৩১শে মার্চ, ২০০০ তারিখে ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণ মঞ্জুরীর পরিমাণ দাঁড়ায় ২৫০৭ মিলিয়ন টাকা।

ব্যাংকটির শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ মঞ্জুরীর অবস্থা সারণি-৩ এ দেখানো হলো।

সারণি-৩

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ

(মিলিয়ন টাকায়)

ঋণ মঞ্জুরী		শিল্পের আকার		মোট
		বৃহৎ ও মাঝারী	ক্ষুদ্র ও কুটির	
ক্রমপুঞ্জিভূত: ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৯৯ তারিখে				
	প্রকল্প সংখ্যা	৮৫	-	৮৫
	পরিমাণ	২৬১৫	-	২৬১৫
জানুয়ারি ১ হতে ডিসেম্বর ৩১, ১৯৯৯ পর্যন্ত			-	
	প্রকল্প সংখ্যা	৪৪	-	৪৪
	পরিমাণ	৮০৪৩	-	৮০৪৩
ক্রমপুঞ্জিভূত: মার্চ ৩১, ২০০০ তারিখে			-	
	প্রকল্প সংখ্যা	৮৪	-	৮৪
	পরিমাণ	২৫০৭	-	২৫০৭
জানুয়ারি ১ হতে মার্চ ৩১, ২০০০ পর্যন্ত			-	
	প্রকল্প সংখ্যা	৩৬	-	৩৬
	পরিমাণ	১৫৮৯	-	১৫৮৯
জানুয়ারি ১ হতে জুন ৩০, ২০০০* পর্যন্ত			-	
	প্রকল্প সংখ্যা	৫৪	-	৫৪
	পরিমাণ	৩৪৯৬	-	৩৪৯৬

* প্রাক্কলিত

১৯৯৯ সালে ইন্দোসুয়েজ -এর মোট ঋণের স্থিতির পরিমাণ ছিল ৩৫৯৩ মিলিয়ন টাকা যার মধ্যে শিল্প খাতে স্থিতি ২৬১৫ মিলিয়ন টাকা। ২০০০ সালের মার্চ শেষে ঋণের স্থিতি হ্রাস পেয়ে ৩৩০৬ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায় (শিল্পখাতে ২৫০৭ মিলিয়ন টাকা)।

ব্যাংকটির খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি সারণি-৪ এ দেখানো হলো।

সারণি-৪

খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	১৯৯৮	১৯৯৯	৩১শে মার্চ, ২০০০ (সাময়িক)	৩০শে জুন, ২০০০ (প্রাক্কলিত)
১।	কৃষি ও মৎস্যঃ	৩৮	১৪	১৮	২০
	(ক) শস্য	-	-	-	-
	(খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য	৩৮	১৪	১৮	২০
২।	শিল্পঃ	১৯০২	২৬১৫	২৫০৭	২৭৫৮
	(ক) বৃহৎ ও মাঝারী	১৩৮৫	১৪৫৩	১২৪২	১৩৬৬
	(খ) মাঝারী	৫১৭	১১৬২	১২৬৫	১৩৯২
	(গ) ক্ষুদ্র ও কুটির	-	-	-	-
৩।	পাইকারী ঃ/খুচরা ব্যবসা এবং রেস্তোরাঁ/হোটেল	১৬৭	১৫১	১৬৮	১৬৩
৪।	বীমা, রিয়েল এষ্টেট ও ব্যবসা সেবা	৮৭	৮০	৭৮	৮৬
৫।	পরিবহন ও যোগাযোগ	৬৭	৪৪	৫৪	৫৯
৬।	বিশেষ ঋণ কর্মসূচীঃ	-	-	-	-
	(ক) দারিদ্র্য বিমোচন	-	-	-	-
	(খ) অন্যান্য	-	-	-	-
৭।	অন্যান্য	১১১৭	৬৮৯	৫০১	৫৫১
	সর্বমোট	৩৩৭৮	৩৫৯৩	৩৩০৬	৩৬৩৭

ন্যাশনাল ব্যাংক অব পাকিস্তান

ন্যাশনাল ব্যাংক অব পাকিস্তান ১৯৯৪ সালে ৩১শে আগস্ট তারিখে ১০০ মিলিয়ন টাকার পরিশোধিত মূলধন নিয়ে বাংলাদেশে এর কার্যক্রম শুরু করে। ২০০০ সালের মার্চ শেষে ব্যাংকের পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ দাঁড়ায় ১১৩ মিলিয়ন টাকা এবং মোট পরিসম্পদের পরিমাণ দাঁড়ায় ৪৬৯ মিলিয়ন টাকা। বাংলাদেশে ব্যাংকের একটি মাত্র শাখা রয়েছে। তবে, বন্দর নগরী চট্টগ্রামে ব্যাংকটির দ্বিতীয় শাখা খোলার পরিকল্পনা রয়েছে। ২০০০ সালের মার্চ শেষে ব্যাংকের মোট কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সংখ্যা ছিল ১৮ জন, যার মধ্যে কর্মকর্তা ১১জন ও কর্মচারী ৭ জন।

১৯৯৯ সালের জুন শেষে বাংলাদেশে ন্যাশনাল ব্যাংক অব পাকিস্তানের মোট আমানতের পরিমাণ ছিল ১৪৯ মিলিয়ন টাকা (তলবী আমানত ৭২ মিলিয়ন ও মেয়াদী আমানত ৭৭ মিলিয়ন টাকা) যা ২০০০ সালের মার্চ শেষে বৃদ্ধি পেয়ে ১৫৮ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায় (তলবী আমানত ৭৫ মিলিয়ন ও মেয়াদী আমনত ৮৩ মিলিয়ন টাকা)। ৩০শে জুন, ১৯৯৯ তারিখে ব্যাংকের ঋণ ও অগ্রিমের পরিমাণ ছিল ৮৮ মিলিয়ন টাকা যা মাচ, ২০০০ শেষে হ্রাস পেয়ে ৭০ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ব্যাংকের মোট বিনিয়োগের পরিমাণ ১৯৯৯ সালের জুন শেষে ছিল ২০ মিলিয়ন টাকা যা মার্চ, ২০০০ শেষে ৩০ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ১৯৯৮-৯৯ সালে ব্যাংক কর্তৃক বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনার পরিমাণ দাঁড়ায় ৮৬৬ মিলিয়ন টাকা (রপ্তানী ৪৫৪ মিলিয়ন ও আমদানী ৪১২ মিলিয়ন টাকা)। ১৯৯৮-৯৯ সালে ব্যাংকের মোট আয় ও ব্যয়ের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৩৫ মিলিয়ন ও ১৯ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৮-৯৯ সালে ব্যাংকটি ১৬ মিলিয়ন টাকা মুনাফা অর্জন করে।

বাংলাদেশে ন্যাশনাল ব্যাংক অব পাকিস্তান এর অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য সারণি-১ দেয়া হল।

সারণি-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরন	১৯৯৭-৯৮	১৯৯৮-৯৯	৩১শে মার্চ, ২০০০ (প্রাক্কলিত)	৩১শে জুন, ২০০০ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	১১৩	১১৩	১১৩	১১৩
২।	পরিশোধিত মূলধন	১১৩	১১৩	১১৩	১১৩
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	-	১	১	১
৪।	আমানত	১৩২	১৪৯	১৫৮	১৬৫
	ক) তলবী আমানত	৫৬	৭২	৭৫	৮০
	খ) মেয়াদী আমানত	৭৬	৭৭	৮৩	৮৫
৫।	ঋণ ও অগ্রিম	৭২	৮৮	৭০	১০৪
৬।	বিনিয়োগ	২৫	২০	৩০	৩৫
৭।	মোট পরিসম্পদ	৩৮৫	৪৪৮	৪৬৯	৪৮৫
৮।	মোট আয়	২৫	৩৫	৮	১৮
৯।	মোট ব্যয়	১৫	১৯	৪	৮
১০।	বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা	৫৮৫	৮৬৬	২৭০	৪৪০
	ক) রপ্তানী	২৭৩	৪৫৪	১১৫	২৩০
	খ) আমদানী	২৯৪	৪১২	১০৫	২১০
	গ) রেমিটেন্স	১৮	-	-	-
১১।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	১৫	১৮	১৮	১৮
	ক) কর্মকর্তা	৮	১১	১১	১১
	খ) কর্মচারী	৭	৭	৭	৭
১২।	শাখা (সংখ্যায়)	১	১	১	১

১৯৯৮-৯৯ সালে ব্যাংক কর্তৃক ঋণ বিতরণের পরিমণ দাঁড়ায় ৮১ মিলিয়ন টাকা। এ সময়ে ব্যাংকের ঋণ আদায়ের পরিমাণ দাঁড়ায় ৫৮ মিলিয়ন টাকা। পূর্ববর্তী বছর ঋণ বিতরনের পরিমাণ ছিল ৭২ মিলিয়ন টাকা যার মধ্যে শিল্প খাতে ঋণের পরিমাণ ছিল ৬১ মিলিয়ন টাকা। ন্যাশনাল ব্যাংক অব পাকিস্তান এর ঋণ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি সারণি-২ এ দেখানো হল।

খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়

সারণি-২

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ ১৯৯৭-৯৮	কৃষি ঋণ	শিল্প ঋণ			অন্যান্য	সর্বমোট
		মেয়াদী ঋণ	চলতি মূলধন	মোট		
	বিতরন	২৬	৩৫	৬১	১১	৭২
	আদায়	৮	২৫	৩৩	৬	৩৯
১৯৯৮-৯৯						
	বিতরন	২৬	৩৮	৬৪	১৭	৮১
	আদায়	৩	৪২	৪৫	১৩	৫৮
৩১শে মার্চ, ২০০০*						
	বিতরন	১২	১০	২২	৪	২৬
	আদায়	-	-	-	-	-
৩০শে জুন, ২০০০**						
	বিতরন	১২	২১	৩৩	৯	৪২
	আদায়					

* সাময়িক

** প্রাক্কলিত

১৯৯৯ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে ন্যাশনাল ব্যাংক অব পাকিস্তান কর্তৃক শিল্পখাতে ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণ মঞ্জুরীর পরিমাণ দাঁড়ায় ৩৯ মিলিয়ন টাকা। উল্লেখ্য যে, ব্যাংকটি কর্তৃক ঋণ মঞ্জুরী শুধুমাত্র বৃহৎ ও মাঝারী শিল্পের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ রয়েছে। ১৯৯৯ সালের ১লা জানুয়ারী হতে ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত ব্যাংকটি ১টি বৃহৎ ওমাঝারী শিল্পে ১৬ মিলিয়ন টাকা ঋণ মঞ্জুর করে।

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ মঞ্জুরীর অবস্থা সারণি-৩ দেখানো হল।

সারণি-৩

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ

(মিলিয়ন টাকায়)

ঋণ মঞ্জুরী		শিল্পের আকার		
		বৃহৎ ও মাঝারী	ক্ষুদ্র ও কুটির	মোট
ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ ৩১শে ডিসেম্বর,১৯৯৯ তারিখে				
	প্রকল্প সংখ্যা	২	-	২
	পরিমাণ	৩৯	-	৩৯
জানুয়ারী ১ হতে ডিসেম্বর ৩১, ১৯৯৯ পর্যন্ত				
	প্রকল্প সংখ্যা	১	-	১
	পরিমাণ	১৬	-	১৬
ক্রমপুঞ্জিভূতঃ মার্চ ৩১, ২০০০ তারিখে				
	প্রকল্প সংখ্যা	২	-	২
	পরিমাণ	৩৯	-	৩৯
জানুয়ারী ১ হতে মার্চ ৩১, ২০০০ পর্যন্ত				
	প্রকল্প সংখ্যা	২	-	২
	পরিমাণ	৩৯	-	৩৯
জানুয়ারী ১ হতে জুন ৩০, ২০০০* পর্যন্ত				
	প্রকল্প সংখ্যা	৩		৩
	পরিমান	৬৯		৬৯

* প্রাক্কলিত

১৯৯৯ সালের জুন শেষে বাংলাদেশে ন্যাশনাল ব্যাংক অব পাকিস্তান এর ঋনের স্থিতির পরিমাণ দাঁড়ায় ৮৮ মিলিয়ন টাকা (শিল্প খাতে স্থিতি ৮৬ মিলিয়ন টাকা)। পূর্ববর্তী বছরে এর পরিমাণ ছিল ৭২ মিলিয়ন টাকা (শিল্প খাতে ঋণের স্থিতি ৬১ মিলিয়ন টাকা)। খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতি সারণি-৪ এ দেখানো হল।

সারণি-৪

খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	১৯৯৭-৯৮	১৯৯৮-৯৯	মার্চ ৩১, ২০০০ (সাময়িক)	জুন ৩০, ২০০০ (প্রাক্কলিত)
১।	কৃষি ও মৎস্যঃ				
	ক) শস্য	-	-	-	-
	খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য	-	-	-	-
২।	শিল্পঃ				
	ক) বৃহৎ / মাঝারী	৬১	৮৬	৬৯	১০২
	খ) ক্ষুদ্র ও কুটির	৩৫	৩৮	৩২	৬২
৩।	পাইকারী / খুচরা ব্যবসা এবং রেস্তোরা / হোটেল	-	-	-	-
৪।	বীমা, রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা	-	-	-	-
৫।	পরিবহন ও যোগাযোগ	-	-	-	-
৬।	বিশেষ ঋণ কর্মসূচী				
	ক) দারিদ্র বিমোচন	-	-	-	-
	খ) অন্যান্য	-	-	-	-
৭।	অন্যান্য	১১	২	২	২
	সর্বমোট	৭২	৮৮	৭১	১০৪

মুসলিম কমার্শিয়াল ব্যাংক লিমিটেড

মুসলিম কর্মাশিয়াল ব্যাংক ১৯৯৪ সালে ২১শে সেপ্টেম্বর তারিখে ১০০ মিলিয়ন টাকার রিজার্ভ ফান্ড ও ৭২৫ মিলিয়ন টাকার পরিসম্পদ নিয়ে বাংলাদেশে কার্যক্রম শুরু করে। বাংলাদেশে এ ব্যাংকের দু'টো শাখা ও একটি বুথ অফিস রয়েছে এ বছরের শেষ নাগাদ ব্যাংকটি ইপিজেড চট্টগ্রামে একটি অফসোর ব্যাংকিং ইউনিট খুলতে যাচ্ছে। মুসলিম কমার্শিয়াল ব্যাংকিং সেবার পাশাপাশি নিজস্ব উদ্ভাবিত "MCB Money Plant" প্রকল্প চালু করেছে। ব্যাংকটি বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন (এইচ বি এফ সি) এবং অন্যান্য বেসরকারী তালিকাভূক্ত কোম্পানীর ডিবেঞ্চারে ২০০ মিলিয়ন টাকা বিনিয়োগ করেছে। এয়াড়াও ব্যাংকটি প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগের আওতায় ইন্টারন্যাশনাল লিজিং এন্ড ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস নামক কোম্পানীর ইশুইটিতে শতকরা ৩০ ভাগ বিনিয়োগ করেছে। ২০০০ সাল মার্চ শেষে ব্যাংকের রিজার্ভ ফান্ডের পরিমাণ ১০০ মিলিয়ন টাকায় অপরিবর্তিত থাকে এবং উক্ত সময়ে ব্যাংক মোট পরিসম্পদের পরিমাণ দাঁড়ায় ১৬৯৩ মিলিয়ন টাকা। ৩১শে মার্চ, ২০০০ তারিখে ব্যাংকের মোট কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সংখ্যা দাঁড়ায় ৬২ জন, যার মধ্যে কর্মকর্তা ৫৫ জন ও কর্মচারী ৭ জন।

১৯৯৯ সালের ডিসেম্বর শেষে মুসলিম কমার্শিয়াল ব্যাংকের মোট আমানতের পরিমাণ ছিল ৭৬০ মিলিয়ন টাকা (তলবী আমানত ১৮৪ মিলিয়ন ও মেয়াদী আমানত ৫৭৬ মিলিয়ন টাকা) যা ২০০০ সালের মার্চ শেষে হ্রাস পেয়ে ৬৯৬ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায় (তলবী আমানত ৮৮ মিলিয়ন ও মেয়াদী আমানত ৬০৮ মিলিয়ন টাকা মিলিয়ন টাকা) ১৯৯৯ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে ব্যাংকের মোট ঋণের স্থিতি ছিল ৪৫০ মিলিয়ন টাকা। ৩১শে মার্চ, ২০০০ তারিখে ব্যাংকের মোট ঋণের স্থিতি হ্রাস পেয়ে ৩৯৮ মিলিয়ন টাকা দাঁড়ায়। ১৯৯৯ সালের শেষে ব্যাংকটির বিনিয়োগের পরিমান ছিল ১৬০ মিলিয়ন টাকা যা মার্চ, ২০০০ শেষে হ্রাস পেয়ে ১৪৫ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ১৯৯৯ সালের ব্যাংকটি কর্তৃক বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনার পরিমাণ ছিল ৩৭৬৫ মিলিয়ন টাকা (রপ্তানি ১১৮১ মিলিয়ন, আমদানী ১৪১৯ মিলিয়ন ও রেমিটেন্স ১১৬৫ মিলিয়ন টাকা)। ২০০০ সালের প্রথম তিন মাস সময়কালে ব্যাংকটি ১২৫৫ মিলিয়ন টাকার বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা করে (রপ্তানি ৪১৫ মিলিয়ন টাকা, আম ৪০৯ মিলিয়ন টাকা ও রেমিটেন্স ৪৩১ মিলিয়ন টাকা)। ১৯৯৯ সালে ব্যাংকের মোট আয় ও ব্যয়ের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১৩২ মিলিয়ন টাকা ও ১০১ মিলিয়ন টাকা।

বাংলাদেশে মুসলিম কমার্শিয়াল ব্যাংকের অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য সারণি-১ এ দেয়া হলো।

ব্যাংকের অর্থায়িত প্রতিষ্ঠিত একটি স্পিনিং মিল

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

সারণি-১

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	১৯৯৮	১৯৯৯	৩১শে মার্চ, ২০০০ (প্রাক্কলিত)	৩১শে জুন, ২০০০ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন				
২।	পরিশোধিত মূলধন				
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	১০০	১০০	১০০	১০০
৪।	আমানত	৮৩৩	৭৬০	৬৯৬	৮৭০
	ক) তলবী আমানত	২৩৯	১৮৪	৮৮	১১০
	খ) মেয়াদী আমানত	৫৯৪	৫৭৬	৬০৮	৭৬০
৫।	ঋণ ও অগ্রিম	৫৪৫	৪৫০	৩৯৮	৪৩৮
৬।	বিনিয়োগ	১৩০	১৬০	১৪৫	১৮০
৭।	মোট পরিসম্পদ	১৮৬৭	১৭০৪	১৬৯৩	২১১৬
৮।	মোট আয়	১২৫	১৩২	২৮	৬০
৯।	মোট ব্যয়	৯৫	১০১	২২	৪৫
১০।	বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা	৩৬৬৭	৩৭৬৫	১২৫৫	২১৮০
	ক) রপ্তানী	১১৫৯	১১৮১	৪১৫	৭৫০
	খ) আমদানী	১৫৯৩	১৪১৯	৪০৯	৮৩০
	গ) রেমিটেন্স	৯১৫	১১৬৫	৪৩১	৬০০
১১।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	৫৫	৬০	৬২	৬৫
	ক) কর্মকর্তা	৪৭	৫৩	৫৫	৫৮
	খ) কর্মচারী	৮	৭	৭	৭
১২।	বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যায়)	৭৪	৭৩	৭৫	৭৯
১৩।	শাখা (সংখ্যায়)	২	২	২	২
	(ক) বাংলাদেশ	২	২	২	২
	(খ) বিদেশ	-	-	-	-

১৯৯৯ সালে মুসলিম কমার্শিয়াল ব্যাংক লিমিটেড ১৬২১ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করে এবং ১৭১৭ মিলিয়ন টাকা ঋণ আদায় করে। ২০০০ সালের প্রথম তিন মাস সময়কালে ব্যাংকের ঋণ বিতরণ ও আদায়ের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ২৩৫৬ মিলিয়ন টাকা। মুসলিম কর্মার্শিয়াল ব্যাংকের খাত-ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি সারণি-২ -এ দেখানো হলো।

সারণি-২

ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ	কৃষি ঋণ	শিল্প ঋণ			অন্যান্য	সর্বমোট
		মেয়াদী ঋণ	চলতি মূলধন	মোট		
১৯৯৮						
বিতরণ	-		৩২২	৩২২	৭১০৩	৭৪২৫
আদায়	-		৩২৭	৩২৭	৭০৩২	৭৩৫৯
১৯৯৯						
বিতরণ	-	৫	২৮২	২৮৭	১৩৩৪	১৬২১
আদায়	-	২৮	১৪৮	১৭৬	১৫৪১	১৭১৭
৩১শে মার্চ, ২০০০*						
বিতরণ	-	১	১৪৯	১৫০	২২০৬	২৩৫৬
আদায়	-	১	১৬৩	১৬৪	২২৪৩	২৪০৭
৩০ শে জুন, ২০০০**						
বিতরণ		১	২৯৭	২৯৮	৪৪১৩	৪৭১১
আদায়		২	২৪৭	২৪৯	৪৪৩৯	৪৬৮৮

* সাময়িক

** প্রাক্কলিত

মুসলিম কমার্শিয়াল ব্যাংক লিঃ এর শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ মঞ্জুরী সারণি-৩ -এ দেয়া হল।

সারণি-৩

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ

(মিলিয়ন টাকায়)

ঋণ মঞ্জুরী		শিল্পের আকার		
		বৃহৎ ও মাঝারী	ক্ষুদ্র ও কুটির	মোট
ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ ৩১শে ডিসেম্বর,১৯৯৯ তারিখে				
	প্রকল্প সংখ্যা	৪	-	৪
	পরিমাণ	২২	-	২২
জানুয়ারি ১ হতে ডিসেম্বর ৩১, ১৯৯৯ পর্যন্ত				
	প্রকল্প সংখ্যা	৪	-	৪
	পরিমাণ	৬০	-	৬০
ক্রমপুঞ্জিভূতঃ মার্চ ৩১, ২০০০ তারিখে				
	প্রকল্প সংখ্যা	৪	-	৪
	পরিমাণ	২০	-	২০
জানুয়ারি ১ হতে মার্চ ৩১, ২০০০ পর্যন্ত				
	প্রকল্প সংখ্যা	৪	-	৪
	পরিমাণ	১১	-	১১
জানুয়ারি ১ হতে জুন ৩০, ২০০০* পর্যন্ত				
	প্রকল্প সংখ্যা	৪	-	৪
	পরিমান	২০	-	২০

* সাময়িক

** প্রাক্কলিত

মুসলিম কমার্শিয়াল ব্যাংক লিঃ এর খাত ভিত্তিক ঋণ স্থিতি সারণি-৪ -এ দেয়া হল।

সারণি-৪

খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	১৯৯৮	১৯৯৯	মার্চ ৩১, ২০০০ (সাময়িক)	জুন ৩০, ২০০০ (প্রাক্কলিত)
১।	কৃষি ও মৎস্যঃ	-	৪	৫	৫
	ক) শস্য	-	-	-	-
	খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য	-	৪	৫	৫
২।	শিল্পঃ	৭৩	২১৫	২১৫	২০১
	ক) বৃহৎ / মাঝারী	৭৩	২০৭	১৭৯	১৮৯
	খ) ক্ষুদ্র ও কুটির	-	-	১০	১২
৩।	পাইকারী / খুচরা ব্যবসা এবং রেস্তোরা / হোটেল	-	-	৭৭	৮৫
৪।	বীমা, রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা	-	-	-	-
৫।	পরিবহন ও যোগাযোগ	২	১	১	-
৬।	বিশেষ ঋণ কর্মসূচী	-	-	-	-
	ক) দারিদ্র বিমোচন	-	-	-	-
	খ) অন্যান্য	-	-	-	-
৭।	অন্যান্য	৪৭০	১৬৪	১২৭	১৪৮
	সর্বমোট	৫৪৫	৪৫০	৩৯১	৪৩৯

সিটি ব্যাংক এন.এ.

সিটি ব্যাংক এন.এ. ১৯৮৭ সালে স্থাপিত একটি প্রতিনিধি অফিসকে উন্নীত করে ১৯৯৫ সালের ২৪শে জুন তারিখে ২০৪ মিলিয়ন টাকার পরিশোধিত মূলধন এবং ৮০৯ মিলিয়ন টাকার পরিসম্পদ নিয়ে বাংলাদেশে তার পূর্ণ কার্যক্রম শুরু করে। বাংলাদেশে শুধুমাত্র ঢাকায় ব্যাংকটির একটি অফিস রয়েছে। ২০০০ সালের ৩১শে মার্চ তারিখে ব্যাংকের কর্মকর্তা ও কর্মচারীর মোট সংখ্যা ছিল ৩৬ জন, যার মধ্যে কর্মকর্তা ২৮ জন ও কর্মচারী ৮ জন। বাংলাদেশে সিটি ব্যাংক এন.এ. যে সকল সেবাদি প্রদান করে আসছে সেগুলো হলো একাউন্ট সার্ভিসেস, গ্লোবাল এন্ড লোকাল ক্যাশ ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসেস, ট্রেজারী সার্ভিসেস, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য এবং ঋণ ও অগ্রিম।

সিটি ব্যাংক বাংলাদেশে সর্বপ্রথম Electronic Cash Management Product চালু করেছে। সাইনপুকুর সিরামিক লিমিটেড ও বাংলাদেশের প্রথম বেসরকারী টিভি চ্যানেল একুশে টেলিভিশনের জন্য Citi Group এর ইশুইটি পার্টিসিপেশনের ব্যবস্থার মাধ্যমে সিটি ব্যাংক এন.এ. গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। এ লক্ষ্যে নারায়ণগঞ্জে হরিপুরে ১১০ মেগাওয়াট বার্জ মাউন্টেড বিদ্যুৎ প্লান্ট স্থাপনের উদ্দেশ্যে NEPC Consortium Power Limited এর জন্য ওভারসীজ প্রাইভেট ইনভেষ্টমেন্ট কোম্পানী (OPIC) এর গ্যারান্টির আওতায় নিউইয়র্কে ৮৭ মিলিয়ন ডলারের Floating Rate Certificate এর ব্যবস্থা করেছে। এ ছাড়াও AES হরিপুর লিঃ (৩৫০ মেগাওয়াট Combined Cycle Power Plant) এবং Khulna Power Company Limited (KPCL) এ অর্থায়ন করেছে।

১৯৯৮ সালের ডিসেম্বরের তুলনায় ব্যাংকের মোট আমানত ৫৪৫ মিলিয়ন টাকা বা শতকরা ৩৬.১২ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ডিসেম্বর, ১৯৯৯ শেষে ২০৫৮ মিলিয়ন টাকা (তলবী আমানত ৬৩৫ মিলিয়ন ও মেয়াদী আমানত ১৪২৩ মিলিয়ন টাকা) এবং ২০০০ সালের মার্চ শেষে তা আরও বৃদ্ধি পেয়ে ২৩৩০ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায় (তলবী আমানত ৮১৭ মিলিয়ন ও মেয়াদী আমানত ১৫১৩ মিলিয়ন টাকা)। ব্যাংকের মোট ঋণ ও অগ্রিমের পরিমাণ ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৯৯ তারিখে ১৫ মিলিয়ন টাকা হ্রাস পেয়ে ১১৬৪ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায় যা মার্চ,২০০০ শেষে ৩১ মিলিয়ন টাকা হ্রাস পেয়ে ১১৩৩ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ১৯৯৯ সালের শেষে ব্যাংকটির মোট বিনিয়োগ ৫৩০ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। সিটি ব্যাংক কর্তৃক বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনার পরিমাণ ১৯৯৯ সালে ছিল ৩২৪৩ মিলিয়ন টাকা (রপ্তানি ১৯ মিলিয়ন, আমদানি ২১৭০ মিলিয়ন ও রেমিটেন্স ১০৫৪ মিলিয়ন টাকা) এবং ২০০০ সালের প্রথম তিন মাসে তা ৬৯০ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায় (আমদানি ৫০৭ মিলিয়ন ও রেমিটেন্স ১৮৩ মিলিয়ন টাকা)।

বাংলাদেশে সিটি ব্যাংক এন.এ. এর অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য সমূহ সারণি-১ এ দেয়া হলো।

সারণি-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরন	১৯৯৮	১৯৯৯	৩১শে মার্চ, ২০০০ (সাময়িক)	৩০শে জুন, ২০০০ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	২০৪	২০৪	২০৪	২০৪
২।	রিজার্ভ ফান্ড	২০	৯৫	৯৩	৯৫
৩।	আমানত	১৫১৩	২০৫৮	২৩৩০	২৪৪৭
	ক) তলবী আমানত	৫৪৬	৬৩৫	৮১৭	৮৫৮
	খ) মেয়াদী আমানত	৯৬৭	১৪২৩	১৫১৩	১৫৮৯
৪।	ঋণ ও অগ্রিম	১১৭৯	১১৬৪	১১৩৩	১১৯০
৫।	বিনিয়োগ	২৯০	৫৩০	৮২০	৮৬১
৬।	মোট পরিসম্পদ	১৯৬৮	২৫৭৬	২৫৯৬	২৭২৬
৭।	মোট আয়	৩২৪	২৭১	১৫	৩১
৮।	মোট ব্যয়	২১৬	২২৫	৬৭	১৩৭
৯।	বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা	৩১৫২	৩২৪৩	৬৯০	১৪৫১
	ক) রপ্তানী	৬৪	১৯	-	৩৬
	খ) আমদানী	২৩৪১	২১৭০	৫০৭	১০৪০
	গ) রেমিটেন্স	৭৪৭	১০৫৪	১৮৩	৩৭৫
	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	২২	৩৬	৩৬	২৬
১০।	ক) কর্মকর্তা	১৬	২৮	২৮	১৮
	খ) কর্মচারী	৬	৮	৮	৮
১১।	শাখা (সংখ্যায়)	১	১	১	১

সিটি ব্যাংক এন.এ. ১৯৯৯ সালে শিল্পখাতে ১৪৬৬ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করে এবং ১০৬৩ মিলিয়ন টাকার ঋণ আদায় করে। ২০০০ সালের প্রথম তিন মাস সময়কালে ব্যাংকটি মোট ২২২ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করে।

সিটি ব্যাং এন.এ. কর্তৃক ঋণ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি সারণি-২ এ দেখানো হল।

সারণি-২

ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ		কৃষি ঋণ	শিল্প ঋণ			অন্যান্য	সর্বমোট
			মেয়াদী ঋণ	চলতি মূলধন	মোট		
১৯৯৮							
	বিতরণ	-	৫০	৬১৩	৬৬৩	-	৬৬৩
	আদায়	-	৫০	৮৯২	৯৪২	-	৯৪২
১৯৯৯							
	বিতরণ	-	৪৮	১৪১৮	১৪৬৬	-	১৪৬৬
	আদায়	-	৭১	৯৯২	১০৬৩	-	১০৬৩
৩১শে মার্চ, ২০০০*							
	বিতরণ	-	১৬	২০৬	২২২	-	২২২
	আদায়	-	-	-	-	-	-
৩০ শে জুন, ২০০০**							
	বিতরণ	-	৩২	৪২২	৪৫৪	-	৪৫৪
	আদায়	-	-	-	-	-	-

* সাময়িক

** প্রাক্কলিত

বাংলাদেশ সিটি ব্যাংক এন.এ. এর খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতি সারণি-৩ -এ দেয়া হল।

সারণি-৩

খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	১৯৯৮	১৯৯৯	মার্চ ৩১, ২০০০ (সাময়িক)	জুন ৩০, ২০০০ (প্রাক্কলিত)
১।	কৃষি ও মৎস্যঃ				
	ক) শস্য	-	-	-	-
	খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য	-	-	-	-
২।	শিল্পঃ	৯২১	৮৪৩	৮৪২	৮৮৪
	ক) বৃহৎ / মাঝারী	৯২১	৮৪৩	৮৪২	৮৮৪
	খ) ক্ষুদ্র ও কুটির	-	-	-	-
৩।	পাইকারী / খুচরা ব্যবসা এবং রেস্তোরা / হোটেল	-	-	-	-
৪।	বীমা, রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা	-	-	-	-
৫।	পরিবহন ও যোগাযোগ	১১২	৭৮	৬২	৬৫
৬।	বিশেষ ঋণ কর্মসূচী	-	-	-	-
	ক) দারিদ্র বিমোচন	-	-	-	-
	খ) অন্যান্য	-	-	-	-
৭।	অন্যান্য	১৪৬	২৪৩	২২৯	২৪১
	সর্বমোট	১১৭৯	১১৬৪	১১৩৩	১১৯০

দি ব্যাংক অব নোভা স্কোটিয়া

দি ব্যাংক অব নোভা স্কোটিয়া (স্কোটিয়া ব্যাংক) একটি কানাডিয়ান ব্যাংক যার নির্বাহী কার্যালয় রয়েছে কানাডার টরেন্টো এবং ওন্টারিওতে। স্কোটিয়া ব্যাংক ফরাসি মালিকানাধীন ব্যাংক সোসাইটি জেনারেল (Societe Generale) এর ঢাকাস্থ শাখার সম্পদ ও দায়ভার নিয়ে ৩০ মে, ১৯৯৯ সালে বাংলাদেশে ব্যাংকিং কার্যক্রম শুরু করে।

ঢাকায় অবস্থিত ব্যাংকটির শাখা নিম্নলিখিত সেবা প্রদান করে আসছে।

ক) ট্রেড ফাইন্যান্স এবং করেসপনডেনস্ ব্যাংকিং;
খ) কর্পোরেট ব্যাংকিং সার্ভিসেস্;
গ) ট্রেজারী সার্ভিসেস্;
ঘ) পার্সোনাল ব্যাংকিং সার্ভিসেস্।

ব্যাংকের মোট পরিসম্পদের পরিমাণ ১৯৯৯ সালের ডিসেম্বর শেষের ৭৩৪ মিলিয়ন টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে মার্চ, ২০০০ শেষে ১০৬৬ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ব্যাংকটির মোট আমানত ১৯৯৯ সালের ডিসেম্বর শেষের ৪২৭ মিলিয়ন টাকা (তলবী আমানত ১৩২ মিলিয়ন টাকা এবং মেয়াদী আমানত ২৯৫ মিলিয়ন টাকা) থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০০০ সালের মার্চ শেষে ৭৯৫ মিলিয়ন টাকায় (তলবী আমানত ৩০২ মিলিয়ন টাকা এবং মেয়াদী আমানত ৪৯৩ মিলিয়ন টাকা) দাঁড়ায়। ব্যাংকটির ঋণ ও অগ্রিমের পরিমাণ ডিসেম্বর, ১৯৯৯ শেষের ১৬৩ মিলিয়ন টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে মার্চ, ২০০০ শেষে ২১৫ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনার পরিমাণ ১৯৯৯ সালে ছিল ৭৬৯ মিলিয়ন টাকা (রপ্তানি ১৮৬ মিলিয়ন টাকা, আমদানি ২৩৩ মিলিয়ন টাকা এবং রেমিটেন্স ৩৫০ মিলিয়ন টাকা)। ২০০০ সালের প্রথম তিন মাসে এ ব্যবসার পরিমাণ ৬২০ মিলিয়ন টাকায় (রপ্তানি ১১২ মিলিয়ন টাকা, আমদানি ২০৯ মিলিয়ন টাকা এবং রেমিটেন্স ২৯৯ মিলিয়ন টাকা) দাঁড়ায়। ৩১শে মার্চ, ২০০০ তারিখে ব্যাংকের মোট জনশক্তির সংখ্যা দাঁড়ায় ১৯ জন।

দি ব্যাংক অব নোভা স্কোটিয়া -এর অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য সারণি-১ এ দেয়া হলো।

ব্যাংকের সুদৃশ্য অভ্যন্তর ভাগ।

সারণি-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	১৯৯৮	১৯৯৯	মার্চ, ২০০০ (সাময়িক)
১।	অনুমোদিত মূলধন	-	-	-
২।	পরিশোধিত মূলধন	-	-	-
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	২৪৩	২৪৩	২৪৩
৪।	আমানত	৪২৭	৭৯৫	৮২৪
	(ক) তলবী আমানত	১৩২	৩০২	৩২৪
	(খ) মেয়াদী আমানত	২৯৫	৪৯৩	৫০০
৫।	ঋণ ও অগ্রিম	১৬৩	২১৫	৫২০
৬।	বিনিয়োগ	৫৩	৮২	১৩২
৭।	মোট পরিসম্পদ	৭৩৪	১০৬৬	১২৬৪
৮।	মোট আয়	৩৪	২২	৫৩
৯।	মোট ব্যয়	৫৫	১৬	৩২
১০।	বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা	৭৬৯	৬২০	১৩০৪
	(ক) রপ্তানি	১৮৬	১১২	২৪৬
	(খ) আমদানি	২৩৩	২০৯	৪৬০
	(গ) রেমিটেন্স	৩৫০	২৯৯	৫৯৮
১১।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	১৯	১৯	১৯
	(ক) কর্মকর্তা	১৯	১৯	১৯
	(খ) কর্মচারী	-	-	-
১২।	বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যায়)	৭	৭	৭
১৩।	শাখা (সংখ্যায়)	১৭০১	১৭০১	১৭০১
	(ক) বাংলাদেশে	১	১	১
	(খ) বিদেশে	১৭০০	১৭০০	১৭০০

১৯৯৯ সালে ব্যাংকটি শুধুমাত্র শিল্প খাতে ২০ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করে। ২০০০ সালের প্রথম তিন মাসে ব্যাংকটি শিল্পখাতে ৫৫ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করে এবং একই সময়ে ব্যাংকটি ৫০ মিলিয়ন টাকা ঋণ আদায় করে। ব্যাংকটির খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি সারণি-২ এ দেয়া হলো।

সারণি-২

খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ		শিল্প ঋণ			অন্যান্য	সর্বমোট
		মেয়াদী ঋণ	চলতি মূলধন	মোট		
১৯৯৯						
	বিতরণ	২০	-	২০		২০
	আদায়	৩	-	৩		৩
৩১শে মার্চ, ২০০০*						
	বিতরণ	২	৫৩	৫৫		৫৫
	আদায়	-	৫০	৫০		৫০
৩০ শে জুন, ২০০০**						
	বিতরণ	২২০	২৪২	৪৬২		৪৬২
	আদায়	-	১১৭	১১৭		১১৭

* সাময়িক

ব্যাংকটি শুরু থেকে ৩১ ডিসেম্বর, ২০০০ পর্যন্ত ৪টি প্রকল্পের আওতায় মোট ১১০ মিলিয়ন টাকার শিল্প ঋণ মঞ্জুর করে যার পুরোটাই ছিল বৃহৎ ও মাঝারী শিল্পের জন্য। ব্যাংকটির শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ পরিস্থিতি সারণি-৩ এ দেয়া হলো।

সারণি-৩

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ

(মিলিয়ন টাকায়)

ঋণ মঞ্জুরী		শিল্পের আকার		মোট
		বৃহৎ ও মাঝারী	ক্ষুদ্র ও কুটির	
ক্রমপুঞ্জিভূত: ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৯৯ তারিখে				
	প্রকল্প সংখ্যা	৪	-	৪
	পরিমাণ	১১০	-	১১০
জানুয়ারি ১ হতে ৩১ মার্চ, ১৯৯৯ পর্যন্ত				
	প্রকল্প সংখ্যা	-	-	-
	পরিমাণ	-	-	-
জানুয়ারি ১ হতে জুন ৩০, ২০০০ পর্যন্ত*				
	প্রকল্প সংখ্যা	৩	-	৩
	পরিমাণ	৩০৫	-	৩০৫

* প্রাক্কলিত

২০০০ সালের মার্চ মাসে ব্যাংকটির মোট ঋণের স্থিতি ১৯৯৯ সালের ১৬৩ মিলিয়ন টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২১৫ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ব্যাংকের খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতি সারণি-৪ এ দেয়া হলো।

সারণি-৪

খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	১৯৯৮	১৯৯৯	৩১শে মার্চ, ২০০০ (সাময়িক)
১।	শিল্প:	১৬৩	২১৫	৫২০
	(ক) বৃহৎ ও মাঝারী	১৬৩	২১৫	৫২০
	(খ) ক্ষুদ্র ও কুটির	-	-	-
২।	পাইকারী/খুচরা ব্যবসা এবং	-	-	-
	রেস্তোরাঁ/হোটেল	-	-	-
৩।	বীমা, রিয়েল এষ্টেট ও ব্যবসা সেবা	-	-	-
৪।	পরিবহন ও যোগাযোগ	-	-	-
৫।	অন্যান্য	-	-	-
	সর্বমোট	১৬৩	২১৫	৫২০

হানভিট ব্যাংক লিমিটেড

হানভিট ব্যাংক লিমিটেড ২৯১ মিলিয়ন টাকার পরিশোধিত মূলধন নিয়ে ২১শে সেপ্টেম্বর, ১৯৯৬ থেকে বাংলাদেশে এর কার্যক্রম শুরু করে। সম্প্রতি ব্যাংকটি কোরিয়ার বাণিজ্যিক ব্যাংক 'কমার্শিয়াল ব্যাংক অব কোরিয়া' এর সংগে একীভূত হয়েছে এবং ১৯৯৯ হতে ব্যাংকটি 'হানভিট ব্যাংক লিমিটেড' নাম ধারণ করে বাংলাদেশে কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে।

ব্যাংকের মোট পরিসম্পদ ডিসেম্বর, ১৯৯৯ সালের ২৫২৯ মিলিয়ন টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে মার্চ, ২০০০ শেষে ৩০০৯ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে। ৩১শে মার্চ, ২০০০ তারিখে ব্যাংকের মোট জনশক্তি দাঁড়ায় ১৮ জন, যার মধ্যে ১৫ জন কর্মকর্তা এবং ৩ জন কর্মচারী।

ব্যাংকটির মোট আমানত ১৯৯৯ সালের ডিসেম্বর শেষে ৩৪৬ মিলিয়ন টাকায় (তলবী আমানত ২৬৭ মিলিয়ন টাকা এবং মেয়াদী আমানত ৭৯ মিলিয়ন টাকা) দাঁড়ায়। ব্যাংকটির ঋণ ও অগ্রিমের পরিমাণ ডিসেম্বর, ১৯৯৯ শেষের ৫৮৮ মিলিয়ন টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ৩১শে মার্চ, ২০০০ তারিখে ৭৭৬ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে। ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনার পরিমাণ ১৯৯৯ সালে ছিল ১৩০২৬ মিলিয়ন টাকা (রপ্তানি ৪১২৪ মিলিয়ন টাকা, আমদানি ৪৯১৪ মিলিয়ন টাকা এবং রেমিটেন্স ৩৯৮৮ মিলিয়ন টাকা)। ২০০০ সালের প্রথম তিন মাসে এ ব্যবসার পরিমাণ ৩৬৩৯ মিলিয়ন টাকায় (রপ্তানি ১০০৫ মিলিয়ন টাকা, আমদানি ১৫৫৬ মিলিয়ন টাকা এবং রেমিটেন্স ১০৭৮ মিলিয়ন টাকা) দাঁড়ায়। ১৯৯৯ সালে ব্যাংকটির মোট আয় ও মোট ব্যয়ের পরিমাণ যথাক্রমে ১৬৩ মিলিয়ন টাকা ও ৬৭ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়।

হানভিট ব্যাংক লিমিটেডের অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য সারণি-১ এ দেয়া হলো।

সারণি-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	১৯৯৮	১৯৯৯	৩১শে মার্চ, ২০০০ (সাময়িক)	৩০শে জুন, ২০০০ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	-	-	-	-
২।	পরিশোধিত মূলধন	২৯১	৩০৬	৩০৬	৩০৬
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	-	-	-	-
৪।	আমানত	৪৫০	৩৪৬	৩৩৪	৩৬৮
	(ক) তলবী আমানত	১৯৪	২৬৭	২৬৯	২৯৬
	(খ) মেয়াদী আমানত	২৫৬	৭৯	৬৫	৭২
৫।	ঋণ ও অগ্রিম	৪৪৭	৫৮৮	৭৭৬	৮৭৮
৬।	বিনিয়োগ	-	-	-	-
৭।	মোট পরিসম্পদ	১৬০৭	২৫২৯	৩০০৯	৩৩১০
৮।	মোট আয়	১৪৫	১৬৩	৫২	১০৪
৯।	মোট ব্যয়	৭৭	৬৭	১৮	৩৬
১০।	বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা	৬০১৯	১৩০২৬	৩৬৩৯	৭২৭৮
	(ক) রপ্তানি	৩০০১	৪১২৪	১০০৫	২০১০
	(খ) আমদানি	২৫২৬	৪৯১৪	১৫৫৬	৩১১২
	(গ) রেমিটেন্স	৪৯২	৩৯৮৮	১০৭৮	২১৫৬
১১।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	১৮	১৭	১৮	১৯
	(ক) কর্মকর্তা	১৪	১৩	১৫	১৬
	(খ) কর্মচারী	৪	৪	৩	৩
১২।	বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যায়)	৫	৬	৮	৮
১৩।	শাখা (সংখ্যায়)	১	১	১	১

* অফশোর ব্যাংকিং ইউনিটসহ।

১৯৯৯ সালে ব্যাংকটি ২৪৭৩ মিলিয়ন টাকার ঋণ বিতরণ এবং ২৩৫০ মিলিয়ন টাকার ঋণ আদায় করে। ২০০০ সালের প্রথম তিন মাসে ব্যাংকটি ঋণ বিতরণের পরিমাণ ৮০৯ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। একই সময়ে ৬০৬ মিলিয়ন টাকার ঋণ আদায় হয়।

ব্যাংকটির খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি সারণি-২ এ দেয়া হলো।

সারণি-২

খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ	কৃষি ঋণ	শিল্প ঋণ		অন্যান্য	সর্বমোট
		মেয়াদী ঋণ	চলতি মূলধন		
১৯৯৮					
বিতরণ	-	-	২১৭৩	-	২১৭৩
আদায়	-	-	২১৩৮	-	২১৩৮
১৯৯৯					
বিতরণ	-	-	২৪৭৩	-	২৪৭৩
আদায়	-	-	২৩৫০	-	২৩৫০
৩১শে মার্চ, ২০০০					
বিতরণ	-	-	৮০৯	-	৮০৯
আদায়	-	-	৬০৬	-	৬০৬
৩০ শে জুন, ২০০০**					
বিতরণ	-	-	১৬১৮	-	১৬১৮
আদায়	-	-	১২১২	-	১২১২

নোট : অফশোর ব্যাংকিং ইউনিটসহ
** প্রাক্কলিত

ব্যাংকটি শুরু থেকে মার্চ, ২০০০ পর্যন্ত ৩৪টি প্রকল্পের আওতায় মোট ৭১৭৯ মিলিয়ন টাকার শিল্প ঋণ মঞ্জুর করে যার পুরোটাই ছিল বৃহৎ ও মাঝারী শিল্পের জন্য। ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৯৯ পর্যন্ত ব্যাংকটি ৩০টি প্রকল্পের আওতায় ৬৩৭০ মিলিয়ন টাকার শিল্প ঋণ মঞ্জুর করেছিল।

ব্যাংকটির শিল্পের আকার-ভিত্তিক ঋণ পরিস্থিতি সারণি-৩ এ দেয়া হলো।

সারণি-৩

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ

(মিলিয়ন টাকায়)

ঋণ মঞ্জুরী		শিল্পের আকার		মোট
		বৃহৎ ও মাঝারী	ক্ষুদ্র ও কুটির	
ক্রমপুঞ্জিভূতঃ ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৯৯ তারিখে			-	
	প্রকল্প সংখ্যা	৩০	-	৩০
	পরিমাণ	৬৩৭০	-	৬৩৭০
জানুয়ারি ১ হতে ডিসেম্বর ৩১, ১৯৯৯ পর্যন্ত			-	
	প্রকল্প সংখ্যা	১০	-	১০
	পরিমাণ	২৪৭৩	-	২৪৭৩
ক্রমপুঞ্জিভূতঃ মার্চ ৩১, ২০০০ তারিখে			-	
	প্রকল্প সংখ্যা	৩৪	-	৩৪
	পরিমাণ	৭১৭৯	-	৭১৭৯
জানুয়ারি ১ হতে মার্চ ৩১, ২০০০ পর্যন্ত			-	
	প্রকল্প সংখ্যা	৪	-	৪
	পরিমাণ	৮০৯	-	৮০৯
জানুয়ারি ১ হতে জুন ৩০, ২০০০ পর্যন্ত			-	
	প্রকল্প সংখ্যা	৭	-	৭
	পরিমাণ	১৬১৮	-	১৬১৮

নোটঃ অফশোর ব্যাংকিং ইউনিটসহ

ব্যাংকের মোট ঋণের স্থিতি ১৯৯৯ সালের ৫৮৮ মিলিয়ন টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০০০ সালের মার্চ শেষে ৭৭৬ মিলিয়ন টাকায় (শিল্প ঋণ ৭৫৬ মিলিয়ন টাকা সহ) দাঁড়ায়। ব্যাংকের খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি সারণি-৪ এ দেয়া হলে।

সারণি-৪

খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	১৯৯৮	১৯৯৯	৩১শে মার্চ, ২০০০ (সাময়িক)	৩০শে জুন, ২০০০ (প্রাক্কলিত)
১।	কৃষি ও মৎস্যঃ				
	(ক) শস্য	-	-	-	-
	(খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য	-	-	-	-
২।	শিল্পঃ	৪৪২	৫৬১	৭৫৬	৮৩২
	(ক) বৃহৎ ও মাঝারী	৪৪২	৫৬১	৭৫৬	৮৩২
	(খ) ক্ষুদ্র ও কুটির	-	-	-	-
৩।	পাইকারী/খুচরা ব্যবসা এবং	-	-	-	-
	রেস্তোরাঁ/হোটেল	-	-	-	-
৪।	বীমা, রিয়েল এষ্টেট ও ব্যবসা সেবা	-	-	-	৩০
৫।	পরিবহন ও যোগাযোগ	৩	২৬	১৯	১৫
৬।	বিশেষ ঋণ কর্মসূচীঃ	-	-	-	-
	(ক) দারিদ্র্য বিমোচন	-	-	-	-
	(খ) অন্যান্য	-	-	-	-
৭।	অন্যান্য	২	১	১	১
	সর্বমোট	৪৪৭	৫৮৮	৭৭৬	৮৭৮

নোট ঃ অফশোর ব্যাংকিং ইউনিটসহ।

দি হংকং এন্ড সাংহাই ব্যাংকিং কর্পোরেশন লিমিটেড

দি হংকং এন্ড সাংহাই ব্যাংকিং কর্পোরেশন (এইচএসবিসি) লিমিটেড ১৯৯৬ সালের ১৭ই ডিসেম্বর ঢাকায় তাদের প্রথম শাখা খোলে। ইতোমধ্যে ব্যাংক বাংলাদেশে তাদের কার্যক্রম বৃদ্ধি করে চট্টগ্রামে একটি শাখা, ঢাকায় দু'টি ক্যাশ বুথ ও একটি অফশোর ব্যাংকিং ইউনিট স্থাপন করে। ২০০০ সালের ৩১ মার্চ শেষে ব্যাংকের মোট জনশক্তি দাঁড়ায় ১৪১ জন।

দি হংকং এন্ড সাংহাই ব্যাংকিং কর্পোরেশন লিমিটেড প্রাথমিকভাবে এর কার্যক্রম তৈরী পোষাক শিল্পে সহায়তাদান ও বাণিজ্যিক ব্যাংকিং-এ সীমিত রেখেছিল। পরবর্তী সময়ে তা ওষুধ শিল্প, পাট এবং ভোগ্যপণ্য সামগ্রী ইত্যাদি খাতে সম্প্রসারিত করা হয়। অন্যান্য সেবাসমূহের মধ্যে ক্যাশ ম্যানেজমেন্ট, ট্রেজারী, সিকিউরিটিজ এবং কাস্টডিয়াল সার্ভিস -এর নাম উল্লেখযোগ্য। সম্প্রতি এই ব্যাংকটি ব্যক্তিগত ঋণ ও অটোমেটেড টেলার মেশিন (এ টি এম) সার্ভিস চালু করেছে।

১৯৯৯ সালে এ ব্যাংকের পরিশোধিত মূলধন ছিল ৪৩৪ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৯ সালে ব্যাংকের আমানত ১৮১০ মিলিয়ন টাকা হয় যার মধ্যে তলবী আমানত ৪৮৭ মিলিয়ন টাকা এবং মেয়াদী আমানত ১৩২৩ মিলিয়ন টাকা। এইচএসবিসির অগ্রিম ও বিনিয়োগের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ১১৮০ মিলিয়ন টাকা ও ১০০ মিলিয়ন টাকায়। ১৯৯৯ সালে ব্যাংকটি ৭৯৩৯ মিলিয়ন টাকার বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা করে।

ব্যাংকটির অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য সারণি-১ এ দেয়া হল।

এটিএম সুবিধাযুক্ত ব্যাংকের গুলশান বুথ।

সারণি-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	১৯৯৮	১৯৯৯	৩১শে মার্চ, ২০০০ (সাময়িক)	৩০শে জুন, ২০০০ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	-	-	-	-
২।	পরিশোধিত মূলধন	৪৩৪	৪৩৪	৪৩৪	৪৩৪
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	৩৮	৫০	৫০	৫০
৪।	আমানত	১০২০	১৮১০	২১৮২	২৪০০
	(ক) তলবী আমানত	২৬০	৪৮৭	৭২৪	৭৯৫
	(খ) মেয়াদী আমানত	৭৬০	১৩২৩	১৪৫৮	১৬০৫
৫।	ঋণ ও অগ্রিম	৬৭৬	১১৮০	১৪৩৫	১৭৩৮
৬।	বিনিয়োগ	১০০	১০০	১০০	১৫০
৭।	মোট পরিসম্পদ	২৬৬৭	৪৪১৯	৫৩০০	৬৩৬০
৮।	মোট আয়	১৪২	২০৭	৯০	১৯০
৯।	মোট ব্যয়	১৮৭	২৭৯	৮৮	১৮৬
১০।	বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা	৩০৫৩	৭৯৩৯	৪১৩৭	৮২০০
	(ক) রপ্তানি	৬০০	১৮৪১	৯৭৫	২০০০
	(খ) আমদানি	৮২১	২১৬০	১৩৪৬	২৭০০
	(গ) রেমিটেন্স	১৬৩২	৩৯৩৮	১৮১৬	৩৫০০
১১।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	১১৯	১৩১	১৪১	১৫১
	(ক) কর্মকর্তা	৩৪	৪৪	৫৩	৫৮
	(খ) কর্মচারী	৮৫	৮৭	৮৮	৯৩
১২।	বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যায়)	-	-	-	-
১৩।	শাখা (সংখ্যায়)	২	২	২	২
	(ক) বাংলাদেশে	২	২	২	২

* অফশোর- বাংলাদেশে অবস্থিত শাখা সম্পর্কিত।

সারণি-২

খাত-ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ	কৃষি ঋণ	শিল্প ঋণ			অন্যান্য	সর্বমোট
		মেয়াদী ঋণ	চলতি মূলধন	মোট		
১৯৯৮						
বিতরণ	-	২৫৬	২৪৭	৫০৩	২১১	৭১৪
আদায়	-	১২৩	১০৩	২২৬	১২২	৩৪৮
১৯৯৯	-					
বিতরণ	-	৪৩২	৪০২.৫৫	৮৩৪.৫৫	৭০৮.৮০	১৫৪৩.৩৫
আদায়	-	৪০৫.৭৮	৩৫০.৩০	৭৫৬.০৮	২৯১.৪২	১০৪৭.৫০
৩১শে মার্চ, ২০০০*	-					
বিতরণ	-	৯৪.৫৮	২৭২.৬৪	৩৬৭.২২	৪৯২.৭৮	৮৬০
আদায়	-	২৬.০৩	২১১.৬৬	২৩৭.৬৯	২৩১.০৭	৪৬৮.৭৬
৩০ শে জুন, ২০০০**	-					
বিতরণ	-	৪৯২	৬৬০	১১৫২	১০২৭	২১৭৯
আদায়	-	২০১.৭২	৩৩৫	৫৩৬.৭২	৪৪৩	৯৭৯.৭২

* সাময়িক

** প্রাক্কলিত

সারণি-৩

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ

(মিলিয়ন টাকায়)

ঋণ মঞ্জুরী		শিল্পের আকার		মোট
		বৃহৎ ও মাঝারী	ক্ষুদ্র ও কুটির	
ক্রমপুঞ্জিভূতঃ ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৯৯ তারিখে				
	প্রকল্প সংখ্যা	৩৭	-	৩৭
	পরিমাণ	৯১৯	-	৯১৯
জানুয়ারি ১ হতে ডিসেম্বর ৩১, ১৯৯৯ পর্যন্ত			-	
	প্রকল্প সংখ্যা	৪	-	৪
	পরিমাণ	২৩৬	-	২৩৬
ক্রমপুঞ্জিভূতঃ মার্চ ৩১, ২০০০ তারিখে			-	
	প্রকল্প সংখ্যা	৩৫	-	৩৫
	পরিমাণ	৭০০	-	৭০০
জানুয়ারি ১ হতে মার্চ ৩১, ২০০০ পর্যন্ত			-	
	প্রকল্প সংখ্যা	১০	-	১০
	পরিমাণ	৬৮	-	৬৮
জানুয়ারি ১ হতে জুন ৩০, ২০০০* পর্যন্ত			-	
	প্রকল্প সংখ্যা	১৫	-	১৫
	পরিমাণ	১৫০	-	১৫০

* প্রাক্কলিত

সারণি-৪

খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতিঃ

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	১৯৯৮	১৯৯৯	৩১শে মার্চ, ২০০০ (সাময়িক)	৩০শে জুন, ২০০০ (প্রাক্কলিত)
১।	কৃষি ও মৎস্যঃ	-	-	-	-
	(ক) শস্য	-	-	-	-
	(খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য	-	-	-	-
২।	শিল্পঃ	২৯২.১০	৩৭০.৯৬	৫৬৪.৬৪	৬১৫
	(ক) বৃহৎ ও মাঝারী	২৯২.১০	৩৭০.৯৬	৫৬৪.৬৪	৬১৫
	(খ) ক্ষুদ্র ও কুটির	-	-	-	-
৩।	পাইকারী/খুচরা ব্যবসা এবং রেস্তোরাঁ/হোটেল	১৩৭	৪৮০.৬৮	৬২৫.৯৪	৭৮৮
৪।	বীমা, রিয়েল এষ্টেট ও ব্যবসা সেবা	১.১১	৩২.২৫	৪০.৮৫	৫০
৫।	পরিবহন ও যোগাযোগ	৫৫.৭৪	৫৭.৯৭	৭৪.৩৭	৯০
৬।	বিশেষ ঋণ কর্মসূচীঃ	-	-	-	-
	(ক) দারিদ্র্য বিমোচন	-	-	-	-
	(খ) অন্যান্য	-	-	-	-
৭।	অন্যান্য	১৯০.০৫	২৩৮.১৪	১২৯.২	১৯৫
	সর্বমোট	৬৭৬	১১৮০	১৪৩৫	১৭৩৮

ফয়সাল ইসলামী ব্যাংক অব বাহরাইন ই সি

ফয়সাল ইসলামী ব্যাংক অব বাহরাইন ই সি আগষ্ট, ১৯৯৭ থেকে বাংলাদেশে তাদের কার্যক্রম শুরু করে। এটি ইসলামী শরীয়াহ অনুযায়ী কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। ১৯৯৯ সালের ডিসেম্বর শেষে ব্যাংকটির আমানতের পরিমাণ দাঁড়ায় ৮৬৩ মিলিয়ন টাকা যার মধ্যে তলবী আমানত ৩৬৮ মিলিয়ন টাকা এবং মেয়াদী আমানত ৪৯৫ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৯ সালের ডিসেম্বর শেষে ব্যাংকের ঋণ ও অগ্রিমের পরিমাণ দাঁড়ায় ৮০৬ মিলিয়ন টাকা। ২০০০ সালের প্রথম তিন মাসে তা হ্রাস পেয়ে দাঁড়ায় ৭০৫ মিলিয়ন টাকা। ব্যাংকটি ১৯৯৯ সালে ২৮৩২ মিলিয়ন টাকার বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা করে, যার মধ্যে রপ্তানি ১৪১৯ মিলিয়ন টাকা, আমদানি ১৪১১ মিলিয়ন টাকা এবং রেমিটেন্স ২ মিলিয়ন টাকা। উক্ত সময়ে ব্যাংকের মোট জনশক্তি দাঁড়ায় ২০ জন, যারা সকলেই কর্মকর্তা।

ফয়সাল ইসলামী ব্যাংকের অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য সারণি-১ এ দেয়া হলো।

সারণি-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	১৯৯৮	১৯৯৯ (সাময়িক)	৩১শে মার্চ, ২০০০ (সাময়িক)	৩০শে জুন, ২০০০ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	-	-	-	-
২।	পরিশোধিত মূলধন	-	-	-	-
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	১৫১	১৫৮	১৮৯	১৫৮
৪।	আমানত	৬০৮	৮৬৩	৮২৭	১০০০
	(ক) তলবী আমানত	২৯৪	৩৬৮	৩৫৫	৪০০
	(খ) মেয়াদী আমানত	৩১৪	৪৯৫	৪৭২	৬০০
৫।	ঋণ ও অগ্রিম	৪৮৪	৮০৬	৭০৫	৯০০
৬।	বিনিয়োগ	-	-	-	-
৭।	মোট পরিসম্পদ	৭৯০	১১০৯	১০৯৩	১২০০
৮।	মোট আয়	৫৮	১৪১	৪৫	১০০
৯।	মোট ব্যয়	৩৮	১১০	৩১	৭০
১০।	বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা	১৬২৪	২৮৩২	৭৬৫	১৮০৫
	(ক) রপ্তানি	১৯২	১৪১৯	২৭০	৮০০
	(খ) আমদানি	১৪৩১	১৪১১	৪৯৪	১০০০
	(গ) রেমিটেন্স	১	২	১	৫
১১।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	২২	২০	২১	২৪
	(ক) কর্মকর্তা	২২	২০	২১	২৪
	(খ) কর্মচারী	-	-	-	-
১২।	বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যায়)	৩	৩	৩	৩
১৩।	শাখা (সংখ্যায়)	১	১	১	১

ঋণ বিতরণ ও আদায়

১৯৯৯ সালে ফয়সাল ইসলামী ব্যাংক ২৬০৯ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করে এবং ২০৮৩ মিলিয়ন টাকা আদায় করে। ২০০০ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত তিন মাসে ব্যাংকটি ৫৭৯ মিলিয়ন টাকার ঋণ বিতরণ ও ৬৯৩ মিলিয়ন টাকা আদায় করে।

ব্যাংকটির ঋণ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি সারণি-২ এ দেয়া হলো।

সারণি-২

খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ	শিল্প ঋণ			অন্যান্য	সর্বমোট
	মেয়াদী ঋণ	চলতি মূলধন	মোট		
১৯৯৮					
বিতরণ	১০৩	১৬৩৮	১৭৪১	-	১৭৪১
আদায়	৬২	১২৯৫	১৩৫৭	-	১৩৫৭
১৯৯৯					
বিতরণ	৭২	২৫৩৭	২৬০৯	-	২৬০৯
আদায়	৩৬	২০৪৭	২০৮৩	-	২০৮৩
৩০ শে মার্চ, ২০০০*					
বিতরণ	-	৫৭৯	৫৭৯	-	৫৭৯
আদায়	২	৬৯১	৬৯৩	-	৬৯৩

* সাময়িক

শিল্প ঋণ মঞ্জুরী

ফয়সাল ইসলামী ব্যাংক ১৯৯৯ সালে মোট ১৩৩টি প্রকল্পে ১১৭০ মিলিয়ন টাকার ঋণ মঞ্জুরী দিয়েছে যার মধ্যে ৯৯৬ মিলিয়ন টাকা বৃহৎ ও মাঝারী শিল্পে এবং ১৭৪ মিলিয়ন টাকা ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে।

ব্যাংকটির শিল্প ঋণ মঞ্জুরী সংক্রান্ত পরিসংখ্যান সারণি-৩ এ দেয়া হলো।

সারণি-৩

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ

(মিলিয়ন টাকায়)

ঋণ মঞ্জুরী		শিল্পের আকার		মোট
		বৃহৎ ও মাঝারী	ক্ষুদ্র ও কুটির	
ক্রমপুঞ্জিভূতঃ ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৯৯ তারিখে				
	প্রকল্প সংখ্যা	-	-	-
	পরিমাণ	-	-	-
জানুয়ারি ১ হতে ডিসেম্বর ৩১, ১৯৯৯ পর্যন্ত				
	প্রকল্প সংখ্যা	৫৯	৭৪	১৩৩
	পরিমাণ	৯৯৬	১৭৪	১১৭০
জানুয়ারি ১ হতে মার্চ ৩১, ২০০০ পর্যন্ত				
	প্রকল্প সংখ্যা	৫	১৪	১৯
	পরিমাণ	১৬৪	২৩৯	৪০৩

* প্রাক্কলিত

ফয়সাল ইসলামী ব্যাংক অব বাহরাইন ই সি -এর খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতি সারণি-৪ এ দেয়া হলো।

সারণি-৪

খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	১৯৯৮	১৯৯৯	৩১শে মার্চ, ২০০০ (সাময়িক)
১।	কৃষি ও মৎস্যঃ			
	ক) শস্য			
	খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য			
২।	শিল্পঃ	৪৭৬	৭৯৬	৭০৫
	(ক) বৃহৎ ও মাঝারী	৪১৪	৬৮৫	৫৯৯
	(খ) মাঝারী	৬২	১১১	১০৬
	(খ) ক্ষুদ্র ও কুটির			
৩।	পাইকারী/খুচরা ব্যবসা এবং রেস্তোরা/হোটেল			
৪।	বীমা, রিয়েল এষ্টেট ও ব্যবসা সেবা	১০	১০	-
৫।	পরিবহন ও যোগাযোগ			
৬।	বিশেষ ঋণ কর্মসূচীঃ			
	(ক) দারিদ্র বিমোচন			
	(খ) অন্যান্য			
৭।	অন্যান্য			
	সর্বমোট	৪৮৪	৮০৬	৭০৫

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক কৃষি ঋণদানকারী বৃহত্তম জাতীয় প্রতিষ্ঠান। কৃষি ব্যাংকের প্রধান কার্যালয় ঢাকায় অবস্থিত। এ ব্যাংকের বর্তমান অনুমোদিত ও পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ যথাক্রমে ২০০০ মিলিয়ন ও ১০০০ মিলিয়ন টাকা। ১১ বিশিষ্ট পরিচালনা পর্ষদ ব্যাংকের সার্বিক পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত। এ ব্যাংকের বর্তমানে ৮৪৪টি শাখা রয়েছে। ৩১শে মার্চ, ২০০০ তারিখে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৪৭৩৮ ও ৬৫১১ জন।

বিগত বছরের বন্যাউত্তর কৃষি পুনর্বাসন, কৃষি খাতের বর্ধিত ঋণ চাহিদা, বিরাজমান অর্থনৈতিক পরিস্থিতি এবং ব্যাংকের সার্বিক অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রেখে ১৯৯৯-২০০০ অর্থ বছরের ঋণ বিতরণ, ঋণ আদায় ও আমানত সংগ্রহ লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। আলোচ্য অর্থ বছরে ঋণ বিতরণ লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ১৪৫০০ মিলিয়ন টাকা এবং ঋণ আদায় লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ১৩০০০ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৯-২০০০ অর্থ বছরে ব্যাংকের নতুন আমানত সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ৪০০০ মিলিয়ন টাকা। ৩১ শে মার্চ, ২০০০ পর্যন্ত এই লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অর্জিত হয়েছে ৫৫৪০ মিলিয়ন টাকা, যা লক্ষ্যমাত্রার ১৩৯%। আলোচ্য সময় পর্যন্ত আমানত স্থিতি দাঁড়িয়েছে ২৯৩২৯ মিলিয়ন টাকা।

কৃষি ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত অগ্রিমের পরিমাণ জুন, ১৯৯৯ এর ৪৩১৫৬ মিলিয়ন টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে মার্চ, ২০০০ শেষে ৪৩৬২৮ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। জুন ২০০০-এ অগ্রিমের পরিমাণ আরো কিছুটা বৃদ্ধি পেয়ে ৪৮৫০০ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়াবে বলে প্রাক্কলন করা হয়েছে।

অন্যান্য বাণিজ্যিক ব্যাংকের মত বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের মাধ্যমেও বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালিত হয়ে আসছে। তবে এ কাজে তাদের রয়েছে মাত্র ১১টি অনুমোদিত বৈদেশিক বিনিময় শাখা এবং ৯৮টি বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংক। ১৯৯৯-২০০০ অর্থ বছরের ৩১শে মার্চ সময় পর্যন্ত আমদানি, রপ্তানি এবং রেমিটেন্সের পরিমাণ যথাক্রমে ১৭৫০ মিলিয়ন, ৯৫০ মিলিয়ন এবং ৮০০ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে। উক্ত সময়ে ৮৭০ জন হজ্জ যাত্রীকে ব্যাংকিং সেবা প্রদান করা হয়েছে।

ঘরে ফেরা কর্মসূচি বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে জরিপরত ব্যাংক কর্মকর্তা।

সারণি-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	১৯৯৮	১৯৯৯	৩১শে মার্চ, ২০০০ (সাময়িক)	৩০শে জুন, ২০০০ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	২০০০	২০০০	২০০০	২০০০
২।	পরিশোধিত মূলধন	১০০০	১০০০	১০০০	১০০০
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	৮২০	৮২১	৮২১	৮২১
৪।	আমানত	২০৩৮০	২৩৯৩০	২৯৩২৯	২৯৮৯০
	(ক) তলবী আমানত	১৯৮০	২১৫০	২২০০	২২৪০
	(খ) মেয়াদী আমানত	১৮৪০০	২১৭৮০	২৭১২৯	২৭৬৫০
৫।	ঋণ ও অগ্রিম	৩৫৮৮৮	৪৩১৫৬	৪৩৬২৮	৪৮৫০০
৬।	বিনিয়োগ	১৪৫৩	১৪৫৩	১৪৫৩	১৪৫৩
৭।	মোট পরিসম্পদ	৪৮২২৭	৫৭২৪৫	৬০৪৫৫	৬১৭৪৫
৮।	মোট আয়	২৫৪০	৩০৩৩	৩১৮০	৪২৪০
৯।	মোট ব্যয়	৪৬০০	৫৩১০	৪৫০০	৫৫০০
১০।	বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা	৬৩০৬	৫০৩৮	৩৫০০	৫২৫০
	(ক) রপ্তানি	১৪৩২	১৬৫৬	১৭৫০	২২৫০
	(খ) আমদানি	৩৫৬৯	২৪৮৮	৯৫০	২১০০
	(গ) রেমিটেন্স	১৩০৫	৮৯৪	৮০০	৯০০
১১।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	১১৬৮৬	১১৩৪৩	১১২৪৯	১১২০০
	(ক) কর্মকর্তা	৪৭৪৬	৪৭৭৫	৪৭৩৮	৪৭০০
	(খ) কর্মচারী	৬৭৪০	৬৫৬৮	৬৫১১	৬৫০০
১২।	বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যায়)	৯৩	৯৮	৯৮	৯৮
১৩।	শাখা (সংখ্যায়)	৮৩৭	৮৩৭	৮৪৪	৮৫০

খাত-ভিত্তিক ঋণ বিতরণ এবং আদায়

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক ১৯৯৯-২০০০ অর্থ বছরে ঋণ বিতরণ লক্ষ্যমাত্রা ১৪৫০০ মিলিয়ন টাকায় নির্ধারণ করে। খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের লক্ষ্যকে সামনে রেখে কৃষি উৎপাদনের উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করে শস্য উৎপাদনের জন্য ঋণ বিতরণ লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছে ১০০০০ মিলিয়ন টাকা, যা মোট ঋণ বিতরণ লক্ষ্যমাত্রা ৬৯%। বিগত বছরের প্রলয়ংকরী বন্যা উত্তর কালে দ্রুত কৃষি পুনর্বাসনের লক্ষ্যে ঋণ বিতরণে গতিশীলতা আনয়নের জন্য কৃষি ব্যাংক কর্তৃক ঋণ বিতরণ প্রক্রিয়া সহজীকরণ করা হয়। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বিগত বছরে প্রায় এক লক্ষ বর্গা চাষীকে নতুনভাবে ঋণ প্রদান করা হয়। এ ধারা বর্তমান বছরেও অব্যাহত আছে। মার্চ, ২০০০ পর্যন্ত প্রায় ১০৫০৮ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে যা লক্ষ্যমাত্রার ৭২ শতাংশ। ১৯৯৯-২০০০ অর্থ বছরে আগের মত শস্য উৎপাদন (চা সহ), হালের বলদ, সেচ ও খামার যন্ত্রপাতি, মৎস্য চাষ, হাঁস মুরগী পালন, কৃষি ভিত্তিক শিল্প স্থাপন, কৃষি ও সংশ্লিষ্ট শিল্প পণ্যের বাজারজাতকরণের নিমিত্ত ঋণ সহায়তা প্রদান করা হয়। বাংলাদেশ সরকারের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রাপ্ত দারিদ্র্য বিমোচন কার্যক্রমেও বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের আর্থিক সহায়তা প্রদান অব্যাহত রয়েছে। এ ক্ষেত্রে ঢাকা শহরের ভাসমান বস্তিবাসীদের পুনর্বাসনের লক্ষ্যে গৃহীত "ঘরে ফেরা" ঋণ কর্মসূচী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ কর্মসূচীর আওতায় ৩১শে মার্চ, ২০০০ পর্যন্ত ১২৫৬টি পরিবারকে তথা প্রায় ৮০০০ বস্তিবাসী ছিন্নমূল মানুষকে ঋণ প্রদানের মাধ্যমে তাদের নিজ নিজ গ্রামে পুনর্বাসিত করা হয়েছে।

১৯৯৯-২০০০ অর্থ বছরে ব্যাংকের ঋণ আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা ১৩০০০ মিলিয়ন টাকায় নির্ধারণ করা হয়েছে এবং এই লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অর্থ বছরের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত ১০৬০৭ মিলিয়ন টাকা ঋণ আদায় করা হয়েছে, যা বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রার ৮২% ।

সারণি-২

খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ	কৃষি ঋণ	শিল্প ঋণ			অন্যান্য	সর্বমোট
		মেয়াদী ঋণ	চলতি মূলধন	মোট		
১৯৯৭-৯৮						
বিতরণ	৪৮৯৭	২৬৮	৮০৭	১০৭৫	২৫২২	৮৪৯৪
আদায়	৫২৯৪	৪৯১	৭৬২	১২৫৩	২২৭৩	৮৮২০
১৯৯৮-৯৯						
বিতরণ	১১০৬৯	২০২	১০৬৩	১২৬৫	৩৫৬৮	১৫৯০২
আদায়	৬৪১৫	৪৫০	১০৭৩	১৫২৩	৩২৪৬	১১১৮৪
৩১শে মার্চ, ২০০০						
বিতরণ	৬৬৪৯	১৬১	৬৫০	৮১১	৩০৪৮	১০৫০৮
আদায়	৬৩৩৪	২৩০	১৩৩০	১৫৬০	২৭১৩	১০৬০৭
৩০ শে জুন, ২০০০**						
বিতরণ	৯১৭৫	২২২	৮৯৭	১১১৯	৪২০৬	১৪৫০০
আদায়	৭৮৩৮	৩২১	১৬৫৫	১৯৭৬	৩১৮৬	১৩০০০

* প্রাক্কলিত

কৃষি ব্যাংক ১৯৯৯ সালে (১লা জানুয়ারী-৩১ শে ডিসেম্বর) মোট ১০৬৯টি প্রকল্প অনুমোদন করে, যার বিপরীতে ঋণ মঞ্জুরী পরিমাণ দাঁড়ায় ১৩৮৫ মিলিয়ন টাকা। ৩১শে মার্চ, ২০০০ পর্যন্ত মোট ২৩১৪২৯টি প্রকল্পের বিপরীতে মঞ্জুরীকৃত ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণের পরিমাণ ১৩৮৮২ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে। এই ঋণের ৯৭ শতাংশ পেয়েছে বৃহৎ ও মাঝারী আকারের শিল্প প্রতিষ্ঠান।

সারণি-৩

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ মঞ্জুরী

(মিলিয়ন টাকায়)

ঋণ মঞ্জুরী		শিল্পের আকার		মোট
		বৃহৎ ও মাঝারী	ক্ষুদ্র ও কুটির	
ক্রমপুঞ্জিভূতঃ ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৯৯ তারিখে				
	প্রকল্প সংখ্যা	১৯৪৬৩৩	৩৬৬৮১	২৩১৩১৪
	পরিমাণ	১৩৪০৫	৪১৬	১৩৮২১
জানুয়ারি ১ হতে ডিসেম্বর ৩১, ১৯৯৯ পর্যন্ত				
	প্রকল্প সংখ্যা	৭৮৫	২৮৪	১০৬৯
	পরিমাণ	১৩১৯	৬৬	১৩৮৫
ক্রমপুঞ্জিভূতঃ মার্চ ৩১, ২০০০ তারিখে				
	প্রকল্প সংখ্যা	১৯৪৭৩৮	৩৬৬৯১	২৩১৪২৯
	পরিমাণ	১৩৪৬১	৪২১	১৩৮৮২
জানুয়ারি ১ হতে মার্চ ৩১, ২০০০ পর্যন্ত				
	প্রকল্প সংখ্যা	১০৫	১০	১১৫
	পরিমাণ	৫৬	৫	৬১
জানুয়ারি ১ হতে জুন ৩০, ২০০০* পর্যন্ত				
	প্রকল্প সংখ্যা	২১৯	২৩	২৪২
	পরিমাণ	১১৫	১৫	১৩০

* প্রাক্কলিত

ব্যাংকের মোট ঋণের স্থিতি ১৯৯৮-৯৯ সালের শেষে ৪৩১৫৬ মিলিয়ন টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯৯-২০০০ অর্থ বছরের মার্চ শেষে ৪৩৬২৮ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে। ৩১ মার্চ, ২০০০ এর তথ্য থেকে দেখা যায়, ঋণের স্থিতি কৃষি ও মৎস্য খাতে ২৬৬৮৬ মিলিয়ন (মোট ঋণ স্থিতির ৬১%), শিল্প খাতে ৭৭৫০ মিলিয়ন (১৮%) এবং বিশেষ ঋণ কর্মসূচীতে ২৯০৫ মিলিয়ন টাকায় (৭%) দাঁড়িয়েছে।

সারণি-৪

খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতিঃ

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	১৯৯৭-৯৮	১৯৯৮-৯৯	৩১শে মার্চ, ২০০০ (সাময়িক)	৩০শে জুন, ২০০০ (প্রাক্কলিত)
১।	কৃষি ও মৎস্যঃ	২০২৪৬	২৫৭৮৫	২৬৬৮৬	২৯৬৮৬
	(ক) শস্য	৯২৪৮	১৫১৫৯	১৫৭৫৮	১৭৫৬০
	(খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য	১০৯৯৮	১০৬২৬	১০৯২৮	১২১২৬
২।	শিল্পঃ	৪৯৪৯	৭৪৮৩	৭৭৫০	৮৫০০
	(ক) বৃহৎ ও মাঝারী	৪৩৬৯	৬৮৯৬	৭১২৫	৭৮২৫
	(খ) ক্ষুদ্র ও কুটির	৫৮০	৫৮৭	৬২৫	৬৭৫
৩।	পাইকারী/খুচরা ব্যবসা এবং রেস্তোরাঁ/হোটেল	৯২৬	১২৬২	১২৯৭	১৪১৪
৪।	বীমা, রিয়েল এষ্টেট ও ব্যবসা সেবা	১৬০৩	১৬১৭	১৬৩১	৬৩৮
৫।	পরিবহন ও যোগাযোগ	৬৩৫	৬১৩	৬১৮	১৬৪০
৬।	বিশেষ ঋণ কর্মসূচীঃ	১৯৩৮	২৬৩৩	২৯০৫	৩১৯৩
	(ক) দারিদ্র্য বিমোচন	১৭৭৬	২১৮৮	২৩১০	২৫৮৮
	(খ) অন্যান্য	১৬২	৪৪৫	৫৯৫	৬০৫
৭।	অন্যান্য	৪১৯২	৩৭৬৩	২৭৪১	৩৪২৯
	সর্বমোট	৩৪৪৮৮	৪৩১৫৬	৪৩৬২৮	৪৮৫০০

রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক

রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক (রাকাব) রাজশাহী বিভাগে কৃষি ঋণ সরবরাহকারী বৃহত্তম আর্থিক প্রতিষ্ঠান। ১৫ই মার্চ, ১৯৮৭ সালে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের রাজশাহী বিভাগস্থ সকল কার্যালয়/শাখার দায় ও সম্পদ নিয়ে এ ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়। কৃষি ঋণ বিতরণ ছাড়াও এ ব্যাংক অন্যান্য ব্যাংকিং কর্মকান্ড পরিচালনা করে থাকে। ৩০১টি শাখার এ ব্যাংকের অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ ১৫০০ মিলিয়ন টাকা। মার্চ, ২০০০ পর্যন্ত পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৯৮০ মিলিয়ন টাকায়।

তিস্তার বালুকাময় চরাঞ্চলে রাকাব অর্থায়নে ২০০ একর জমিতে ভুট্টা চাষ।

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

সারণি-১

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	১৯৯৭-৯৮	১৯৯৮-৯৯	৩১শে মার্চ, ২০০০ (সাময়িক)	৩০শে জুন, ২০০০ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০
২।	পরিশোধিত মূলধন	৯৮০	৯৮০	৯৮০	১২০০
৩।	সংরক্ষিত তহবিল	২০৮	২০৮	২০৮	২০৮
৪।	আমানত	৩১৯৫	৩৬৭৬	৪১২৪	৪৮০০
	(ক) তলবী আমানত	২৫৬	২৬৮	৪৭৭	৫৫২
	(খ) মেয়াদী আমানত	২৯৩৯	৩৪০৮	৩৬৪৭	৪০৭৮
৫।	ঋণ ও অগ্রিম	১৫৩৭৩	১২২০৭*	১২২৭৮	১২৮০০
৬।	বিনিয়োগ	-	-	-	-
৭।	মোট পরিসম্পদ	২০২৫৭	১৯২৬৭	২০১২৬	২০৪৫০
৮।	মোট আয়	৪৮১	৬৫৫	৭৮০	১৫৫০
৯।	মোট ব্যয়	১২৫৭	১২৭৩	১২০০	১৫৩১
১০।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	৩৬৫১	৩৭৭৩	৩৭৪৭	৩৭৪৪
	(ক) কর্মকর্তা	১৫৭৯	১৭০৭	১৬৮৩	১৬৮২
	(খ) কর্মচারী	২০৭২	২০৬৬	২০৬৪	২০৬২
১১।	শাখা (সংখ্যায়)	৩০০	৩০১	৩০১	৩০১

* সরকারী সিদ্ধান্ত মোতাবেক ৩ লক্ষ টাকা পর্যন্ত কৃষি ঋণের দ্বিগুণের অতিরিক্ত ঋণ হিসাবে ৪৩৪৯ মিলিয়ন টাকা (সাময়িক) রিভার্স করার ফলে জুন, ১৯৯৮ এর তুলনায় ঋণ স্থিতি হ্রাস পায়।

প্রতিষ্ঠার পর হতে বিগত ১৩ বছরে এ ব্যাংক উল্লেখযোগ্য কোন ব্যবসায়িক সাফল্য অর্জন করতে পারেনি। ৩০ জুন ১৯৯৯ তারিখ পর্যন্ত পুঞ্জিভূত লোকসানের পরিমাণ দাঁড়ায় ৪.৭২ বিলিয়ন টাকা। অতীতের লোকসানের কারণসমূহ গভীরভাবে বিশ্লেষণ করে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে ব্যাংক পরিচালনা এবং মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে ৫ বছর মেয়াদী একটি সংস্কার কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। ১লা নভেম্বর, ১৯৯৯ হতে কার্যকর এ সংস্কার কর্মসূচীতে বিনিয়োগ, আদায় ও আমানত সংগ্রহ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ছাড়াও রয়েছে দীর্ঘস্থায়ী সুদৃঢ় আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও মানব সম্পদ উন্নয়ন কর্মসূচী।

গৃহীত বিনিয়োগ পরিকল্পনা গুণগত মানসম্পন্ন ঋণ বিতরণ নিশ্চত করা হয়েছে, যাতে ভবিষ্যতে এ ঋণগুলো শ্রেণীকৃত না হয়। ঋণ বিতরণ একটি- দুটি খাতে (যেমন-শস্য) সীমাবদ্ধ না রেখে কৃষির সকল উপখাত ও সহযোগী খাতে অর্থায়ন করা হচ্ছে। ভূট্টা, সয়াবিন, সূর্যমুখী ইত্যাদি দামী ফসল (High Value Crop) অর্থায়নে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। অধিক উৎপাদনে উৎসাহিত করার জন্য কৃষকগণকে backward linkage এবং উৎপাদিত পণ্যের ভালো মূল্য পাবার জন্য forward linkage এর সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়ার জন্যেও ব্যাংক চলতি অর্থ বছরে পদক্ষেপ নিয়েছে। ব্যাংক মিষ্টি পানির চিংড়ি চাষ সম্প্রসারণ ও রপ্তানীর উদ্দেশ্যে forward linkage স্থাপনের ব্যবস্থা হাতে নিয়েছে। ব্যাংকের কাছে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে মুরগীর খামার, মুরগীর বাচ্চা সরবরাহের জন্য হ্যাচারি স্থাপন, সুষম (balanced) রাসায়নিক সার তৈরীর ফ্যাক্টরী, টমেটো, পেঁয়াজ ইত্যাদি ফলমূল ও মশলাজাতীয় পণ্য সংরক্ষণের জন্য বিশেষ ধরনের ক্ষুদ্র সংরক্ষণাগার, শস্যবীজ উৎপাদন, বাণিজ্যিকভিত্তিতে মিশ্র খামারে অর্থায়নের জন্য আবেদন বিবেচনাধীন রয়েছে। ইতোমধ্যে শস্য বীজ উৎপাদনের জন্য ৩০ মিলিয়ন টাকা এবং মুরগীর খামার স্থাপনের জন্য ৫০ মিলিয়ন টাকা ঋণ মঞ্জুর করা হয়েছে।

১৯৯৮-৯৯ অর্থ বছরের প্রথম নয় মাসের তুলনায় চলতি অর্থ বছরের একই সময়কালে ঋণ বিতরণ বৃদ্ধি পেয়েছে ৫৪৩ মিলিয়ন টাকা। চলতি অর্থ বছরের নির্ধারিত ঋণ বিতরণ লক্ষ্যমাত্রা ৩.৫০ বিলিয়ন টাকার শতকরা ৭৪ ভাগ ইতোমধ্যে অর্জিত হয়েছে। মোট বিতরণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ২.৫৯ বিলিয়ন টাকা, তন্মধ্যে শস্য খাতে ১.৬৯ বিলিয়ন (৬৫%) এবং অন্যান্য খাতে ০.৯০ বিলিয়ন টাকা (৩৫%)। চলতি অর্থ বছরে ঋণ বিতরণের নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা ছাড়িয়ে যাবে বলে আশা করা হচ্ছে।

শ্রেণীকৃত ঋণের স্থবিরতা কাটিয়ে উঠার লক্ষ্যে গৃহীত সংস্কার কর্মসূচীতে প্রতি বছর ২০ শতাংশ হারে শ্রেণীকৃত ঋণ আদায়ের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য ব্যাংক একটি কর্মসূচী গ্রহণ করেছে যার নাম "Maximum Incentive for Recovery of A Classified Loan Entirely" (MIRACLE) এ কর্মসূচীতে একটি শ্রেণীকৃত ঋণ হিসাবের সমুদয় পাওনা আদায় করে হিসাব বন্ধ হলে যে দিন হিসাব বন্ধ হল সে দিনই আদায়কারী কর্মকর্তা উক্ত ঋণ হিসাবের আদায়কৃত সুদের ১০% ইনসেন্টিভ হিসাবে পাবেন।

শ্রেণীকৃত ঋণ ত্বরিৎ আদায়ের এ নতুন কৌশল (MIRACLE) প্রচলনের ফলে ৩১ মার্চ, ২০০০ তারিখ পর্যন্ত ৩৬,৮৩৬ টি শ্রেণীকৃত ঋণ হিসাব বন্ধ হয়েছে ও ৬৬৬ মিলিয়ন টাকা আদায় হয়েছে। অর্থ বছরের অবশিষ্ট সময়ের মধ্যে আরো ৫০,০০০ এর অধিক ঋণ হিসাব বন্ধ করে ১ বিলিয়ন টাকার উর্দ্ধে শ্রেণীকৃত ঋণ আদায়ের প্রচেষ্টা নেয়া হয়েছে । মার্চ ২০০০ শেষে মোট ঋণ আদায়ের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ২.৪৬ বিলিয়ন টাকা, যা চলতি অর্থবছরের ঋণ আদায় লক্ষ্যমাত্রা ৩.৫০ বিলিয়ন টাকার ৭০% । গত বছরের একই সময়ের তুলনায় চলতি বছরে ঋণ আদায়ের পরিমাণ প্রায় দ্বিগুণ । বর্ধিত আদায়ের পরিমাণ ১.২৩ বিলিয়ন টাকা। ৩০ জুন, ২০০০ নাগাদ ঋণ আদায়ের পরিমাণ ৪ বিলিয়ন টাকায় পৌঁছাবে বলে আশা করা হচ্ছে।

সংস্কার কর্মসূচীর আওতায় একটি সুদৃঢ় আর্থিক ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলার কাজ হাতে নেয়া হয়েছে। চলতি অর্থবছরে বাংলাদেশ ব্যাংক হতে রিফিন্যান্স না নিয়ে মুখ্যতঃ আদায়কৃত ঋণের অর্থ এবং অংশতঃ সংগৃহীত আমানতের সাহায্যে তহবিল চাহিদা পূরণ করা হচ্ছে। এর ফলে অর্থ বছর শেষে কেন্দ্রীয় ব্যাংককে প্রদেয় সুদের পরিমাণ কিছুটা হ্রাস পাবে। উল্লেখ্য, ব্যাংকের মোট ব্যয়ের প্রায় ৪০% রিফিন্যান্স -এর উপর সুদ ব্যয় । এই ব্যয় হ্রাস করার পাশাপাশি পারফর্মিং এসেট সৃষ্টির মাধ্যমে প্রত্যাশা অনুযায়ী সুদ আয় বৃদ্ধি করে ১৯৯৯-২০০০ অর্থ বছরে মুনাফা অর্জন সম্ভব হবে বলে ব্যাংক দৃঢ়ভাবে আশা পোষণ করে।

সারণি-২

খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ	কৃষি ঋণ	শিল্প ঋণ			অন্যান্য	সর্বমোট
		মেয়াদী ঋণ	চলতি মূলধন	মোট		
১৯৯৭-৯৮						
বিতরণ	১৫১৭	১২৩	৩১	১৫৪	৪১১	২০৮২
আদায়	১৭৯৯	১৭	৫৫	৭২	৩৯২	২২৬৩
১৯৯৮-৯৯						
বিতরণ	২৫২০	৪	৪০	৪৪	৬০২	৩১৬৬
আদায়	১৯৩২	১৬	৫৬	৭২	৫৫২	২৫৫৬
৩১শে মার্চ, ২০০০*						
বিতরণ	২০৩৫	২১	৫৩	৭৪	৪৮২	২৫৯১
আদায়	১৮৯৭	৪২	৪০	৮২	৪৭৭	২৪৫৬
৩০ শে জুন, ২০০০**						
বিতরণ	২৬৩৬	৬৩	৬০	১২৩	৭৪১	৩৫০০
আদায়	২৯৫০	৫০	৭০	১২০	৯৩০	৪০০০

* সাময়িক

* প্রাক্কলিত

ঋণ মঞ্জুরীর হিসাব (সারণি-৩) থেকে দেখা যায় যে, ১৯৯৯ সালে ২টি বৃহৎ ও মাঝারী এবং ১১০১টি ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের জন্য এ ব্যাংক ৮৫ মিলিয়ন টাকা মঞ্জুর করে। ২০০০ সালের জানুয়ারী-মার্চ সময়কালে ব্যাংকটি ২টি বৃহৎ ও মাঝারী এবং ৪১৮টি ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে মোট ৭০ মিলিয়ন টাকার ঋণ মঞ্জুর করেছে।

সারণি-৩

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ

(মিলিয়ন টাকায়)

ঋণ মঞ্জুরী		শিল্পের আকার		মোট
		বৃহৎ ও মাঝারী	ক্ষুদ্র ও কুটির	
ক্রমপুঞ্জিভূতঃ ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৯৯ তারিখে				
	প্রকল্প সংখ্যা	৭	৪০৫৫৮	৪০৫৬৫
	পরিমাণ	২৫৩	৮৬৬	১১১৯
জানুয়ারি ১ হতে ডিসেম্বর ৩১, ১৯৯৯ পর্যন্ত				
	প্রকল্প সংখ্যা	২	১১০১	১১০৩
	পরিমাণ	৭৩	১২	৮৫
ক্রমপুঞ্জিভূতঃ মার্চ ৩১, ২০০০ তারিখে				
	প্রকল্প সংখ্যা	৯	৪০৯৭৬	৪০৯৮৫
	পরিমাণ	৩২১	৮৬৮	১১৮৯
জানুয়ারি ১ হতে মার্চ ৩১, ২০০০ পর্যন্ত				
	প্রকল্প সংখ্যা	২	৪১৮	৪২০
	পরিমাণ	৬৮	২	৭০
জানুয়ারি ১ হতে জুন ৩০, ২০০০* পর্যন্ত				
	প্রকল্প সংখ্যা	৭	৮৪০	৮৪৭
	পরিমাণ	৩৬৮	৩	৩৭১

* প্রাক্কলিত।

১৯৯৮-৯৯ শেষে রাকাবের ঋণের স্থিতি ১২২০৭ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। সাময়িক হিসাব অনুযায়ী ১৯৯৯ সালের মার্চ শেষে ঋণ স্থিতি দাঁড়িয়েছে ১২২৭৮ মিলিয়ন টাকা, যার মধ্যে কৃষি ও মৎস্য খাতে ৯১২০ মিলিয়ন টাকা এবং শিল্প খাতে ১৪৬৬ মিলিয়ন টাকা। ২০০০ সালের জুন শেষে ঋণের স্থিতি ১২৮০০ মিলিয়ন টাকা হবে বলে প্রাক্কলন করা হয়।

সারণি-৪

খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতিঃ

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	১৯৯৭-৯৮	১৯৯৮-৯৯	৩১শে মার্চ, ২০০০ (সাময়িক)	৩০শে জুন, ২০০০ (প্রাক্কলিত)
১।	কৃষি ও মৎস্যঃ	১১৯৬৫	৮৮৮৬	৯১২০	৮৯৭০
	(ক) শস্য	৪৬৪৬	৪৮৩৮	৫৩৭৩	৫২৭০
	(খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য	৭৩১৯	৪০৪৮	৩৭৪৭	৩৭০০
২।	শিল্পঃ	১৮২৯	১৫৮৭	১৪৬৬	১৬৫০
	(ক) বৃহৎ ও মাঝারী	২৪০	৪৪২	৩২০	৪০০
	(খ) ক্ষুদ্র ও কুটির	১৫৮৯	১১৪৫	১১৪৬	১২৫০
৩।	পাইকারী/খুচরা ব্যবসা এবং রেস্তোরাঁ/হোটেল	৫৮২	৪১৬	৩৭০	৪৫০
৪।	পরিবহন ও যোগাযোগ	৬৩	৪২	৪২	৪৫
৫।	বিশেষ ঋণ কর্মসূচীঃ	২৫০	২৯৭	৩৪৫	৪৮৫
৬।	(ক) দারিদ্র্য বিমোচন	২৩৫	২৬৭	৩২০	৪৫০
	(খ) অন্যান্য	১৫	৩০	২৫	৩৫
৭।	অন্যান্য	৬৮৪	৯৭৯	৯৩৫	১২০০
	সর্বমোট	১৫৩৭৩	১২২০৭	১২২৭৮	১২৮০০

বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক

অক্টোবর, ১৯৭২-এ প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংকের অনুমোদিত মূলধন ২০০০ মিলিয়ন টাকা যার অন্যূন ৫১ শতাংশ সরকার কর্তৃক পরিশোধিত এবং অবশিষ্ট ৪৯ শতাংশ বাংলাদেশী নাগরিক কিংবা দেশী বা বিদেশী আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিশোধযোগ্য। বর্তমানে প্রধান কার্যালয় ও তিনটি আঞ্চলিক কার্যালয় ছাড়াও এ ব্যাংকের ১৫টি শাখা আছে। এ ব্যাংকের মোট কর্মকর্তা/কর্মচারীর সংখ্যা জুন, ১৯৯৯ শেষের ৯১৬ জনের তুলনায় হ্রাস পেয়ে মার্চ, ২০০০ শেষে ৮৯১ এ দাঁড়ায়। ব্যাংকের পরিচালক বোর্ড চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালকসহ নয় জন পরিচালক সমন্বয়ে গঠিত। বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক সরকার সূচিত এবং গৃহীত অর্থনৈতিক সংস্কার কর্মসূচী ও শিল্প নীতির সাথে সংগতি রেখে দেশের শিল্পায়ন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠা, চালু শিল্পের সুষমকরণ, আধুনিকীকরণ, প্রতিস্থাপন ও সম্প্রসারণ কল্পে দেশীয় ও বৈদেশিক মুদ্রায় ঋণ প্রদান এবং এ ব্যাংকের ঋণে স্থাপিত সমস্যাগ্রস্ত শিল্পের পুনর্বাসনে সহায়তা করে থাকে। ব্যাংক শিল্প স্থাপনে আগ্রহী উদ্যোক্তাদেরকে আর্থিক, কারিগরী ও পরামর্শমূলক সহায়তা করে থাকে। ব্যাংক দেশী শিল্প কারখানায় বিদেশী কোম্পানী/প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সরবরাহকৃত ঋণ পরিশোধের নিশ্চয়তা প্রদান সহ সীমিত দায় বিশিষ্ট কোম্পানীর শেয়ার/ক্রয়/ অবলেখনের মাধ্যমে মূলধন যোগানে সহায়তা দেয়। ব্যাংকের কর্মকাণ্ডে গতিশীলতা আনয়ন এবং এর কার্যাবলী বহুমুখীকরণের লক্ষ্যে ১৯৯৩-৯৪ অর্থ বছরে পূর্ণ বাণিজ্যিক ব্যাংকিং কার্যক্রম চালু করা হয়।

শিল্প ব্যাংকের মোট আমানতের পরিমাণ ১৯৯৯ সালের জুনের ৫৩৪ মিলিয়ন টাকার তুলনায় ১০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ২০০০ সালের মার্চ মাসে ৫৮৭ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে।

এ ব্যাংকের প্রদত্ত ঋণ ও অগ্রিমের পরিমাণ (মন্দ ও সন্দেহজনক সঞ্চিতিবাদে) ১৯৯৮-৯৯ সালের ১০১৬৮ মিলিয়ন টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে মার্চ, ২০০০ শেষে ১০১৯০ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। পক্ষান্তরে এ ব্যাংকের বিনিয়োগ ১৯৯৯ সালের জুনের ১১৮৬ মিলিয়ন টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে মার্চ, ২০০০ শেষে ১০৬৪ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংকের অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ সারণি-১ এ দেয়া হল।

বাংলাদেশ শিল্পায়নে সম্ভাবনা ও সমস্যা প্রেক্ষাপট-বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক শীর্ষক আয়োজিত সেমিনার

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

সারণি-১

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	১৯৯৭-৯৮	১৯৯৮-৯৯	৩১শে মার্চ, ২০০০ (সাময়িক)	৩০শে জুন, ২০০০ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	২০০০	১০০০	২০০০	২০০০
২।	পরিশোধিত মূলধন	১৩২০	১৩২০	১৩২০	১৩২০
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	৬৪৪	৬৪৪	৬৪৪	৬৪৪
৪।	আমানত:	৬৮২	৫৩৪	৫৮৭	৬৪৬
	(ক) তলবী আমানত	৩৪৫	৭৯	৮৭	৯৬
	(খ) মেয়াদী আমানত	৩৩৭	৪৫৫	৫০০	৫৫০
৫।	ঋণ ও অগ্রিম	১০৪৯৬	১০১৬৮	১০১৯০	১১১২০
৬।	বিনিয়োগ	১৩৩৪	১১৮৬	১০৬৪	১০০০
৭।	মোট পরিসম্পদ	১৩৯৬০	১৩৯৩০	১৩৯৭০	১৪০০০
৮।	মোট আয়	৭৭২	৫০২	৭০০	৭৫০
৯।	মোট ব্যয়	৭৭২	৭৩৪	৭০০	৭৫০
১০।	বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা	৪৭৯	২৫	১০	১১
	(ক) রপ্তানি	১১	-	-	-
	(খ) আমদানি	৪৬৬	২৩	৯	১০
	(গ) রেমিটেন্স	২	২	১	১
১১।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	৯৫৫	৯১৬	৮৯১	৮৮৫
	(ক) কর্মকর্তা	৪৯২	৪৬৫	৪৪৯	৪৪৬
	(খ) কর্মচারী	৪৬৩	৪৫১	৪৪২	৪৩৯
১২।	বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যায়)	৩৩	৩৩	৩৪	৩৪
১৩।	শাখা (সংখ্যায়)	১৫	১৫	১৫	১৫

খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়

১৯৯৮-৯৯ সালে শিল্প ব্যাংকের মোট ঋণ বিতরণের পরিমাণ ছিল ১৪৫ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৯-২০০০ সালের জুলাই-মার্চ সময়কালে ঋণ বিতরণের পরিমাণ দাঁড়ায় ৩৬৩ মিলিয়ন টাকা। শিল্প ব্যাংকের প্রধান ঋণ হল মেয়াদী ঋণ। মেয়াদী ঋণ বিতরণের পরিমাণ ১৯৯৯৭-৯৮ অর্থ বছরের ৯৬২ মিলিয়ন টাকা থেকে ৮৪৯ মিলিয়ন টাকা হ্রাস পেয়ে ১৯৯৮-৯৯ অর্থ বছরে ১১৩ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়।

১৯৯৯-২০০০ অর্থ বছরের প্রথম নয় মাসে শিল্প ব্যাংক ৬৬০ মিলিয়ন টাকা মেয়াদী ঋণ আদায় করেছে এবং এ সময়ে মোট ঋণ আদায়ের পরিমাণ হল ৭৪৪ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৮-৯৯ সালে মোট ঋণ আদায়ের পরিমাণ ছিল ৯৯০ মিলিয়ন টাকা।

শিল্প ব্যাংকের খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায় সারণি-২ এ দেয়া হল।

খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়

সারণি-২

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ		শিল্প ঋণ			অন্যান্য	সর্বমোট
		মেয়াদী ঋণ	চলতি মূলধন	মোট		
১৯৯৭-৯৮						
	বিতরণ	৯৬২	৪৬	১০০৮	১২	১০২০
	আদায়	৭৩০	২২৫	৯৫৫	২৫	৯৮০
১৯৯৮-৯৯						
	বিতরণ	১১৩	৩২	১৪৫	-	১৪৫
	আদায়	৭৬০	২১৬	৯৭৬	১৪	৯৯০
১৯৯৯-২০০০						
৩১শে মার্চ, ১৯৯৯						
	বিতরণ	৩৫০	১৩	৩৬৩	-	৩৬৩
	আদায়	৬৬০	৬২	৭২২	২২	৭৪৪
৩০ শে জুন, ২০০০**						
	বিতরণ	৩৭০	৩১	৪০১	-	৪০১
	আদায়	১২৬৫	১২৫	১৩৯০	৩৫	১৪২৫

* সাময়িক

** প্রাক্কলিত

ব্যাংকটির শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ মঞ্জুরী সারণি-৩ এ দেয়া হল।

সারণি-৩

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ

(মিলিয়ন টাকায়)

ঋণ মঞ্জুরী		শিল্পের আকার		মোট
		বৃহৎ ও মাঝারী	ক্ষুদ্র ও কুটির	
ক্রমপুঞ্জিভূতঃ ৩১শে জুন, ১৯৯৮ তারিখে				
	প্রকল্প সংখ্যা	২৪৬	১৩২৪	১৫৭০
	পরিমাণ	২২২৯৫	৫০৪১	২৭৩৩৬
১৯৯৭-৯৮ অর্থ বছরে				
	প্রকল্প সংখ্যা	৫	৬	১১
	পরিমাণ	৫২	৩২	৮৪
ক্রমপুঞ্জিভূতঃ ৩০শে জুন, ১৯৯৯ তারিখে				
	প্রকল্প সংখ্যা	২৪৭	১৩২৬	১৫৭৩
	পরিমাণ	২২২৯৬	৫০৪৬	২৭৩৪২
১৯৯৮-৯৯ অর্থ বছরে				
	প্রকল্প সংখ্যা	১	২	৩
	পরিমাণ	১	৫	৬
১৯৯৯-২০০০ অর্থ বছরে (মার্চ, ২০০০ পর্যন্ত)				
	প্রকল্প সংখ্যা	১	৮	৯
	পরিমাণ	৫	৩১	৩৬

ব্যাংকটির খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতি সারণি-৪ এ দেয়া হল।

সারণি-৪

খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	১৯৯৭-৯৮	১৯৯৮-৯৯	৩১শে মার্চ, ২০০০ (সাময়িক)	৩০শে জুন, ২০০০ (প্রাক্কলিত)
১।	শিল্পঃ	২০২২০	১৯৮৬৫	১৯৩৬৫	১৯৮০০
	(ক) বৃহৎ ও মাঝারী	১৩৯৬৭	১৩৫৮৮	১৩০০৫	১৩২৭০
	(খ) ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প	৬২৫৩	৬২৭৭	৬৩৬০	৬৫৩০
	সর্বমোট	২০২২০	১৯৮৬৫	১৯৩৬৫	১৯৮০০

বাংলাদেশ শিল্প ঋণ সংস্থা

বাংলাদেশ শিল্প ঋণ সংস্থা আদেশ, ১৯৭২ (রাষ্ট্রপতির আদেশ নং-১২৮, ১৯৭২) এর ক্ষমতা বলে শিল্প প্রকল্পসমূহে ঋণ সুবিধাসহ অন্যান্য সহায়তা প্রদান, বাংলাদেশে পুঁজি বিনিয়োগকে উৎসাহিত করা ও বিনিয়োগ কর্মকান্ডের ভিতকে সম্প্রসারিত করার লক্ষ্যে ৩১শে অক্টোবর, ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ শিল্প ঋণ সংস্থা (বিএসআরএস) প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে ১লা মার্চ, ১৯৮৫ তারিখ পর্যন্ত সংস্থা স্বীয় চার্টারে প্রদত্ত ক্ষমতা বলে শিল্প প্রকল্প স্থাপনে দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ, সেতু ঋণ ডিবেঞ্চার ঋণ ইত্যাদি প্রদান করে এসেছে। কিন্তু বাংলাদেশ সরকার ও কয়েকটি উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ২রা মার্চ, ১৯৮৫ সালে স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারক অনুসারে সংস্থার সার্বিক কর্মকান্ড মে, ১৯৯৫ পর্যন্ত এর পোর্টফলিওভুক্ত প্রকল্প সমূহের সুষমকরণ, আধুনিকীকরণ, প্রতিস্থাপন ও সম্প্রসারণের (বিএমআরই) জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান ও ঋণ আদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। ১৯৮৫ সালে সম্পাদিত উক্ত সমঝোতা স্মারকের আলোকে সংস্থার সার্বিক পরিচালনা ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে ব্যাপক সংস্কার সাধিত হয়। উক্ত সংস্কার কার্যক্রমের আওতায় বাংলাদেশ শিল্প ঋণ সংস্থা আদেশ ১৯৭২ সংশোধন করাসহ ঋণ আদায় প্রক্রিয়া আরো জোরদার করা হয়। দেশের আর্থিক খাতে বিরাজমান পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে এবং শিল্পায়নে সংস্থার ইতিবাচক ভূমিকার কথা বিবেচনা করে সরকার ১৯৯৫ সালের জুন মাসে সংস্থাকে সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন একটি পূর্ণাঙ্গ আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিচালনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং সে অনুসারে সংস্থাকে পুনর্গঠন করেন। পুনর্গঠনের আওতায় সরকার সংস্থাকে নতুন শিল্প প্রকল্পে ঋণ প্রদানসহ বাণিজ্যিক ব্যাংকিং ও মার্চেন্ট ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনার জন্যও অনুমতি প্রদান করেন। এ প্রেক্ষিতে ৪ঠা মে, ১৯৯৭ তারিখে সংস্থা বাণিজ্যিক ব্যাংকিং মতিঝিল শাখার কার্যক্রম শুরু করেছে। এছাড়া পুঁজি বাজারকে সক্রিয় করার নিমিত্তে এবং স্টক এক্সচেঞ্জে সরাসরি সিকিউরিটিজ ক্রয়/বিক্রয়ে অংশ গ্রহণ করার জন্য সংস্থা ৩০শে আগষ্ট, ১৯৯৭ তারিখে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের সদস্যপদ লাভ করেছে এবং নিয়মিত শেয়ার ও সিকিউরিটিজ ক্রয়-বিক্রয়ে অংশ নিচ্ছে। এছাড়া সংস্থা প্রথম বিএসআরএস মিউচ্যুয়াল ফান্ডও সাফল্যজনক ভাবে ১৯৯৬-৯৭ অর্থ বছরে বাজারজাত করেছে এবং উক্ত মিউচ্যুয়াল ফান্ডের উপর নিয়মিত লভ্যাংশ প্রদান করছে। সংস্থার বর্তমান অনুমোদিত ও পরিশোধিত মূলধন যথাক্রমে ২০০০ মিলিয়ন টাকা এবং ৭০০ মিলিয়ন টাকা। ২০০০ সালের ৩১শে মার্চ তারিখে কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২২১ জনে।

১৯৯৫ সালে পুনরায় নতুন শিল্প প্রকল্পে অর্থায়নে অনুমতি পাওয়ার পর থেকে সংস্থা (২টি কনসোর্টিয়াম প্রকল্প সহ) মোট ১৮টি নতুন শিল্প প্রকল্পে ৭৫০ মিলিয়ন টাকা ঋণ মঞ্জুর করেছে যার মধ্যে বৈদেশিক মুদ্রা ঋণের পরিমাণ ৬৫৭ মিলিয়ন টাকা। আলোচ্য সময়ে সেতু ঋণ খাতে সংস্থা ৪টি প্রকল্পে ৫১ মিলিয়ন টাকা সেতু ঋণ মঞ্জুর করেছে।

সংস্থার অর্থায়নে প্রতিষ্ঠিত সুতা উৎপাদনকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান।

সংস্থা ইহার জন্মলগ্নে পূর্বসূরী পিকিক কর্তৃক মঞ্জুরকৃত ১০৯টি প্রকল্প প্রাপ্ত হয়, যার বিপরীতে ৩৮৬ মিলিয়ন টাকা বিতরণ করা হয়েছিল। পরবর্তীতে ১৯৭২ সাল হতে ৩১শে মার্চ, ২০০০ পর্যন্ত সময়কালে সংস্থা মোট ৩২৬টি প্রকল্পে ৫১৪৩ মিলিয়ন টাকা ঋণ অনুমোদন করেছে এবং ৪৭৯২ মিলিয়ন টাকা বিতরণ করেছে। এ সময়কালে অর্থায়িত প্রকল্প থেকে প্রায় ৭৪৬৫ মিলিয়ন টাকা ঋণ বাবদ আদায় করেছে। এতদ্ব্যতীত ১৯৭২ সাল হতে এ পর্যন্ত সংস্থা মোট ১৭৩০ মিলিয়ন টাকা মুনাফা অর্জন করেছে, কর বাবদ ১৬২০ মিলিয়ন টাকা প্রদান করেছে এবং সরকারী কোষাগারে ১৪৭ মিলিয়ন টাকা প্রদান করেছে। সংস্থার সাফল্য হলো এই যে, সংস্থা এ পর্যন্ত কখনো লোকসান -এর সম্মুখীন হয়নি। এ ছাড়াও জন্মলগ্ন হতে এ পর্যন্ত সরকারের নিকট থেকে অথবা সরকারের মাধ্যমে গৃহীত ঋণের বিপরীতে সংস্থা সরকারকে নির্ধারিত সুদসহ ৫২২৭ মিলিয়ন টাকা এবং দাতা সংস্থাসমূহকে নির্ধারিত সুদ সহ ৩৫০ মিলিয়ন টাকা পরিশোধ করেছে।

১৯৯৮-৯৯ এবং ১৯৯৯-২০০০ (৩১শে মার্চ পর্যন্ত) অর্থ বছরে সংস্থা যথাক্রমে ২০০ মিলিয়ন ও ৬৯ মিলিয়ন টাকা মেয়াদী ঋণ বিতরণ করেছে।
৩১শে মার্চ, ২০০০ তারিখের হিসাবে সংস্থার মোট আদায়যোগ্য ঋণের পরিমাণ ১৮৭৪৭ মিলিয়ন টাকা এবং জুন, ২০০০ নাগাদ আদায়যোগ্য ঋণের পরিমাণ দাঁড়াবে আনুমানিক ১৯২৮২ মিলিয়ন টাকা।

সংস্থার অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য সারণি-১ -এ দেয়া হলো।

সারণি-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	জুন, ১৯৯৮	জুন, ১৯৯৯ (সাময়িক)	৩১শে মার্চ, ২০০০ (সাময়িক)	৩০শে জুন, ২০০০ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	২০০০	২০০০	২০০০	২০০০
২।	পরিশোধিত মূলধন	৭০০	৭০০	৭০০	৭০০
৩।	সংরক্ষিত তহবিল	৬২০	৬৯২	৬৯২	৭৩১
৪।	আমানত	৭৫	৮৬	৩৪	১৫০
	(ক) তলবী আমানত	২৩	১২	১৩	৫০
	(খ) মেয়াদী আমানত	৫২	৭৪	২১	১০০
৫।	ঋণ ও অগ্রিম*	১৩৯২	১৬০০	১৪৬২	১৭০৩
৬।	বিনিয়োগ*	১৮৮	২১৩	২২৯	২৫২
৭।	মোট পরিসম্পদ	২৪৩০	২৬১৩	২৫৫০	৩৩০৮
৮।	মোট আয়	১৭৪	১৬১	১২৩	২৮২
৯।	মোট ব্যয়	১১৯	১২০	৮১	১৮৭
১০।	বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা				
	(ক) রপ্তানি	-	-	-	-
	(খ) আমদানি	-	-	-	-
	(গ) রেমিটেন্স	-	-	-	-
১১।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	২২৪	২২১	২২১	২৩৯
	(ক) কর্মকর্তা	১০৩	১০৪	১০৪	১১৭
	(খ) কর্মচারী	১২১	১১৭	১১৭	১২২
১২।	শাখা (সংখ্যায়)	৫	৫	৫	৫

* হবঃ ড়ভ চৎড়ারংরড়হ

১৯৯৮-৯৯ অর্থ বছরে বিএসআরএস -এর ঋণ বিতরণ ও আদায়ের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ২৩৩ মিলিয়ন টাকা ও ২৬২ মিলিয়ন টাকা, পূর্ববর্তী বছরে যার পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ২২৮ মিলিয়ন টাকা ও ৩০৩ মিলিয়ন টাকা। ৩১শে মার্চ, ২০০০ পর্যন্ত এ সংস্থার ঋণ বিতরণ ও আদায় দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ৪১ মিলিয়ন ও ১৬৬ মিলিয়ন টাকায়।

বিএসআরএস -এর ঋণ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি সারণি-২ এ দেয়া হলো।

সারণি-২

খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ	শিল্প ঋণ			অন্যান্য	সর্বমোট
	মেয়াদী ঋণ	চলতি মূলধন	মোট		
জুন, ১৯৯৮					
বিতরণ	২১২	-	২১২	১৬	২২৮
আদায়	২৮৭	-	২৮৭	১৬	৩০৩
জুন, ১৯৯৯					
বিতরণ	২০০	-	২০০	৩৩	২৩৩
আদায়	২৪৪	-	২৪৪	১৮	২৬২
৩১শে মার্চ, ২০০০* পর্যন্ত					
বিতরণ	৪০	-	৪০	১	৪১
আদায়	১৬২	-	১৬২	৪	১৬৬
৩০ শে জুন, ২০০০*পর্যন্ত					
বিতরণ	৭২	-	৭২	৫৫	১২৭
আদায়	২৩৮	-	২৩৮	১১	২৪৯

* সাময়িক

** প্রাক্কলিত

বাংলাদেশ শিল্প ঋণ সংস্থা ১৯৯৯ সালে ৪টি বৃহৎ ও মাঝারী শিল্পে মোট ৯৭ মিলিয়ন টাকা ঋণ মঞ্জুর করে। ১৯৯৯ সালের ডিসেম্বর শেষে ক্রমপুঞ্জিভূত শিল্প ঋণ মঞ্জুরীর পরিমাণ দাঁড়ায় ৫১৪৩ মিলিয়ন টাকা।

বিএসআরএস -এর শিল্প ঋণ মঞ্জুরীর অবস্থা সারণি-৩ এ দেয়া হলো।

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ

সারণি-৩

(মিলিয়ন টাকায়)

ঋণ মঞ্জুরী		শিল্পের আকার		মোট
		বৃহৎ ও মাঝারী	ক্ষুদ্র ও কুটির	
ক্রমপুঞ্জিভূতঃ ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৯৯ তারিখে				
	প্রকল্প সংখ্যা	৩২৫	১	৩২৬
	পরিমাণ	৫১৩৫	৮	৫১৪৩
জানুয়ারি ১ হতে ডিসেম্বর ৩১, ১৯৯৯ পর্যন্ত				
	প্রকল্প সংখ্যা	৪	-	৪
	পরিমাণ	৯৭	-	৯৭
ক্রমপুঞ্জিভূতঃ মার্চ ৩১, ২০০০ তারিখে				
	প্রকল্প সংখ্যা	৩২৫	১	৩২৬
	পরিমাণ	৫১৩৫	৮	৫১৪৩
জানুয়ারি ১ হতে মার্চ ৩১, ২০০০ পর্যন্ত				
	প্রকল্প সংখ্যা	-	-	-
	পরিমাণ	-	-	-
জানুয়ারি ১ হতে জুন ৩০, ২০০০** পর্যন্ত				
	প্রকল্প সংখ্যা	-	-	-
	পরিমাণ	-	-	-

*সাময়িক।

** প্রাক্কলিত।

বাংলাদেশ শিল্প ঋণ সংস্থা -এর খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতি সারণি-৪ এ দেয়া হলো।

সারণি-৪

খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	জুন, ১৯৯৮	জুন, ১৯৯৯	৩১শে মার্চ, ২০০০ (সাময়িক)	৩০শে জুন, ২০০০ (প্রাক্কলিত)
১।	কৃষি ও মৎস্যঃ	-	-	-	-
	(ক) শস্য	-	-	-	-
	(খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য	-	-	-	-
২।	শিল্পঃ	১৪৯৭৭	১৫৬২৮	১৬৭৬৯	১৮৪৪৬
	(ক) বৃহৎ ও মাঝারী	১৪৯৭৭	১৫৬২৮	১৬৭৬৯	১৮৪৪৬
	(খ) ক্ষুদ্র ও কুটির	-	-	-	-
৩।	পাইকারী/খুচরা ব্যবসা এবং রেস্তোরাঁ/ হোটেল	৭২৪	৭২৬	৭২৬	৭২৮
৪।	বীমা, রিয়েল এষ্টেট ও ব্যবসা সেবা	-	-	-	-
৫।	পরিবহন ও যোগাযোগ	১০৮১	১২৫১	১২৫২	১৩৭৭
৬।	বিশেষ ঋণ কর্মসূচীঃ	-	-	-	-
	(ক) দারিদ্র্য বিমোচন	-	-	-	-
	(খ) অন্যান্য	-	-	-	-
৭।	অন্যান্য	-	-	-	-
	সর্বমোট	১৬৭৮২	১৭৬০৫	১৮৭৪৭	২০৫৫১

ব্যাংক অব স্মল ইন্ডাষ্ট্রিজ এন্ড কমার্স বাংলাদেশ লিমিটেড

ব্যাংক অব স্মল ইন্ডাস্ট্রিজ এন্ড কমার্স (বেসিক) বাংলাদেশ লিমিটেড ১৯৮৯ সালের ২১ জানুয়ারি থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে কার্যক্রম শুরু করে। বাংলাদেশ সরকার ৪ঠা জুন, ১৯৯২ তারিখে এ ব্যাংকটি অধিগ্রহণ করে। ১৯৯৯ সালের শেষ নাগাদ ব্যাংকের অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ ৫০০ মিলিয়ন টাকা, পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ ১৬০ মিলিয়ন টাকা এবং রিজার্ভ ফান্ডের পরিমাণ ছিল ৪৭৪ মিলিয়ন টাকা। ২০০০ সালের মার্চ শেষে ব্যাংকটির শাখা সংখ্যা দাঁড়ায় ২৫টিতে এবং মোট জনশক্তির সংখ্যা দাঁড়ায় ৪৩৩ জন, যার মধ্যে ১৯০ জন কর্মকর্তা এবং ২৪৩ জন কর্মচারী।

বেসিক বাংলাদেশ লিমিটেড উন্নয়ন এবং বাণিজ্যিক ব্যাংকের এক সংমিশ্রণ। ব্যাংকটি ক্ষুদ্র শিল্প খাত প্রসারের জন্য মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ সরবরাহ এবং অন্যান্য আর্থিক সহায়তা প্রদানের দায়িত্বে নিয়োজিত। ব্যাংকটিকে মোট ঋণদান যোগ্য তহবিলের অন্ততঃ শতকরা ৫০ ভাগ ক্ষুদ্র শিল্পের অর্থায়নে ব্যবহার করতে হয়।

ব্যাংকের মোট আমানতের পরিমাণ ১৯৯৮ সালের ডিসেম্বর শেষে ৪৫০৯ মিলিয়ন টাকা থেকে ২৩.৪২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯৯ সালের ডিসেম্বর শেষে ৫৫৬৫ মিলিয়ন টাকা দাঁড়ায় যা ২০০০ সালের মার্চ শেষে ৬০১৬ মিলিয়ন টাকা দাঁড়িয়েছে। ব্যাংকটির মোট আগাম এবং বিনিয়োগের পরিমাণ ১৯৯৯ সালের ডিসেম্বর শেষে পূববর্তী বছরের একই সময়ের তুলনায় যথাক্রমে ২৩ শর্তাংশ বৃদ্ধি এবং ৩২ শতাংশ হ্রাস পেয়ে ৩৯৬০ মিলিয়ন এবং ৭৩১ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ২০০০ সালের মার্চ শেষে অগ্রিম ও বিনিয়োগের পরিমাণ যথাক্রমে ৪৫৫০ মিলিয়ন টাকা এবং ১১০০ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ব্যাংকের মোট বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনার পরিমাণ ১৯৯৮ সালের তুলনায় ৩৪৮৯ মিলিয়ন টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯৯ সালে ১৯৩৭২ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। এর মধ্যে আমদানির পরিমাণ ১৯৯৮ সালের ৭২০৮ মিলিয়ন টাকা থেকে ৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯৯ সালে ৭৩৯১ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায় এবং ২০০০ সালের জানুয়ারী-মার্চ সময়কালে ২৪৯০ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে। অন্যদিকে রপ্তানির পরিমাণ ১৯৯৮ সালের ৪৪২০ মিলিয়ন টাকা থেকে ১৪ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯৯ সালে ৫০৬০ মিলিয়ন এবং ২০০০ সালের জানুয়ারী-মার্চ সময়কালে ১৪৫৫ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। রেমিটেন্সের পরিমাণ ১৯৯৮ সালের ৪২৫৫ মিলিয়ন টাকা থেকে ৬৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯৯ সালে ৬৯২১ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ২০০০ সালের প্রথম তিন মাসে যার পরিমাণ দাঁড়ায় ২৮২৫ মিলিয়ন টাকা।

ব্যাংকের অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ সারণি-১ এ দেয়া হলো।

ব্যাংকের অর্থায়নে গড়ে উঠেছে হস্ত শিল্প প্রকল্প।

সারণি-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	১৯৯৮	১৯৯৯*	৩১শে মার্চ, ২০০০ (সাময়িক)	৩০শে জুন, ২০০০ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	৫০০	৫০০	৫০০	৫০০
২।	পরিশোধিত মূলধন	৮০	১৬০	১৬০	২০০
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	৩৯৪	৪৭৪	৫০০	৪৮৫
৪।	আমানত	৪৫০৯	৫৫৬৫	৬০১৬	৬৪৬৬
	(ক) চলতী আমানত	১৬৪২	১৫৭৪	১৭০২	১৮৩০
	(খ) মেয়াদী আমানত	২৮৬৭	৩৯৯১	৪৩১৪	৪৬৩৬
৫।	ঋণ ও অগ্রিম	৩২১৯	৩৯৮০	৪৫৫০	৫০০০
৬।	বিনিয়োগ	১০৬৮	৭৩১	১১০০	১১৫০
৭।	মোট পরিসম্পদ	৫৬২১	৬৯৭২	৭৪০০	৭৮৫০
৮।	মোট আয়	৫৯২	৭৮২	২৬০	৫৩০
৯।	মোট ব্যয়	৩৬৫	৫৬১	১৮০	৩৬৫
১০।	বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা	১৫৮৮৩	১৯৩৭২	৬৭৭০	১৩৫৫০
	(ক) রপ্তানি	৪৪২০	৫০৬০	১৪৫৫	২৯০০
	(খ) আমদানি	৭২০৮	৭৩৯১	২৪৯০	৫০০০
	(গ) রেমিটেন্স	৪২৫৫	৬৯২১	২৮২৫	৫৬৫০
১১।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	৪৭২	৪১৭	৪৩৩	৪৪৩
	(ক) কর্মকর্তা	১৩৫	১৮৯	১৯০	১৯৩
	(খ) কর্মচারী	২৩৭	২২৮	২৪৩	২৫০
১২।	বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যায়)	১৬	১৭	১৭	১৮
১৩।	শাখা (সংখ্যায়)	২২	২৩	২৫	২৫

* অনিরীক্ষিত হিসাব বিবরণী অনুযায়ী।

শিল্প ঋণ বিতরণ এবং আদায়

বেসিক বাংলাদেশ লিমিটেডের ঋণ বিতরণ এবং আদায়ের পরিমাণ ১৯৯৮ সালের যথাক্রমে ২৬৭২ মিলিয়ন এবং ১০৯ মিলিয়ন টাকার তুলনায় ৮৫৪ মিলিয়ন এবং ৪২ মিলিয়ন টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯৯ সালে ৩৫২৬ মিলিয়ন এবং ১৫১ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায় যা ২০০০ সালের প্রথম তিন মাসে যথাক্রমে ৪১৫০ মিলিয়ন ও ১৯০ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে।

ব্যাংকের শিল্প ঋণের বিতরণ ও আদায় সংক্রান্ত তথ্যাদি সারণি-২ এ দেয়া হলো।

সারণি-২

খাত-ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ		শিল্প ঋণ			অন্যান্য	সর্বমোট
		মেয়াদী ঋণ	চলতি মূলধন	মোট		
১৯৯৮						
	বিতরণ	১৮১	১৩৬৯	১৫৫০	১১২২	২৬৭২
	আদায়	১০৯		১০৯		১০৯
১৯৯৯						
	বিতরণ	২৩৭	১৯৪৬	২১৮৩	১৩৪৩	৩৫২৬
	আদায়	১৫১		১৫১		১৫১
৩১শে মার্চ, ২০০০*						
	বিতরণ	৩০০	২৪৫০	২৭৫০	১৪০০	৪১৫০
	আদায়	১৯০		১৯০		১৯০
৩০ শে জুন, ২০০০**						
	বিতরণ	৩৬০	৩০০০	৩৩৬০	১৪৫০	৪৮১০
	আদায়	২৩০		২৩০		২৩০

* সাময়িক ** প্রাক্কলিত

*** চলতি মূলধনের ক্ষেত্রে স্থিতি দেখানো হয়েছে।

আকার ভিত্তিক শিল্প ঋণের অনুমোদন

ব্যাংকটি শুরু থেকে ১৯৯৯ সালের মার্চ পর্যন্ত ১৬১টি প্রকল্পের আওতায় মোট ৮৬৯.১৫ মিলিয়ন টাকা অনুমোদন করে যার মধ্যে ৬৬৯.১৫ মিলিয়ন টাকা (৭৭%) ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে এবং বাকী ২০০ মিলিয়ন টাকা (২৩%) বৃহৎ ও মাঝারী শিল্পে। প্রকল্পের ধরণ হচ্ছে গার্মেন্টস এবং টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রিজ, সিনথেটিক লেদার, এমব্রয়ডারী, পেপার প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং, হার্ডবোর্ড, মৎস্য ও চিংড়ী, ফিশিং নেট ইত্যাদি। ১৯৯৯ সালে ব্যাংক ৫১টি প্রকল্পের আওতায় মোট ১৭০.৪৪ মিলিয়ন টাকা অনুমোদন করে।

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ পরিস্থিতি সারণি-৩ এ দেয়া হলো।

সারণি-৩

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ

(মিলিয়ন টাকায়)

ঋণ মঞ্জুরী		শিল্পের আকার		মোট
		বৃহৎ ও মাঝারী	ক্ষুদ্র ও কুটির	
ক্রমপুঞ্জিভূতঃ ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৯৯ তারিখে				
	প্রকল্প সংখ্যা	৯	১৪৬	১৫৫
	পরিমাণ	২০০	৬৩৬.৪৪	৮৩৬.৪৪
জানুয়ারি ১ হতে ডিসেম্বর ৩১, ১৯৯৯ পর্যন্ত				
	প্রকল্প সংখ্যা	১	৫০	৫১
	পরিমাণ	২০	১৫০.৪৪	১৭০.৪৪
ক্রমপুঞ্জিভূতঃ মার্চ ৩১, ২০০০ তারিখে				
	প্রকল্প সংখ্যা	৯	১৫২	১৬১
	পরিমাণ	২০০	৬৬৯.১৫	৮৬৯.১৫
জানুয়ারি ১ হতে মার্চ ৩১, ২০০০ পর্যন্ত				
	প্রকল্প সংখ্যা	-	১৫	১৫
	পরিমাণ	-	৬০	৬০
জানুয়ারি ১ হতে জুন ৩০, ২০০০* পর্যন্ত				
	প্রকল্প সংখ্যা	-	৩৫	৩৫
	পরিমাণ	-	১২৫	১২৫

* প্রাক্কলিত।

বিশেষ ঋণ কর্মসূচী এবং খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

শহরে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য বেসিক ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচী (Micro Credit Scheme) নামে একটি কর্মসূচী গ্রহণ করে। এ কর্মসূচীর আওতায় দরিদ্র ঋণ গ্রহীতাদের সরাসরি বা এনজিও এর মাধ্যমে ঋণ বিতরণের ব্যবস্থা রয়েছে। ১৯৯৯ সালের ডিসেম্বর মাস নাগাদ ব্যাংক ৩৭,৪৭৬ জন দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে মোট ১৩১.৯০ মিলিয়ন টাকা বিতরণ করে। ১৯৯৯ সালের ডিসেম্বর এবং মার্চ, ২০০০ শেষে ব্যাংকের মোট ঋণের স্থিতি দাঁড়ায় যথাক্রমে ৩৯৬০ মিলিয়ন টাকা ও ৪৫৫০ মিলিয়ন টাকা।

খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি সারণি-৪ এ দেয়া হলো।

সারণি-৪

খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতিঃ

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	১৯৯৮	১৯৯৯	৩১শে মার্চ, ২০০০ (সাময়িক)	৩০শে জুন, ২০০০ (প্রাক্কলিত)
১।	কৃষি ও মৎস্যঃ	৪৯	৭৯	৮৫	৯০
	(ক) শস্য	-	-	-	-
	(খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য	৪৯	৭৯	৮৫	৯০
২।	শিল্পঃ	১৭২৪	২২৪৫	২৬২৫	২৯৩০
	(ক) বৃহৎ ও মাঝারী	৮১৭	৬৫৬	৯২৫	১১০০
	(খ) মাঝারী	৯০৭	১৫৮৯	১৭০০	১৮৩০
৩।	পাইকারী/খুচরা ব্যবসা এবং রেস্তোরাঁ/হোটেল	-	-	-	-
৪।	বীমা, রিয়েল এষ্টেট ও ব্যবসা সেবা	-	-	-	-
৫।	পরিবহন ও যোগাযোগ	-	-	-	-
৬।	বিশেষ ঋণ কর্মসূচীঃ	৬৯	১০৪	১১৫	১৩০
	(ক) দারিদ্র্য বিমোচন	৬৯	১০৪	১১৫	১৩০
	(খ) অন্যান্য				
৭।	অন্যান্য	১৩৭৭	১৫৩২	১৭২৫	১৮৫০
	সর্বমোট	৩২১৯	৩৯৬০	৪৫৫০	৫০০০

আনসার ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক

আনসার ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক আইন-১৯৯৫ এর অধীনে ১০০০ মিলিয়ন টাকার অনুমোদিত মূলধন এবং ১০০ মিলিয়ন টাকার পরিশোধিত মূলধন নিয়ে অনসার ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক ১৯৯৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং নভেম্বর, ১৯৯৬ সাল হতে ঢাকায় লোকাল অফিস খোলার মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে ঋণ কার্যক্রম শুরু করে। মার্চ, ২০০০ এ ব্যাংকটির পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ ১২৮ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ব্যাংকটির পরিশোধিত মূলধনের ২৫ শতাংশ শেয়ার সরকারের এবং অবশিষ্ট ৭৫ শতাংশ শেয়ার আনসার ও ভিডিপি সদস্য-সদস্যা, আনসার ও ভিডিপি কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং আনসার -ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংকের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের। ২০০০ সালের মার্চ পর্যন্ত ব্যাংকটির শাখা সংখ্যা দাঁড়ায় ৭২টি এবং মোট জনশক্তির সংখ্যা দাঁড়ায় ৩৮৮ জন, তন্মধ্যে ৩২৫ জন কর্মকর্তা এবং ৬৩ জন কর্মচারী। ২০০০ সালের মার্চ শেষে ব্যাংকটির ঋণ ও অগ্রিমের স্থিতি দাঁড়ায় ১৪৭ মিলিয়ন টাকা।

ব্যাংকটির বহুমুখী ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচী (মাইক্রোক্রেডিট) এর আওতায় গবাদিপশু মোটাতাজাকরণ, গাভী পালন, হাঁস-মুরগীর খামার, মৎস্য চাষ ও চিংড়ী প্রকল্প, কুটির শিল্প স্থাপন, হালকা ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কশপ, মুদি মনোহারী মালের ব্যবসা, সেলাই মেশিন ক্রয়, কৃষিজাত পণ্যের বাজারজাতকরণ ইত্যাদি সহ গ্রামীণ অর্থনীতি নির্ভর আয়বর্ধক ৬০টি খাতে ৫ জনকে নিয়ে গঠিত গ্রুপের মাধ্যমে মাথাপিছু সর্বোচ্চ ১৫০০০/- টাকা ঋণ প্রদান করা হচ্ছে। ইক্যুইটি এবং সহায়ক জামানত ব্যতিরেকে ব্যক্তিগত এবং গ্রুপ গ্যারান্টির বিপরীতে ব্যাংক এই ঋণ কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। একই সাথে ঋণ গ্রহীতা প্রত্যেক সদস্য/সদস্যাদের মধ্যে সঞ্চয় মনোভাব গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রত্যেক সদস্য/সদস্যা সাপ্তাহিক ৫ টাকা সঞ্চয় আমানত (Group Savings) জমা করছে যার উপর বার্ষিক ৭% সুদ প্রদান করা হচ্ছে। ব্যাংক সাধারণভাবে প্রকল্প ঋণের জন্য ইক্যুইটি এবং সহায়ক জামানত ব্যতিরেকে এবং ক্ষেত্রে বিশেষে ইক্যুইটি ও সহায়ক জামানত নিয়ে ব্যক্তিগত এবং গ্রুপ গ্যারান্টির বিপরীতে ঋণ কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। ২০০০ সালের ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত ব্যাংক উক্ত শাখাগুলির মাধ্যমে ৭৮৬৩৩ জন সদস্য/সদস্যাকে ৪৭০ মিলিয়ন টাকা ঋণ হিসেবে বিতরণ করেছে, যার বিপরীতে সাপ্তাহিক কিস্তিতে আদায় হয়েছে ৩৭ মিলিয়ন টাকা। এ ব্যাংকের ঋণ আদায়ের হার শতকরা ৯৯ ভাগ।

আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংকের অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য সারণি-১ এ দেয়া হলো।

ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় নির্মিত হচ্ছে বাঁশ ও বেতের আসবাব পত্র।

সারণি-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	১৯৯৭-৯৮	১৯৯৮-৯৯	৩১শে মার্চ, ২০০০ (সাময়িক)	৩০শে জুন, ২০০০ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	১০০০.০০	১০০০.০০	১০০০.০০	১০০০
২।	পরিশোধিত মূলধন	১২৩	১২৭	১২৮	১৩০
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	-	-	-	-
৪।	আমানত	৩	১০	১৬	১৮
	(ক) তলবী আমানত	-	-	-	-
	(খ) মেয়াদী আমানত	৩	১০	১৬	১৮
৫।	ঋণ ও অগ্রিম	৫৩	১১২	১৪৭	১৬৯
৬।	বিনিয়োগ	৪৭	১২	৬	১৩
৭।	মোট পরিসম্পদ	১৩৩	১৭৭	২১১	২৩২
৮।	মোট আয়	১৫	২৭	২৬	৩৪
৯।	মোট ব্যয়	১৭	৩১	২৭	৩৬
১০।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	১৭৪	৩০০	৩৮৮	৫৩৯
	(ক) কর্মকর্তা	১২৭	২৪০	৩২৫	৪৪৫
	(খ) কর্মচারী	৪৭	৬০	৬৩	৯৪
১১।	শাখা (সংখ্যায়)	৩৮	৬২	৭২	১০০

আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংকের ঋণ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি সারণি-২ এ দেখানো হল।

সারণি-২

খাত-ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ	কৃষি ঋণ	শিল্প ঋণ			অন্যান্য	সর্বমোট
		মেয়াদী ঋণ	চলতি মূলধন	মোট		
১৯৯৭-৯৮						
বিতরণ	-	-	-	-	১০১	১০১
আদায়	-	-	-	-	৬৬	৬৬
১৯৯৮-৯৯						
বিতরণ	-	-	-	-	১৯১	১৯১
আদায়	-	-	-	-	১৪৬	১৪৬
৩১শে মার্চ, ২০০০						
বিতরণ	-	-	-	-	১৭৬	১৭৬
আদায়	-	-	-	-	১৫২	১৫২
৩০ শে জুন, ২০০০**						
বিতরণ	-	-	-	-	২৪৪	২৪৪
আদায়	-	-	-	-	২০৬	২০৬

* সাময়িক

** প্রাক্কলিত

সারণি-৩ এ ব্যাংকের খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি দেয়া হল।

সারণি-৩

খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতিঃ

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	১৯৯৭-৯৮	১৯৯৮-৯৯	৩১শে মার্চ, ২০০০ (সাময়িক)	৩০শে জুন, ২০০০ (প্রাক্কলিত)
১।	কৃষি ও মৎস্যঃ				
	(ক) শস্য	-	-	-	-
	(খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য	-	-	-	-
২।	শিল্পঃ		-	-	-
	(ক) বৃহৎ ও মাঝারী	-	-	-	-
	(খ) ক্ষুদ্র ও কুটির	-	-	-	-
৩।	পাইকারী/খুচরা ব্যবসা এবং রেস্তোরাঁ/হোটেল	-	-	-	-
			-	-	-
৪।	বীমা, রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা	-	-	-	-
৫।	পরিবহন ও যোগাযোগ	৫৩	১১২	১৪৭	১৬৯
৬।	বিশেষ ঋণ কর্মসূচীঃ	৫৩	১১২	১৪৭	১৬৯
	(ক) দারিদ্র্য বিমোচন	-	-	১	৭
	(খ) অন্যান্য	-	-	-	-
৭।	অন্যান্য				
	সর্বমোট	৫৩	১১২	১৪৭	১৬৯

বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিমিটেড

বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিমিটেড (বিএসবিএল) কৃষি খাতে অর্থায়নের মৌলিক উদ্দেশ্যে সমবায় ক্ষেত্রে শীর্ষ আর্থিক প্রতিষ্ঠান। সমস্ত কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি, সমবায় জমি বন্ধকী ব্যাংক, কেন্দ্রীয় ইক্ষুচাষী সমবায় সমিতি, থানা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি এবং অন্যান্য সমবায় সমিতি এ ব্যাংকের সদস্য পদ লাভ করতে পারে। ৩০শে জুন, ১৯৯৯ পর্যন্ত ৫১১টি প্রতিষ্ঠান এ ব্যাংকের সদস্য হয়েছে। এ ব্যাংকের অনুমোদিত মূলধন ১০০ মিলিয়ন টাকা। ২০০০ সালের মার্চ শেষে পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ দাঁড়ায় ৩২ মিলিয়ন টাকা। বর্তমানে ১২ সদস্য বিশিষ্ট কার্যকরী পরিষদ ব্যাংক পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত আছে।

১৯৯৯ সালের ডিসেম্বর শেষে এ ব্যাংকের আমানতের পরিমাণ ছিল ২২ মিলিয়ন টাকা। ২০০০ সালের মার্চ শেষে আমানত হ্রাস পেয়ে ২০ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। এ ব্যাংক ১৯৯৮ সালে ৫৭ মিলিয়ন টাকার ঋণ প্রদান করে এবং সুদ ও দন্ডসুদসহ ৫৬ মিলিয়ন টাকার ঋণ আদায় করে। ১৯৯৯ সালে ঋণ প্রদান ও আদায়ের পরিমাণ যথাক্রমে ৭০ মিলিয়ন টাকা ও ৫৪ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে। ১৯৯৯ সাল শেষে ব্যাংকটির মোট অগ্রিমের পরিমাণ দাঁড়ায় ২৫৬২ মিলিয়ন টাকা যা মার্চ, ২০০০ শেষে ২৬১৭ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। বিনিয়োগের পরিমাণ ১৯৯৯ সালে ৪৫৪ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে। যা মার্চ, ২০০০ শেষে ৪৫৯ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়।

ব্যাংকটির অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য সারণি-১ এ দেখানো হলো।

সারণি-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	১৯৯৮	১৯৯৯	৩১শে মার্চ, ২০০০ (সাময়িক)	৩০শে জুন, ২০০০ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	১০০	১০০	১০০	১০০
২।	পরিশোধিত মূলধন	৩২	৩২	৩২	৩২
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	৭৬৫	৮২৭	৮২৪	৯০০
৪।	আমানত	২১	২২	২০	২২
	(ক) তলবী আমানত	২০	১২	১৯	২০
	(খ) মেয়াদী আমানত	১	১০	১	২
৫।	ঋণ ও অগ্রিম	২৪২০	২৫৬২	২৬১৭	২৭৪৩
৬।	বিনিয়োগ	৪৪৭	৪৫৪	৪৫৯	৪৬৪
৭।	মোট পরিসম্পদ	২৯০৬	৩০৫৮	৩১২০	৩১৮২
৮।	মোট আয়	১৬৪	১৭৩	৮৬	১০৯
৯।	মোট ব্যয়	১০১	১০৪	৬৩	৮৬
১০।	বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা	-	-	-	-
	(ক) রপ্তানি	-	-	-	-
	(খ) আমদানি	-	-	-	-
	(গ) রেমিটেন্স	-	-	-	-
১১।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	১০১	৯৯	১০৪	১০৪
	(ক) কর্মকর্তা	৬৪	৬২	৪৫	৪৫
	(খ) কর্মচারী	৩৭	৩৭	৫৯	৫৯

খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়

সমবায় ব্যাংক মূলতঃ সমবায়ী কৃষকদের মধ্যে ঋণ বিতরণ করে থাকে। তবে প্রয়োজনে কৃষি ব্যতীত অন্যান্য গ্রামীণ কর্মকান্ডেও সমবায় ব্যাংক অর্থায়ন করে থাকে। ব্যাংকটি স্বর্ণ বন্ধক রেখেও ঋণ প্রদান করে থাকে। ব্যাংকটির খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়ের পরিমাণ সারণি-২ এবং খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি সারণি-৩ এ দেয়া হলো।

সারণি-২

খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ		কৃষি ঋণ	অন্যান্য	সর্বমোট
১৯৯৯				
	বিতরণ	৩৯	১৮	৫৭
	আদায়	২১	৩৫	৫৬
১৯৯৯				
	বিতরণ	২৯	৪১	৭০
	আদায়	১৪	৪০	৫৪
৩১শে মার্চ, ২০০০				
	বিতরণ	৮	৩২	৪০
	আদায়	১১	৩৬	৪৭
৩০ শে জুন, ২০০০*				
	বিতরণ	২৮	৪৭	৭৫
	আদায়	২৬	৪১	৬৭

* সাময়িক

** প্রাক্কলিত

সারণি-৩

খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	১৯৯৮	১৯৯৯	৩১শে মার্চ, ২০০০ (সাময়িক)	৩০শে জুন, ২০০০ (প্রাক্কলিত)
১।	কৃষি ও মৎস্যঃ	২৩১৬	২৩৪১	২৪৯৭	২৫৯৪
	(ক) শস্য	১৫৪৭	১৫৪৪	১৬৬২	১৭০৯
	(খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য	৭৬৯	৭৯৭	৮৩৫	৮৮৫
২।	শিল্পঃ	-	-	-	-
	(ক) বৃহৎ ও মাঝারী	-	-	-	-
	(খ) ক্ষুদ্র ও কুটির	-	-	-	-
৩।	পাইকারী/খুচরা ব্যবসা এবং রেস্তোরাঁ/হোটেল	-	-	-	-
৪।	বীমা, রিয়েল এষ্টেট ও ব্যবসা সেবা	-	-	-	-
৫।	পরিবহন ও যোগাযোগ	-	-	-	-
৬।	বিশেষ ঋণ কর্মসূচীঃ	-	-	-	-
	(ক) দারিদ্র্য বিমোচন	-	-	-	-
	(খ) অন্যান্য	-	-	-	-
৭।	অন্যান্য	১০৪	২২১	১২০	১৪৯
	সর্বমোট	২৪২০	২৫৬২	২৬১৭	২৭৪৩

গ্রামীণ ব্যাংক

গ্রামীণ ব্যাংকের সূচনা ১৯৭৬ সালে চালুকৃত একটি প্রকল্পের মাধ্যমে। প্রকল্পটির সাফল্যের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ ব্যাংকের উদ্যোগে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকসহ রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ এ প্রকল্পকে ১৯৭৯ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে তাদের নিজস্ব প্রকল্প হিসেবে গ্রহণ করে। ১৯৮১ সালে আন্তর্জাতিক কৃষি উন্নয়ন তহবিল (ইফাদ) এ প্রকল্পে ঋণ দানের জন্যে এগিয়ে আসে এবং ১৯৮৩ সালের অক্টোবর মাসে এক অধ্যাদেশ বলে গ্রামীণ ব্যাংক একটি বিশেষ ব্যাংক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

গ্রামীণ ব্যাংকের প্রধান উদ্দেশ্যঃ

- গরীব পুরুষ ও মহিলাদের জন্যে ব্যাংকিং সুবিধা প্রদান করা,
- গ্রামীণ মহাজনদের শোষণ হতে গরীব মানুষকে রক্ষা করা,
- বিশাল বেকার জনশক্তির জন্য স্বকর্ম সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা,
- সুবিধা বঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে এমন একটি প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর আওতায় সংঘবদ্ধ করা যেটা তারা বুঝতে এবং নিজেরা পরিচালনা করতে পারেন,
- স্বল্প আয়, স্বল্প সঞ্চয়, স্বল্প বিনিয়োগ ভিত্তিক বহু পুরানো দুষ্ট চক্রকে ভেংগে দিয়ে ঋণ বিনিয়োগের মাধ্যমে স্বল্প আয়, নতুন ঋণ, নতুন বিনিয়োগ, অধিক আয় ভিত্তিক একটি বিকাশমান অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রক্রিয়া শুরু করা।

গ্রামীণ ব্যাংকের অনুমোদিত মূলধন ১৯৯৯ সালের ৩১শে ডিসেম্বর এ ৫০০ মিলিয়ন টাকা এবং পরিশোধিত মূলধন ২৬৫ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়।

১৯৯৯ সালে গ্রামীণ ব্যাংকের ১২টি নতুন শাখা খোলা হয়। যার ফলে ডিসেম্বর'৯৯ পর্যন্ত গ্রামীণ ব্যাংকের মোট শাখার সংখ্যা দাঁড়ায় ১১৪৯টিতে। আলোচ্য বছরে ৬৬১টি নতুন গ্রাম সহ ডিসেম্বর'৯৯ পর্যন্ত মোট ৩৯৭০৬টি গ্রাম গ্রামীণ ব্যাংকের কার্যক্রমের আওতায় আনা হয়।

গ্রামীণ ব্যাংকের মোট আমানত ১৯৯৮ সালের ৫৪০৪ মিলিয়ন টাকা ২৫১ মিলিয়ন টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯৯ সালের শেষ নাগাদ ৫৬৫৫ মিলিয়ন টাকা হয়েছে। গ্রামীণ ব্যাংকের বিনিয়োগ ১৯৯৮ সালের ১৮০৭ মিলিয়ন টাকা থেকে ২৯৭৬ মিলিয়ন টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯৯ সালে ৪৭৮৩ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। উক্ত সময়ে গ্রামীণ ব্যাংকের অগ্রিম ২৬৫ মিলিয়ন টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ১৪৪৬৭ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। গ্রামীণ ব্যাংকের মোট জনশক্তি ১৯৯৯ সালে ১২৪২৭ -এ দাঁড়ায়।

গ্রামীণ ব্যাংকের অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য সারণি-১ -দেয়া হলো।

ব্যাংকের অর্থায়নে পরিচালিত মহিলাদের সূচি শৈলী প্রকল্প।

সারণি-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	১৯৯৭-৯৮	১৯৯৮-৯৯	৩১শে মার্চ, ২০০০ (সাময়িক)	৩০শে জুন, ২০০০ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	৫০০	৫০০	৫০০	৫০০
২।	পরিশোধিত মূলধন	২৫৮	২৬৫	-	-
৩।	সংরক্ষিত তহবিল	১৯০৮	১৯১৮	-	-
৪।	আমানত	৫৪০৪	৫৬৫৫	-	-
৫।	অগ্রিম	১৪২০২	১৪৪৬৭	-	-
৬।	বিনিয়োগ	১৮০৭	৪৭৮৩	-	-
৭।	মোট পরিসম্পদ	১৯০৬৪	১৯২৬৪	-	-
৮।	মোট আয়	২২৭৫	৩২২১	-	-
৯।	মোট ব্যয়	২১৭০	৩১৮৮	-	-
১০।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	১২৮৫০	১২৪২৭	১২১৩০	১২১৪০
	(ক) কর্মকর্তা	৩৪৫৩	৩৬৯৩	৩৬১৮	৩৬১৮
	(খ) কর্মচারী	৯৩৯৭	৮৭৩৪	৮৫১২	৮৫২২
১১।	শাখা (সংখ্যায়)	১১৩৭	১১৪৯	১১৪৮	১১৪৮

১৯৯৯ সালে গ্রামীণ ব্যাংক কর্তৃক ঋণ বিতরণের পরিমাণ দাঁড়ায় ১৫৬৯৮ মিলিয়ন টাকা। পক্ষান্তরে, ১৯৯৯ সালে গ্রামীণ ব্যাংক কর্তৃক ঋণ আদায়ের পরিমাণ দাঁড়ায় ১৬৯৯৯ মিলিয়ন টাকা।

১৯৯৯ সালে গৃহ নির্মাণ ঋণ বাবদ ২২২.৭০ মিলিয়ন টাকা বিতরণ করা হয়েছে যা উপরোক্ত হিসাবে ধরা হয়নি। ২০০০ সালের ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত গ্রামীণ ব্যাংকের জামানত বিহীন ঋণ বিতরণের পরিমাণ ১২৬৪৮২ মিলিয়ন টাকা এবং এ পর্যন্ত ঋণ পরিশোধের পরিমাণ ১১২৭৯৫ মিলিয়ন টাকা। গ্রামীণ ব্যাংকের ঋণ গ্রহীতার সংখ্যা ফেব্রুয়ারী ২০০০ পর্যন্ত ২.৩৬ মিলিয়ন। ঋণ গ্রহীতাদের শতকরা ৯৫ ভাগ মহিলা।

ব্যাংকের ঋণ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি সারণি-২ এ দেয়া হলো

সারণি-২

খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ		সাধারণ ঋণ	মৌসুমী ঋণ	লীজিং ঋণ	অন্যান্য ঋণ	গৃহ নির্মাণ ঋণ
১৯৯৮						
	বিতরণ	১১৪৮১	৭০০১	৮৮	৫৪৯	৯৭৪
	আদায়	১০৭০৩	৬২২৩	১২২	৪৩৪	৬৮৫
১৯৯৯						
	বিতরণ	৯৮০২	৫৭১৯	৩৯	১৩৭	২২৩
	আদায়	১০৪০৪	৬২৪৮	৮৭	২৬১	৭৫৩
৩১শে মার্চ, ২০০০						
	বিতরণ	১৫৪৬	৮৭৮	৫	৪	১৩
	আদায়	১৫০৬	৮৫৩	৭	১২	১০৫
৩০শে জুন, ২০০০ (এপ্রিল, -জুন, ২০০০)*						
	বিতরণ	৩৭৫০	২০০০	৩৫	৫০	২০০
	আদায়	৩৭০০	১৯০০	২৬	৩০	৩০০

* প্রাক্কলিত।

ব্যাংকের অর্থায়নে স্থানীয় লাগশই পদ্ধতিতে টমেটো সংরক্ষণ প্রক্রিয়া।

গ্রামীণ ব্যাংকের খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতি সারণি-৩ এ দেয়া হলো।

সারণি-৩

খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	১৯৯৮	১৯৯৯	৩১শে মার্চ, ২০০০ (সাময়িক)	৩০শে জুন, ২০০০ (প্রাক্কলিত)
১।	সাধারণ ঋণ	৭১২৬	৬৫২৪	৬৫৬৪	৬৬১৪
২।	মৌসুমী ঋণ	৪৪৬৪	৩৯৩৬	৩৯৬১	৪০৬১
৩।	লীজিং ঋণ	৭৯	৩২	৩০	৩৯
৪।	অন্যান্য ঋণ	৪১৯	২৯৬	২৮৭	২৯২
৫।	গৃহ নির্মাণ ঋণ	৩৪৬৮	২৯৩৭	২৮৪৬	২৭৪৬
	সর্বমোট	১৫৫৫৬	১৩৭২৫	১৩৬৮৮	১৩৭৫২

কর্মসংস্থান ব্যাংক

কর্মসংস্থান ব্যাংক দেশের বেকার, বিশেষ করে বেকার যুবদের কর্মসংস্থানের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়ন কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে ১৯৯৮ সালের ২২শে সেপ্টেম্বর তারিখে আত্মপ্রকাশ করে। কর্মসংস্থান ব্যাংকের অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ ৩০০০ মিলিয়ন টাকা এবং পরিশোধিত মূলধন ১০০০ মিলিয়ন টাকা, যার মধ্যে শতকরা ৭৫ ভাগ বাংলাদেশ সরকার এবং শতকরা ২৫ ভাগ রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংক, তফসিলী ব্যাংক, বীমা কোম্পানী ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিশোধিত হবে। তন্মধ্যে ২২৫ মিলিয়ন টাকা ইতোমধ্যেই পরিশোধিত হয়েছে।

সরকার কর্তৃক অনুমোদিত কাঠামো অনুযায়ী প্রাথমিকভাবে ব্যাংকটির ঢাকায় একটি প্রধান কার্যালয়সহ ৩২টি শাখার জন্য ২২৪ জন লোকবল অনুমোদিত হয়েছে। তন্মধ্যে ১২৭ জন কর্মকর্তা এবং ৯৭ জন কর্মচারী রয়েছে। ২০০০-২০০১ সালের মধ্যে অবশিষ্ট জেলা সদরে শাখা খোলা হবে এবং পর্যায়ক্রমে থানা সদরে শাখা সম্প্রসারণ করা হবে।

প্রাথমিক ভাবে ব্যাংকটি ৩৩টি খাত চিহ্নিত করে ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। সাধারণতঃ প্রকল্পের ঋণের কোন ন্যূনতম সীমা নেই। তবে প্রকল্পের আকার ও ধরনের ভিত্তিতে ব্যক্তির ক্ষেত্রে ঋণ সীমা আপাততঃ সর্বোচ্চ ৫ লক্ষ টাকা এবং গ্রুপের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ২০ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের ধরণ অনুযায়ী বিভিন্ন কিস্তি ভিত্তিতে সর্বোচ্চ ৫ বছর মেয়াদে এ ঋণ পরিশোধযোগ্য। ঋণের সুদের হার সর্বোচ্চ শতকরা ১৪ ভাগ। তবে কিস্তি সমূহ নির্ধারিত তারিখে বা তার পূর্বে পরিশোধ করলে ৩% সুদ রেয়াত প্রদান করা হয়।

১৯৯৯-২০০০ অর্থ বছরে ব্যাংক বিভিন্ন খাতে বেকার যুবদের মাঝে মার্চ, ২০০০ তারিখে পর্যন্ত ৩৩ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করেছে। উক্ত সময়ে আদায়ের পরিমাণ ৬ মিলিয়ন টাকা। জুন, ২০০০ সময়ের মধ্যে ১০০ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ এবং ১৬ মিলিয়ন টাকা আদায় করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়।

কর্মসংস্থান ব্যাংকের অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য সারণি-১ -এ দেয়া হলো।

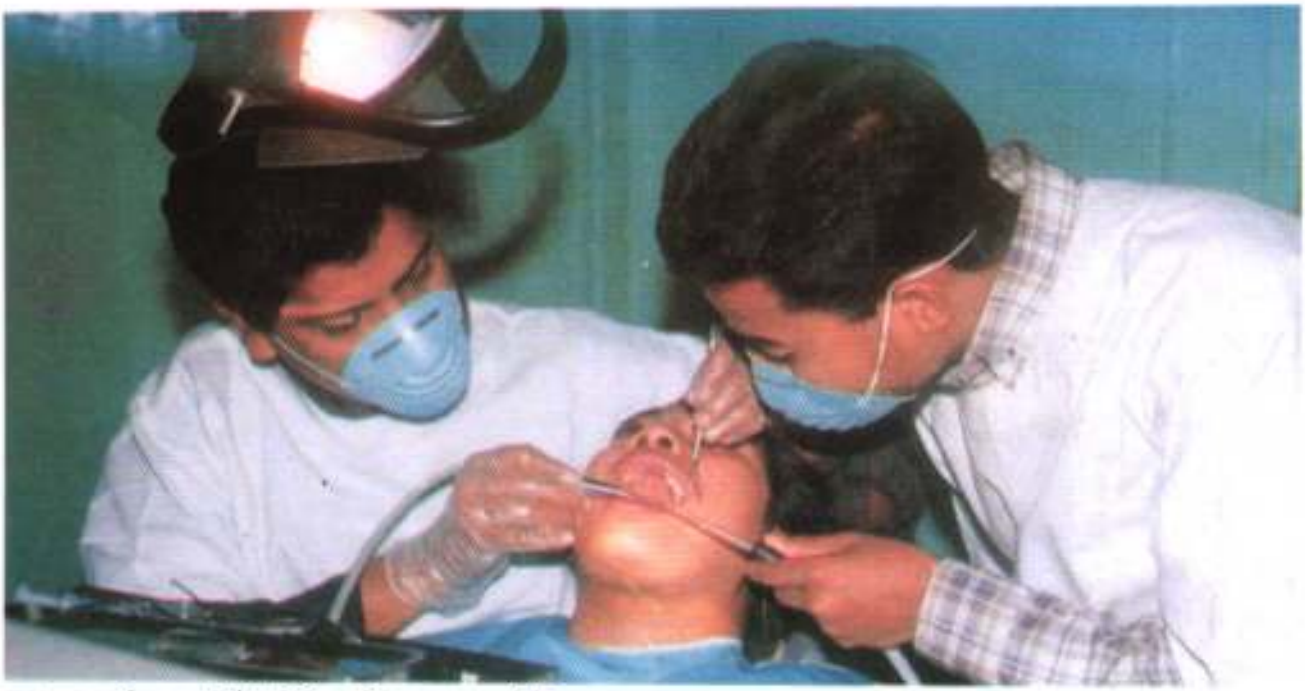

ব্যাংকের অর্থায়নে প্রতিষ্ঠিত ক্লিনিকে চিকিৎসারত দন্ত চিকিৎসক।

সারণি-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	১৯৯৮	১৯৯৯	৩১শে মার্চ, ২০০০ (সাময়িক)	৩০শে জুন, ২০০০ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	৩০০০	৩০০০	৩০০০	৩০০০
২।	পরিশোধিত মূলধন	৬৬৩	৯৫৫	৭৩৫	১০০০
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	-	-	-	-
৪।	ঋণ ও অগ্রিম	-	৮	২৯	৯০
৫।	বিনিয়োগ	-	-	-	-
৬।	মোট পরিসম্পদ	৬৮৩	১০০৭	১০৮৬	১১০০
৭।	মোট আয়	১৬	৫৯	৭০	৮৩
৮।	মোট ব্যয়	২	৭	১৪	১৯
৯।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	১৮	৬০	১৮৯	২৭২
	(ক) কর্মকর্তা	৯	৪৩	৬৩	৮৮
	(খ) কর্মচারী	৯	১৭*	১২৬**	১৮৪***
১০।	শাখা (সংখ্যায়)	১	৬	২৪	৩২

* মন্ত্রণালয়ের নির্দেশ মোতাবেক বেসরকারী নিরাপত্তা কোম্পানী থেকে সম্পূর্ণ অস্থায়ী ভিত্তিতে ৮ জন পিয়ন ও ৮ জন প্রহরী নেয়া হয়েছে এবং ১ জন নিয়মিত কর্মচারী (পিয়ন)।

** মন্ত্রণালয়ের নির্দেশ মোতাবেক বেসরকারী নিরাপত্তা কোম্পানী থেকে সম্পূর্ণ অস্থায়ী ভিত্তিতে ২৫ জন পিয়ন ও ২৭ জন প্রহরী নেয়া হয়েছে এবং ৭০ জন নিয়মিত কর্মচারী নিয়োগ করা হয়েছে।

*** মন্ত্রণালয়ের নির্দেশ মোতাবেক বিভিন্ন পদে ৬৬ জন নিয়মিত কর্মচারী নিয়োগ করা হবে।

কর্মসংস্থান ব্যাংকের খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ আদায় পরিস্থিতি সারণি-২ -এ দেয়া হল।

সারণি-২

খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিতরণ	কৃষি ঋণ	শিল্প ঋণ			অন্যান্য	সর্বমোট
		মেয়াদী ঋণ	চলতি মূলধন	মোট		
১৯৯৮-৯৯				-		
বিতরণ	-	-	-	-	৯	৯
আদায়	-	-	-	-	১	১
৩১শে মার্চ, ২০০০*	-	-	-	-		
বিতরণ	-	-	-	-	৩৩	৩৩
আদায়	-	-	-	-	৬	৬
৩০ শে জুন, ২০০০**	-	-	-	-		
বিতরণ	-	-	-	-	১০০	১০০০
আদায়	-	-	-	-	১৬	১৬

* সাময়িক

** প্রাক্কলিত

কর্মসংস্থান ব্যাংকের শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ মঞ্জুরী ও খাতভিত্তিক ঋণের স্থিতি যথাক্রমে সারণি-৩ ও সারণি-৪ এ দেয়া হলো।

সারণি-৩

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ

(মিলিয়ন টাকায়)

ঋণ মঞ্জুরী		শিল্পের আকার		মোট
		বৃহৎ ও মাঝারী	ক্ষুদ্র ও কুটির	
ক্রমপুঞ্জিভূতঃ ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৯৯ তারিখে				
	প্রকল্প সংখ্যা	-	৭৩৮	৭৩৮
	পরিমাণ	-	২৮.৯	২৮.৯
জানুয়ারি ১ হতে ডিসেম্বর ৩১, ১৯৯৯ পর্যন্ত		-		
	প্রকল্প সংখ্যা	-	৬৭৬	৬৭৬
	পরিমাণ	-	২১.৮	২১.৮
ক্রমপুঞ্জিভূতঃ মার্চ ৩১, ২০০০ তারিখে		-		
	প্রকল্প সংখ্যা	-	১৩৮৫	১৩৮৫
	পরিমাণ	-	৫৭.২	৫৭.২
জানুয়ারি ১ হতে মার্চ ৩১, ২০০০ পর্যন্ত		-		
	প্রকল্প সংখ্যা	-	৬৪৭	৬৪৭
	পরিমাণ	-	২৮.৪	২৮.৪
জানুয়ারি ১ হতে জুন ৩০, ২০০০* পর্যন্ত		-		
	প্রকল্প সংখ্যা	-	১৬০০	১৬০০
	পরিমাণ	-	৮৫.০	৮৫.০

* প্রাক্কলিত

সারণি-৪

খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	১৯৯৯-৯৯	৩১শে মার্চ, ২০০০ (সাময়িক)	৩০শে জুন, ২০০০ (প্রাক্কলিত)
১।	কৃষি ও মৎস্যঃ	-	-	-
	(ক) শস্য	-	-	-
	(খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য	-	-	-
২।	শিল্পঃ	-	-	-
	(ক) বৃহৎ ও মাঝারী	-	-	-
	(খ) ক্ষুদ্র ও কুটির	-	-	-
৩।	পাইকারী/খুচরা ব্যবসা এবং	-	-	-
	রেস্তোরাঁ/হোটেল	-	-	-
৪।	বীমা, রিয়েল এষ্টেট ও ব্যবসা সেবা	-	-	-
৫।	পরিবহন ও যোগাযোগ	-	-	-
৬।	বিশেষ ঋণ কর্মসূচীঃ	-	-	-
	(ক) দারিদ্র্য বিমোচন	-	-	-
	(খ) অন্যান্য	-	-	-
৭।	অন্যান্য	৮	২৯	৯০
	সর্বমোট	৮	২৯	৯০

ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ

ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (আইসিবি) ১৯৭৬ সালের ১লা অক্টোবর তারিখে "দ্যা ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ অর্ডিন্যান্স ১৯৭৬" (নং-৪০, ১৯৭৬)-এর বলে প্রতিষ্ঠিত হয়। দেশের দ্রুত শিল্পায়নে এবং সুসংহত ও সক্রিয় পুঁজি বাজার, বিশেষ করে সিকিউরিটিজ বাজার উন্নয়নে কর্পোরেশনের প্রতিষ্ঠা সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমের মধ্যে একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী হিসেবে গঠিত শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের মূলধন স্বল্পতা পূরণে প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রান্তিক সঞ্চয়ের হার ও বিনিয়োগ বৃদ্ধি জাতীয় নীতিমালার আলোকে স্বনির্ভর অর্থনীতি গড়ে তোলার লক্ষ্যে আইসিবির ভূমিকা অপরিহার্য ও সুদূরপ্রসারী।

উদ্দেশ্যসমূহ :

কর্পোরেশনের কার্যক্রমের মুখ্য উদ্দেশ্যসমূহ হল :

(১) বিনিয়োগের ক্ষেত্রে উৎসাহ প্রদান ও বিনিয়োগ সম্প্রসারণ করা;
(২) পুঁজি বাজার উন্নয়নে সাহায্য করা;
(৩) সঞ্চয় সংগ্রহ করা ও তা অর্থকরী কাজে লাগানো;
(৪) উপরোক্ত কার্যক্রম সংক্রান্ত সব ব্যাপারে সাহায্য প্রদান করা।

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য :

আইসিবি -এর অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য সারণি-১ এ প্রদর্শিত হলো

আইসিবির ২৩ তম বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থিত শেয়ার মালিকবৃন্দ এবং আইসিবি পরিচালক পর্ষদের সদস্যবৃন্দ।

সারণি-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	১৯৯৭-৯৮	১৯৯৮-৯৯	৩১শে মার্চ, ২০০০ (সাময়িক)	৩০শে জুন, ২০০০ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	২০০	২০০	১০০০	১০০০
২।	পরিশোধিত মূলধন	২০০	২০০	৫০০	৫০০
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	৩৬৬	৩৯৩	৩৯৩	৩৯৩
৪।	আমানত	-	২৭১	১১২০	১৫০০
৫।	ঋণ ও অগ্রিম	১৪৪১	১৪২১	১২৮৭	১২৩৬
৬।	বিনিয়োগ	৩৫৩৩	৩৯৪৩	৫১৪২	৫৫৮৮
৭।	মোট পরিসম্পদ	৪০৫৩	৪৪৮৯	৫৬৮৯	৬১২৯
৮।	মোট আয়	৩৯৬	৩৯৭	৩২৬	৪৭০
৯।	মোট ব্যয়	৩৫৫	৩৫৪	৩০০	৪৩৮
১০।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	৩৭৯	৩৮০	৩৯৫	৩৯৫
১১।	শাখা (সংখ্যায়)	৭	৭	৭	৭

কার্যক্রম

দেশের দ্রুত শিল্পায়ন এবং সুসংহত ও সক্রিয় পুঁজি বাজার গঠন ও সমুন্নত করার লক্ষ্যে আইসিবি নিম্নলিখিত কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে ঃ

* পাবলিক ইস্যু অবলেখন করা,
* নিগমবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের ঋণপত্র ও বন্ড ক্রয় করা,
* ইউনিটের বিপরীতে অগ্রিম প্রদান,
* লিজ সহায়তা প্রদান,
* বিনিয়োগকারী ও শেয়ার ইস্যুকারীদের বিনিয়োগ সম্পর্কিত পরামর্শ প্রদান করা,
* সরকারের পুঁজি প্রত্যাহার কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করা,
* যৌথ উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত প্রকল্পে অংশগ্রহণ করা,
* কোম্পানী কর্তৃক ডিবেঞ্চার ইস্যুর ক্ষেত্রে ট্রাষ্টির দায়িত্ব পালন করা,
* ইস্যু ম্যানেজারের দায়িত্ব পালন করা,
* স্টক ও শেয়ারে নিম্নলিখিতভাবে লেনদেন করা ঃ-
  ক) আইপিওতে সরাসরি ও প্লেসমেন্টের মাধ্যমে সিকিউরিটিজ ক্রয় করা,
  খ) বিনিয়োগ হিসাব খোলার ব্যবস্থা ও পরিচালনা,
  গ) মিউচুয়্যাল ফান্ড ও ইউনিট ফান্ড ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা করা,
  ঘ) স্টক এক্সচেঞ্জ কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করা এবং
  ঙ) সরকারী ও অন্যান্য সংস্থা হতে শেয়ার সরাসরি ক্রয় করা,

১৯৯৯-২০০০ অর্থ বছরে আইসিবির ক্ষেত্র ভিত্তিক কার্যক্রমের বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হলো

আর্থিক সহায়ক কার্যক্রম

অবলেখন সহায়তা অংগীকার ঃ

১৯৯৯-২০০০ অর্থ বছরে ৩১শে মার্চ পর্যন্ত কর্পোরেশন ৬টি প্রকল্পে ৪১ মিলিয়ন টাকার সরাসরি শেয়ার অবলেখন/ ডিবেঞ্চার অবলেখন/ সরাসরি বিনিয়োগ সহায়তার অংগীকার করেছে। প্রতিষ্ঠার পর হতে এ যাবত কর্পোরেশন মোট ১৫টি কোম্পানীর ১৭৫০ মিলিয়ন টাকার ডিবেঞ্চার ইস্যুর ট্রাষ্টি হিসেবে কাজ করতে সম্মত হয়েছে।

১৯৯৭-৯৮ অর্থ বছর হতে ১৯৯৯-২০০০ অর্থ বছর পর্যন্ত কর্পোরেশনের আর্থিক সহায়তা কার্যক্রমের একটি তুলনামূলক চিত্র সারণি-২ এ প্রদত্ত হলো।

সারণি-২

তুলনামূলক অঙ্গীকারের চিত্র

(মিলিয়ন টাকায়)

আর্থিক সহায়তার প্রকৃতি	১৯৯৭-৯৮	১৯৯৮-৯৯	জুলাই,৯৯ হতে মার্চ, ২০০০ পর্যন্ত (প্রকৃত)	এপ্রিল-জুন, ২০০০ (প্রাক্কলিত)	১৯৯৯-২০০০ (প্রাক্কলিত)
১। সরাসরি অবলেখন/ব্রিজিং ঋণ/সরাসরি বিনিয়োগ	৭৪২	৩৬৮	৪১	২০	৬১
২। ডিবেঞ্চার ইস্যুর ট্রাস্টি	২১৩	৭০	-	২১০	২১০

প্রকল্পে আর্থিক সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে আইসিবি কৌশলগত পরিবর্তন এনেছে। ব্রিজ ঋণ প্রদান শুধুমাত্র অগ্রাধিকার ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ রেখে সরাসরি অবলেখন সহায়তা, ডিবেঞ্চারে সরাসরি বিনিয়োগ এবং ইক্যুইটি পার্টিসিপেশনে অধিকতর জোর দিয়েছে। চলতি অর্থ বছরের প্রথম নয় মাসে ডিবেঞ্চার ইস্যুর জন্য কোন আবেদন না পাওয়ায় এবং আর্থিকভাবে লাভজনক প্রকল্পসমূহ কর্তৃক সহায়তার আবেদন হ্রাস পাওয়ায় চলতি অর্থ বছরে গত অর্থ বছরের তুলনায় আর্থিক সহায়তার অংগীকারের পরিমাণ হ্রাস পাবে বলে অনুমান করা হয়েছে।

ব্রিজিং ঋণ বিতরণ

১৯৯৯-২০০০ অর্থ বছরের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত কর্পোরেশন ১টি প্রকল্পে ৫ মিলিয়ন টাকার ঋণ বিতরণ করেছে। শুরু থেকে ৩১শে মার্চ ২০০০ পর্যন্ত কর্পোরেশন সর্বমোট ৩০৮টি প্রকল্পে ১১৪১ মিলিয়ন টাকার ঋণ বিতরণ করেছে।

নিম্নের সারণিতে ১৯৯৭-৯৮, ১৯৯৮-৯৯ এবং ১৯৯৯-২০০০ অর্থ বছরে ঋণ বিতরণের একটি তুলনামূলক চিত্র প্রদর্শন করা হলো।

সারণি-৩

ঋণ বিতরণ চিত্র

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ	১৯৯৭-৯৮	১৯৯৮-৯৯	জুলাই,৯৯ হতে (মার্চ, ২০০০ পর্যন্ত)	এপ্রিল-জুন, ২০০০ (প্রাক্কলিত)	১৯৯৯-২০০০ (প্রাক্কলিত)
ঋণ বিতরণ	৭২	৬৬	৫	৩৪	৩৯

ইউনিটের বিপরীতে অগ্রিম

১২ অক্টোবর'৯৮ থেকে আইসিবি ইউনিট সার্টিফিকেটের বিপরীতে অগ্রিম প্রদান কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। ১৯৯৯-২০০০ অর্থ বছরে ৩১শে মার্চ পর্যন্ত ইউনিটের বিপরীতে ১৪ মিলিয়ন টাকা অগ্রিম প্রদান করা হয়েছে এবং উল্লিখিত সময়ে সুদ বাবদ ১ মিলিয়ন টাকা আয় হয়েছে।

লিজিং সহায়তা

কর্পোরেশনের ব্যবসায়িক কার্যক্রমকে গতিশীল ও বহুমুখী করার পদক্ষেপ হিসাবে কর্পোরেশন ১৯৯৮-৯৯ অর্থ বছর হতে লিজিং ব্যবসা শুরু করেছে। ১৯৯৮-৯৯ অর্থ বছরে একটি প্রকল্পে ৯ মিলিয়ন টাকার লিজিং সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। চলতি অর্থ বছরের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত লিজিং সহায়তার জন্য ১০১ মিলিয়ন টাকার ৬টি আবেদন পাওয়া গিয়েছে, যার মধ্য হতে একটি প্রকল্পে ১০ মিলিয়ন টাকার লিজিং সহায়তা মঞ্জুর করা হয়েছে।

প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি

১৯৯৯-২০০০ অর্থ বছরে ৩১শে মার্চ পর্যন্ত কর্পোরেশনের আর্থিক সহায়তাপ্রাপ্ত ২টি প্রকল্প বাণিজ্যিক উৎপাদন এবং ২টি প্রকল্প পরীক্ষামূলক উৎপাদন শুরু করার ফলে ৩১শে মার্চ, ২০০০ পর্যন্ত আইসিবি'র আর্থিক সহায়তাপ্রাপ্ত মোট ৩০১টি প্রকল্প বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু করেছে।

ঋণ আদায়

১৯৯৯-২০০০ অর্থ বছরের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত কর্পোরেশন ৪৩ মিলিয়ন টাকা ঋণ আদায় করেছে যার মধ্যে আসল ২৪ মিলিয়ন টাকা এবং সুদ ১৯ মিলিয়ন টাকা। উল্লেখ্য, ১৯৯৮-৯৯ অর্থ বছরে কর্পোরেশনের ঋণ আদায়ের পরিমাণ ছিল ৪৮ মিলিয়ন টাকা।

আইসিবির ঋণ আদায়ের গতি ত্বরান্বিত করার জন্য ইতোমধ্যে গঠিত টাস্কফোর্সসমূহ বিভিন্ন ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। তাছাড়া ঋণ আদায়ের জন্য সকল কর্মকর্তাকে সর্বাত্মক প্রচেষ্টায় নিয়োজিত করা হয়েছে। কর্পোরেশন কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রমের ফলে ১৯৯৯-২০০০ অর্থ বছরের প্রথম ৯ মাসে গত অর্থ বছরের প্রথম ৯ মাসের তুলনায় ঋণ আদায় বৃদ্ধি পেয়েছে।

গত তিন অর্থ বছরে ঋণ আদায়ের তুলনামূলক চিত্র নিম্নের সারণিতে প্রদত্ত হলো।

সারণি-৪

ঋণ আদায়ের তুলনামূলক চিত্র

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ	১৯৯৭-৯৮	১৯৯৮-৯৯	জুলাই,৯৯ হতে (মার্চ, ২০০০ পর্যন্ত)	এপ্রিল-জুন, ২০০০ (প্রাক্কলিত)	১৯৯৯-২০০০ (প্রাক্কলিত)
ঋণ আদায়	৫০	৪৮	৪৩	১৮	৬১

বকেয়া/মেয়াদোত্তীর্ণ বকেয়া

কর্পোরেশনটির মেয়াদোত্তীর্ণ বকেয়া ঋণের পরিমাণ ৩০শে জুন, ১৯৯৯ তারিখে পূর্ববর্তী বছরের একই তারিখের ৪২৯৯ মিলিয়ন টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৪৪২৪ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। অনুত্তীর্ণ ব্রীজিং ঋণ ৩০শে জুন, ১৯৯৮ তারিখের ২৩৪ মিলিয়ন টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২৭৮ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। অন্যদিকে অনুত্তীর্ণ ডিবেঞ্চার ঋণ ৩০শে জুন, ১৯৯৮ তারিখের ৫ মিলিয়ন টাকা থেকে হ্রাস পেয়ে ১ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়।

আইসিবির বছর ওয়ারী বকেয়া ও মেয়াদোত্তীর্ণ বকেয়া ঋণের পরিমাণ সারণি-৫ এ দেখানো হলো।

১৯৯৯-২০০০ অর্থ বছরসহ বিগত ২ অর্থ বছরে বকেয়া/মেয়াদোত্তীর্ণ বকেয়ার বিবরণ নিম্নের সারণিতে প্রদত্ত হলো।

সারণি-৫

বকেয়া/মেয়াদোত্তীর্ণ বকেয়ার পরিমাণ

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	৩০ জুন, ১৯৯৮	৩০ জুন, ১৯৯৯	৩০ জুন, ২০০০ (প্রাক্কলিত)
১।	মেয়াদোত্তীর্ণ বকেয়া	৪২৯৯	৪৪২৪	-
২।	অনুত্তীর্ণ ট্রীজিং ঋণ	২৩৪	২৭৮	-
৩।	অনুত্তীর্ণ ডিবেঞ্চার ঋণ	৫	১	-
৪।	অনুত্তীর্ণ শেয়ার পুনঃক্রয় ঋণ	১	১	-
	মোট	৪৫৩৯	৪৭০৪	-

আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ

১৯৯৯-২০০০ অর্থ বছরের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত ৬টি কোম্পানীর বিরুদ্ধে ৯৪ মিলিয়ন টাকা আদায়ের নিমিত্তে মামলা দায়ের করা হয়েছে। শুরু থেকে ৩১শে মার্চ, ২০০০ তারিখ পর্যন্ত মোট দায়েরকৃত মোকদ্দমার সংখ্যা এবং দাবিকৃত অংকের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ১২৮টি এবং ১৯১৫ মিলিয়ন টাকায়। ১৯৯৯-২০০০ অর্থ বছরে এ পর্যন্ত ২টি কোম্পানীর বিরুদ্ধে ১২ মিলিয়ন টাকার দায়েরকৃত মামলার ডিক্রি পাওয়া গিয়েছে। ফলে, ৩১শে মার্চ, ২০০০ পর্যন্ত ডিক্রিপ্রাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৭৯টি এবং দাবীকৃত অর্থের পরিমাণ ১১০৪ মিলিয়ন টাকা। ৩১শে মার্চ, ২০০০ পর্যন্ত কর্পোরেশন ৩৩টি কোম্পানীর বিরুদ্ধে ৫৭৬ মিলিয়ন টাকা আদায়ের লক্ষ্যে এক্সিকিউশন মোকদ্দমা দায়ের করেছে।

মার্চেন্ডাইজিং কার্যক্রম

ক) মিউচুয়াল ফান্ড

১৯৮০ সালে প্রথম আইসিবি মিউচুয়াল ফান্ড বাজারে ছাড়ার পর হতে কর্পোরেশন ৩১শে মার্চ, ২০০০ সাল পর্যন্ত ১৭৫ মিলিয়ন টাকা মূল্যমানের ৮টি মিউচুয়াল ফান্ড বাজারজাত করেছে এবং ৩০শে জুন ২০০০ এর মধ্যে ১০০ মিলিয়ন টাকার নবম মিউচুয়াল ফান্ড বাজারজাতকরণের পরিকল্পনা রয়েছে। এছাড়া ভবিষ্যতে আরো নতুন মিউচুয়াল ফান্ড ছাড়ার পরিকল্পনা রয়েছে। ৩১শে মার্চ, ২০০০ তারিখ পর্যন্ত ইস্যুকৃত ৮টি মিউচুয়াল ফান্ড -এর বিনিয়োগের বিপরীতে মূলধন প্রবৃদ্ধি ছিল শতকরা ১১৮ ভাগ। প্রথম মিউচুয়াল -এর স্টক -এর বেলায় প্রবৃদ্ধি ছিল সর্বোচ্চ ১১৬ শতাংশ। ফান্ডগুলোর মধ্যে সর্বোচ্চ অন্তর্নিহিত মূল্য ১৯৫৪ টাকা ছিল প্রথম মিউচুয়াল ফান্ড -এর বেলায় এবং সর্বনিম্ন মূল্য ১৬১ টাকা ছিল অষ্টম মিউচুয়াল ফান্ড -এর ক্ষেত্রে। অনুরূপভাবে একই তারিখে ১০০ টাকা সমমূল্যের প্রতিটি সার্টিফিকেট এর সর্বোচ্চ বাজার মূল্য ১১০৫ টাকা ছিল প্রথম মিউচুয়াল ফান্ড -এর ক্ষেত্রে এবং সর্বনিম্ন ১১৪ টাকা ছিল অষ্টম মিউচুয়াল ফান্ড -এর বেলায়। ৩১শে মার্চ, ২০০০ তারিখে ৮টি মিউচুয়াল ফান্ডের সার্টিফিকেট হোল্ডারদের সংখ্যা ছিল ৩৮,০৭৯ জন।

সারণি-৬ এ ৮টি ইস্যুকৃত মিউচুয়াল ফান্ড -এর পরিমাণ, ফান্ডের বাজার মূল্য, ১০০ টাকা সমমূল্যের প্রতিটি সার্টিফিকেটের বাজার মূল্য ও ১৯৯৮-৯৯ অর্থ বছরে সার্টিফিকেট প্রতি ঘোষিত লভ্যাংশ দেখানো হলো।

সারণি-৬

ইস্যুকৃত মিউচুয়্যাল ফান্ডসমূহের বিবরণ

ফান্ডসমূহ	ফান্ডের পরিমাণ (মিলিয়ন টাকায়)	৩১শে মার্চ, ২০০০ তারিখে ফান্ডের বাজার মূল্য (মিলিয়ন টাকায়)	৩১শে মার্চ, ২০০০ তারিখে ১০০ টাকা মূল্যে প্রতিটি সার্টিফিকেটের বাজার মূল্য (টাকায়)	১৯৯৮-৯৯ অর্থ বছরে ঘোষিত লভ্যাংশ সার্টিফিকেট প্রতি (টাকায়)
প্রথম আইসিবি মিউচুয়্যাল ফান্ড	৫	৮১	১১০৫	১০০
দ্বিতীয় আইসিবি মিউচুয়্যাল ফান্ড	৫	২৩	৩৭৫	৩২
তৃতীয় আইসিবি মিউচুয়্যাল ফান্ড	১০	৩৫	৩৫৪	৩৮
চতুর্থ আইসিবি মিউচুয়্যাল ফান্ড	১০	৩২	৩৪০	৩৫
পঞ্চম আইসিবি মিউচুয়্যাল ফান্ড	১৫	৩১	১৮৮	২০
ষষ্ঠ আইসিবি মিউচুয়্যাল ফান্ড	৫০	৫৫	১৪৫	১৫
সপ্তম আইসিবি মিউচুয়্যাল ফান্ড	৩০	৪৮	১২৫	১৩
অষ্টম আইসিবি মিউচুয়্যাল ফান্ড	৫০	৭৮	১১৪	১২
মোট	১৭৫	৩৮৩		

খ) আইসিবি ইউনিট ফান্ড

১৯৮১ সালে এ স্কীম চালু হওয়ার পর থেকে ৩১শে মার্চ, ২০০০ পর্যন্ত মোট ৮৬২০ মিলিয়ন টাকার ইউনিট বিক্রয় হয়েছে। ১৯৯৯-২০০০ অর্থ বছরের প্রথম নয় মাসে ইউনিট সার্টিফিকেটের বিক্রয়ের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ২৪৮ মিলিয়ন টাকার ২২,৯৫,১৩১টি ইউনিট। ৩১শে মার্চ, ২০০০ তারিখে ইউনিট সার্টিফিকেটধারীর সংখ্যা ছিল ৪৫,৩৮৮ জন। নিম্নের সারণিতে ইউনিট ফান্ড কার্যক্রমের একটি তুলনামূলক চিত্র দেখানো হলো।

সারণি-৭

ইউনিট ফান্ড কার্যক্রমের তুলনামূলক বিবরণ

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ	১৯৯৭-৯৮	১৯৯৮-৯৯	জুলাই, ১৯৯৯-২০০০ পর্যন্ত (প্রকৃত)	এপ্রিল-জুন, ২০০০ (প্রাক্কলিত)	১৯৯৯-২০০০ (প্রাক্কলিত)
১। মোট বিক্রয়	৯৮১	৪৫৮	২৪৮	২৩	২৭১
২। পুনঃ ক্রয়	৩৪৬	৬৫৭	৭০৬	৯১	৭৯৭
৩। নীট বিক্রয়	৬৩৫	-১৯৯	-৪৫৮	-৬৮	-৫২৬
৪। লভ্যাংশ প্রদান (ইউনিট প্রতি টাকায়)	১৪	১২			

৩১শে মার্চ, ২০০০ তারিখ পর্যন্ত ইউনিট ফান্ডের পত্রকোষে ২৩২টি সিকিউরিটিতে মোট ৪৫১৪ মিলিয়ন টাকা বিনিয়োগ করা হয়েছে।

ইনভেস্টরস্ স্কীম

আলোচ্য স্কীমের অধীনে ১৯৯৯-২০০০ অর্থ বছরে ৩১শে মার্চ পর্যন্ত ৩৮ মিলিয়ন টাকার আমানতসহ ১৪৯টি হিসাব খোলা হয়েছে এবং ১৪৯৮টি হিসাব বন্ধ হয়েছে। উক্ত সময়ে বিনিয়োগ হিসাবসমূহে ঋণ অনুমোদন করা হয়েছে ৪৬ মিলিয়ন টাকা এবং বিনিয়োগের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৬৫ মিলিয়ন টাকায়। নিম্নের সারণিতে ইনভেষ্টর্স স্কীম কার্যক্রমের একটি তুলনামূলক বিবরণ প্রদর্শিত হলো।

সারণি-৮

ইনভেষ্টর্স স্কীম কার্যক্রমের তুলনামূলক বিবরণ

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ	১৯৯৭-৯৮	১৯৯৮-৯৯	জুলাই, ১৯৯৯-২০০০ পর্যন্ত (প্রকৃত)	এপ্রিল-জুন, ২০০০ (প্রাক্কলিত)	১৯৯৯-২০০০ (প্রাক্কলিত)
১। হিসাব খোলার সংখ্যা	১২৫১	৪৬০	১৪৯	৩৯৫	৫৪৪
২। হিসাব বন্ধের সংখ্যা	৩০৪৪	২৮২০	১৪৯৮	২২৯	১৭২৭
৩। নীট চালু হিসাবের সংখ্যা	৫৬৯৩৩	৫৪৫৭৩	৫৩২২৪	৫৩৩৯০	৫৩৩৯০
৪। আমানত গ্রহণের পরিমাণ (মিলিয়ন টাকায়)	১৮৭	৭৬	৩৮	৩৬	৭৪
৫। ঋণ অনুমোদন (মিলিয়ন টাকায়)	৩১৫	১০৬	৪৬	৬৪	১১০
৬। বিনিয়োগ (মিলিয়ন টাকা)	৪৭৫	১৭৮	৬৫	৯১	১৫৬

পাবলিক ইস্যু

১৯৯৯-২০০০ অর্থ বছরের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত আইসিবি'র আর্থিক সহায়তাপ্রাপ্ত ৩টি কোম্পানী ৪৮ মিলিয়ন টাকার শেয়ার এবং ১৫ মিলিয়ন টাকার ডিবেঞ্চার অর্থাৎ সর্বমোট ৬৩ মিলিয়ন টাকার সিকিউরিটিজ জনসাধারণের জন্য ইস্যু করেছে যার বিপরীতে ২১৫ মিলিয়ন টাকার চাঁদা গ্রহণ করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠার পর হতে ৩১শে মার্চ, ২০০০ তারিখ পর্যন্ত আইসিবি'র আর্থিক সহায়তা প্রাপ্ত ৮৮টি কোম্পানী ১৮১৭ মিলিয়ন টাকার শেয়ার বাজারে ছেড়েছে যা দেশের মূলধন বাজারে সিকিউরিটিজ সরবরাহে যথেষ্ট অবদান রেখেছে।

আইসিবি'র সহায়তাপ্রাপ্ত কোম্পানীসমূহ কর্তৃক শেয়ার বাজারজাতকরণ বিবরণ সারণি-৯ এ প্রদত্ত হলো

সারণি-৯

আইসিবি'র সহায়তাপ্রাপ্ত কোম্পানীসমূহ কর্তৃক শেয়ার বাজারজাতকরণ

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ	১৯৯৭-৯৮	১৯৯৮-৯৯	জুলাই, ১৯৯৯-২০০০ পর্যন্ত (প্রকৃত)	এপ্রিল-জুন, ২০০০ (প্রাক্কলিত)	১৯৯৯-২০০০ (প্রাক্কলিত)
শেয়ার					
কোম্পানীর সংখ্যা	২	২	৩	৩	৪
টাকার পরিমাণ	৯৬০	১৩৮	৪৮	৪২	৯০
মোট চাঁদার পরিমাণ	১৫৮	৮৮	২০০	-	-
ডিবেঞ্চার					-
কোম্পানীর সংখ্যা	-	১	১	-	১
টাকার পরিমাণ	-	৫০	১৫	-	১৫
মোট চাঁদার পরিমাণ	-	৫৫	১৫	-	১৫

সিকিউরিটিজ লেনদেন

১৯৯৯-২০০০ অর্থ বছরের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে ২০৫৪৫ মিলিয়ন টাকা সিকিউরিটি লেনদেন হয়েছে। ১৯৯৯-২০০০ অর্থ বছরের প্রথম নয় মাসে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে আইসিবি'র লেনদেনের পরিমাণ ছিল ১৩৫৭ মিলিয়ন টাকা। প্রসংগত উল্লেখ্য যে, বর্তমান নেটিং পদ্ধতিতে মোট লেনদেনে আইসিবি'র অংশগ্রহণ তুলনামূলকভাবে কম হলেও প্রকৃত লেনদেন অর্থাৎ সেটেলমেন্ট ভ্যালু অনুযায়ী আইসিবি'র অংশগ্রহণ উল্লেখযোগ্য।

বিনিয়োজিত মূলধন

কর্পোরেশনটি দীর্ঘ মেয়াদী সরকারী ঋণের পরিমাণ ১৯৯৯-২০০০ অর্থবছরের ৩১শে মার্চ, ২০০০ তারিখে ২ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ডিবেঞ্চার ঋণের পরিমাণ ৩১শে মার্চ, ২০০০ তারিখে ১২২৬ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ১৯৯৮-৯৯ অর্থ বছরে এ ঋণের পরিমাণ ১৩৫৯ মিলিয়ন টাকা। আইসিবির অন্যান্য ঋণের পরিমাণ ৩১শে মার্চ, ২০০০ তারিখে পূর্ববর্তী আর্থিক বছরের শেষের ২৫০ মিলিয়ন টাকা থেকে হ্রাস পেয়ে ৬০ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়।

১০ নং সারণিতে ১৯৯৭-৯৮, ১৯৯৮-৯৯, ১৯৯৯-২০০০ (মার্চ পর্যন্ত) কর্পোরেশনের বিনিয়োজিত মূলধন কাঠামোর বিবরণ প্রদত্ত হলো।

সারণি-১০

বিনিয়োজিত মূলধন

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ	১৯৯৭-৯৮	১৯৯৮-৯৯	১৯৯৯-২০০০ (মার্চ, ২০০০ পর্যন্ত)
১। পরিশোধিত মূলধন	২০০	২০০	৫০০
২। রিজার্ভ ফান্ড	৩৬৬	৩৯৩	৩৯৩
৩। দীর্ঘ মেয়াদী সরকারী ঋণ	২৮	১৪	২
৪। ডিবেঞ্চার ঋণ	১৪১০	১৩৫৯	১২২৬
৫। অন্যান্য	২০০	২৫০	৬০
মোট	২২০৪	২২১৬	২১৮১

কম্পিউটারায়ন

১৯৯৭-৯৮ অর্থ বছরে কর্পোরেশনের সার্বিক কার্যক্রম কম্পিউটারাইজেশনের লক্ষ্যে আইসিবি -এর ব্যবহৃত পুরাতন কম্পিউটার সিস্টেমের পরিবর্তে অত্যাধুনিক কম্পিউটার সিস্টেম ক্রয় ও স্থাপন করা হয়েছে। কম্পিউটারাইজেশন পরিকল্পনা অনুযায়ী সার্বিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ১২৪টি Work Station স্থাপন করা হবে, প্রাথমিকভাবে ৬৯টি Work Station স্থাপন করা হয়েছে এবং পর্যায়ক্রমে এ সংখ্যা বৃদ্ধি করা হবে। কম্পিউটার প্রযুক্তির ভবিষ্যত উন্নতির সাথে সাথে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করে সময়োপযোগী রাখার জন্য যথাযথ Upgrading Facility এই সিস্টেমে অন্তর্ভুক্ত আছে।

কর্পোরেশনের শাখাসমূহের কার্যক্রম কম্পিউটারাইজেশনের লক্ষ্যে রাজশাহী, চট্টগ্রাম, সিলেট, বরিশাল, খুলনা, বগুড়া ও ঢাকার স্থানীয় কার্যালয়ে কম্পিউটার স্থাপন করা হয়েছে। ভবিষ্যতে কর্পোরেশনের শাখাসমূহ Work Station স্থাপন করে প্রধান কার্যালয়ের Central Server এর সাথে যোগাযোগ স্থাপন করা যাবে, ফলে শাখাসমূহের কার্যক্রমও অত্যাধুনিক কম্পিউটার ব্যবস্থার আওতায় চলে আসবে।

সার্বিক কার্যক্রম সম্পূর্ণরূপে Automation এর লক্ষ্যে পরামর্শ প্রতিষ্ঠানের উপদেশ অনুযায়ী ১০টি Customized Software উন্নয়ন করার জন্য চূড়ান্ত করা হয়েছে। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ -এর সাথে Screen-based Trading করার জন্য আইসিবিতে ১টি Windows NT কবথাবং এবং ৩টি Work Station স্থাপন করা হয়েছে। ফলে একই সাথে তিনজন Trader আইসিবিতে বসে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ -এর সাথে Online Trading করতে সক্ষম হচ্ছেন।

সাউথ এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ফান্ড

১৯৯১ সালে সার্কভুক্ত দেশসমূহে আঞ্চলিক প্রকল্প স্থাপনের সম্ভাব্যতা যাচাইকরণের জন্য প্রকল্প চিহ্নিত- করণসহ সম্ভাব্যতা প্রতিবেদন তৈরী করা ও প্রকল্প উন্নয়নের লক্ষ্যে সার্কভুক্ত দেশসমূহের জাতীয় উন্নয়ন আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতিনিধি সমন্বয়ে সার্ক ফান্ড ফর রিজিওনাল প্রজেক্ট (SFRP) গঠিত হয়। ১৯৯২ সালে ফান্ড ব্যবস্থাপনা, প্রশাসনিক কার্যক্রম সম্পন্ন করা এবং এ ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের নিমিত্তে কাউন্সিল ফর সার্ক ফান্ড ফর রিজিওনাল প্রজেক্ট (CSFRP) গঠিত হয়। বাংলাদেশ

সরকারের সিদ্ধান্ত মোতাবেক বাংলাদেশের পক্ষে CSFRP তে প্রতিনিধিত্ব করার জন্য NODAL DFI হিসাবে আইসিবি দায়িত্ব প্রাপ্ত হয়। এ পর্যন্ত সার্কভুক্ত বিভিন্ন দেশে CSFRP এর ১২টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। CSFRP এর ষষ্ঠ সভা ১৪ই অক্টোবর, ১৯৯৩ তারিখে বাংলাদেশে আইসিবির আয়োজনে সাফল্যজনকভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ফান্ডের প্রারম্ভিক তহবিল ছিল ৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। সার্কভুক্ত সদস্য দেশসমূহ সার্ক বাজেটের আনুপাতিক হারে উক্ত ৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যোগান দিয়েছে। CSFRP এর অধীনে এ পর্যন্ত ১৭টি প্রকল্পের জন্য সমীক্ষা প্রণয়ন বিষয় অনুমোদিত হয়েছে। এই ১৭টি প্রকল্পের মধ্যে ৫টি বাংলাদেশ সংশ্লিষ্ট।

১৯৯৫ সালে নয়াদিল্লীতে অনুষ্ঠিত অষ্টম সার্ক শীর্ষ সম্মেলনে সার্ক ফান্ড ফর রিজিওনাল প্রজেক্ট, সার্ক রিজিওনাল ফান্ড এবং সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট এন্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার বিল্ডিং ফান্ড সমন্বয়ে ৩ প্রকোষ্ঠবিশিষ্ট সাউথ এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ফান্ড (SADF) গঠিত হয়। বর্ণমালার ক্রমানুসারে ২ বছর মেয়াদকালের জন্য জাতীয় উন্নয়ন আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নির্বাহী প্রধান উক্ত ফান্ডের চেয়ারম্যান নিযুক্ত হবেন। সে মোতাবেক বাংলাদেশ অর্থাৎ আইসিবির ব্যবস্থাপনা পরিচালক প্রথম ২ বছরের জন্য প্রথম চেয়ারম্যান হিসাবে নিযুক্ত ছিলেন এবং ফান্ডের সচিবালয়ও আইসিবিতে স্থাপিত হয়েছিল। ভারতের ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন -এর প্রধান নির্বাহী বর্তমান চেয়ারম্যান এবং সচিবালয়ও সেখানে অবস্থিত। ফান্ডের গভর্নিং বোর্ডের প্রথম সভা ১৬-১৭ই জুন, ১৯৯৭ তারিখে আইসিবির ব্যবস্থাপনায় ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়েছে। আলোচ্য ফান্ডের এ পর্যন্ত ৫টি সভা যথাক্রমে বাংলাদেশ, ভারত, নেপাল, ভুটান এবং ভারতে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ৬ষ্ঠ সভা এপ্রিল/মে, ২০০০ এ মালদ্বীপে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। CSFRP এর অবলুপ্তির প্রেক্ষিতে সাউথ এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ফান্ড -এর পূর্ণাংগ কাজ শুরু হয়েছে। প্রথম প্রকোষ্ঠের অধীনে বিভিন্ন প্রকল্পের সমীক্ষা প্রণয়ন ও প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ চলছে। দ্বিতীয় প্রকোষ্ঠের আওতায় ইতোমধ্যে ভারতের হায়দ্রাবাদে Executive Development Programe শীর্ষক একটি কোর্স সমাপ্ত হয়েছে। উল্লেখিত কোর্সে আইসিবির একজন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেছেন। এ ছাড়া দীর্ঘ মেয়াদী প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা করার বিষয়টি বিবেচনাধীন রয়েছে। এ কার্যক্রমের আওতায় প্রতিটি সার্কভুক্ত দেশসমূহের প্রধান প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের নাম SADF সচিবালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। সর্বশেষ সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী SADF এর স্থায়ী সচিবালয় স্থাপনসহ দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রকোষ্ঠের কার্য সম্পাদনের জন্য তহবিল গঠনের বিষয়টি বাস্তবায়নে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে এবং এ ব্যাপারে সার্ক সচিবালয়সহ সদস্য দেশসমূহের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করা হচ্ছে।

বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন

দেশের গৃহায়ণ সমস্যার সমাধানের লক্ষ্যে আবাসিক বাড়ী নির্মাণ, সংস্কার এবং নির্মিত বাড়ীর রিমডেলিং বা কাঠামোগত পরিবর্তনের জন্য ঋণ সুবিধা প্রদানের উদ্দেশ্যে ১৯৭৩ সালে জারীকৃত রাষ্ট্রপতি ৭ নম্বর আদেশ বলে ১৯৫২ সালে প্রতিষ্ঠিত হাউস বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন-কে বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন হিসেবে পুনর্গঠিত করা হয়। কর্পোরেশনের ঋণ সুবিধা বর্তমানে থানা সদর পর্যন্ত সম্প্রসারণ করা হয়েছে। কর্পোরেশনের অনুমোদিত ও পরিশোধিত মূলধন যথাক্রমে ১১০০ মিলিয়ন ও ৯৭৩ মিলিয়ন টাকা। বাংলাদেশ ব্যাংক, রাষ্ট্রায়ত্ত ও বেসরকারী বাণিজ্যিক ব্যাংক এবং বীমা কর্পোরেশনের নিকট সরকার কর্তৃক গ্যারান্টিযুক্ত ঋণ পত্র বিক্রয়ের মাধ্যমে কর্পোরেশন চলতি মূলধন সংগ্রহ করে থাকে। সরকার কর্তৃক নিযুক্ত পরিচালনা বোর্ড দ্বারা কর্পোরেশন পরিচালিত হয়ে থাকে। সদর দফতর ছাড়াও বর্তমানে ঢাকায় ৪টি এবং চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, সিলেট ও বরিশাল বিভাগীয় সদরে একটি করে মোট ৯টি জোনাল অফিস এবং বিভিন্ন জেলা সদরে কর্পোরেশনের ১৩টি আঞ্চলিক অফিস ও ৬টি ক্যাম্প অফিস চালু আছে।

প্রতিষ্ঠানের অর্থায়নে নির্মিত বহুতলা ভবন।

কর্পোরেশনের ঋণের প্রকারভেদঃ

কর্পোরেশন থেকে বর্তমানে নিম্নোক্ত ছয় প্রকার ঋণ প্রদান করা হয়ে থাকেঃ

১। সাধারণ ঋণঃ একক বা স্বামী ও স্ত্রীর যৌথ নামে,
২। গ্রুপ ঋণঃ একাধিক ব্যক্তি মালিকানাধীন প্লটে ফ্ল্যাট ভিত্তিক,
৩। ফ্ল্যাট/ এ্যাপার্টমেন্ট ঋণঃ নির্মীয়মাণ ফ্ল্যাট/ এ্যাপার্টমেন্ট ক্রয়ের জন্য,
৪। সমন্বিত ঋণঃ গ্রহীতার পূর্বের ঋণ সম্পূর্ণ সমন্বয় পূর্বক নকসা মোতাবেক বাড়ীর বাকী অংশের কাজ সম্পন্ন ও নির্মিত বাড়ীর মেরামত বা সংস্কারের জন্য,
৫। মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্তদের স্বল্প আয়তনের বাড়ী নির্মাণের জন্য,
৬। সেমিপাকা বাড়ীর জন্য।

১৯৯৮-৯৯ অর্থ বছরের শেষে বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন -এর ঋণ ও অগ্রিমের স্থিতি দাঁড়ায় ২৬২৪৩ মিলিয়ন টাকা যা ৩১শে মার্চ, ২০০০ শেষে ২৭৪০৪ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। কর্পোরেশন চলতি অর্থ বছরের মার্চ, ২০০০ পর্যন্ত ১০০৯ মিলিয়ন টাকা ঋণ মঞ্জুর করে এবং ১১৬১ মিলিয়ন টাকা বিতরণ করে।

কর্পোরেশনের অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য সারণি-১ এ দেয়া হল।

সারণি-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	১৯৯৭-৯৮	১৯৯৮-৯৯	৩১শে মার্চ, ২০০০ (সাময়িক)	৩০শে জুন, ২০০০ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	১১০০	১১০০	১১০০	১১০০
২।	পরিশোধিত মূলধন	৯৭৩	৯৭৩	৯৭৩	৯৭৩
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	৫৪৫৩	৬৫৩১	৬৫৩১	৭৩৩৬
৪।	আমানত	২৬৩৩	২৬৫০	২৪৬৩	২৪৬৩
	(ক) তলবী আমানত	-	-	-	-
	(খ) মেয়াদী আমানত	২৬৩৩	২৬৫০	২৬৪৩	২৪৬৩
৫।	ঋণ ও অগ্রিম	২৫৩৩৯	২৬২৪৩	২৭৪০৪	২৭৬৬১
৬।	মোট পরিসম্পদ	২৮৮৬৭	২৯৭২২	৩০৬৮৭	৩১০১০
৭।	মোট আয়	২১০৬	২২২৩	১৭১৯	২২৯২
৮।	মোট ব্যয়	৮৯৫	৯২৭	৭৫২	১০০৩
৯।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	৬৩৯	৬২৫	৬০০	৬০৫
	(ক) কর্মকর্তা	২৯৫	৩০৪	২৮৮	২৯৬
	(খ) কর্মচারী	৩৪৪	৩২১	৩১২	৩০৯
১০।	অফিস (সংখ্যায়)	২৭	২৭	২৮	২৮
	জোনাল	৯	৯	৯	৯
	রিজিওনাল	১২	১২	১৩	১৩
	ক্যাম্প	৬	৬	৬	৬

বছর ভিত্তিক ঋণ মঞ্জুরী, বিতরণ, আদায়, স্থিতি এবং বকেয়া (Overdue) সংক্রান্ত পরিসংখ্যান সারণি-২ এ দেয়া হল।

সারণি-২

খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

অর্থ বছর	ঋণ মঞ্জুরী	বিতরণ	আদায়	ঋণের স্থিতি	মোট বকেয়া স্থিতি
১৯৯৭-৯৮	৮৫৫	১০৬৯	১৭৫১	২৫৩৩৯	২৭৮২
১৯৯৮-৯৯	১৬১৬	৯১৮	১৯৫৬	২৬২৪৩	৩২৩৮
১৯৯৯-২০০০* (মার্চ, ২০০০ পর্যন্ত)	১০০৯	১১৬১	১৪৫২	২৭৪০৪	২৫৪৬
১৯৯৯-২০০০**	১৩৪৫	১৫৪৮	২০০০	২৭৬৬১	৩৩৯৪

* সাময়িক

** প্রাক্কলিত

উন্নয়ন কর্মকান্ড

ঋণ গ্রহীতাদের সহায়তাকল্পে এইচবিএফসি যে সমস্ত কল্যাণমুখী উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে তার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিম্নে দেয়া হলঃ-

১। ঋণের আবেদনকারীদের পরামর্শ ও উন্নত সেবাদানের লক্ষ্যে সদর দফতরসহ প্রতিটি জোনাল অফিসে "কাউন্সেলিং কাউন্টার" খোলা হয়েছে;

২। কিস্তি রিসিডিউলের মাধ্যমে ঋণের বকেয়া নিয়মিত করার সুযোগ প্রদান করা হয়েছে;

৩। মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে কিস্তি পরিশোধ করা হলে ঐ মাসের আসলের কিস্তির উপর সুদ চার্জ করা হয় না;

৪। নিয়মিত ঋণ পরিশোধকারীদের বছরান্তে চার্জকৃত সুদের উপর শতকরা ১৫ ভাগ ইনসেনটিভ দেয়া হয়;

৫। বর্তমানে এককালীন সম্পূর্ণ ঋণ পরিশোধ করা হলে ঋণের মেয়াদ ভোগের স্তর ভেদে ১৫% হতে ৩০% রিবেট প্রদান করা হয়;

৬। দন্ড সুদের প্রথা রহিত করা হয়েছে এবং ১২ মাস পর্যন্ত বকেয়া কিস্তির উপর অতিরিক্ত সুদ চার্জ করা হয় না;

৭। ১২ মাস পর্যন্ত বকেয়া কিস্তি বছরের শেষে এককালীন পরিশোধ করলেও হিসাবটি নিয়মিত বলে গণ্য হবে;

৮। কতিপয় শর্ত সাপেক্ষে বন্ধকী জমির অংশ বিশেষ অবমুক্তির ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে;

৯। ঋণ গ্রহীতাদের বছরান্তে ১ বার কম্পিউটারাইজড ঋণ হিসাব বিবরণী দেয়া হয়;

১০। রেহেন দলিলের রেজিস্ট্রেশন খরচ হ্রাসের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং ২৫ লক্ষ টাকা ঋণের সর্বোচ্চ ৮ হাজার টাকা রেজিস্ট্রেশন ফি নির্ধারণ করা হয়েছে;

১১। এক বছরের অধিক বকেয়ার ক্ষেত্রে বকেয়া পরিশোধ করে নিয়মিত কিস্তি পরিশোধ করলে পূর্ববর্তী প্রতি ১২টি মাসিক কিস্তির জন্য ২% হারে এবং চলতি বছরের জন্যে ১৫% হারে চার্জ কৃত সুদের উপর ইনসেনটিভ দেয়া হয়;

১২। অধিক ঋণ খেলাপী গ্রহীতাদের নিকট হতে পুঞ্জিভূত বকেয়া ঋণের একটি অংশ আদায় পূর্বক কিস্তি পুনঃনির্ধারণ করতঃ হালনাগাদ করে নিয়মিত ঋণ পরিশোধের সুযোগ দিয়ে ২৫শে জুলাই, ১৯৯৯ হতে একটি বিশেষ স্কীম চালু করা হয়।

সুদের হার ও কিস্তি পরিশোধের মেয়াদ

ঢাকা ও চট্টগ্রাম মহানগরী এলাকায় ১৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণের সুদের হার ১৩% এবং ১৫ লক্ষ টাকার উর্ধ্বে ঋণের বার্ষিক সুদের হার ১৫%। দেশের অন্যান্য এলাকায় সিলিং নির্বিশেষে ঋণের সুদের হার ১০%। কর্পোরেশনের ঋণের কিস্তি পরিশোধের মেয়াদ ১৫ বছর। তবে মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্তদের জন্য স্বল্প আয়তনের ফ্ল্যাট ঋণ স্কীমে মেয়াদ ২০ বছর। এলাকাভেদে ঋণের সিলিং বর্তমান সর্বনিম্ন ২.৭০ লক্ষ টাকা হতে সর্বোচ্চ ২৫ লক্ষ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে।

সৌদি-বাংলাদেশ ইন্ডাষ্ট্রিয়াল এন্ড এগ্রিকালচারাল ইনভেষ্টমেন্ট কোম্পানী লিমিটেড (সাবিনকো)

বাংলাদেশ এবং সৌদি আরবের মধ্যে বিদ্যমান ভ্রাতৃত্ববোধের নিদর্শন স্বরূপ এবং বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতিকে যৌথ প্রচেষ্টায় আরো ত্বরান্বিত করার উদ্দেশ্যে সৌদি আরব এবং বাংলাদেশ সরকারের অর্থমন্ত্রী পর্যায়ে ১৫ই মে, ১৯৮৩ সালে এক প্রোটোকল স্বাক্ষরের মাধ্যমে সৌদি-বাংলাদেশ ইন্ডাষ্ট্রিয়াল এন্ড এগ্রিকালচারাল ইনভেষ্টমেন্ট কোম্পানী লিমিটেড (সাবিনকো) স্থাপনের সূচনা হয়। এ চুক্তি মোতাবেক এবং কোম্পানী আইন ১৯১৩ অনুযায়ী একটি প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানী হিসাবে ১৯৮৪ সালের ২৪শে জুন সাবিনকো আত্মপ্রকাশ করে। ঢাকায় প্রধান কার্যালয় স্থাপন করে ১৯৮৬ সালে এর কার্যক্রম শুরু হয়।

সাবিনকোর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে শিল্প এবং কৃষিভিত্তিক শিল্পে বিনিয়োগ করে এগুলো পরিচালিত করা এবং দেশে-বিদেশে পণ্য দ্রব্য এবং সেবার বিপণন করা। এছাড়া, সাবিনকো বিদ্যমান শিল্প কারখানাগুলোর অভ্যন্তরীণ সুষমকরণ, আধুনিকীকরণ, যন্ত্রপাতি প্রতিস্থাপন এবং সম্প্রসারণকল্পে শিল্প ঋণের যোগান দিয়ে থাকে। সাবিনকো নিজের তত্ত্বাবধানে অথবা সহযোগী প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে বিশেষ কোন প্রকল্প পরিচালনায়ও সহায়তা প্রদান করতে পারে।

সাবিনকোর অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ ৬০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। এ যাবৎ সৌদি এবং বাংলাদেশ সরকার সমভাবে ৬০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার পরিশোধ করেছে। বর্তমানে ছয় জন সদস্য নিয়ে কোম্পানীর বোর্ড গঠিত, তন্মধ্যে বোর্ডের চেয়ারম্যান এবং দু'জন সদস্য সৌদি সরকার কর্তৃক এবং ডেপুটি চেয়ারম্যান এবং অপর দু'জন সদস্য বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক মনোনীত।

বিনিয়োগ নীতিমালা

বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ঘোষিত শিল্প বিনিয়োগ নীতিমালার আওতায় কৃষিভিত্তিক শিল্পসহ বিবিধ শিল্প স্থাপন, সম্প্রসারণ/উন্নয়ন কার্যক্রমে সাবিনকো আর্থিক সহায়তা প্রদান করে থাকে। সাবিনকো বাণিজ্যিকভাবে লাভজনক বিনিয়োগ প্রস্তাবনা বিবেচনা করে থাকে। তবে নিম্নে উল্লেখিত প্রকল্পগুলিকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়ে থাকে ঃ

ক) যে সব প্রকল্প স্থানীয় কাঁচামাল ব্যবহার করে থাকে এবং উৎপাদিত পণ্যের রপ্তানি বাজার বিদ্যমান;

খ) যে সব প্রকল্প মূলতঃ স্থানীয় কাঁচামাল ব্যবহার করে থাকে এবং স্থানীয় বাজারে অপরিহার্য চাহিদা পূরণ করে;

গ) যে সব প্রকল্প আমদানিকৃত কাঁচামাল ব্যবহার করে কিন্তু উৎপাদিত পণ্যের রপ্তানি বিদ্যমান এবং

ঘ) যে সব প্রকল্পে আমদানিকৃত কাঁচামাল ব্যবহার করা অপরিহার্য অথচ আমদানি বিকল্প পণ্য হিসেবে স্থানীয় চাহিদা পূরণ করে।

উপরোল্লিখিত ক্ষেত্রে যে সমস্ত প্রকল্প শ্রমনিবিড় এবং অগ্র-পশ্চাৎ সম্পর্ক সমৃদ্ধবহুল, সেসব প্রকল্পসমূহকে অর্থায়নের ক্ষেত্রে সাবিনকো সর্বাধিক প্রাধান্য দিয়ে থাকে।

সাবিনকোর অর্থায়নে গৃহীত পাঙ্গাস চাষ প্রকল্প।

অর্থায়ন পদ্ধতি

ক) মেয়াদী ঋণ প্রদান (মধ্যম/দীর্ঘ মেয়াদী) দেশীয় এবং বৈদেশিক মুদ্রা।

খ) সরাসরি মূলধন বিনিয়োগ।

গ) শেয়ার এবং ডিবেঞ্চারে পাবলিক ইস্যু অবলেখন (Underwriting)

ঘ) প্রাইভেট ফান্ড প্লেসমেন্ট সিন্ডিকেশন-এর ব্যবস্থাকরণ এবং এরকম প্লেসমেন্ট-এ অংশ গ্রহণ।

ঙ) মূলধন বাজারে লেনদেন।

চ) বিনিয়োগ তহবিল গঠন ও তার তদারকিকরণ।

ঋণের অনুমোদন এবং বিতরণ

সাবিনকো শুরু থেকে ১৯৯৯ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত বিভিন্ন শিল্প স্থাপনের জন্য মোট ৪৫টি প্রকল্পে বিভিন্ন ধরনের আর্থিক সহায়তা প্রদান করেছে। অর্থায়িত ৪৫টি প্রকল্পে সাবিনকো ১৯৯৯ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত ১১টি শিল্প উপ-খাতে দেশী ও বিদেশী মুদ্রায় সর্বমোট ৩৩০২ মিলিয়ন টাকা মঞ্জুর করেছে। এই মঞ্জুরীকৃত ঋণের ২২% বস্ত্রখাতে, ১৯% রসায়ন, ঔষধ এবং সহযোগী খাতে এবং ১২% মৎস্য/চিংড়ি চাষে মঞ্জুর করা হয়েছে। আর্থিক সহায়তা প্রদানকারী অন্যান্য খাতগুলো হল : কাঁচা/সিরামিক, সিমেন্ট, চামড়াজাত দ্রব্য, মৎস্য চাষ সহায়ক প্রকল্প, প্রকৌশল, দুগ্ধ/ফল, খেলনা এবং কাগজ। বর্তমানে ৭টি ঋণ প্রস্তাব বিভিন্ন পর্যায়ে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

সাবিনকোর অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য সারণি- ১ এ দেয়া হল।

সারণি- ১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	১৯৯৮	১৯৯৯	মার্চ ৩১, ২০০০ (সাময়িক)	জুন ৩০, ২০০০ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন (মিলিয়ন মার্কিন ডলারে)	৮০	৮০	৮০	৮০
২।	পরিশোধিত মূলধন (মিলিয়ন মার্কিন ডলারে)	৮০	৮০	৮০	৮০
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	৮১১	৮১১	-	-
৪।	আমানত	-	-	-	-
	ক) তলবী আমানত	-	-	-	-
	খ) মেয়াদী আমানত	-	-	-	-
৫।	ঋণ ও অগ্রিম	২২০৫	২৩৪৫		
৬।	বিনিয়োগ	৬৭৭	৭৫১		
৭।	মোট পরিসম্পদ	৩৮২০	৪০৯৮		
৮।	মোট আয়	১৮৭	২৩২		
৯।	মোট ব্যয়	৪৬	৫৬		
১০।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	৪৩	৪৫		
	ক) কর্মকর্তা	১৩	১৫		
	খ) কর্মচারী	৩০	৩০		

১৯৯৯ সালে সাবিনকো ১৯৯ মিলিয়ন টাকার ঋণ বিতরণ করে এবং ৩৫৮ মিলিয়ন টাকা আদায় করে। পূর্ববর্তী বছরে এর পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৯০ মিলিয়ন টাকা এবং ৩০২ মিলিয়ন টাকা। সাবিনকোর ঋণ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি সারণি- ২ এ দেয়া হল।

সারণি- ২

খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ		কৃষি ঋণ	শিল্প ঋণ			অন্যান্য	সর্বমোট
			মেয়াদী ঋণ	চলতি মূলধন	মোট		
১৯৯৮							
	বিতরণ	-	৯০	-	৯০	-	৯০
	আদায়	-	৩০২	-	৩০২	-	৩০২
১৯৯৯							
	বিতরণ	-	১৯৯	-	১৯৯	-	১৯৯
	আদায়	-	৩৫৮	-	৩৫৮	-	৩৫৮
৩১শে মার্চ,২০০০*							
	বিতরণ	-	৪৬	-	৪৬	-	৪৬
	আদায়	-	১৬	-	১৬	-	১৬
৩০শে জুন,২০০০**							
	বিতরণ	-	১০০	-	১০০	-	১০০
	আদায়	-	১৫০	-	১৫০	-	১৫০

* সাময়িক

** প্রাক্কলিত

সাবিনকো কর্তৃক ৩১শে মার্চ, ২০০০ তারিখে ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণ মঞ্জুরীর পরিমাণ দাঁড়ায় ৩৩০২ মিলিয়ন টাকা। প্রকল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ মঞ্জুরীর অবস্থা সারণি-৩ এ দেয়া হল।

সারণি- ৩

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ

(মিলিয়ন টাকায়)

ঋণ মঞ্জুরী		শিল্পের আকার		
		বৃহৎ ও মাঝারী	ক্ষুদ্র ও কুটির	মোট
ক্রমপুঞ্জিভূত: ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৯৯ তারিখ				
	প্রকল্প সংখ্যা	৪৫	-	৪৫
	পরিমাণ	৩৩০২	-	৩৩০২
জানুয়ারী ১ হতে ডিসেম্বর ৩১, ১৯৯৯ পর্যন্ত				
	প্রকল্প সংখ্যা	-	-	
	পরিমাণ	২৭৮	-	২৭৮
ক্রমপুঞ্জিভূত : মার্চ ৩১, ২০০০ পর্যন্ত				
	প্রকল্প সংখ্যা	৪৫	-	৪৫
	পরিমাণ	৩৩০২	-	৩৩০২
জানুয়ারী ১ হতে জুন ৩০,২০০০* পর্যন্ত				
	প্রকল্প সংখ্যা	২	২	
	পরিমাণ	১০০	-	১০০

প্রাক্কলিত

সাবিনকো কর্তৃক প্রদত্ত খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি সারণি-৪ এ দেয়া হল।

সারণি-৪

খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	১৯৯৮	১৯৯৯
১।	কৃষি ও মৎস্য	৬২২	৬২২
	(ক) শস্য	-	-
	(খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য	৬২২	৬২২
২।	শিল্প	২২৬০	২৪৭৪
	(ক) বৃহৎ ও মাঝারী	২২৬০	২৪৭৪
	(খ) ক্ষুদ্র ও কুটির	-	-
৩।	পাইকারী/খুচরা ব্যবসা এবং রেস্তোরাঁ/হোটেল	-	-
৪।	বীমা, রিয়েল এষ্টেট ও ব্যবসা সেবা	-	-
৫।	পরিবহন ও যোগাযোগ	-	-
৬।	বিশেষ ঋণ কর্মসূচী:	-	-
	ক) দারিদ্র্য বিমোচন	-	-
	খ) অন্যান্য	-	-
৭।	অন্যান্য	-	-
	সর্বমোট	২৮৮২	৩০৯৬

দেশের উৎপাদনশীল খাত এবং শিল্পোন্নয়নে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে "কোম্পানী এ্যাক্ট, ১৯১৩" এর আওতায় ১৯৮৫ সালের ২৩শে মে তারিখে একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী হিসেবে আই ডি এল সি (IDLC) প্রতিষ্ঠিত হয়। এ কোম্পানীটি বিশ্ব ব্যাংকের সহযোগী প্রতিষ্ঠান ইন্টারন্যাশনাল ফাইন্যান্স কর্পোরেশন (IFC) সহ ৫টি বিদেশী এবং ৩টি দেশী আর্থিক প্রতিষ্ঠানের (ব্যাংক ও বীমা কোম্পানী) উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ১৯৯৩ সালে আই ডি এল সি জনসাধারণের জন্যে শেয়ার ইস্যু করে। ১৯৯৯ সালে কোম্পানীর অনুমোদিত মূলধন, পরিশোধিত মূলধন ও রিজার্ভ ফান্ড যথাক্রমে ১০০০ মিলিয়ন, ১৫০ মিলিয়ন এবং ২৪৩ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ৫টি স্থানীয় আর্থিক প্রতিষ্ঠান কোম্পানীটির ৪৫ শতাংশ এবং জনসাধারণসহ ১৪টি স্থানীয় আর্থিক প্রতিষ্ঠান কোম্পানীটির ৫৫ শতাংশ শেয়ারের মালিক। কোম্পানী ১৯৯০ সালে চট্টগ্রামে একটি শাখা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ব্যবসাকে আরো সম্প্রসারণ করে।

আই ডি এল সি গত ১৫ বছর ধরে লিজিংকে অর্থায়নের একটি বিকল্প ধারা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার পাশাপাশি দেশের শিল্পায়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছে। উন্নত এবং দ্রুত গ্রাহক সেবার পাশাপাশি উৎপাদনশীল ও চিকিৎসা যন্ত্রপাতিসহ সব ধরনের খাতে ফিন্যান্সিয়াল লীজ প্রদান করে থাকে। এশিয়ার বৃহত্তম কোম্পানীগুলোর মধ্যে অন্যতম কোরিয়া ডেভেলপমেন্ট লিজিং কর্পোরেশন আই ডি এল সি কে লীজিং বিষয়ে সব ধরনের কারিগরী সহযোগিতা দিয়ে আসছে।

আই ডি এল সি একটি বহুমুখী আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য সদাসচেষ্ট ফলশ্রুতিতে ১৯৯৭ সালে কোম্পানী গৃহায়ন ঋণ ও স্বল্প মেয়াদী ঋণসমূহ চালু করেছে। স্বল্প মেয়াদী ঋণের আওতায় গ্রাহকরা তাদের চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের আর্থিক সহায়তা যেমনঃ ইন্টার কর্পোরেট ডিপোজিট (ICD) বিল/ইনভয়েস ডিসকাউন্টিং ইত্যাদি সেবা পেয়ে থাকে। গৃহায়ন ঋণ প্রকল্পের আওতায় আই ডি এল সি গ্রাহকদের নতুন ফ্ল্যাট ক্রয়, নিজস্ব বাড়ী মেরামত/বর্ধিতকরণ, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান অথবা পেশাজীবিদের জন্য অফিস চেম্বার/শোরুম ক্রয়, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের আবাসন প্রকল্প এবং রিয়েল এস্টেট ব্যবসায়ীদের নতুন এপার্টমেন্ট তৈরী করার জন্য ঋণ সুবিধা প্রদান করে থাকে।

১৯৯৮ সালের জানুয়ারি মাসে সিকিউরিটি এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন কর্তৃক মার্চেন্ট ব্যাংক হিসাবে লাইসেন্সপ্রাপ্ত হয়ে আই ডি এল সি ১৯৯৯ সালের গোড়া থেকেই আনুষ্ঠানিকভাবে আন্ডার রাইটিং, কর্পোরেট ফাইন্যান্সিং এবং অন্যান্য আনুষংগিক সেবাসমূহ প্রদান করছে। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ এ চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জের তালিকাভুক্ত এ কোম্পানীটি বর্তমান পুঁজিবাজারে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের দিক থেকে প্রথম ২০টি কোম্পানীর মধ্যে স্থান করে নিয়েছে।

আই ডি এল সি'র ঋণ ও অগ্রিমের এবং মোট পরিসম্পদের পরিমাণ ১৯৯৯ শেষে যথাক্রমে ২৬৯৮ মিলিয়ন ও ২৯৪৭ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। একই সময়ে কোম্পানীর জনশক্তি ছিল ৬৮ জন। আই ডি এল সি-এর অগ্রগতির প্রধান বশিষ্ট্য সারণি- ১ এ দেয়া হলো।

সারণি-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	১৯৯৮	১৯৯৯	৩১শে মার্চ, ২০০০ (সাময়িক)	৩০শে জুন, ২০০০ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	১০০০	১০০০	১০০০	১০০০
২।	পরিশোধিত মূলধন	১৫০	১৫০	১৫০	১৫০
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	১৮৬	২৪৩	২৫৯	২২৯
৪।	আমানত	২৫	৩৯	৫৩	৫৫
	ক) তলবী আমানত	-	-	-	-
	খ) মেয়াদী আমানত	২৫	৩৯	৫৩	৫৫
৫।	ঋণ ও অগ্রিম (লীজ ফাইন্যান্স ও ডাইরেক্ট ফাইন্যান্স)	২২৮৩	২৬৯৮	২৯০৩	৩২০৫
৬।	বিনিয়োগ	-	১৫	১৫	২০
৭।	মোট পরিসম্পদ	২৪১২	২৯৪৭	৩০৯৩	৩৩৫০
৮।	মোট আয়	৮৩২	৯৩৯	২৪৭	৫২৩
৯।	মোট ব্যয়	৭১৬	৮১৩	২১৫	৪৬৩
১০।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	৬৮	৬৮	৬৯	৭০
	ক) কর্মকর্তা	৪৪	৪৫	৪৫	৪৫
	খ) কর্মচারী	২৪	২৩	২৪	২৫
১১।	শাখা (সংখ্যায়)	১	১	১	১

ঋণ বিতরণ ও আদায়

১৯৯৯ সালে আইডিএলসি লীজ অর্থায়ন, মেয়াদী অর্থায়ন, চলতি মূলধন ও গৃহ অর্থায়নের অধীনে যথাক্রমে ৯৭৫ মিলিয়ন টাকা, ১৫ মিলিয়ন টাকা, ৪২৭ মিলিয়ন টাকা, ৫৫ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করেছে এবং উক্ত খাতসমূহে যথাক্রমে ৮৮৫ মিলিয়ন টাকা, ১ মিলিয়ন টাকা, ৩৮০ মিলিয়ন টাকা ও ২২ মিলিয়ন টাকা আদায় করেছে। কোম্পানীটির ঋণ বিতরণ ও আদায় সম্পর্কিত বিবরণী সারণি-২ এ দেয়া হলো।

সারণি- ২

খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ		শিল্প ঋণ					অন্যান্য	সর্বমোট (গৃহে অর্থায়ন)
		লীজ ফাইন্যান্সিং	মেয়াদী ঋণ	চলতি মূলধন	ব্রীজ ফাইন্যান্স	মোট		
১৯৯৮								
	বিতরণ	৭৮২	-	১৭১	-	৯৫৩	৪৪	৯৯৭
	আদায়	৯৯০	-	১১০	-	৯০০	৪	৯০৪
১৯৯৯								
	বিতরণ	৯৭৫	১৫	৪২৭	-	১৪১৭	৫৫	১৪৭২
	আদায়	৮৮৫	১	৩৮০	-	১২৬৬	২২	১২৮৮
৩১শে মার্চ ২০০০*								
	বিতরণ	১১৯	-	১৫০	১০২	৩৭১	৪৩	৪১৪
	আদায়	২২২	-	৮৬	-	৩০৮	৩	৩১১
৩০শে জুন ২০০০**								
	বিতরণ	৫২৪	-	৩৬৪	-	৮৮৮	৭০	৯৫৮
	আদায়	৪৬৮	-	২৯৪	-	৭৬২	৫	৭৬৭

* সাময়িক।

** প্রাক্কলিত।

সারণি- ৩

শিল্পের আকারভিত্তিক ঋণ

(মিলিয়ন টাকায়)

ঋণ মঞ্জুরী		শিল্পের আকার		
		বৃহৎ ও মাঝারী	ক্ষুদ্র ও কুটির	মোট
ক্রমপুঞ্জিভূতঃ ডিসেম্বর ৩১, ১৯৯৯ তারিখে				
	প্রকল্প সংখ্যা	১৩৯৯	৫৭৫	১৯৭৪
	পরিমাণ	৪৭১৯	১৭৪০	৬৪৫৯
জানুয়ারি ১ হতে ডিসেম্বর ৩১, ১৯৯৯ পর্যন্ত				
	প্রকল্প সংখ্যা	১৩৭	৫২	১৮৯
	পরিমাণ	১১৮১	২৩৬	১৪১৭
ক্রমপুঞ্জিভূতঃ মার্চ ৩১, ২০০০ তারিখে				
	প্রকল্প সংখ্যা	১৪২৭	৫৯০	২০১৭
	পরিমাণ	৫০৫৫	১৭৭৫	৬৮৩০
জানুয়ারি ১ হতে ৩১ মার্চ, ২০০০ পর্যন্ত				
	প্রকল্প সংখ্যা	২৮	১৫	৪৩
	পরিমাণ	৩৩৫	৩৫	৩৭০
জানুয়ারি ১ হতে ৩০ জুন, ২০০০* পর্যন্ত				
	প্রকল্প সংখ্যা	৫৬	২৪	৮০
	পরিমাণ	৩৬৭	১৫৭	৫২৪

* প্রাক্কলিত।

সারণী- ৪

খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	১৯৯৮	১৯৯৯	৩১শে মার্চ, ২০০০ (সাময়িক)
১।	শিল্প:	১৫৭৪	১৮১৫	২১৩০
	ক) বৃহৎ ও মাঝারী	১১০২	১২৭০	১৪৯১
	খ) ক্ষুদ্র ও কুটির	৪৭২	৫৪৫	৬৩৯
২।	প্রাইকারী/খুচরা ব্যবসা এবং রেস্তোরাঁ/ হোটেল			
৩।	বীমা, রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা	১৭৯	২৭৯	৩১৮
৪।	পরিবহণ ও যোগাযোগ	২৭৩	২৮৫	২৮৭
৫।	বিশেষ ঋণ কর্মসূচী			
	ক) দারিদ্র্য বিমোচন			
	খ) অন্যান্য			
৬।	অন্যান্য	২৫৭	৩১৯	১৬৮
	সর্বমোট	২২৮৩	২৬৯৮	২৯০৩

জিএসপি ফাইন্যান্স কোম্পানী (বাংলাদেশ) লিমিটেড

অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠান এ্যাক্ট ১৯৯৩ অনুযায়ী যৌথ উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত জিএসপি ফাইন্যান্স কোম্পানী (বাংলাদেশ) লিমিটেড ১৯৯৬ সালের এপ্রিল মাস হতে বাংলাদেশে তাদের কার্যক্রম শুরু করে। প্রতিষ্ঠিত দেশী ও বিদেশী উদ্যোক্তা এবং আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের যৌথ উদ্যোগে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কোম্পানীটির অফিস ঢাকায় অবস্থিত এবং ২০০০ সালের মার্চ পর্যন্ত কোম্পানীতে কর্মরত লোকের সংখ্যা ২৭ জন। ২০০০ সালের মার্চ শেষে কোম্পানীর অনুমোদিত ও পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ১০০০ মিলিয়ন টাকা ও ১৬০ মিলিয়ন টাকা এবং রিজার্ভ ফান্ডের পরিমাণ দাঁড়ায় ১৫ মিলিয়ন টাকা। কোম্পানীর ঋণ ও অগ্রিম এবং মোট পরিসম্পদের পরিমাণ মার্চ, ২০০০ শেষে দাঁড়ায় যথাক্রমে ৩৩ মিলিয়ন ও ৯৫ মিলিয়ন টাকা।

কোম্পানীর প্রধান কর্মকান্ড ঃ

জিএসপি ফাইন্যান্স কোম্পানী (বাংলাদেশ) লিমিটেড প্রধানতঃ নিম্নলিখিত কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করে থাকে ঃ

(ক) লীজ ফাইন্যান্স ঃ লীজ অর্থায়নের ব্যাপারে জিএসপি ফাইন্যান্স কোম্পানী প্রধানতঃ শিল্পখাতে মূলধন দ্রব্যাদি যেমন-প্লান্ট, যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ, নির্মাণ সামগ্রী, নৌ ও সড়ক পরিবহন, চিকিৎসা ও অফিস সামগ্রী, জেনারেটর/বয়লার, লিফটড এলিভেটর, অন্যান্য বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ইত্যাদি খাতে গুরুত্ব প্রদান করে থাকে।

(খ) অর্থ বাজার কার্যক্রম ঃ কোম্পানীটি অর্থ বাজার সংক্রান্ত কর্মকান্ডেও (মেয়াদী আমানত গ্রহণ ও বিনিয়োগ) অংশগ্রহণ করে থাকে।

(গ) মার্চেন্ট ব্যাংকিং ঃ সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন, ১৯৯৩ (১৫ নং আইন) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে জিএসপি ফাইন্যান্স কোম্পানী (বাংলাদেশ) লিমিটেড মার্চেন্ট ব্যাংকার হিসাবে ইস্যু ম্যানেজার/ অবলেখক/ পোর্টফোলিও ম্যানেজার-এর কর্মকান্ড পরিচালনা করার জন্য ১৯৯৯ সালের আগষ্ট মাস হতে অনুমতি প্রাপ্ত হয়ে কার্যক্রম শুরু করে।

উপরোক্ত কার্যাবলী ছাড়াও কোম্পানীটি বিভিন্ন ধরনের আর্থিক কর্মকান্ড যেমন হায়ার পারচেজ, পুঁজি বাজারে অর্থায়ন ইত্যাদিতে অংশগ্রহণের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

কোম্পানীর অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য সারণি- ১ এ দেয়া হ'ল।

সারণি- ১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	১৯৯৮	১৯৯৯	৩১শে মার্চ, ২০০০ (সাময়িক)	৩০শে জুন, ২০০০ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	১০০০	১০০০	১০০০	১০০০
২।	পরিশোধিত মূলধন	১৫০	১৫০	১৬০	১৬০
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	৪	৭	১৫	১৬
৪।	আমানত	৯	৩৬	৬৭	১৯২
	ক) তলবী আমানত	-	-	-	-
	খ) মেয়াদী আমানত	৯	৩৬	৬৭	১৯২
৫।	ঋণ ও অগ্রিম	১১৬	১৯৪	৩৩	১১৮
৬।	বিনিয়োগ	১	১	১	১
৭।	মোট পরিসম্পদ	২০৫	২১৮	৯৫	১৭৯
৮।	মোট আয়	৭৪	১৫২	৪৪	১০৭
৯।	মোট ব্যয়	৬১	১১৫	২৯	৭৬
১০।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	২৪	২৪	২৭	২৭
	ক) কর্মকর্তা	১৫	১৫	১৭	১৭
	খ) কর্মচারী	৯	৯	১০	১০

জিএসপি ফাইন্যান্স কোম্পানী (বাংলাদেশ) লিমিটেডের ঋণ বিতরণ ও আদায়, শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ এবং খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি যথাক্রমে সারণি- ২,৩ এবং ৪ এ দেয়া হ'ল।

সারণি- ২

খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ		কৃষি ঋণ	শিল্প ঋণ			অন্যান্য	সর্বমোট
			মেয়াদী ঋণ	চলতি মূলধন	মোট		
১৯৯৮							
	বিতরণ	-	৬৩	-	৬৩	৩১	৯৪
	আদায়	-	১৫	-	১৫	৪	১৯
১৯৯৯							
	বিতরণ	-	১৮৩	-	১৮৩	২৫	২০৮
	আদায়	-	১৯	-	১৯	-	১৯
৩০ শে মার্চ,২০০০*							
	বিতরণ	-	২৮	-	২৮	-	২৮
	আদায়	-	১	-	১	-	১
৩১শে জুন,২০০০**							
	বিতরণ	-	১৭৩	-	১৭৩	-	১৭৩
	আদায়	-	৫৯	-	৫৯	-	৫৯

* সাময়িক ।

** প্রাক্কলিত ।

সারণি- ৩

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ

(মিলিয়ন টাকায়)

ঋণ মঞ্জুরী		শিল্পের আকার		মোট
		বৃহৎ ও মাঝারী	ক্ষুদ্র ও কুটির	
ক্রমপুঞ্জিভূতঃ ৩১ ডিসেম্বর, ১৯৯৯ তারিখে				
	প্রকল্প সংখ্যা	২২	১৪	৩৬
	পরিমাণ	১৬০	৯০	২৫০
জানুয়ারি ১ হতে ডিসেম্বর ৩১, ১৯৯৯ পর্যন্ত				
	প্রকল্প সংখ্যা	৭	১২	১৯
	পরিমাণ	১০১	৮১	১৮২
ক্রমপুঞ্জিভূতঃ মার্চ- ৩১, ২০০০ তারিখে				
	প্রকল্প সংখ্যা	১৭	২	১৯
	পরিমাণ	৭৫	৯	৮৪
জানুয়ারি ১ হতে মার্চ ৩১, ২০০০ পর্যন্ত				
	প্রকল্প সংখ্যা	২	৩	৫
	পরিমাণ	১৬	১২	২৮
জানুয়ারি ১ হতে জুন ৩০, ২০০০* পর্যন্ত				
	প্রকল্প সংখ্যা	১১	১০	২১
	পরিমাণ	১০০	৭৩	১৭৩

* প্রাক্কলিত ।

সারণি- ৪

খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	১৯৯৮	১৯৯৯	৩১শে মার্চ, ২০০০ (সাময়িক)	৩০শে জুন, ২০০০ (প্রাক্কলিত)
১।	কৃষি ও মৎস্য:				
	ক) শস্য	-	-	-	-
	খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য	-	-	-	-
২।	শিল্প :	৪৪	১৪২	১৮	৭৪
	ক) বৃহৎ ও মাঝারী	৩৫	৯০	১৬	৬৬
	খ) ক্ষুদ্র ও কুটির	৯	৫২	২	৮
৩।	পাইকারী/খুচরা ব্যবসা এবং রেস্তোরাঁ/ হোটেল	-	-	-	-
৪।	বীমা, রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা	১০	৯	-	-
৫।	পরিবহন ও যোগাযোগ	৫২	১৩	১০	৪১
৬।	বিশেষ ঋণ কর্মসূচী	-	-	-	-
	ক) দারিদ্র্য বিমোচন	-	-	-	-
	খ) অন্যান্য	-	-	-	-
৭।	অন্যান্য	১০	৩০	৫	৩
	সর্বমোট	১১৬	১৯৪	৩৩	১১৮

বাংলাদেশ ইন্ডাষ্ট্রিয়াল ফাইন্যান্স কোম্পানী লিমিটেড (বিআইএফসি)

দেশের শিল্পোন্নয়ন ও উৎপাদনশীল খাতকে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে কোম্পানী আইন ১৯৯৪ এর আওতায় ১৯৯৬ সালের ১০ই আগষ্ট তারিখে একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী হিসেবে বাংলাদেশ ইন্ডাষ্ট্রিয়াল ফাইন্যান্স কোম্পানী লিমিটেড (বিআইএফসি) প্রতিষ্ঠিত হয়। যৌথ উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত বিআইএফসি আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন ১৯৯৩ -এর অধীনে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ১৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮ তারিখে আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে লাইসেন্সপ্রাপ্ত হয়ে তার কার্যক্রম শুরু করে। কোম্পানীর অনুমোদিত মূলধন ও পরিশোধিত মূলধন যথাক্রমে ১০০০ মিলিয়ন এবং ৫০ মিলিয়ন টাকা।

প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য

ক) জাতীয় স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রকল্প এবং রপ্তানিমুখী ও আমদানি বিকল্প শিল্পসমূহে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা।

খ) দেশের উৎপাদনশীল শিল্প খাতে বিদ্যমান শিল্প-কল-কারখানার বি.এম.আর.ই-এর উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ক্রয়ের জন্য লীজ অর্থায়ন সুবিধা প্রদান করা।

গ) কর্পোরেট ফাইন্যান্স।

ঘ) ভবিষ্যতে সেতু ঋণ প্রদান, ফান্ড ম্যানেজার, সিন্ডিকেট ফাইন্যান্সিং ও উপদেষ্টা কাজে অংশগ্রহণ।

ঙ) ভবিষ্যতে মূলধন বাজারে লেনদেন, নতুন শেয়ার ইস্যুর ক্ষেত্রে ইস্যু ম্যানেজার, শেয়ার ও ডিবেঞ্চারে পাবলিক ইস্যুর অবলেখন, আন্ডার রাইটার ও পোর্টফোলিও ম্যানেজার ইত্যাদি কাজে অংশগ্রহণ।

চ) কনজুমার্স ক্রেডিট

বিনিয়োগ নীতি

বি.আই.এফ.সি বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ঘোষিত শিল্প বিনিয়োগ নীতিমালার আওতায় বিবিধ শিল্প স্থাপনে আর্থিক সহায়তা প্রদান করে থাকে। এছাড়া, বাণিজ্যিকভাবে লাভজনক সকল লীজ ও ঋণ প্রস্তাবনা বিবেচনা করে থাকে। লীজ অর্থায়নের ব্যাপারে নিম্নলিখিত খাতসমূহ প্রাধান্য পেয়ে থাকে।

ক) শিল্প কারখানার ব্যবহার উপযোগী প্রয়োজনীয় মূলধনী যন্ত্রপাতি (বি.এম.আর.ই.ক্ষেত্রে)

খ) নির্মাণ সহযোগী যন্ত্রপাতি/সামগ্রী

গ) চিকিৎসা সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি

ঘ) জেনারেটর/বয়লার

ঙ) গাড়ী/অন্যান্য যানবাহন

চ) লিফট/এলিভেটর ইত্যাদি

ছ) এ.সি/কম্পিউটারসহ অন্যান্য বৈদ্যুতিক সামগ্রী।

বি আই এফ সি অর্থায়িত একটি কোমল পানীয় উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান।

আমানত গ্রহণ ঃ বাংলাদেশ ইন্ডাষ্ট্রিয়াল ফাইন্যান্স কোম্পানী লিমিটেড (বি.আই.এফ.সি) জনসাধারণের সঞ্চয়কে উৎসাহিত করার জন্য বিভিন্ন প্রকার মেয়াদী আমানতের উপর আকর্ষণীয় হারে সুদ প্রদান করে থাকে।

বি আই এফ সি'র অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য সারণি-১ এ দেয়া হলো।

সারণি-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	১৯৯৮	১৯৯৯	৩১শে মার্চ, ২০০০ (সাময়িক)	৩০শে জুন, ২০০০ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	১০০০	১০০০	১০০০	১০০০
২।	পরিশোধিত মূলধন	২৫	৩৬	৩৬	৫০
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	-	-	-	-
৪।	আমানত ঃ	-	৫	৮	৪২
	ক) তলবী আমানত	-	-	-	৩০
	খ) মেয়াদী আমানত	-	৫	৮	১২
৫।	ঋণ ও অগ্রিম	১৮	৬৭	৮২	১২০
৬।	বিনিয়োগ	১৯	১৭	১৭	২০
৭।	মোট পরিসম্পদ	৪০	৮৬	৯৫	১১৫
৮।	মোট আয়	২	১৬	১৭	২০
৯।	মোট ব্যয়	২	১৪	১৫	১৭
১০।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	৮	১০	১০	১২
	ক) কর্মকর্তা	৬	৮	৮	১০
	খ) কর্মচারী	২	২	২	২
১১।	শাখা (সংখ্যায়)	১	১	১	১

বি আই এফ সি -এর ঋণ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি সারণি-২ এ দেয়া হলো।

সারণি-২

খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ	কৃষি ঋণ	শিল্প			অন্যান্য	সর্বমোট
		মেয়াদী ঋণ	চলতি মূলধন	মোট		
১৯৯৮						
বিতরণ	-	৯	-	৯	১২	২১
আদায়	-	২	-	২	-	২
১৯৯৯						
বিতরণ	-	৬	-	৬	৫৭	৬৩
আদায়	-	৭	-	৭	৮	১৫
৩১শে মার্চ, ২০০০*						
বিতরণ	-	১০	-	১০	৯	১৯
আদায়	-	১	-	১	৩	৪
৩০ শে জুন, ২০০০**						
বিতরণ	-	২০	-	২০	১৯	৩৯
আদায়	-	-	-	-	-	-

* সাময়িক

** প্রাক্কলিত

বি আই এফ সি-এর শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ মঞ্জুরীর অবস্থা সারণি-৩ এ দেয়া হলো।

সারণি-৩

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ ও লীজ অর্থায়ন

(মিলিয়ন টাকায়)

ঋণ মঞ্জুরী		শিল্পের আকার		মোট
		বৃহৎ ও মাঝারী	ক্ষুদ্র ও কুটির	
ক্রমপুঞ্জিভূতঃ ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৯৯ তারিখে				
	প্রকল্প সংখ্যা	৪৬	-	৪৬
	পরিমাণ	৮১	-	৮১
জানুয়ারী ১ হতে ডিসেম্বর ৩১, ১৯৯৯ পর্যন্ত				
	প্রকল্প সংখ্যা	২৯	-	২৯
	পরিমাণ	৫১	-	৫১
ক্রমপুঞ্জিভূতঃ মার্চ ৩১, ২০০০ তারিখে				
	প্রকল্প সংখ্যা	৫৬	-	৫৬
	পরিমাণ	১০০	-	১০০
জানুয়ারী ১ হতে মার্চ ৩১, ২০০০ পর্যন্ত				
	প্রকল্প সংখ্যা	১০	-	১০
	পরিমাণ	১৯	-	১৯
জানুয়ারী ১ হতে জুন ৩০, ২০০০* পর্যন্ত				
	প্রকল্প সংখ্যা	২০	-	২০
	পরিমাণ	৩৯	-	৩৯

* প্রাক্কলিত।

বি আই এফ সি-এর খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি সারণি-৪ এ দেয়া হলো।

সারণি-৪

খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	১৯৯৮	১৯৯৯	৩১শে মার্চ, ২০০০ (সাময়িক)	৩০শে জুন, ২০০০ (প্রাক্কলিত)
১।	কৃষি ও মৎস্যঃ				
	ক) শস্য	-	-	-	-
	খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য	-	-	-	-
২।	শিল্পঃ	৬	৫	১৫	২২
	ক) বৃহৎ ও মাঝারী	৬	৫	১৫	২২
	খ) ক্ষুদ্র ও কুটির	-	-	-	-
৩।	পাইকারী/খুচরা ব্যবসা এবং রেস্তোরাঁ/হোটেল	-	-	-	-
৪।	বীমা, রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা	-	-	-	-
৫।	পরিবহন ও যোগাযোগ	৬	১৬	১৮	২৬
৬।	বিশেষ ঋণ কর্মসূচীঃ	-	-	-	-
	ক) দারিদ্র্য বিমোচন	-	-	-	-
	খ) অন্যান্য	-	-	-	-
৭।	অন্যান্য	৬	৪৬	৪৯	৭২
	সর্বমোট	১৮	৬৭	৮২	১২০

বণিক বাংলাদেশ লিমিটেড

শ্রীলংকা ও বাংলাদেশের যৌথ উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত "বণিক বাংলাদেশ লিমিটেড" একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে "কোম্পানী এ্যাক্ট-১৯৯৪" এর আওতায় ১৯৯৬ সালের ৫ই নভেম্বর বাংলাদেশে তার কার্যক্রম শুরু করে। বণিক বাংলাদেশ সিকিউরিটিস লিঃ নামে কোম্পানীটি একটি সাবসিডিয়ারী কোম্পানী আছে যা ঢাকা ও চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জে স্টক ব্রোকিং -এর কাজ করে থাকে। ২০০০ সালের ৩১শে মার্চ তারিখে কোম্পানীর অনুমোদিত মূলধন ও পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ১০০০ মিলিয়ন টাকা এবং ১০০ মিলিয়ন টাকা।

প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যঃ
কোম্পানীটি মূলতঃ নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যে ব্যবসা পরিচালনা করে থাকেঃ

ক) লীজ ফাইন্যান্সিং-মেশিনারিজ, যন্ত্রপাতি ও যানবাহন,
খ) ক্যাপিটাল মার্কেট অপারেশন,
গ) কর্পোরেট ফাইন্যান্স,
ঘ) ক্রেডিট কার্ড,
ঙ) ডিপোজিট মোবিলাইজেশন,
চ) লিগ্যাল এবং কোম্পানী সেক্রেটারিয়াল সার্ভিসেস।

কোম্পানীর পরিশোধিত মূলধনের বিস্তারিত বিবরণ সারণি-১ এ দেয়া হল।

সারণি-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	১৯৯৭-৯৮	১৯৯৮-৯৯	৩১শে মার্চ, ২০০০ (সাময়িক)	৩০শে জুন, ২০০০ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	১০০০	১০০০	১০০০	১০০০
২।	পরিশোধিত মূলধন	১০০	১০০	১০০	২০০
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	-	-	-	-
৪।	আমানত	২৫	৭৪	৭৫	৭৩
	(ক) তলবী আমানত	১৪	২৪	১৬	১৩
	(খ) মেয়াদী আমানত	১১	৫০	৫৯	৬০
৫।	লীজ ফাইন্যান্স	৪৬	১৫২	১৭৭	২২৯
৬।	বিনিয়োগ	২৫	৩১	৩৫	২৬
৭।	মোট পরিসম্পদ	১৪৮	৩১৩	৩৬৯	৪০৭
৮।	মোট আয়	১৮	৮৪	২৫	৬৮
৯।	মোট ব্যয়	২৭	৮৩	২৯	৬৫
১০।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	৪৯	৬৪	৬৯	৬৯
	(ক) কর্মকর্তা	৩১	৪৫	৫০	৫০
	(খ) কর্মচারী	১৮	১৯	১৯	১৯

বণিক বাংলাদেশ লিমিটেড -এর ঋণ বিতরণ ও আদায়, শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ ও খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি যথাক্রমে সারণি-২,৩ ও ৪ এ দেয়া হলো।

সারণি-২

খাত-ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ		কৃষি ঋণ	শিল্প ঋণ			অন্যান্য	সর্বমোট
			মেয়াদী ঋণ	চলতি মূলধন	মোট		
১৯৯৮							
	বিতরণ	-	৪৬	-	৪৬	-	৪৬
	আদায়	-	৬	-	৬	-	৬
১৯৯৯							
	বিতরণ	-	১০৬	২	১০৮	-	১০৮
	আদায়	-	৩৯	২	৪১	-	৪১
৩১শে মার্চ, ২০০০							
	বিতরণ	-	২৫	৫	৩০	-	৩০
	আদায়	-	১৪	-	১৪	-	১৪

সারণি-৩

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ

(মিলিয়ন টাকায়)

ঋণ মঞ্জুরী		শিল্পের আকার		মোট
		বৃহৎ ও মাঝারী	ক্ষুদ্র ও কুটির	
ক্রমপুঞ্জিভূতঃ ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৯৯ তারিখে				
	প্রকল্প সংখ্যা	৫৪	-	৫৪
	পরিমাণ	১৫২	-	১৫২
জানুয়ারি ১ হতে ডিসেম্বর ৩১, ১৯৯৯ পর্যন্ত				
	প্রকল্প সংখ্যা	২৬	-	২৬
	পরিমাণ	১০৬	-	১০৬
ক্রমপুঞ্জিভূতঃ মার্চ ৩১, ২০০০ তারিখে				
	প্রকল্প সংখ্যা	৭০	-	৭০
	পরিমাণ	১৭৭	-	১৭৭
জানুয়ারি ১ হতে মার্চ ৩১, ২০০০ পর্যন্ত				
	প্রকল্প সংখ্যা	১৭	-	১৭
	পরিমাণ	২৫	-	২৫
জানুয়ারি ১ হতে জুন ৩০, ২০০০* পর্যন্ত				
	প্রকল্প সংখ্যা	৩০	-	৩০
	পরিমাণ	৭৭	-	৭৭

* প্রাক্কলিত।

সারণি-৪

খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	১৯৯৭-৯৮	১৯৯৮-৯৯	৩১শে মার্চ, ২০০০ (সাময়িক)	৩০শে জুন, ২০০০ (প্রাক্কলিত)
১।	কৃষি ও মৎস্যঃ				
	(ক) শস্য	-	-	-	-
	(খ) শস্য বহির্ভূত অন্যান্য	-	-	-	-
২।	শিল্পঃ	৩৭	১৩৯	১৬৪	২১৬
	(ক) বৃহৎ ও মাঝারী	৩৭	১৩৯	১৬৪	২১৬
	(খ) ক্ষুদ্র ও কুটির	-	-	-	-
৩।	পাইকারী/খুচরা ব্যবসা এবং রেস্তোরাঁ/হোটেল	-	-	-	-
৪।	বীমা, রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা	৯	১৩	১৩	১৩
৫।	পরিবহন ও যোগাযোগ	-	-	-	-
৬।	বিশেষ ঋণ কর্মসূচীঃ	-	-	-	-
	(ক) দারিদ্র্য বিমোচন	-	-	-	-
	(খ) অন্যান্য	-	-	-	-
৭।	অন্যান্য	-	-	-	-
	সর্বমোট	৪৬	১৭২	১৭৭	২২৯

ইউ এ ই-বাংলাদেশ ইনভেষ্টমেন্ট কোম্পানী লিমিটেড

আবুধাবী ফান্ড ফর আরব ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট (বর্তমানে আবুধাবী ফান্ড ফর ডেভেলপমেন্ট) ও বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে ৮ই নভেম্বর, ১৯৮৬ তারিখে স্বাক্ষরিত চুক্তি মোতাবেক ইউ এ ই-বাংলাদেশ ইনভেষ্টমেন্ট কোম্পানী লিমিটেড গঠিত হয় যা ১৯৮৭ সালের জুন মাসে প্রাইভেট কোম্পানী হিসেবে কোম্পানীসমূহের নিবন্ধকের দফতরে নিবন্ধিত হয় এবং ১৯৮৯ সালের জুন মাসে কার্যক্রম শুরু করে। কোম্পানীর ৬০ শতাংশ মালিকানা আবুধাবী ফান্ডের এবং ৪০ শতাংশ মালিকানা বাংলাদেশ সরকারের। কোম্পানীর অনুমোদিত মূলধন ৫০০ মিলিয়ন টাকা এবং পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ ১৫৮ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৯ সালের ডিসেম্বরে কোম্পানীর রিজার্ভ ফান্ডের পরিমাণ দাঁড়ায় ২১২ মিলিয়ন টাকা। ৫ জন সদস্য সমন্বয়ে কোম্পানীর পরিচালনা পর্ষদ গঠিত যার মধ্যে আবুধাবী ফান্ড কর্তৃক মনোনীত ৩ জন এবং বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক মনোনীত ২ জন। সভাপতি সর্বদাই আবুধাবী ফান্ড কর্তৃক মনোনীত।

কোম্পানীর বিনিয়োগ নীতিমালা ও অর্থায়ন রীতি

চুক্তি এবং কোম্পানীর সংঘ স্মারকে উল্লেখিত অনুবিধি অনুযায়ী অন্যান্য উদ্দেশ্যসহ নিম্নলিখিত উদ্দশ্য সাধনের নিমিত্তে কোম্পানীটি প্রতিষ্ঠিত হয় ঃ

১। বাংলাদেশে আর্থিকভাবে সফল প্রকল্পসমূহে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে বিনিয়োগ;

২। বাংলাদেশে প্রকল্প প্রণয়ন, উদ্যোগ গ্রহণ, ব্যবস্থাপনা এবং অর্থায়নের সংগে জড়িত হওয়া;

৩। আর্থিকভাবে সফল প্রকল্পসমূহের অর্থনৈতিক সহযোগিতা ও উন্নয়নের লক্ষ্যে স্থানীয় উদ্যোক্তাদের সহযোগিতায় সম্পূরক কোম্পানী গড়ে তোলা, বিদ্যমান কোম্পানী বা কর্পোরেশনে মূলধন বা ঋণ অথবা উভয় প্রকার অর্থায়নে অংশ গ্রহণ;

৪। এক/একাধিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে অথবা সরাসরি আর্থিকভাবে সফল প্রকল্পসমূহ বা কোম্পানী বা প্রতিষ্ঠানের শেয়ার, স্টক, বন্ড, ডিবেঞ্চার ইত্যাদি কেনা-বেচা করা;

৫। বাংলাদেশে আর্থিকভাবে সফল প্রকল্পসমূহে অগ্রিম প্রদান, ঋণ ও চলতি মূলধন সরবরাহ করা।

কোম্পানীটি ২০০০ সালের ৩১ মার্চ পর্যন্ত বৃহৎ ও মাঝারী শিল্পে ২৪ মিলিয়ন টাকা ঋণ মঞ্জুরী দিয়েছে, যা ইতোমধ্যেই বিতরণ করা হয়েছে। ২০০০ সালের ৩১শে মার্চ তারিখে কোম্পানীর ঋণের স্থিতির পরিমাণ দাঁড়ায় ২০.৯৮ মিলিয়ন টাকা। ইউ এ ই বাংলাদেশ ইনভেষ্টমেন্ট কোম্পানী লিমিটেড এর অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য সারণি- ১ এ দেয়া হ'ল।

সারণি- ১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	১৯৯৮	১৯৯৯	৩১শে মার্চ, ২০০০	৩০শে জুন, ২০০০ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	৫০০	৫০০	৫০০	৫০০
২।	পরিশোধিত মূলধন	১৫৮	১৫৮	১৫৮	১৫৮
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	৮২	২১২	২১৯	২২৫
৪।	অগ্রিম	২৪	২৪	২১	২০
৫।	বিনিয়োগ	২৪	২৪	২৪	২৪
৬।	মোট পরিসম্পদ	২৪০	৩৭০	৩৭৬	৩৮৩
৭।	মোট আয়	১০	১৩৭	৮	১৬
৮।	মোট ব্যয়	২	৭	২	৩
৯।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	৬	৭	৮	৮
	ক) কর্মকর্তা	২	২	৩	৩
	খ) কর্মচারী	৪	৫	৫	৫

কোম্পানীর ঋণ বিতরণ ও আদায়, শিল্পের আকারভিত্তিক ঋণ ও খাতভিত্তিক ঋণের স্থিতি যথাক্রমে সারণি- ২, ৩ ও ৪ এ দেয়া হ'ল।

সারণি- ২

খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ		কৃষি ঋণ	শিল্প ঋণ			অন্যান্য	সর্বমোট
			মেয়াদী ঋণ	চলতি মূলধন	মোট		
১৯৯৮	বিতরণ	-	২৪	-	২৪	-	২৪
	আদায়	-	-	-	-	-	-
১৯৯৯	বিতরণ	-	-	-	-	-	-
	আদায়	-	২	-	২	-	২
৩১শে মার্চ, ২০০০*	বিতরণ	-	-	-	-	-	-
	আদায়	-	১	-	১	-	১
৩১শে জুন ২০০০**	বিতরণ	-	-	-	-	-	-
	আদায়	-	২	-	২	-	২

* সাময়িক ** প্রাক্কলিত

সারণি- ৩

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ

(মিলিয়ন টাকায়)

ঋণ মঞ্জুরী		শিল্পের আকার		
		বৃহৎ ও মাঝারী	ক্ষুদ্র ও কুটির	মোট
ক্রমপুঞ্জিভূতঃ ডিসেম্বর ৩১, ১৯৯৯ তারিখে				
	প্রকল্প সংখ্যা	১	-	১
	পরিমাণ	২৪	-	২৪
জানুয়ারি ১ হতে ডিসেম্বর ৩১, ১৯৯৯ পর্যন্ত				
	প্রকল্প সংখ্যা	-	-	-
	পরিমাণ	-	-	-
ক্রমপুঞ্জিভূতঃ মার্চ ৩১, ২০০০ তারিখে				
	প্রকল্প সংখ্যা	১	-	১
	পরিমাণ	২৪	-	২৪
জানুয়ারি ১ হতে ৩১ মার্চ, ২০০০ পর্যন্ত				
	প্রকল্প সংখ্যা	-	-	-
	পরিমাণ	-	-	-
জানুয়ারি ১ হতে ৩০ জুন,২০০০* পর্যন্ত				
	প্রকল্প সংখ্যা	-	-	-
	পরিমাণ	-	-	-

* প্রাক্কলিত

সারণি- ৪

খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নং	খাত	১৯৯৮	১৯৯৯	৩১শে মার্চ, ২০০০ (সাময়িক)	৩০শে জুন, ২০০০ (প্রাক্কলিত)
১।	কৃষি ও মৎস্য :	-	-	-	-
	ক) শষ্য	-	-	-	-
	খ) শষ্য ব্যতীত অন্যান্য	-	-	-	-
২।	শিল্প :	২৪	২২	২১	২০
	ক) বৃহৎ ও মাঝারী	২৪	২২	২১	২০
	খ) ক্ষুদ্র ও কুটির	-	-	-	-
৩।	পাইকারী/খুচরা ব্যবসা এবং রেস্তোরাঁ/ হোটেল	-	-	-	-
৪।	বীমা, রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা	-	-	-	-
৫।	পরিবহণ ও যোগাযোগ	-	-	-	-
৬।	বিশেষ ঋণ কর্মসূচী	-	-	-	-
	ক) দারিদ্র্য বিমোচন	-	-	-	-
	খ) অন্যান্য	-	-	-	-
৭।	অন্যান্য	-	-	-	-
	সর্বমোট	২৪	২২	২১	২০

ফিনিক্স লীজিং কোম্পানী লিমিটেড (পি এল সি)

১৯৯৫ সালের ১৯শে এপ্রিল ফিনিক্স লীজিং কোম্পানী লিঃ বাংলাদেশে একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। কোম্পানীর অনুমোদিত এবং পরিশোধিত মূলধন যথাক্রমে ৫০০ মিলিয়ন ও ৫০ মিলিয়ন টাকা। বর্তমানে এই কোম্পানীতে মোট ৫ জন পরিচালক রয়েছেন। এই কোম্পানী শিল্প, কৃষি ও বাণিজ্যিক ভিত্তিতে ব্যবহারের জন্য বিভিন্ন প্রকার যন্ত্রপাতি, প্লান্ট, সরঞ্জামাদি, যানবাহন ইত্যাদি ক্রয়ে ইজারা ভিত্তিতে আর্থিক সহয়তা প্রদান করে। ১৯৯৫ সালের এপ্রিল হতে এই কোম্পানী প্রাথমিকভাবে ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনা আরম্ভ করে এবং ২১ শে সেপ্টেম্বর, ১৯৯৫ এ প্রথম লীজ চুক্তি স্বাক্ষর করে।

বিনিয়োগ নীতি

কোম্পানীটি নিম্নলিখিত খাতসমূহে বিনিয়োগ করে থাকে ঃ

১। যানবাহন
২। ইলেকট্রনিক্স ও বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি
৩। চামড়াজাত
৪। বস্ত্র
৫। পোশাক
৬। মুদ্রণ
৭। নৌযান
৮। ইস্পাত ও শিল্প প্রকৌশল
৯। বৈদ্যুতিক জেনারেটর/ট্রেইলর
১০। চিকিৎসা যন্ত্রপাতি এবং
১১। ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠান

আর্থিক সহায়তার পদ্ধতি ঃ

ফিনিক্স লীজিং কোম্পানী (পিএলসি) সরাসরি ১০০% অর্থ লীজ সম্পত্তির সরবরাহকারীকে যোগানদেয়। প্রাথমিকভাবে লীজকৃত সম্পত্তি ফিনিক্স লীজিং কোম্পানীর নামে ক্রয় করা হয় এবং লীজের মেয়াদ পূর্তিতে উক্ত সম্পত্তির ক্ষেত্রে নিম্ন লিখিত যে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়ঃ

ক) সম্পত্তির মালিকানা সেলভেজ (Salvage) মূল্য হিসাবে হস্তান্তর মূল্যের শতকরা ৫ ভাগ প্রদান সাপেক্ষে লীজ গ্রহীতাকে স্থানান্তর;
খ) লীজ চুক্তির নবায়ন;
গ) লীজকৃত সম্পত্তি কোম্পানীর (পিএলসি) কাছে ফেরৎ দেয়া।

আর্থিক সহায়তার শর্তসমূহ ঃ

লীজের মাধ্যমে আর্থিক সহায়তা প্রদানের সময় নিম্নলিখিত শর্তসমূহ বিবেচনা করা হয়।

অধিগ্রহণকৃত মূল্য ঃ সম্পত্তির আসল ক্রয়মূল্য এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক খরচ যেমন, ইনস্যুরেন্স প্রিমিয়াম, আবগারী শুল্ক, কর, এলসি সংক্রান্ত খরচ, পরিবহন এবং পিএলসি কর্তৃক বহনকৃত অন্যান্য আর্থিক খরচ একত্রীভূত করার পর অধিগ্রহণ মূল্য নির্ধারিত হয়।

ব্যাংকের অর্থায়নে গড়ে উঠা একটি হেলথ ক্লাব।

লীজের সময় ঃ সাধারণতঃ ২ বছর হতে ৫ বছর মেয়াদী লীজ চুক্তি সম্পাদন করা হয়। যানবাহনের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ৩ বছর মেয়াদী চুক্তি সম্পাদন করা হয়।

লীজের কিস্তি ঃ সম্পত্তি অধিগ্রহণ মূল্য ও অন্যান্য পরিমাণের উপর ভিত্তি করে লীজের কিস্তি নির্ধারিত হয় যা সাধারণতঃ মাসিক ভিত্তিতে প্রদেয়।

লীজ ডিপোজিট :- লীজ চুক্তি সম্পাদনের সময় ২ মাসের কিস্তির সমপরিমাণ অর্থ লীজ ডিপোজিট হিসাবে লীজ গ্রহীতাকে জমা দিতে হয়।

জামানত ঃ বিভিন্ন প্রকার জামানত পিএলসির কাছে গ্রহণযোগ্য যেমন (ক) ব্যাংক গ্যারান্টি/ ইন্স্যুরেন্স গ্যারান্টি, (খ) নগদ অর্থে পরিবর্তনযোগ্য আমানত যেমন- পিএসপি, বিএসপি, এফডিআর ইত্যাদি, (গ) স্থাবর সম্পত্তি এবং তদসংগে নগদ জামানত (ক্ষেত্র বিশেষে যা পরিবর্তন যোগ্য)।

ইনস্যুরেন্স ঃ লীজকৃত সম্পত্তিটি সম্পূর্ণ লীজ চুক্তির কালে যথাযথ ইন্স্যুরেন্স করা হয়।

অন্যান্য ঃ ফিনিক্স লীজিং কোম্পানী জনসাধারণের সঞ্চয়কে উৎসাহিত করার জন্য বিভিন্ন প্রকার মেয়াদী আমানতের উপর আকর্ষণীয় সুদ/মুনাফা প্রদান করে থাকে।

এই হার নিম্নরূপ ঃ-

মেয়াদ	সুদের হার (মুনাফার হার)
১ বছর	১২%
২ বছর	১২.৫%
৩ বছর	১৩%

সারণি- ১ এ কোম্পানীর অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য দেখানো হ'ল। সারণি ২ ও ৩ এ ফিনিক্স লীজিং কোম্পানী লিমিটেড এর ঋণ বিতরণ ও আদায় এবং শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ মঞ্জুরী দেখানো হ'ল।

সারণি- ১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	১৯৯৮	১৯৯৯
১।	অনুমোদিত মূলধন	৫০০	৫০০
২।	পরিশোধিত মূলধন	৫০	৫০
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	৯	১৪
৪।	আমানত	১৪৯	১৭৭
৫।	ঋণ ও অগ্রিম	৩৯৩	৫৭৪
৬।	বিনিয়োগ	৭	৩
৭।	মোট পরিসম্পদ	৫৯৮	৮৭১
৮।	মোট আয়	২৬০	২৬৯
৯।	মোট ব্যয়	২৪২	২৫২
১০।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	২৮	২৮
	(ক) কর্মকর্তা	১৮	১৮
	(খ) কর্মচারী	১০	১০
১১।	শাখা (সংখ্যায়)	১	১

সারণি- ২

ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ		শিল্প ঋণ		মোট	অন্যান্য	সর্বমোট
		মেয়াদী ঋণ	চলতি মূলধন			
১৯৯৮						
	বিতরণ	৩৯৩	-	৩৯৩	-	৩৯৩
	আদায়	২৪৮	-	২৪৮	-	২৪৮
১৯৯৯						
	বিতরণ	৫৭৪	-	৫৭৪	-	৫৭৪
	আদায়	২৫৪	-	২৫৪	-	২৫৪

সারণি- ৩

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ

(মিলিয়ন টাকায়)

ঋণ মঞ্জুরী		শিল্পের আকার		মোট	অন্যান্য	সর্বমোট
		বৃহৎ ও মাঝারী	ক্ষুদ্র ও কুটির			
ক্রমপুঞ্জিভূতঃ ডিসেম্বর ৩১, ১৯৯৯ তারিখে						
	প্রকল্প সংখ্যা	১০৪	৩১৬	৪২০	-	৪২০
	পরিমাণ	১২০২	৪৩৩	১৬৩৫	-	১৬৩৫
জানুয়ারি ১ হতে ডিসেম্বর ৩১, ১৯৯৯ পর্যন্ত						
	প্রকল্প সংখ্যা	২৪	৩৪	৫৮	-	৫৮
	পরিমাণ	৩৬০	৩৬	৩৯৬	-	৩৯৬

নোট ঃ

১। প্রকল্প সংখ্যা বলতে এখানে লীজ ফাইন্যান্সিং এর- সংখ্যা বুঝানো হয়েছে।

২। ক্ষুদ্র ও কুটির = ২৫.০০ লক্ষ টাকার নীচে।

৩। বৃহৎ ও মাঝারী = ২৫.০০ লক্ষ টাকা ও তদূর্ধ।

বে লীজিং এন্ড ইনভেষ্টমেন্ট লিমিটেড

১৯৯৬ সালের মে মাসে বে লীজিং এন্ড ইনভেষ্টমেন্ট লিমিটেড একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী হিসেবে কার্যক্রম শুরু করে। কোম্পানী ব্যবসা শুরু করে ৫০ মিলিয়ন টাকার পরিশোধিত মূলধন নিয়ে। এর অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ ৫০০ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৯ সালে কোম্পানীটির পরিশোধিত মূলধন ছিল ২৫ মিলিয়ন টাকা। ৩১শে মার্চ, ২০০০ তারিখে কোম্পানীটির ঋণ ও অগ্রিমের স্থিতি দাঁড়ায় ২৭.১৯ মিলিয়ন টাকা। এই কোম্পানীর বর্তমান ও ভবিষ্যৎ বিনিয়োগের খাতসমূহ নিচে দেয়া হলঃ

ক) পরিবহন বাস, ট্রাক, গাড়ী (নতুন ও রিকন্ডিশন্ড),
খ) বিএমআরই-র জন্য শিল্প যন্ত্রপাতি,
গ) চিকিৎসা সামগ্রী,
ঘ) কম্পিউটার ও ফটো কপিয়ার,
ঙ) জেনারেটর,
চ) কৃষি যন্ত্রপাতি,
ছ) স্থায়ী ভোগ্য পণ্য এবং
জ) লিফট।

তহবিল উৎস

মেয়াদী আমানত প্রাপ্তি এবং প্রমিজরি নোট আকারে শেয়ার পুঁজি এবং সঞ্চয়/আমানতই কোম্পানীর তহবিলের মূল উৎস।

বে লীজিং এন্ড ইনভেষ্টমেন্ট লিমিটেড কোম্পানীর অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য সারণি- ১ এ দেয়া হ'ল।

সারণি- ১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	১৯৯৮	১৯৯৯	৩১শে মার্চ, ২০০০ (সাময়িক)	৩০শে জুন, ২০০০ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	৫০০	৫০০	৫০০	৫০০
২।	পরিশোধিত মূলধন	২৫	২৫	২৫	২৫
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	২.৫৪	২.৫৬	২.৫৮	২.৬০
৪।	আমানত	২৬.৩	৩৪.৪২	৩৯.০২	৩৮.৬
	ক) তলবী আমানত	৩.৩	৩.৬	৩.৬	৩.৬
	খ) মেয়াদী আমানত	২৩	৩০.৮২	৩৫.৪২	৩৫.০০
৫।	ঋণ ও অগ্রিম	৮৬	৬২.২৪	২৭.১৯	৫৫.৪০
৬।	বিনিয়োগ	০.২১	২২.৭২	২৬.০০	৩০.০০
৭।	মোট পরিসম্পদ	২২	৫৩.৪৩	১৩.৭৫	৩০.০০
৮।	মোট আয়	৬৯	৩৫.৯২	১০.৯৭	১২.০০
৯।	মোট ব্যয়	৬৩.৮	৩৩.২১	৮.৫০	৮.৭৫
১০।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	৮	১৪	১৪	

বে-লীজিং এন্ড ইনভেষ্টমেন্ট লিমিটেড-এর ঋণ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি সারণি- ২ এ দেয়া হল।

সারণি- ২

ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ		কৃষি ঋণ	শিল্প ঋণ			অন্যান্য	সর্বমোট
			মেয়াদী ঋণ	চলতি মূলধন	মোট		
১৯৯৮	বিতরণ	-	৯	২	১১	২১	৩২
	আদায়	-	২	-	২	৪	৬
৩১শে মার্চ, ২০০০	বিতরণ	-	২০.১৯	-	২০.১৯	৭	২৭.১৯
	আদায়	-	১.৫০	-	১.৫০	০.৫৮	২.০৮
৩০শে জুন,২০০০*	বিতরণ	-	৪১.৩৯	-	৪১.৩৯	১৫	৫৬.৩৯
	আদায়	-	-	-	-	-	-

* প্রাক্কলিত

বে লীজিং এন্ড ইনভেষ্টমেন্ট লিমিটেড কর্তৃক শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণের স্থিতি সারণি-৩ এ দেয়া হ'ল।

সারণি-৩

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ

(মিলিয়ন টাকায়)

ঋণ মঞ্জুরী		শিল্পের আকার		
		বৃহৎ ও মাঝারী	ক্ষুদ্র ও কুটির	মোট
ক্রমপুঞ্জিভূতঃ ডিসেম্বর ৩১,১৯৯৯ তারিখে				
	প্রকল্প সংখ্যা	১	-	১
	পরিমাণ	৫.২৯	-	৫.২৯
জানুয়ারি ১ হতে ডিসেম্বর ৩১,১৯৯৯ পর্যন্ত				
	প্রকল্প সংখ্যা	৪	-	৪
	পরিমাণ	৭.৭৫	-	৭.৭৫
ক্রমপুঞ্জিভূত মার্চ ৩১,২০০০ তারিখে				
	প্রকল্প সংখ্যা	২	-	২
	পরিমাণ	১৩.১৯	-	১৩.১৯
জানুয়ারি ১ হতে ৩১ মার্চ,২০০০ পর্যন্ত				
	প্রকল্প সংখ্যা	১	-	১
	পরিমাণ	৭.৯	-	৭.৯
জানুয়ারি ১ হতে ৩০ জুন,২০০০* পর্যন্ত				
	প্রকল্প সংখ্যা	৪	-	৪
	পরিমাণ	১৬.১০	-	১৬.১০

*প্রাক্কলিত

বে লীজিং এন্ড ইনভেষ্টমেন্ট লিমিটেড-এর খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতি সারণি-৪ এ দেয়া হ'ল।

সারণি-৪

খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	১৯৯৮	১৯৯৯	৩১শে মার্চ, ২০০০ (সাময়িক)	৩০শে জুন,২০০০ (প্রাক্কলিত)
১।	কৃষি ও মৎস্যঃ	-	-	-	-
	ক) শস্য	-	-	-	-
	খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য	-	-	-	-
২।	শিল্প	১৭	৫.২৯	২০.১৯	৪০.৩৯
	ক) বৃহৎ ও মাঝারী	১৭	৫.২৯	২০.১৯	৪০.৩৯
	খ) ক্ষুদ্র ও কুটির	-	-	-	-
৩।	পাইকারী/খুচরা ব্যবসা এবং রেস্তোরাঁ/হোটেল	-	-	-	-
৪।	বীমা, রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা	-	-	-	-
৫।	পরিবহন ও যোগাযোগ	৬৪	৪২	৫	১০
৬।	বিশেষ ঋণ কর্মসূচী	-	-	-	-
	ক) দারিদ্র্য বিমোচন	-	-	-	-
	খ) অন্যান্য	-	-	-	-
৭।	অন্যান্য	৫	-	২	৫
	সর্বমোট	৮৬	৪৭.২৯	২৭.১৯	৫৫.৩৯

প্রাইম ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেষ্টমেন্ট লিমিটেড (পি এফ আই এল)

দেশের শিল্পোন্নয়ন ও পুঁজি বাজারে অবদান ও সার্বিক সহযোগিতা প্রদানের লক্ষ্যে "কোম্পানী আইন-১৯৯৪" মোতাবেক ১৯৯৬ সালের ১০ই মার্চ প্রাইম ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেষ্টমেন্ট লিমিটেড (পিএফআইএল) ৫০০ মিলিয়ন টাকার অনুমোদিত মূলধন নিয়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। পিএফআইএল আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন, ১৯৯৩ এর আওতায় বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ২৫শে এপ্রিল, ১৯৯৬ তারিখে লাইসেন্স প্রাপ্ত একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান। কোম্পানীর বর্তমান পরিশোধিত মূলধন ৫০ মিলিয়ন টাকা। কোম্পানীটি ১৯৯৬ সালের জুলাই মাস থেকে কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। পিএফআইএল ইস্যু ম্যানেজমেন্ট, আন্ডার রাইটিং, শেয়ার এবং সিকিউরিটিজ ক্রয় বিক্রয় ও লীজিং-এর মাধ্যমে অর্থায়ন ব্যবসা পরিচালনা করে আসছে।

প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য

(ক) দেশের পুঁজি বাজারের সার্বিক উন্নয়নে ইস্যু ম্যানেজার, পোর্টফোলিও ম্যানেজার ও আন্ডাররাইটার হিসেবে কাজ করা। এছাড়া বিভিন্ন শেয়ার ও সিকিউরিটিজ-এ বিনিয়োগ করা।

(খ) দেশের উৎপাদনশীল খাত এবং শিল্পোন্নয়নে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে উৎপাদনশীল প্রতিষ্ঠানসমূহকে যন্ত্রপাতি লীজ দেয়া।

(গ) বিদ্যমান কোম্পানীসমূহকে বিএমআরই এর জন্য সহায়তা প্রদান করা।

(ঘ) জাতীয় স্বার্থ সংশ্লিষ্ট প্রকল্প এবং রপ্তানীমুখী ও আমদাণী বিকল্প শিল্প সমূহে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সহায়তা প্রদান করা।

(ঙ) স্বল্প ও মধ্য বিত্ত আয়ের পরিবারের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে গৃহসামগ্রী খাতে অর্থায়ন করা।

প্রতিষ্ঠানের প্রধান কার্যাবলী

প্রাইম ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেষ্টমেন্ট লিমিটেড এর প্রধান কার্যাবলীর সংক্ষিপ্ত বিবরণী নিম্নে দেওয়া হ'ল ঃ

(ক) ইস্যু ম্যানেজমেন্ট ঃ

১৯৯৯ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত পিএফআইএল ৭৪৪ মিলিয়ন টাকার মোট ৭টি কোম্পানীর শেয়ার ইস্যু ব্যবস্থাপনা করে। বর্তমানে ১০টি কোম্পানীর সর্বমোট ৫০০ মিলিয়ন টাকার শেয়ার ইস্যু প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। উল্লেখ্য যে, ১৯৯৯ সালে পিএফআইএল পুঁজি বাজার উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখার জন্য "TOP PERFORMER" হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে।

(খ) আন্ডার রাইটিং ঃ

এ যাবৎ পিএফআইএল ১০ টি কোম্পানীর মোট ১৩৮ মিলিয়ন টাকা মূল্যের শেয়ার অবলেখন করেছে।

(গ) ইনভেষ্টরস পোর্টফোলিও ঃ

পিএফআইএল ১৯৯৯ সালের নভেম্বর মাস থেকে পোর্টফোলিও কার্যক্রম শুরু করে। এ পর্যন্ত মোট ২৭টি বিনিয়োগ হিসাব খোলা হয়েছে এবং জমাকৃত টাকার পরিমাণ ৪ মিলিয়ন টাকা। উল্লেখিত হিসাবে অবিলম্বে বিনিয়োগের জন্য আনুমানিক ২৫ মিলিয়ন টাকা বিনিয়োগের সম্ভাবনা রয়েছে।

(ঘ) লীজ ফাইন্যান্স ঃ

দেশে উৎপাদনশীল খাত এবং শিল্পোন্নয়নে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে উৎপাদনশীল প্রতিষ্ঠানসমূহকে পিএফআইএল এ পর্যন্ত সর্বমোট ৭২ মিলিয়ন টাকার মোট ৬৪টি লীজ অর্থায়ন অনুমোদন করে। উল্লেখ্য যে, এই প্রতিষ্ঠানে আরও ৫০ মিলিয়ন টাকার লীজ অর্থায়ন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

(ঙ) হায়ার পারচেজ ঃ

পিএফআইএল স্বল্প মধ্যবিত্ত আয়ের পরিবারের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে গৃহসামগ্রী খাতে ১৯৯ জনকে ৩৬ মিলিয়ন টাকা অর্থায়ন করেছে।

পিএফআইএল -এর অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ সারণি- ১ এ দেয়া হ'ল।

সারণি- ১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	১৯৯৮	১৯৯৯	৩১শে মার্চ, ২০০০ (সাময়িক)	৩০শে জুন, ২০০০ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	৫০০	৫০০	৫০০	৫০০
২।	পরিশোধিত মূলধন	৫০	৫০	৫০	৫০
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	১.০	১.৮০	১.৮০	২.৫০
৪।	আমানত	১৫	৭.৫০	৭.৫০	১৭.৫০
	ক) তলবী আমানত	-	-	-	-
	খ) মেয়াদী আমানত	১৫	৭.৫০	৭.৫০	১৭.৫০
৫।	ঋণ ও অগ্রিম	২৬.০৩	৩৫.১৭	৫.২০	৪০.০০
৬।	বিনিয়োগ	১১.৫০	৯.৬০	৮.৩৩	৯.৩৩
৭।	মোট পরিসম্পদ	৫৬.৬০	৭০.৭০	৮৮.০০	১১০.০০
৮।	মোট আয়	১১.৫০	২৪.২১	৭.২৬	১০.০০
৯।	মোট ব্যয়	১২.৫০	২.৫০	৬.৮০	৭.৫০
১০।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	২০	২১	২২	২২
	ক) কর্মকর্তা	১১	১১	১২	১২
	খ) কর্মচারী	৯	১০	১০	১০

পিএফআইএল-এর ঋণ বিতরণ ও আদায় সারণি- ২ এ দেয়া হ'ল।

সারণি- ২

খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ			শিল্প ঋণ			অন্যান্য	সর্বমোট
		কৃষি ঋণ	মেয়াদী ঋণ	চলতি মূলধন	মোট		
১৯৯৮							
	বিতরণ	-	৪৩.৬৪	-	৪৩.৬৪	-	৪৩.৬৪
	আদায়	-	১৬.০৩	-	১৬.০৩	-	১৬.০৩
১৯৯৯							
	বিতরণ	-	৩০.৫৬	-	৩০.৫৬	-	৩০.৫৬
	আদায়	-	১৫.০৫	-	১৫.০৫	-	১৫.০৫
৩১শে মার্চ,২০০০*							
	বিতরণ	-	৩.৮১	-	৩.৮১	-	৩.৮১
	আদায়	-	৫.৪২	-	৫.৪২	-	৫.৪২
৩০শে জুন, ২০০০**							
	বিতরণ	-	৩০.০০	-	৩০.০০	-	৩০.০০
	আদায়	-	১২.০০	-	১২.০০	-	১২.০০

* সাময়িক

** প্রাক্কলিত

প্রাইম ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেষ্টমেন্ট লিঃ কর্তৃক শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ মঞ্জুরী সারণি- ৩ এ দেয়া হ'ল।

সারণি- ৩

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ

(মিলিয়ন টাকায়)

ঋণ মঞ্জুরী		শিল্পের আকার		
		বৃহৎ ও মাঝারী	ক্ষুদ্র ও কুটির	মোট
ক্রমপুঞ্জিভূতঃ ৩১শে ডিসেম্বর ,১৯৯৯ তারিখে				
	প্রকল্প সংখ্যা	১৯	৬৭	৮৬
	পরিমাণ	২২.৬১	৪৯.৬৩	৭২.২৪
জানুয়ারি ১ হতে ডিসেম্বর ৩১,১৯৯৯ পর্যন্ত				
	প্রকল্প সংখ্যা	৬	৪০	৪৬
	পরিমাণ	৭.৬৯	২৭.৪৮	৩৫.১৭
ক্রমপুঞ্জিভূতঃ ৩১শে মার্চ , ২০০০ তারিখে				
	প্রকল্প সংখ্যা	২১	৭৩	৯৪
	পরিমাণ	৩৮.৬১	৫৩.৮৩	৯২.৪৪
জানুয়ারি ১ হতে ৩১ জুন ,২০০০ পর্যন্ত				
	প্রকল্প সংখ্যা	২	৬	৮
	পরিমাণ	১৬	৪.২০	২০.২০
জানুয়ারি ১ হতে জুন ৩০ মার্চ,২০০০* পর্যন্ত				
	প্রকল্প সংখ্যা	৫	১০	১৫
	পরিমাণ	৩০	১০	৪০

*প্রাক্কলিত

পিএফআইএল-এর খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতি সারণি- ৪ এ দেয়া হল।

সারণি- ৪

খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	১৯৯৮	১৯৯৯	৩১শে মার্চ,২০০০ (সাময়িক)	৩০শে জুন,২০০০ (প্রাক্কলিত)
১।	কৃষি ও মৎস্যঃ	০.৬০	১.০০	০.৪৪	-
	ক) শস্য	-	-	-	-
	খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য	০.৬০	১.০০	০.৪৪	-
২।	শিল্প	১৭.৭৯	২০.৭০	১.৮৯	২০.০০
	ক) বৃহৎ ও মাঝারী	৭.৪৭	৬.৩৫	-	১০.০০
	খ) ক্ষুদ্র ও কুটির	১০.৩২	১৪.৩৫	১.৮৯	১০.০০
৩।	পাইকারী/খুচরা ব্যবসা এবং রেস্তোরাঁ/হোটেল	৩.২৭	-	-	-
৪।	বীমা, রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা	০.৬০	৭.৪৭	২.০০	১৫.০০
৫।	পরিবহন ও যোগাযোগ	১.৩৭	-	-	-
৬।	বিশেষ ঋণ কর্মসূচী	-	-	-	-
	ক) দারিদ্র্য বিমোচন	-	-	-	-
	খ) অন্যান্য	-	-	-	-
৭।	অন্যান্য	২.৪০	৬.০০	০.৮৭	৫.০০
	সর্বমোট	২৬.০৩	৩৫.১৭	৫.২০	৪০.০০

ডেল্টা ব্র্যাক হাউজিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন লিমিটেড

বাড়ী নির্মাণ, জমি ও ফ্লাট ক্রয়, বাড়ী সংস্কার ও উন্নয়নে ঋণ সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে ১৯৯৬ সালের ১১ই মে ডেল্টা ব্র্যাক হাউজিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন লিমিটেড (ডিবিএইচ) ৫০০ মিলিয়ন টাকার অনুমোদিত মূলধন নিয়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ডিবিএইচ একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী ও বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক লাইসেন্সপ্রাপ্ত একটি নন-ব্যাংকিং আর্থিক প্রতিষ্ঠান। এ কোম্পানীটির মালিকানায় ডেল্টা লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী লিমিটেড, ব্র্যাক, গ্রীণ ডেল্টা ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী লিমিটেড, ইন্টারন্যাশনাল ফাইন্যান্স কর্পোরেশন (আইএফসি) এবং ভারতের হাউজিং ডেভেলপমেন্ট ফাইন্যান্স কর্পোরেশন লিমিটেড-এর অংশীদারিত্ব রয়েছে। ১৯৯৯ সালের ৩১শে মার্চ তারিখে কোম্পানীটির পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ ২০০মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়।

ডিবিএইচ বর্তমানে গৃহ নির্মাণ ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ২০ লক্ষ টাকার ঋণ প্রদান করে। ১৯৯৭ সালের ৯ই জুনে কোম্পানীটি প্রথম গৃহ নির্মাণ ঋণ বিতরণ করে। ২০০০ সালের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত সময়কালে ৩৮৫ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করে এবং ৭৫ মিলিয়ন টাকা ঋণ আদায় করে।

কোম্পানীটির অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য সারণি-১ এ দেয়া হল।

শেরাটনে আয়োজিত প্রর্দশনী প্রতিষ্ঠানের স্টল।

সারণি- ১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	১৯৯৮	১৯৯৯	৩১শে মার্চ, ২০০০ (সাময়িক)	৩০শে জুন, ২০০০ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	৫০০	৫০০	৫০০	৫০০
২।	পরিশোধিত মূলধন	২০০	২০০	২০০	২০০
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	২	১৯	৩৬	৪০
৪।	আমানত	-	১৯১	৩১০	৩১৬
৫।	ঋণ ও অগ্রিম	১১	৩৮১	৭১২	৭২১
৬।	বিনিয়োগ	৮৬	৭৩	৬০	৬০
৭।	মোট পরিসম্পদ	২০৫	৪৭০	৭১০	৭৩১
৮।	মোট আয়	১৪	৫০	৯৪	১২০
৯।	মোট ব্যয়	৬	২১	৫৯	৭৮
১০।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	১১	১৯	৩০	৩৪
	ক) কর্মকর্তা	৮	১৩	২৩	২৫
	খ) কর্মচারী	৩	৬	৭	৯
১১।	শাখা (সংখ্যায়)	১	১	২	৩

কোম্পানীটি কর্তৃক ঋণ বিতরণ ও আদায় সারণি-২ এ দেয়া হল।

সারণি- ২

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ		কৃষি ঋণ	শিল্প ঋণ	অন্যান্য (গৃহঋণ)	সর্বমোট
১৯৯৮					
	বিতরণ	-	-	১০৩	১০৩
	আদায়	-	-	৫	৫
১৯৯৯					
	বিতরণ	-	-	৩০০	৩০০
	আদায়	-	-	২৮	২৮
৩১শে মার্চ,২০০০*					
	বিতরণ	-	-	৩৮৫	৩৮৫
	আদায়	-	-	৭৫	৭৫
৩০শে জুন,২০০০**					
	বিতরণ	-	-	৪৯৪	৪৯৪
	আদায়	-	-	১০০	১০০

* সাময়িক

** প্রাক্কলিত

ইন্টারন্যাশনাল লীজিং এন্ড ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস লিমিটেড (আই এল এফ এস এল)

ইন্টারন্যাশনাল লীজিং এন্ড ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস লিমিটেড (আইএলএফএসএল) যৌথ মালিকানায় প্রতিষ্ঠিত একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী, যার মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে সরকারী ও বেসরকারী খাতে লাভজনক প্রকল্পে লীজ অর্থায়ন ব্যবসা পরিচালনা করা। এটি একটি নন-ব্যাংকিং আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে ১৯৯৩ সালের আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইনের আওতায় বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ১৯শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৬ তারিখে লাইসেন্স প্রাপ্ত হয়ে ব্যবসায়িক কার্যক্রম আরম্ভ করে। এই কোম্পানীর উদ্যোক্তারা হচ্ছে মুসলিম কমার্শিয়াল ব্যাংক, সিংগার বাংলাদেশ লিমিটেড, শ'ওয়ালেশ বাংলাদেশ লিমিটেড এবং মতিউল ইসলাম এন্ড এসোসিয়েটস।

এই কোম্পানী ছোট, মাঝারী ও বৃহৎ শিল্পে যন্ত্রপাতি, বৈদ্যুতিক উপকরণ, কম্পিউটার, বাস, ট্রাক, কার্গো, অয়েল ট্যাংকার ইত্যাদি সকল ধরনের উপকরণ লীজের মাধ্যমে গ্রাহক সেবা প্রদান করে থাকে।

১৯৯৯ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে কোম্পানীর অনুমোদিত ও পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৩০০ মিলিয়ন টাকা এবং ৮৩ মিলিয়ন টাকা। উক্ত সময়ে কোম্পানীর ঋণ ও আগামের পরিমাণ ছিল ৪২৭ মিলিয়ন টাকা।

বিনিয়োগ নীতিমালা

এই কোম্পানী বাংলাদেশ সরকার ঘোষিত শিল্পবিনিয়োগ নীতিমালার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কৃষি ভিত্তিক শিল্প সহ ঔষধ, সেবা, পাট, বস্ত্র, প্রকৌশল, পরিবহন, প্যাকেজিং, নৌ-পরিবহন ইত্যাদি খাতের উৎপাদনশীল প্রতিষ্ঠান সমূহে লীজ ফাইন্যান্সিং-এর মাধ্যমে আর্থিক সেবা প্রদান করে থাকে। আই,এল,এফ,এস,এল বাণিজ্যিকভাবে লাভজনক বিনিয়োগ প্রস্তাব সমূহ গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে থাকে। জাতীয় স্বার্থ সংশ্লিষ্ট, রপ্তানিমুখী ও আমদানি বিকল্প প্রকল্পসমূহে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে যন্ত্রপাতি সংগ্রহে লীজ সহায়তা প্রদান করা হয়।

এই কোম্পানীর অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য সারণি- ১ এ দেয়া হ'ল ঃ

আই এল এফ এস এল ঃ আই এল এফ এস এল অর্থায়িত একটি শিল্প প্রকল্পে কার্যরত অবস্থায় একটি ডিপোজিটর মেশিন।

সারণি- ১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	১৯৯৮	১৯৯৯	৩১শে মার্চ, ২০০০ (সাময়িক)	৩০শে জুন, ২০০০ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	৩০০	৩০০	৩০০	৩০০
২।	পরিশোধিত মূলধন	৬৯	৮৩	৮৩	৮৩
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	২০	২৯	৩৬	৪৪
৪।	ঋণ ও অগ্রিম	২৭৪	৪২৭	৪৯৯	৫৬০
৫।	বিনিয়োগ (লীজ সম্পদ)	২৬২	৪০৮	৪৮০	৫৪১
৬।	মোট পরিসম্পদ*	১৭	৪৯	৪১	৪৬
৭।	মোট আয়	৮৮	১৬৪	৫৩	১২১
৮।	মোট ব্যয়	৭২	১৪০	৪৬	১০৬
৯।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	১৫	১৬	১৮	১৮
	ক) কর্মকর্তা	৭	৮	১০	১০
	খ) কর্মচারী	৮	৮	৮	৮

* লীজ সম্পদ ব্যতীত।

কোম্পানীটির খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায় বিবরণ সারণি- ২ এ দেয়া হ'ল।

সারণি- ২

খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ		শিল্প ঋণ		মোট	অন্যান্য	সর্বমোট
		মেয়াদী ঋণ	চলতি মূলধন			
১৯৯৮						
	বিতরণ	১৬৯	-	১৬৯	-	১৬৯
	আদায়	১২২	-	১২২	-	১২২
১৯৯৯						
	বিতরণ	২৮৪	-	২৮৪	-	২৮৪
	আদায়	১৪১	-	১৪১	-	১৪১
৩১শে মার্চ,২০০০*						
	বিতরণ	১০৫	-	১০৫	-	১০৫
	আদায়	৫০	-	৫০	-	৫০
৩০শে জুন, ২০০০**						
	বিতরণ	১৭৫	-	১৭৫	-	১৭৫
	আদায়	১১৫	-	১১৫	-	১১৫

* সাময়িক

** প্রাক্কলিত

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ মঞ্জুরী সারণি- ৩ এ দেয়া হ'ল।

সারণি- ৩

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ মঞ্জুরী

(মিলিয়ন টাকায়)

ঋণ মঞ্জুরী		শিল্পের আকার		মোট
		বৃহৎ ও মাঝারী	ক্ষুদ্র ও কুটির	
ক্রমপুঞ্জিভূতঃ ডিসেম্বর ৩১,১৯৯৯ তারিখ পর্যন্ত				
	প্রকল্প সংখ্যা	১৬৩	-	১৬৩
	পরিমাণ	৬৮৮	-	৬৮৮
জানুয়ারি ১ হতে ডিসেম্বর ৩১,১৯৯৯ পর্যন্ত				
	প্রকল্প সংখ্যা	৫৮	-	৫৮
	পরিমাণ	৩০৪	-	৩০৪
ক্রমপুঞ্জিভূতঃ মার্চ ৩১, ২০০০ তারিখে				
	প্রকল্প সংখ্যা	১৮৯	-	১৮৯
	পরিমাণ	৭৬৩	-	৭৬৩
জানুয়ারি ১ হতে ৩১ মার্চ,২০০০ পর্যন্ত				
	প্রকল্প সংখ্যা	২৬	-	২৬
	পরিমাণ	৭৫	-	৭৫
জানুয়ারি ১ হতে ৩০ মার্চ,২০০০* পর্যন্ত				
	প্রকল্প সংখ্যা	৫১	-	৫১
	পরিমাণ	২০০	-	২০০

* সাময়িক

** প্রাক্কলিত

কোম্পানীটির খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি সারণি- ৪ এ দেয়া হ'ল।

সারণি- ৪

খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	১৯৯৮	১৯৯৯	৩১শে মার্চ,২০০০ (সাময়িক)	৩০শে জুন,২০০০ (প্রাক্কলিত)
১।	কৃষি ও মৎস্যঃ	-	-	-	-
	ক) শস্য	-	-	-	-
	খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য	-	-	-	-
২।	শিল্পঃ	২৭৪	৪২৭	৪৯৯	৫৬০
	ক) বৃহৎ ও মাঝারী	২৭৪	৪২৭	৪৯৯	৫৬০
	খ) ক্ষুদ্র ও কুটির	-	-	-	-
৩।	পাইকারী/খুচরা ব্যবসা এবং রেস্তোরাঁ/ হোটেল	-	-	-	-
৪।	বীমা, রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা	-	-	-	-
৫।	পরিবহন ও যোগাযোগ	-	-	-	-
৬।	অন্যান্য	-	-	-	-
	সর্বমোট	২৭৪	৪২৭	৪৯৯	৫৬০

বাহরাইন-বাংলাদেশ ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেষ্টমেন্ট কোম্পানী লিমিটেড

বাহরাইন -বাংলাদেশ ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেষ্টমেন্ট কোম্পানী লিমিটেড (বি বি এফ আই) আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন-১৯৯৩ এর আওতায় বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক অনুমোদিত যৌথ উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে ১৯৯৬ সালের মে মাস থেকে কার্যক্রম শুরু করে।

এ প্রতিষ্ঠান রেজিষ্টার্ড অফিস ও হেড অফিস চট্টগ্রামে অবস্থিত। ব্যবসা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানটি ঢাকায় একটি শাখা খোলে। বি বি এফ আই মূলতঃ বেসরকারী খাতে লীজ সুবিধা, আমদানি, রপ্তানি, প্রকল্প ঋণ ও অন্যান্য ক্ষেত্রে অর্থায়ন করে থাকে।

দেশের প্রান্তিক সঞ্চয়কারীদের উৎসাহ ও সঞ্চয় প্রবণতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এ কোম্পানী অত্যন্ত আকর্ষণীয় হারে বাংলাদেশ ব্যাংকের বিধি মোতাবেক কেবলমাত্র মেয়াদী আমানত গ্রহণ করে থাকে।

১৯৯৯ সালে কোম্পানীটির অনুমোদিত মূলধন ও পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ যথাক্রমে ২৫০ মিলিয়ন ও ২৫ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ১৯৯৯ সালে কোম্পানী ৪৬ মিলিয়ন টাকা আমানত গ্রহণ করে। ১৯৯৯ সালে কোম্পানীর ঋণ ও অগ্রিমের পরিমাণ দাঁড়ায় ৪১ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৯ সালের ডিসেম্বর শেষে কোম্পানীর ৮ জন কর্মচারীসহ মোট জনশক্তি দাঁড়ায় ১৭ জনে।

বি বি এফ আই-এর অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য সারণি- ১ এ দেয়া হ'ল।

সারণি-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	১৯৯৮	১৯৯৯	৩১শে মার্চ, ২০০০ (সাময়িক)	৩০শে জুন, ২০০০ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	২৫০	২৫০	২৫০	২৫০
২।	পরিশোধিত মূলধন	২৫	২৫	২৫	৮৫
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	২	-	২	৩
৪।	আমানত	৪৭	৪৬	৪৮	৫৪
	ক) তলবী আমানত	-	-	-	-
	খ) মেয়াদী আমানত	৪৭	৪৬	৪৮	৫৪
৫।	অগ্রিম	৪৮	৪১	৬৬	৮০
৬।	বিনিয়োগ	১২	১৩	১৩	১৩
৭।	মোট পরিসম্পদ	৮১	৬৪	৫১	৯০
৮।	মোট আয়	১৭	১৯	৮	১০
৯।	মোট ব্যয়	১৮	২৩	৮	৯
১০।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	২১	১৭	১৯	১৯
	ক) কর্মকর্তা	১০	৮	১০	১০
	খ) কর্মচারী	১১	৯	৯	৯
১১।	শাখা (সংখ্যায়)	২	২	২	২

কোম্পানীটির খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায় এবং ঋণের স্থিতি যথাক্রমে সারণি-২ এবং সারণি- ৩ এ দেয়া হ'ল।

সারণি-২

খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ	কৃষি ঋণ	শিল্প ঋণ			অন্যান্য	সর্বমোট
		মেয়াদী ঋণ	চলতি মূলধন	মোট		
১৯৯৮						
বিতরণ	-	১৩	-	১৩	২৪	৩৭
আদায়	-	৪	-	৪	২৯	৩৩
১৯৯৯						
বিতরণ	-	-	-	-	৬৪	৬৪
আদায়	-	-	-	-	২৩	২৩
৩১শে মার্চ, ২০০০*						
বিতরণ	-	৫০	-	৫০	১৬	৬৬
আদায়	-	২৬	-	২৬	৮	৩৪
৩০শে জুন, ২০০০**						
বিতরণ	-	৬০	-	৬০	২০	৮০
আদায়	-	৩৭	-	৩৭	২১	৫৮

* সাময়িক

** প্রাক্কলিত

সারণি-৩

খাতভিত্তিক ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	১৯৯৮	১৯৯৯	মার্চ ৩১, ২০০০ (সাময়িক)	জুন ৩০, ২০০০ (প্রাক্কলিত)
১।	কৃষি ও মৎস্যঃ	-	-	-	-
২।	**শিল্পঃ**	৮	৫	৫০	৬০
	ক) বৃহৎ ও মাঝারী	৮	৫	৫০	৬০
	খ) ক্ষুদ্র ও কুটির	-	-	-	-
৩।	পাইকারী/খুচরা ব্যবসা এবং রেস্তোরা/হোটেল	-	-	-	-
৪।	বীমা, রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা	-	-	-	-
৫।	পরিবহন ও যোগাযোগ	৪	২০	১০	১৫
৬।	বিশেষ ঋণ কর্মসূচীঃ	-	-	-	-
৭।	অন্যান্য	৩৬	১৬	৬	৫
	সর্বমোট	৪৮	৪১	৬৬	৮০

ইন্ডাষ্ট্রিয়াল প্রমোশন এন্ড ডেভেলপমেন্ট কোম্পানী অব বাংলাদেশ লিমিটেড (আইপিডিসি)

ইন্ডাষ্ট্রিয়াল প্রমোশন এন্ড ডেভেলপমেন্ট কোম্পানী অব বাংলাদেশ লিমিটেড (আইপিডিসি) একটি বেসরকারী আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে ১৯৮১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৯৮৩ সালে কার্যক্রম শুরু করে। কোম্পানীটি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (GOB), কমনওয়েলথ উন্নয়ন সংস্থা (CDC), জার্মান বিনিয়োগ এবং উন্নয়ন সংস্থা (DEG) সুইজারল্যান্ডের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সংক্রান্ত আগাখান তহবিল (AKFED) এবং বিশ্ব ব্যাংকের আন্তর্জাতিক অর্থায়ন সংস্থা (IFC) এর যৌথ উদ্যোগে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

বিনিয়োগ নীতিমালা ও অর্থায়ন পদ্ধতি

বাণিজ্যিকভাবে লাভজনক নতুন শিল্পপ্রতিষ্ঠা এবং বিদ্যমান শিল্পের সুষমকরণ, আধুনিকীকরণ, প্রতিস্থাপন ও সম্প্রসারণে আইপিডিসি অর্থায়ন করে থাকে। কোম্পানী সাধারণতঃ "প্রজেক্ট ফাইন্যান্সিং" (Project Financing) করে থাকে। সে ক্ষেত্রে অবশ্যই উক্ত প্রকল্পটি লাভজনক হতে হবে যাতে পর্যাপ্ত নগদ প্রবাহ (Cash Flow) এর সৃষ্টি হবে; মোট পরিচালন ব্যয় এবং সকল দায় পরিশোধ সাপেক্ষে বিনিয়োগকারীগণ সন্তোষজনক ডিভিডেন্ড পেতে পারে। অন্যান্য সহযোগী আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে সহঅর্থায়নেও কোম্পানী অংশ নিয়ে থাকে। আইপিডিসি প্রজেক্ট ফাইন্যান্সিং ছাড়াও অপরাপর বিনিয়োগকারী/ঋণ দাতাদেরকে ঋণ সিন্ডিকেশন, অবলেখন, নিশ্চয়তা, সম্ভাব্যতা যাচাই, ব্যবস্থাপনা পরামর্শ, আর্থিক ও হিসাব বিজ্ঞান পরামর্শসহ অন্যান্য পরামর্শমূলক সেবা প্রদানের মাধ্যমে শিল্প স্থাপনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এ প্রতিষ্ঠান হতে ঋণ গ্রহণের জন্য উদ্যোক্তাগণের নিজস্ব মূলধন মোট বিনিয়োগের শতকরা ২০-৪০ ভাগ থাকা আবশ্যক এবং ঋণ পরিশোধের সময়সীমা সাধারণতঃ ৫-১০ বছর (সর্বোচ্চ গ্রেস পিরিয়ড ৩ বছরসহ) হয়ে থাকে।

আইপিডিসি ১৯৯৯ সালে মোট ৩৯টি প্রকল্পের অধীনে মোট ১১৪৭ মিলিয়ন টাকা ঋণ (লীজসহ) অনুমোদন করে এবং ৮৯৬ মিলিয়ন টাকা বিতরণ করে।

সাবণি- ১ এ কোম্পানীর স্থিতি পত্র এবং লাভ-লোকসান হিসাব দেখানো হল।

সারণি- ১

স্থিতি পত্র এবং লাভ-লোকসান হিসাব

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ	১৯৯৮	১৯৯৯*
মূলধন ও দায় সমূহ :		
অনুমোদিত তহবিল	২০০	১০০০
শেয়ার হোল্ডারগণের পরিশোধিত তহবিল	৯০	৪৫০
রিজার্ভ ফান্ড	৩৭৬	৮৯
দীর্ঘ মেয়াদী দায়	৫৮৮	৯৬০
মোট :	১০৫৪	১৪৯৯
সম্পদ ও অন্যান্য বিনিয়োগ :		
স্থায়ী সম্পদ	৪	৪
লীজ সম্পদ	১০০	২৮৩
বিনিয়োগ	৭৭২	১১৭৬
নীট বর্তমান সম্পদ	১৭৮	৩৬
মোট :	১০৫৪	১৪৯৯
লাভ-লোকসান হিসাব :		
মোট পরিচালনা লব্ধ আয়	১৬৯	২৫১
মোট পরিচালনা লব্ধ ব্যয়	৫৯	১২৯
পরিচালনা লব্ধ মোট মুনাফা	১১০	১২২
অন্যান্য আয় (ব্যয়)	৩	৩
কর পূর্ব মুনাফা	১১৩	১২৫
কর বাবদ বরাদ্দ	১৯	৩০
নীট মুনাফা	৯৪	৯৫

* সাময়িক হিসাব

সারণি- ২ এ কোম্পানীর ঋণ বিতরণ ও আদায় দেখানো হ'ল।

সারণি- ২

খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায় (মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ		শিল্প ঋণ			অন্যান্য লীজ	সর্বমোট
		মেয়াদী ঋণ	স্বল্প মেয়াদী ঋণ	মোট		
১৯৯৮	বিতরণ	৩০৪	৫	৩০৯	৯৯	৪০৮
	আদায়	৬২	-	৬২	২	৬৪
১৯৯৯	বিতরণ	৪৮৫	৮৬	৫৭১	৩২৫	৮৯৬
	আদায়	১১৪	১০	১২৪	১০	১৩৪
৩১শে মার্চ,২০০০*	বিতরণ	৯৫	৫০	১৪৫	৫	১৫০
	আদায়	৩৫	৩	৩৮	৩	৪১
৩০শে জুন, ২০০০**	বিতরণ	২০০	১০০	৩০০	১০০	৪০০
	আদায়	৮০	৮	৮৮	৮	৯৬

* সাময়িক

** প্রাক্কলিত

সারণি- ৩ এ কোম্পানীর শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ মঞ্জুরী দেখানো হ'ল।

সারণি- ৩

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ (মিলিয়ন টাকায়)

ঋণ মঞ্জুরী		শিল্পের আকার		মোট
		বৃহৎ ও মাঝারী	ক্ষুদ্র ও কুটির	
ক্রমপুঞ্জিভূতঃ ডিসেম্বর ৩১,১৯৯৯ তারিখ				
	প্রকল্প সংখ্যা	১০৩	-	১০৩
	পরিমাণ	২৯৯৭	-	২৯৯৭
জানুয়ারি ১ হতে ডিসেম্বর ৩১,১৯৯৯ পর্যন্ত -				
	প্রকল্প সংখ্যা	৩৯	-	৩৯
	পরিমাণ	১১৪৭	-	১১৪৭
ক্রমপুঞ্জিভূতঃ মার্চ ৩১, ২০০০ তারিখে				
	প্রকল্প সংখ্যা	১১০	-	১১০
	পরিমাণ	৩১৪৭	-	৩১৪৭
জানুয়ারি ১ হতে ৩১ মার্চ,২০০০ পর্যন্ত				
	প্রকল্প সংখ্যা	৭	-	৭
	পরিমাণ	১৪৮	-	১৪৮
জানুয়ারি ১ হতে ৩০ মার্চ,২০০০* পর্যন্ত				
	প্রকল্প সংখ্যা	২৫	-	২৫
	পরিমাণ	৬৫০	-	৬৫০

* সাময়িক

** প্রাক্কলিত

সারণি- ৪ এ কোম্পানীর খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতি দেখানো হ'ল।

সারণি- ৪

খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতি দেখানো হ'ল (মিলিয়ন টাকায়)

খাত	১৯৯৮	১৯৯৯	৩১শে মার্চ, ২০০০ (সাময়িক)	৩০শে জুন, ২০০০ (প্রাক্কলিত)
শিল্প ঃ	৫৮৬	৯০০	১৪৮	৫০০
ক) বৃহৎ মাঝারী	৫৮৬	৯০০	১৪৮	৫০০
খ) ক্ষুদ্র ও কুটির	-	-	-	-
সেবা সংগঠন	১৬০	২৪৭	-	১৫০
সর্বমোট	৭৪৬	১১৪৭	১৪৮	৬৫০

উত্তরা ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেষ্টমেন্ট লিমিটেড

উত্তরা ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেষ্টমেন্ট লিমিটেড (ইউফিল) কোম্পানী আইন ১৯৯৪ এর আওতায় ১লা নভেম্বর, ১৯৯৫ তারিখে বাংলাদেশ ও সিঙ্গাপুরের যৌথ উদ্যোগে একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী হিসেবে লীজিং ও ফাইন্যান্সিং ব্যবসায় কার্যক্রম শুরু করে। কোম্পানীটির অনুমোদিত মূলধন ২৫০ মিলিয়ন টাকা এবং পরিশোধিত মূলধন ১২০ মিলিয়ন টাকা।

প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য

নীচের উদ্দেশ্যগুলোর দিকে লক্ষ্য রেখে কোম্পানীর বিনিয়োগকে যতদূর সম্ভব প্রসারিত করাই হচ্ছে কোম্পানী প্রতিষ্ঠার মূল লক্ষ্য। কোম্পানীর লক্ষ্যগুলো নিম্নরূপঃ

১. দারিদ্র্য বিমোচন এবং কাজের সুযোগ সৃষ্টি হতে পারে এমন বিভিন্ন ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্পে যন্ত্রপাতি অর্থায়ন করা। বড় শিল্পের ক্ষেত্রে সিন্ডিকেটের মাধ্যমে অর্থায়নের ব্যবস্থা করা।

২. কৃষি খাতে বিভিন্ন যন্ত্রপাতি যেমন ট্রাক্টর, পাওয়ার টিলার, পাওয়ার পাম্প ইত্যাদির জন্য অর্থায়ন করা।

৩. পরিবহন শিল্পে বিশেষভাবে আরবান ট্রান্সপোর্টেশনের জন্য বাস ও আন্তঃজেলা বাস, ট্রাকের জন্য অর্থায়ন করা।

৪. রোগীদের উন্নত সেবা দেয়ার লক্ষ্যে হাসপাতাল, ক্লিনিক, ডায়োগনোষ্টিক সেন্টার ও ডাক্তারদের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির অর্থায়ন করা।

৫. দেশের শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় রিসার্চ কাজে অর্থায়ন করা।

৬. নির্দিষ্ট আয়ের জনসাধারণের জন্য প্রয়োজনীয় গৃহ সামগ্রী অর্থায়ন করা।

কোম্পানীটি ১৯৯৭ সালের ৩১শে আগষ্ট তারিখে চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ এবং ৭ই সেপ্টেম্বর তারিখে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ এর তালিকাভুক্ত হয়। ২৫শে মার্চ, ১৯৯৮ তারিখে কোম্পানীটি মার্চেন্ট ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনায় রেজিষ্ট্রেশন সার্টিফিকেট গ্রহন করে।

বিনিয়োগের খাত সমূহ

ইউফিল বিশেষতঃ বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং জনসাধারণকে অর্থায়ন করে থাকে। অবশ্য, নিয়ন্ত্রণমুক্ত ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী এবং সরকারের শিল্পায়ন ও অর্থনৈতিক নীতিমালার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ সরকারী খাতের প্রতিষ্ঠানের জন্যও কোম্পনীর বিভিন্ন রকম সেবাসমূহের দরজা সব সময়ই খোলা। কোম্পানীর মূল লক্ষ্য হচ্ছে বিভিন্ন প্রকার অর্থায়ন সেবা প্রদানের মাধ্যমে যতদুর সম্ভব বিনিয়োগের খাত সমূহকে প্রসারিত করা। এ লক্ষ্যে প্রথম থেকেই দেশের প্রায় সব খাতে কোম্পানী তার কর্মকান্ডকে ব্যাপৃত করেছে। কোম্পানীর সেবা সমূহ নিম্নরূপঃ

১. লীজ ফিন্যান্সিং
২. টার্ম ফিন্যান্সিং
৩. মার্চেন্ট ব্যাংকিং
   ক) ইনভেষ্টরস একাউন্ট
   খ) প্রিআইপিও শেয়ার প্লেসমেন্ট
   গ) ব্রীজ ফিন্যান্সিং
   ঘ) শেয়ার অবলেখন
   ঙ) ইস্যু ব্যবস্থাপনা।

৩১শে মার্চ, ২০০০ তারিখ পর্যন্ত কোম্পানীর খাতওয়ারী বিনিয়োগ সারণি-১ এ দেয়া হ'ল।

সারণি-১

খাতসমূহ	মিলিয়ন টাকা	% অংশ	খাত সমূহ	মিলিয়ন টাকা	% অংশ
পরিবহন আন্তঃজেলা	২৩১	২১.১৯	পৃহায়ন শিল্প	৮	০.৭৩%
পরিবহন আরবান	১০	০.৯২	পেট্রোলিয়াম শিল্প	১৪৪	১৩.২১
পরিবহন ব্যক্তিগত	২৫	২.২৯	চিকিৎসা শিল্প	১৪	১.২৮
পরিবহন ব্যবসা	২৭	২.৪৮	ছাপা শিল্প	১৪	১.২৮
পরিবহন ট্যাক্সি	৯	০.৮৩	আর্থিক প্রতিষ্ঠান	৯	০.৮৩
কৃষি শিল্প	১৪	১.২৮	তথ্য প্রযুক্তি শিল্প	১২	১.১০
টেক্সটাইল শিল্প	১৮২	১৬.৭০	সিমেন্ট শিল্প	১	০.০৯
বৈদ্যুতিক শিল্প	১৭	১.৫৬	খাদ্য ও পানীয় শিল্প	২৫	২.২৯
লাগাই শিল্প	২	০.১৮	সাধারণ বাণিজ্য	২৬	২.৩৯
ঔষধ শিল্প	২৭	২.৪৮	বিবিধ	৪৮	৪.৪০
রীমা শিল্প	৬	০.৫৫	টার্ম ফিন্যান্স	১৬৫	১৫.১৪
পাট শিল্প	১৯	১.৭৪	মার্চেন্ট ব্যাংকিং	৫৫	৫.০৫
			মোট	১০৯০	১০০.০০

উত্তরা ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেষ্টমেন্টস লিমিটেড -এর লীজ চুক্তি সম্পাদন ও বিতরণের হিসাব সারণি-২ এ, লীজ ভাড়া প্রাপ্য ও আদায় সারণি-৩ এ এবং লীজের আকার ভিত্তি অর্থায়ন সারণি-৪ এ দেয়া হ'ল।

সারণি-২

লীজ চুক্তি ও বিতরণের হিসাব

(মিলিয়ন টাকায়)

বছর	চুক্তি সম্পাদন	তহবিল বিতরণ
১৯৯৫	০৯	০৪
১৯৯৬	১৯৪	১২৪
১৯৯৭	২৫৮	২৪২
১৯৯৮	২০১	১৯৭
১৯৯৯	৩৫৪	৩৬৮
মোট	১০১৬	৯৩৫

সারণি-৩

লীজ ভাড়া প্রাপ্য ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ	১৯৯৫	১৯৯৬	১৯৯৭	১৯৯৮	১৯৯৯
প্রারম্ভিক প্রাপ্য লীজ ভাড়া	০	০	২	১৭	২৫
বছরের প্রাপ্য লীজ ভাড়া	০	২৫	৯৫	১৬২	১৯২
মোট প্রাপ্য লীজ ভাড়া	০	২৫	৯৭	১৭৮	২১৭
প্রাপ্ত লীজ ভাড়া	০	২৩	৮০	১৫৩	১৭০
বছরের শেষে প্রাপ্য লীজ ভাড়া	০	২	১৭	২৫	৪৭
ক্রমপুঞ্জিভূত প্রাপ্ত লীজ ভাড়া (%)	১০০	৯২	৮৬	৯১	৯০

সারণি-৪

লীজের আকার ভিত্তিক অর্থায়ন

(মিলিয়ন টাকায়)

ঋণ মঞ্জুরী		শিল্পের আকার		মোট
		বৃহৎ ও মাঝারী	ক্ষুদ্র ও কুটির	
ক্রমপুঞ্জিভূত ৩১শে ডিসে ঘর, ১৯৯৯ তারিখে				
	প্রকল্প সংখ্যা	৪৪০	৪১৩	৮৫৩
	পরিমাণ	৭০৮	২০	৭২৮
জানুয়ারি ১ হতে ডিসেম্বর ৩১, ১৯৯৯পর্যন্ত				
	প্রকল্প সংখ্যা	১০০	৫০	১৫০
	পরিমাণ	২১৫	২	২১৭
ক্রমপুঞ্জিভূত মার্চ ৩১, ২০০০ তারিখে				
	প্রকল্প সংখ্যা	৪৮৭	৪২০	৯০৭
	পরিমাণ	৭৬৪	২০	৭৮৪
জানুয়ারি ১ হতে মার্চ ৩১, ২০০০পর্যন্ত				
	প্রকল্প সংখ্যা	৪৭	৭	৫৪
	পরিমাণ	৫৬	১	৫৭
জানুয়ারি ১ হতে জুন ৩০, ২০০০ ** পর্যন্ত				
	প্রকল্প সংখ্যা	৬৫	১৫	৮০
	পরিমাণ	১৫৯	১০	১৬৯

* ১০০,০০০ টাকার নীচে প্রদত্ত লীজকে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

** প্রাক্কলিত

ইউনাইটেড লীজিং কোম্পানী লিমিটেড (ইউএলসি)

ইউনাইটেড লীজিং কোম্পানী লিমিটেড এশিয়ান-ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক, কমনওয়েলথ ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন, লরি গ্রুপ পিএলসি, ডানকান ব্রাদার্স (বাংলাদেশ) লিমিটেড, অক্টাভিয়াস ষ্টীল এন্ড কোম্পানী (বাংলাদেশ) লিমিটেড, শ-ওয়ালেশ বাংলাদেশ লিমিটেড, ইউনাইটেড ইনস্যুরেন্স কোম্পানী লিমিটেড এবং ন্যাশনাল ব্রোকারস লিমিটেডের আর্থিক সহায়তায় ১৯৮৯ সালের ২৭শে এপ্রিল তারিখে একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। ১৯৯৯ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে কোম্পানীর অনুমোদিত মূলধন, পরিশোধিত মূলধন এবং রিজার্ভ ফান্ডের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১২০ মিলিয়ন, ৭০ মিলিয়ন এবং ২৮২ মিলিয়ন টাকা। কোম্পানীর ঋণ ও অগ্রিম-এর পরিমাণ ১৯৯৮ সালের ১৩৩৫ মিলিয়ন টাকা থেকে ২৯৮ মিলিয়ন টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯৯ সালে ১৬৩৩ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ঋণ ও অগ্রিমের পরিমাণ ২০০০ সালের মার্চ শেষ ১৬৩০ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। কোম্পানীটি ১৯৯৯ সালে ৩১২ মিলিয়ন টাকার বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা করে যার পরিমাণ ১৯৯৮ সালে ছিল ৩০৫ মিলিয়ন টাকা। ৩১শে মার্চ, ২০০০ তারিখে কোম্পানীতে মোট কর্মরত জনশক্তি ছিল ৩০ জন।

সারণি- ১ এ কোম্পানীর অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য দেয়া হল।

সারণি-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	১৯৯৮	১৯৯৯	৩১শে মার্চ, ২০০০ (সাময়িক)	৩০শে জুন, ২০০০ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	১২০	১২০	১২০	১২০
২।	পরিশোধিত মূলধন	৭০	৭০	৭০	৭০
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	২১২	২৮২	২৯২	৩০২
৪।	ঋণ ও অগ্রিম	১৩৩৫	১৬৩৩	১৬৩৩	১৭৩৩
৫।	বিনিয়োগ	-	-	-	-
৬।	মোট পরিসম্পদ	১১৪৩	১১৬৯	১১৫৬	১৩৮৮
৭।	মোট আয়	৬৮৭	৮৪৪	২২৮	৪৬১
৮।	মোট ব্যয়	৫৮৩	৭১৩	২০৫	৪১৩
৯।	বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা	৩০৫	৩১২	৪৮	১২৪
	ক) আমদানি	২৯৬	৩০৩	৪৮	১২০
	খ) রেমিটেন্স	৯	৯	-	৪
১০।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	২৮	২৯	৩০	৩০
	ক) কর্মকর্তা	২৩	২৪	২৫	২৫
	খ) কর্মচারী	৫	৫	৫	৫
১১।	শাখা (সংখ্যায়)	১	১	১	১

* লীজ সম্পদ ব্যতীত।

ঋণ বিতরণ ও আদায়

বিভিন্ন লীজ অর্থায়নের মাধ্যমে কোম্পানী ১৯৯৮ সালের ৮৩০ মিলিয়ন টাকা বিতরণের তুলনায় ১৯৯৯ সালে ১০২০ মিলিয়ন টাকা বিতরণ করে। একই সময়ে আদায়ের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ৪৬৪ মিলিয়ন ও ৬২২ মিলিয়ন টাকা। ঋণ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি সারণি-২ এ দেখানো হল।

সারণি-২

খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ		শিল্প ঋণ		
		মেয়াদী ঋণ	চলতি মূলধন	মোট
১৯৯৮				
	বিতরণ	৮৩০	-	৮৩০
	আদায়	৪৬৪	-	৪৬৪
১৯৯৯				
	বিতরণ	৮৯০	১৩০	১০২০
	আদায়	৫৭৬	৪৬	৬২২
৩১শে মার্চ,২০০০*				
	বিতরণ	১৫৭	১২১	২৭৮
	আদায়	১৫৫	৮৩	২৩৮
৩০শে জুন, ২০০০**				
	বিতরণ	৪২৪	২৪১	৬৬৫
	আদায়	৩১৯	১৯৫	৫১৪

* সাময়িক

** প্রাক্কলিত

ব্যাংকের অর্থায়নে প্রতিষ্ঠিত একটি কম্পিউটার প্রজেক্ট।

বাংলাদেশের সার্বিক শিল্প উন্নয়নের লক্ষ্যে কনজ্যুমার ক্রেডিট স্কীম, ক্ষুদ্র ঋণ প্রকল্পসমূহে দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগের মাধ্যমে শিল্প খাতকে গতিশীল করার জন্য 'কোম্পানী আইন ১৯৯৪' এর অধীন ১২ই আগষ্ট ১৯৯৬ তারিখে রেজিষ্টার অব জয়েন্ট ষ্টক কোম্পানী কর্তৃক নিবন্ধীকরনের ফলে পিপলস লীজিং এন্ড ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস লিঃ (পি,এল,এফ,এস) একটি পাবলিক লিঃ কোম্পানী হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। পরবর্তীতে পি,এল,এফ,এস, আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন ১৯৯৩ এর অধীনে ২৪শে নভেম্বর ১৯৯৭ তারিখে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক লাইসেন্স প্রাপ্ত হয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণাধীন একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং ১৯৯৯ সনে কার্যক্রম শুরু করে। ৩১শে মার্চ ২০০০ তারিখে এই কোম্পানীর অনুমোদিত মূলধন ও পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ৫০০ মিলিয়ন টাকা ও ৪২ মিলিয়ন টাকা।

প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য

১) মূলধন বাজারে বিনিয়োগের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক চাকাকে সচল রাখা।

অর্থায়নের খাত সমূহ নিম্নরূপ ঃ

১) বৃহৎ ও মাঝারী যন্ত্রপাতি,
২) জলযান,
৩) জেনারেটর ও বয়লার,
৪) এলিভেটর/লিফট,
৫) বরফ কল ও এয়ার কন্ডিশনার,
৬) যানযাহন তথা বাস ট্রাক, গাড়ী ইত্যাদি,
৭) চিকিৎসা যন্ত্রপাতি,
৮) কৃষি যন্ত্রপাতি, ট্রাক্টর, পাওয়ারটিলার ইত্যাদি,
৯) কম্পিউটার ও সফটওয়্যার,
১০) ভোগ্যপণ্য দ্রব্যাদি।

২) কোন কোম্পানীর প্রাথমিক অবস্থা থেকে কোম্পানীটিকে চলমান করা পর্যন্ত ভবিষ্যত সেতু ঋণ, ফান্ড ম্যানেজার ও সিন্ডিকেট ফিন্যান্সিং ইত্যাদিতে আর্থিক সহায়তার মাধ্যমে শিল্পের বিকাশ ঘটানো।
৩) মার্চেন্ট ব্যাংক ও কর্পোরেট ফিন্যান্স।
৪) শিল্প প্রকল্প এবং রপ্তানিমুখী ও আমদানী বিকল্প শিল্প সমূহে আর্থিক সহায়তা প্রদান।
৫) শেয়ার বাজারে লেনদেন, নতুন শেয়ার ইস্যুর ক্ষেত্রে ইস্যু ম্যানেজার, শেয়ার ও ডিবেঞ্চার পাবলিক ইস্যুর অবলেখন, আন্ডার রাইটার ও পোর্টফলিও ম্যানেজার ইত্যাদি কাজে অংশ গ্রহণ।

বিনিয়োগ নীতি

পিপলস্ লীজিং এন্ড ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস লিঃ (পি,এল,এফ,এস) বাংলাদেশ সরকার ঘোষিত শিল্প নীতি ১৯৯৯এর আওতায় শিল্প স্থাপনে আর্থিক সহায়তা প্রদান করে থাকে। পি,এল,এফ,এস, বাণিজ্যিক ভাবে লাভজনক এবং সরকার ঘোষিত অগ্রাধিকার খাত ভিত্তিক সকল প্রকার লীজ ও ঋণ প্রস্তাব বিবেচনা করে থাকে।

পি,এল,এফ,এস-এর অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য সারণী- ১ এ দেয়া হলোঃ

সারণি-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	১৯৯৮	১৯৯৯	৩১শে মার্চ, ২০০০ (সাময়িক)	৩০শে জুন, ২০০০ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	৫০০	৫০০	৫০০	৫০০
২।	পরিশোধিত মূলধন	২৯	৪২	৪২	৪২
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	২.১	২.২	২.২	২.৫
৪।	আমানতঃ				
	(ক) তলবী আমানত	-	-	-	-
	(খ) মেয়াদী আমানত	-	০.১৫	০.১৫	২.০
৫।	ঋণ ও অগ্রিম		০.০৮	০.০৭	০.০৬
৬।	বিনিয়োগ	৩২৫	৩৫৭	৩৭০	৪০০
৭।	মোট পরিসম্পদ	৩.৩	৩.২	৩.২	৩.৫০
৮।	মোট আয়	২.১০	৩.৮	৪.০০	৪.২৫
৯।	মোট ব্যয়	১.০০	৩.৫	৪.০০	৪.২০
১০।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	১৪	১৪	১৩	১৫
	ক) কর্মকর্তা	১০	১০	৯	১১
	খ) কর্মচারী	৪	৪	৪	৪

পি,এল,এফ,এস-এর ঋণ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি সারণি- ২ এ দেয়া হলো ঃ

সারণি- ২

খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ		কৃষি ঋণ	শিল্প ঋণ		মোট	অন্যান্য	সর্বমোট
			মেয়াদী ঋণ	চলতি মূলধন			
১৯৯৯							
	বিতরণ	-	-	-	-	০.১১	০.১১
	আদায়	-	-	-	-	০.০২	০.০২
৩১শে মার্চ,২০০০*							
	বিতরণ	-	-	-	-		
	আদায়	-	-	-	-	০.০৩	০.০৩
৩০শে জুন, ২০০০**							
	বিতরণ	-	-	-	-		
	আদায়	-	-	-	-	০.০৪	০.০৪

* সাময়িক

** প্রাক্কলিত

পি,এল,এফ,এস-এর খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতি সরাণি- ৩ এ দেয়া হলো ঃ

সারণি- ৩

খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	১৯৯৯	৩১শে মার্চ,২০০০ (সাময়িক)	৩০শে জুন,২০০০ (প্রাক্কলিত)
১।	কৃষি ও মৎস্যঃ	-	-	-
	ক) শস্য			
	খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য			
২।	শিল্পঃ	-	-	-
	ক) বৃহৎ ও মাঝারী			
	খ) ক্ষুদ্র ও কুটির			
৩।	পাইকারী/খুচরা ব্যবসা এবং রেস্তোরাঁ/ হোটেল			
৪।	বীমা, রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা			
৫।	পরিবহন ও যোগাযোগ			
৬।	বিশেষ ঋণ কর্মসূচী ঃ	-	-	-
	ক) দারিদ্র্য বিমোচন	-	-	-
	খ) অন্যান্য	-	-	-
৭।	অন্যান্য	০.০৮	০.০৭	০.০৬
	সর্বমোট	০.০৮	০.০৭	০.০৬

ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কোম্পানী লিমিটেড

১৯৯৭ সালের মে মাসে ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কোম্পানী লিমিটেড (আই,ডি,সি,ও,এল) একটি সম্পূর্ণ সরকারী মালিকানাধীন আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও নিবন্ধিত পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী হিসাবে কার্যক্রম শুরু করে। এর অনুমোদিত ও পরিশোধিত মূলধন টাকা ১,০০,০০০/= (এক লক্ষ টাকা মাত্র)। বাণিজ্যিক ভিত্তিতে বেসরকারী উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পে আর্থিক সহায়তা প্রদান এই কোম্পানীর মুখ্য উদ্দেশ্য। এই কোম্পানীর বর্তমান ও সম্ভাব্য বিনিয়োগ নিম্নরূপঃ

- বিদ্যুৎ উৎপাদন;
- বন্দর;
- টেলিযোগাযোগ;
- টোল সড়ক;
- পরিবেশ সংক্রান্ত প্রকল্প;
- পানি সরবরাহ;
- গ্যাস ও গ্যাস সংক্রান্ত অবকাঠামো এবং
- বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।

তহবিল উৎস

বাংলাদেশ সরকার ও বিশ্বব্যাংক কর্তৃক বরাদ্দকৃত ২২৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার সমতুল্য অর্থ এই কোম্পানীর তহবিলের মূল উৎস। অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থাও এই প্রতিষ্ঠানে অতিরিক্ত অর্থ যোগানের ব্যাপারে উৎসাহ প্রদর্শন করেছে।

ইউকল এর কার্যক্রম ও অগ্রগতি দেখছেন আই এফসির এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট মিঃ পিটার উইকি ও বিশ্ব ব্যাংকের আবাসিক পরিচালক মিঃ ফ্রেডরিক টি টেলন।

কার্যক্রম

কোম্পানী প্রতিষ্ঠার পর থেকে নিম্নবর্ণিত ৫ (পাঁচ) টি প্রকল্পে সর্বমোট ১৫৯.৪০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ঋণ প্রদানের প্রাথমিক প্রতিশ্রুতি প্রদান করা হয়েছে ঃ

প্রকল্প উদ্যোক্তা	প্রকল্প	প্রাথমিক প্রতিশ্রুতি প্রদান
মিডল্যান্ডস (এম,পি,আই) এ ই এস ট্রান্সপাওয়ার লিঃ এস এস এ (বাঃ) লিঃ ইউনাইটেড সামিট পাওয়ার কোং লিঃ কুমিল্লা স্পীনিং মিলস লিঃ ও ইউনাইটেড সামিট পাওয়ার কোং লিঃ	মিডল্যান্ড বাঘাবাড়ী ১১৫ MW বিদ্যুৎ প্রকল্প মেঘনাঘাট ৪৫০ MW বিদ্যুৎ প্রকল্প ইন্টিগ্রেটেড কন্টেইনার টার্মিনাল প্রকল্প ৩ X ১০ MW বিদ্যুৎ প্রকল্প (৮ X ১০ MW বিদ্যুৎ প্রকল্প)।	মাঃ ডঃ ২০ মিলিয়ন মাঃ ডঃ ৮০ মিলিয়ন মাঃ ডঃ ৪০ মিলিয়ন মাঃ ডঃ ৭.৪ মিলিয়ন মাঃ ডঃ ১২ মিলিয়ন
সর্বমোট		মাঃ ডঃ ১৫৯.৪০ মিলিয়ন

উল্লিখিত প্রকল্পসমূহ বর্তমানে মূল্যায়নাধীন (Dlle diligence) রয়েছে। মূল্যায়ন সমাপ্তির পর IDCOL নির্বাহী পরিষদ IDA এর সংগে পরামর্শক্রমে উপরোক্ত ঋণসমূহের বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। এছাড়াও আরো কিছু প্রকল্পে বিনিয়োগের জন্য প্রকল্প উদ্যোক্তাগণের সাথে আলোচনা অব্যাহত রয়েছে।

ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কোম্পানী লিমিটেড (আই,ডি,সি,ও,এল)-এর অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য সারণি- ১ এ দেয়া হ'লঃ

সারণি-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	১৯৯৮	১৯৯৯	৩১শে মার্চ, ২০০০ (সাময়িক)	৩০শে জুন, ২০০০ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	০.১	০.১	০.১	০.১
২।	পরিশোধিত মূলধন	০.১	০.১	০.১	০.১
৩।	রিজার্ভ ফান্ড				
৪।	আমানত				
	(ক) তলবী আমানত				
	(খ) মেয়াদী আমানত				
৫।	ঋণ ও অগ্রিম				
৬।	বিনিয়োগ				
৭।	মোট পরিসম্পদ	২২	৪০	৫২	৬২
৮।	মোট আয়	২	১৮	২২	২৯
৯।	মোট ব্যয়	০.৮	১৬	১৮	২৩
১০।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	৪	১১	১১	১১
	ক) কর্মকর্তা	৩	৭	৭	৭
	খ) কর্মচারী	১	৪	৪	৪

ন্যাশনাল হাউজিং ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেষ্টমেন্ট লিমিটেড

কোম্পানী আইন ১৯৯৪- এর আওতায় ১৯৯৮ সালের ১৮ই আগষ্ট তারিখে একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী হিসেবে ন্যাশনাল হাউজিং ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেষ্টমেন্ট লিমিটেড প্রতিষ্ঠিত হয় এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন, ১৯৯৩- এর অধীনে বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে ২৯শে ডিসেম্বর ১৯৯৮ তারিখে আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে লাইসেন্সপ্রাপ্ত হয়। ১৯৯৯ সনের জুন মাসে এ কোম্পানী কার্যক্রম শুরু করে। কোম্পানীর অনুমোদিত মূলধন ও পরিশোধিত মূলধন যথাক্রমে ২০০০ মিলিয়ন টাকা এবং ২০০ মিলিয়ন টাকা।

বাড়ী নির্মাণ, বাড়ী বা এপার্টমেন্ট ক্রয়, বাড়ী সংস্কার বা নির্মিত বাড়ীর সম্প্রসারণ ও হাউজিং প্লট ক্রয়ের জন্য কোম্পানী অর্থসংস্থান দিয়ে থাকে। এছাড়া কোম্পানী প্রকল্প বন্ধকী ঋণও প্রদান করে।

কোম্পানীর অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য সারণি-১ এ দেয়া হ'ল।

সারণি-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	১৯৯৮	১৯৯৯	৩১শে মার্চ, ২০০০ (সাময়িক)	৩০শে জুন, ২০০০ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	২০০০	২০০০	২০০০	২০০০
২।	পরিশোধিত মূলধন	২০০	২০০	২০০	২০০
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	-	১	১	২
৪।	আমানত	-	১২৩	৮৫	৫
	ক) তলবী আমানত	-	২	২২	৫
	খ) মেয়াদী আমানত	-	১২১	৬৩	-
৫।	অগ্রিম	-	৬৯	১২০	২২৭
৬।	বিনিয়োগ	-	-	-	-
৭।	মোট পরিসম্পদ	-	৪	৪	৪
৮।	মোট আয়	-	৯	১১	২৫
৯।	মোট ব্যয়	-	১২	২	৫
১০।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	-	১৫	১৪	২১
	ক) কর্মকর্তা	-	৩	৩	৩
	খ) কর্মচারী	-	১২	১১	১৮

কোম্পানীর ঋণ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি সারণি-২ ও খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতি সারণি-৩ এ দেয়া হ'ল।

সারণি-২

খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ	শিল্প ঋণ		মোট	অন্যান্য (হাউজিং ফাইন্যান্স)	সর্বমোট
	মেয়াদী ঋণ	চলতি মূলধন			
১৯৯৯					
বিতরণ				৭০	৭০
আদায়				১	১
৩১শে মার্চ, ২০০০*					
বিতরণ				১২১	১২১
আদায়				১	১
৩০শে জুন, ২০০০**					
বিতরণ				২২৯	২২৯
Av`vq				২	২

* সাময়িক

** প্রাক্কলিত

সারণি-৩

খাতভিত্তিক ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	১৯৯৯	মার্চ ৩১, ২০০০ (সাময়িক)	জুন ৩০, ২০০০ (প্রাক্কলিত)
১।	কৃষি ও মৎস্যঃ	-	-	-
	ক) শস্য	-	-	-
	খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য	-	-	-
২।	শিল্পঃ	-	-	-
	ক) বৃহৎ ও মাঝারী	-	-	-
	খ) ক্ষুদ্র ও কুটির	-	-	-
৩।	পাইকারী/খুচরা ব্যবসা এবং রেস্তোরা/হোটেল	-	-	-
৪।	বীমা, রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা	৬৯	১২০	২২৭
৫।	পরিবহন ও যোগাযোগ			
৬।	অন্যান্য (হাউজিং ফাইন্যান্স)			
	সর্বমোট	৬৯	১২০	২২৭

মাইডাস ফাইন্যান্সিং লিমিটেড

মাইডাস ফাইন্যান্সিং লিমিটেড একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী যার প্রধান অংশীদারী প্রতিষ্ঠান হচ্ছে মাইক্রো ইন্ডাষ্ট্রিজ ডেভেলপমেন্ট এ্যাসিস্টেন্স এন্ড সার্ভিসেস (মাইডাস)। মাইডাস একটি বেসরকারী সংস্থা যা ১৯৮২ সাল হতে ক্ষুদ্র শিল্প উন্নয়নের মাধ্যমে বেকারত্ব দূরীকরণে সহায়তা দিয়ে আসছে। মাইডাস ফাইন্যান্সিং লিমিটেড-এর প্রাথমিক লক্ষ্য হচ্ছে মাইডাসের প্রচলিত ঋণ কার্যক্রমকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা এবং তা সম্প্রসারণ করা।

আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন, ১৯৯৩ এর অধীনে আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক লাইসেন্সপ্রাপ্তির পর মাইডাস ফাইন্যান্সিং লিমিটেড অন্যান্য উৎস থেকে ঋণযোগ্য তহবিল পেয়ে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প খাতে ঋণ প্রদান করে আসছে। দেশের ক্ষুদ্র শিল্প উন্নয়নের লক্ষ্যে মাইডাস ১৯৯৩ সালে মাইক্রো এন্টারপ্রাইজ ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভ (মিডি) নামে একটি অভিনব ঋণ কর্মসূচী প্রবর্তন করে। এই কর্মসূচীর মাধ্যমে সহজ শর্তে তিন লক্ষ টাকা পর্যন্ত জামানতবিহীন ঋণ প্রদান করা হয়। মাইডাস ফাইন্যান্সিং লিমিটেড এই কর্মসূচীকে আরও ব্যাপকভাবে সম্প্রসারণ করার চেষ্টা করবে।

দেশের নারীদের অর্থনৈতিক কার্যক্রমের মূলধারায় এনে ক্ষমতায়নের একটি প্রধান উপায় হচ্ছে মহিলা উদ্যোক্তা উন্নয়ন। মাইডাস শুরু থেকেই দেশের মহিলা উদ্যোক্তা উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রেখে আসছে। মাইডাস ফাইন্যান্সিং লিমিটেডও ব্যাপকভাবে মহিলা উদ্যোক্তাদেরকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ঋণ সহায়তা প্রদানে ব্রতী রয়েছে।

মাইডাস ফাইন্যান্সিং লিমিটেড-এর অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য সারণি- ১ এ দেয়া হ'ল।

সারণি-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	১৯৯৮ (জুলাই'৯৭-জুন'৯৮)	১৯৯৯ (জুলাই'৯৭-জুন'৯৮)	৩১শে মার্চ, ২০০০ (সাময়িক)	৩০শে জুন, ২০০০ (প্রক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	১৫০	১৫০	১৫০	১৫০
২।	পরিশোধিত মূলধন	৫০	৫০	৫৫	৫৫
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	২	২	৫	৬
৪।	আমানত	-	-	-	-
	ক) তলবী আমানত	-	-	-	-
	খ) মেয়াদী আমানত	-	-	-	-
৫।	ঋণ ও অগ্রিম	২০	১৬	১৬	১৯
৬।	বিনিয়োগ	১৫	৬	৭	-
৭।	মোট পরিসম্পদ	৫২	৫৩	-	-
৮।	মোট আয়	৩	৩	৬	৮
৯।	মোট ব্যয়	৩	৩	২	৩
১০।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	-	-	৬২	৬২
	ক) কর্মকর্তা	-	-	৩৫	৩৫
	খ) কর্মচারী	-	-	২৭	২৭
১১।	শাখা (সংখ্যায়)	১	১	৩	৩
	ক) বাংলাদেশে	১	১	৩	৩
	খ) বিদেশে	-	-	-	-

মাইডাস ফাইন্যান্সিং লিমিটেড কর্তৃক ঋণ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি সারণি- ২ এ দেখানো হ'ল।

সারণি-২

খাতভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ	কৃষি ঋণ	শিল্প ঋণ			অন্যান্য	সর্বমোট
		মেয়াদী ঋণ	চলতি মূলধন	মোট		
১৯৯৭-৯৮						
বিতরণ	-	-	-	-	-	-
আদায়	-	১৫	-	১৫	-	১৫
১৯৯৮-৯৯						
বিতরণ	-	-	-	-	-	-
আদায়	-	৮	-	৮	-	৮
৩১শে মার্চ, ২০০০*						
বিতরণ	-	৩	-	৩	-	৩
আদায়	-	৩	-	৩	-	৩
৩০শে জুন, ২০০০**						
বিতরণ	-	২০	-	২০	-	২০
আদায়	-	৭	-	৭	-	৭

* সাময়িক

** প্রাক্কলিত

মাইডাস ফাইন্যান্সিং লিমিটেড-এর ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণ মঞ্জুরীর পরিমাণ সারণি-৩ এ দেখানো হ'ল।

সারণি-৩

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ

(মিলিয়ন টাকায়)

ঋণ মঞ্জুরী		শিল্পের আকার		মোট
		বৃহৎ ও মাঝারী	ক্ষুদ্র ও কুটির	
ক্রমপুঞ্জিভূতঃ ৩১শে ডিসে ৯৮, ১৯৯৯ তারিখে				
	প্রকল্প সংখ্যা	-	১১	১১
	পরিমাণ	-	৪৬	৪৬
জানুয়ারি ১ হতে ডিসেম্বর ৩১, ১৯৯৯পর্যন্ত				
	প্রকল্প সংখ্যা	-	-	-
	পরিমাণ	-	-	-
ক্রমপুঞ্জিভূতঃ মার্চ ৩১, ২০০০ তারিখে				
	প্রকল্প সংখ্যা	-	৩৩	৩৩
	পরিমাণ	-	৫০	৫০
জানুয়ারি ১ হতে মার্চ ৩১, ২০০০পর্যন্ত				
	প্রকল্প সংখ্যা	-	২২	২২
	পরিমাণ	-	৪	৪
জানুয়ারি ১ হতে জুন ৩০, ২০০০ * পর্যন্ত				
	প্রকল্প সংখ্যা	-	৭৫	৭৫
	পরিমাণ	-	২৯	২

* প্রাক্কলিত

মাইডাস ফাইন্যান্সিং লিমিটেড-এর খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতি সারণি-৪ এ দেখানো হ'ল।

খাতভিত্তিক ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	১৯৯৭-৯৮	১৯৯৮-৯৯	মার্চ ৩১, ২০০০ (সাময়িক)	জুন ৩০, ২০০০ (প্রাক্কলিত)
১।	কৃষি ও মৎস্যঃ	-	-	-	-
২।	শিল্পঃ	২০	১৬	১৬	১৯
	ক) বৃহৎ ও মাঝারী	-	-	-	-
	খ) ক্ষুদ্র ও কুটির	২০	১৬	১৬	১৯
৩।	পাইকারী/খুচরা ব্যবসা এবং রেস্তোরা/হোটেল	-	-	-	-
৪।	বীমা, রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা	-	-	-	-
৫।	পরিবহন ও যোগাযোগ	-	-	-	-
৬।	বিশেষ ঋণ কর্মসূচীঃ	-	-	-	-
৭।	অন্যান্য	-	-	-	-
	সর্বমোট	২০	১৬	১৬	১৯

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের বার্ষিক সাধারন সভা।

ফার্ষ্ট লীজ ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড (এফ এল আই এল)

লীজ ফাইন্যান্স ব্যবসা পরিচালনাকল্পে ফার্ষ্ট লীজ ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড (এফএলআইএল) প্রাথমিকভাবে সংশ্লিষ্ট কোম্পানী আইনের আওতায় ২৮ জুন, ১৯৯৩ সালে একটি প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানী হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। পরবর্তীতে ১৯৯৩ সালের আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইনের আওতায় লাইসেন্স প্রাপ্তিকল্পে ২৮ জুলাই, ১৯৯৬ তারিখে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী হিসেবে রূপান্তরিত করা হয়। সূচনালগ্ন থেকেই কোম্পানী লীজ ফাইনান্সিং ব্যবসা পরিচালনা করে আসছে এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ৫ই অক্টোবর ১৯৯৯ তারিখে কতিপয় শর্ত সাপেক্ষে লাইসেন্স প্রাপ্ত হয়। লাইসেন্সপ্রাপ্তির শর্ত পূরণকল্পে কোম্পানীর পরিশোধিত মূলধন ১০০ মিলিয়ন টাকায় উন্নতির অংশ হিসাবে কোম্পানীর মালিকানা কাঠামোতে বৈদেশিক বিনিয়োগকারী অন্তর্ভূক্ত করণের বিষয়টি বর্তমানে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

১৯৯৯ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে কোম্পানীর অনুমোদিত ও পরিশোধিত মূলধন যথাক্রমে ২৫০ মিলিয়ন টাকা এবং ২৫ মিলিয়ন টাকা।

অর্থায়ন নীতিমালা ও পদ্ধতি

শিল্পে লীজ প্রক্রিয়ায় অর্থায়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সরকারের ঘোষিত শিল্প বিনিয়োগ নীতিমালার সংগে সংগতি রেখেই নতুন ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি এবং বিদ্যমান বৃহৎ ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠানের সুষমকরণ, আধুনিকীকরণ, প্রতিস্থাপন ও সম্প্রসারণে লীজ প্রক্রিয়ায় এফএলআইএল অর্থায়ন করে থাকে। এই অর্থায়ন ব্যবস্থায় শিল্পের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি সংগ্রহ করতঃ শিল্প প্রতিষ্ঠানের ব্যবহারের জন্য দেয়া হয়। পাশাপাশি অর্থায়নের ক্ষেত্র সম্প্রসারণকল্পে এফএলআইএল লীজ পদ্ধতি শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের কার্য পদ্ধতি আধুনিকীকরণে প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি (যথা-কম্পিউটার, ফ্যাক্স মেশিন ও কপিয়ার মেশিন ইত্যাদি) সংগ্রহে অর্থায়ন করে থাকে। ইহা ছাড়াও জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের সহায়তার লক্ষ্যে বিশেষ ক্ষেত্রে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের মালিক বা নির্বাহীদের ব্যবহারের জন্য অত্র প্রতিষ্ঠান লীজ পদ্ধতিতে গাড়ী সংগ্রহে অর্থায়ন করে থাকে। এফ এল আই এল কর্তৃক অর্থায়নের ক্ষেত্রে মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার অংশ হিসাবে অন্যান্যের মধ্যে লীজ গ্রহীতার লীজ পেমেন্ট করার আর্থিক সংগতির উপর জোর দিয়ে থাকে। লীজ অর্থায়নের মেয়াদ সাধারণতঃ ২ বছর থেকে ৫ বছরের মধ্যে হয়ে থাকে। শিল্প সেক্টর হিসাবে অর্থায়নের ক্ষেত্রে পানীয়, পোশাক, চামড়া ও চামড়াজাত দ্রব্য, মুদ্রণ, শিল্প, রাসায়নিক উপাদান প্রস্তুতকরনে অধাতব খনিজজাত দ্রব্য প্রস্তুত, ইঞ্জিনিয়ারিং ও অন্যান্য শিল্প অন্যতম।

এফ এল আই অর্থায়িত একটি শিল্প প্রকল্পে কার্য্যরত অবস্থায় গ্যাস জেনারেটিং মেশিন সমূহ।

সারণি-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	১৯৯৮	১৯৯৯	৩১শে মার্চ, ২০০০ (সাময়িক)	৩০শে জুন, ২০০০ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	২৫০	২৫০	২৫০	২৫০
২।	পরিশোধিত মূলধন	২৫	২৫	২৫	২৫
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	-	-	-	-
৪।	আমানত	-	-	-	-
	ক) তলবী আমানত	-	-	-	-
	খ) মেয়াদী আমানত	-	-	-	-
৫।	ঋণ ও অগ্রিম (লীজ সম্পদ)	২০৬	১৯৪	২৩২	২৮৯
৬।	বিনিয়োগ	-	-	-	-
৭।	মোট পরিসম্পদ*	২০৭	১৯৫	২২১	২৮৮
৮।	মোট আয়	১০১	১৪৯	৩৬	৭৯
৯।	মোট ব্যয়	৯৯	১৩০	৩৫	৭৫
১০।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	২০	২১	২১	২১
	ক) কর্মকর্তা	১১	১২	১২	১২
	খ) কর্মচারী	৯	৯	৯	৯
১১।	শাখা (সংখ্যায়)	১	১	১	১

* লীজ সম্পদসহ

সারণি-২

খাতভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ	কৃষি ঋণ	শিল্প ঋণ			অন্যান্য	সর্বমোট
		মেয়াদী ঋণ	মেয়াদী মূলধন	মোট		
১৯৯৮						
বিতরণ		১৬৮	-	-	-	১৬৮
আদায়		৯০	-	-	-	৯০
১৯৯৯						
বিতরণ		৯৭	-	-	-	৯৭
আদায়		১৪০	-	-	-	১৪০
৩১শে মার্চ, ২০০০*						
বিতরণ		৬৮	-	-	-	৬৮
আদায়		৩০	-	-	-	৩০
৩০শে জুন, ২০০০**						
বিতরণ		১৬০	-	-	-	১৬০
আদায়		৭০	-	-	-	৭০

* সাময়িক

** প্রাক্কলিত

সারণি-৩

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ

(মিলিয়ন টাকায়)

ঋণ মঞ্জুর		শিল্পের আকার		মোট
		বৃহৎ ও মাঝারী	ক্ষুদ্র ও কুটির	
ক্রমপুঞ্জিভূতঃ ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৯৯ তারিখে				
	প্রকল্প সংখ্যা	২১০	১	২১১
	পরিমাণ	৪৫৩	১	৪৫৪
জানুয়ারি ১ হতে ডিসেম্বর ৩১, ১৯৯৯পর্যন্ত				
	প্রকল্প সংখ্যা	১২	-	১২
	পরিমাণ	১১৪	-	১১৪
ক্রমপুঞ্জিভূতঃ মার্চ ৩১, ২০০০ তারিখে				
	প্রকল্প সংখ্যা	২১৬	১	২১৭
	পরিমাণ	৫২০	১	৫২১
জানুয়ারি ১ হতে মার্চ ৩১, ২০০০পর্যন্ত				
	প্রকল্প সংখ্যা	৬	-	৬
	পরিমাণ	৬৮	-	৬৮
জানুয়ারি ১ হতে জুন ৩০, ২০০০ * পর্যন্ত				
	প্রকল্প সংখ্যা	১২	-	১২
	পরিমাণ	১৬০	-	১৬০

* প্রাক্কলিত

সারণি-৪

খাতভিত্তিক ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	১৯৯৮	১৯৯৯	মার্চ ৩১, ২০০০ (সাময়িক)	জুন ৩০, ২০০০ (প্রাক্কলিত)
১।	কৃষি ও মৎস্যঃ	-	-	-	-
২।	**শিল্পঃ**	২০৬	১৯৪	২৩২	২৮৯
	ক) বৃহৎ ও মাঝারী	২০৬	১৯৪	২৩২	২৮৯
	খ) ক্ষুদ্র ও কুটির	-	-	-	-
৩।	পাইকারী/খুচরা ব্যবসা এবং রেস্তোঁরা/হোটেল	-	-	-	-
৪।	বীমা, রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা	-	-	-	-
৫।	পরিবহন ও যোগাযোগ	-	-	-	-
৬।	বিশেষ ঋণ কর্মসূচী	-	-	-	-
৭।	অন্যান্য	-	-	-	-
	সর্বমোট	২০৬	১৯৪	২৩২	২৮৯

বাংলাদেশ ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেষ্টমেন্ট কোম্পানী লিমিটেড (বি এফ আই সি)

বাংলাদেশ ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেষ্টমেন্ট কোম্পানী লিমিটেড (বিএফআইসি) ১০মে ১৯৯৯ সালে বাংলাদেশে একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। কোম্পানীর অনুমোদিত এবং পরিশোধিত মূলধন যথাক্রমে ৫০০ মিলিয়ন এবং ৫০ মিলিয়ন টাকা। ২২ ডিসেম্বর, ১৯৯৯ সালে বিএফআইসি বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে লাইসেন্সপ্রাপ্ত হয়।

১৫ ফেব্রুয়ারী, ২০০০ বিএফআইসি প্রাথমিকভাবে ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনা শুরু করে এবং ঐ দিনই অর্থাৎ ১৫ ফেব্রুয়ারী, ২০০০ প্রথম লীজ চুক্তি স্বাক্ষর করে।

বিনিয়োগ নীতি

বিনিয়োগের বিদ্যমান বিভিন্ন খাত সমূহের মধ্যে বিএফআই সি বর্তমানে নিম্নলিখিত খাত সমূহে বিনিয়োগ করে থাকেঃ

১। যন্ত্রপাতি এবং মেশিনারীজ
২। গৃহ ঋণ
৩। যানবাহন
৪। কম্পিউটার
৫। আবাসন ঋণ
৬। ইলেকট্রনিক ও বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি
৭। ব্যবসা ঋণ
৮। মেয়াদী ঋণ
৯। কার্য মূলধন যোগান (ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল ফিন্যান্স)
১০। মূলধন বিনিয়োগ
১১। মার্চেন্ট ব্যাংকিং সেবা
১২। ফান্ড ম্যানেজমেন্ট
১৩। ইস্যু এবং পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্ট
১৪। ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং শিল্প সম্পর্কিত বিষয়ে পরামর্শ।

আর্থিক সহায়তা পদ্ধতি

বিএফআইসি লীজ সম্পত্তির সরবরাহকারীকে ৬০% হতে ৭০% অর্থ যোগান দিয়ে থাকে। প্রাথমিকভাবে লীজকৃত সম্পত্তি বিএফআইসি এর নামে ক্রয় করা হয় এবং লীজের মেয়াদ পূর্তিতে উক্ত সম্পত্তির মালিকানা সেলভেজ মূল্য হিসাবে হস্তান্তর মূল্যের শতকরা ৫ ভাগ প্রদান সাপেক্ষে লীজ গ্রহীতাকে স্থানান্তর করা হয়।

আর্থিক সহায়তার শর্তসমূহ

লীজের মাধ্যমে আর্থিক সহায়তা প্রদানে সময় নিম্নলিখিত শর্তসমূহ বিবেচনা করা হয়ঃ

লীজের সময়ঃ লীজকৃত সম্পত্তি বিবেচনাপূর্বক সাধারণতঃ ২ বছর থেকে ৪ বছর মেয়াদী লীজ চুক্তি সম্পাদন করা হয়।

লীজের কিস্তিঃ সম্পত্তির অধিগ্রহণ মূল্য ও অন্যান্য বিষয়ের উপর ভিত্তি করে লীজের কিস্তি নির্ধারিত হয় যা সাধারণতঃ মাসিক ভিত্তিকে প্রদেয়।

জামানতঃ নিম্নলিখিত জামানতের উপর ভিত্তি করে বি এফ আই সি লীজ সুবিধা প্রদান করে থাকেঃ

১। ব্যাংক গ্যারান্টি/ইপ্সুরেন্স গ্যারান্টি
২। নগদ অর্থে পরিবর্তনযোগ্য আমানত যেমন পি এস পি, বি এস পি এবং এফ ডি আর ইত্যাদি
৩। লভ্যাংশ প্রদানকারী কোম্পানীর শেয়ার বা ঋণপত্র।
৪। স্থাবর সম্পত্তি এবং তদসংগে নগদ জামানত।
৫। অন্যান্য জামানত যা বিএফআইসি এর নিকট গ্রহণযোগ্য।

মেয়াদী আমানত

বি এফ আই সি জনসাধারণের সঞ্চয়কে উৎসাহিত করার জন্য বিভিন্ন প্রকার মেয়াদী আমানতের উপর আকর্ষণীয় সুদ প্রদান করে থাকে।

বিএফআইসি এর অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ সারণি- ১ এ দেয়া হ'ল।

সারণি-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	১৯৯৯	৩১শে মার্চ, ২০০০ (সাময়িক)	৩০শে জুন, ২০০০ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	৫০০	৫০০	৫০০
২।	পরিশোধিত মূলধন	৫০	৫০	৫০
৩।	রিজার্ভ ফান্ড		-	-
৪।	আমানত		-	৪০
	ক) তলবী আমানত		-	-
	খ) মেয়াদী আমানত		-	৪০
৫।	ঋণ ও অগ্রিম	-	৫	৪৬
৬।	বিনিয়োগ	-	-	-
৭।	মোট পরিসম্পদ	-	৫৬	৯৪
৮।	মোট আয়	-	-	১০
৯।	মোট ব্যয়	-	২	৯
১০।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	-	৯	১২
	ক) কর্মকর্তা	-	৫	৭
	খ) কর্মচারী	-	৪	৫

বিএফআইসি-এর ঋণ বিতরণ ও আদায়, শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ মঞ্জুরী ও খাতভিত্তিক ঋণের স্থিতি যথাক্রমে সারণি-২, সারণি-৩, ও সারণি-৪ এ দেয়া হ'ল।

সারণি-২

খাতভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিতরণ	কৃষি ঋণ	শিল্প ঋণ			অন্যান্য	সর্বমোট
		মেয়াদী ঋণ	চলতি মূলধন	মোট		
৩১শে মার্চ, ২০০০*						
বিতরণ		-	-	-	৫	৫
আদায়		-	-	-	-	-
৩০শে জুন, ২০০০**						
বিতরণ		৩৬	৫	৪১	৫	৪৬
আদায়		-	-	-	-	-

* সাময়িক

** প্রাক্কলিত

সারণি-৩

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ

(মিলিয়ন টাকায়)

ঋণ মঞ্জুরী		শিল্পের আকার		মোট
		বৃহৎ ও মাঝারী	ক্ষুদ্র ও কুটির	
ক্রমপুঞ্জিভূতঃ ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৯৯ তারিখে				
	প্রকল্প সংখ্যা			
	পরিমাণ			
জানুয়ারি ১ হতে ডিসেম্বর ৩১, ১৯৯৯পর্যন্ত				
	প্রকল্প সংখ্যা			
	পরিমাণ			
ক্রমপুঞ্জিভূতঃ মার্চ ৩১, ২০০০ তারিখে				
	প্রকল্প সংখ্যা			
	পরিমাণ			
জানুয়ারি ১ হতে মার্চ ৩১, ২০০০পর্যন্ত				
	প্রকল্প সংখ্যা			
	পরিমাণ			
জানুয়ারি ১ হতে জুন ৩০, ২০০০ * পর্যন্ত				
	প্রকল্প সংখ্যা	৫	-	৫
	পরিমাণ	৪৬	-	৪৬

* প্রাক্কলিত

সারণি-৪

খাতভিত্তিক ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	১৯৯৯	মার্চ ৩১, ২০০০ (সাময়িক)	জুন ৩০, ২০০০ (প্রাক্কলিত)
১।	কৃষি ও মৎস্যঃ			
	ক) শস্য			
	খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য			
২।	**শিল্পঃ**			
	ক) বৃহৎ ও মাঝারী			
	খ) ক্ষুদ্র ও কুটির			
৩।	পাইকারী/খুচরা ব্যবসা এবং রেস্তোরাঁ/হোটেল			
৪।	বীমা, রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা			
৫।	পরিবহন ও যোগাযোগ		-	৩৬
৬।	বিশেষ ঋণ কর্মসূচীঃ			
	ক) দারিদ্র্য বিমোচন			
	খ) অন্যান্য			
৭।	অন্যান্য		৫	১০
	সর্বমোট		৫	৪৬

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ ১৯৫৪ সালের ২৮শে এপ্রিল পূর্ব পাকিস্তান স্টক এক্সচেঞ্জ হিসাবে গঠিত হয়। পরবর্তীতে ১৯৬২ সালের ২৩শে জুন ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ হিসেবে এর পুনঃনামকরণ করা হয়। আনুষ্ঠানিকভাবে ট্রেডিংএর কার্যক্রম শুরু হয় ১৯৫৬ সালে। স্টক এক্সচেঞ্জ এর কার্যক্রম ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর ১৯৭৬ সালে পুনরায় শুরু হয়। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী এবং এর কার্যক্রম নিজস্ব রুলস, বাই লজ, সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের ১৯৬৯ এর অধ্যাদেশ, কোম্পানী আইন ১৯৯৪ এবং সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন এ্যাক্ট- ১৯৯৩ অনুসারে পরিচালিত হয়। বর্তমানে এর সদস্য সংখ্যা ১৯৫ জন। ১০ই আগষ্ট, ১৯৯৮ হতে এর ট্রেডিং কার্যক্রম সম্পূর্ণ অটোমেটেড অন-লাইন পদ্ধতিতে পরিচালিত হচ্ছে। সেটেলমেন্ট ব্যবস্থা সর্বাধুনিক ও স্বয়ংক্রিয় করার উদ্দেশ্যে ইতোমধ্যে সেন্ট্রাল ডিপোজিটরী সিস্টেম চালু করার ব্যাপারে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। সাধারণ বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে ডিএসই ইনভেষ্টরস প্রটেকশন ফান্ড নামে একটি তহবিল গঠনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

তালিকাভুক্ত সিকিউরিটিসমূহ

২০০০ সালের মার্চ মাস শেষে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের তালিকাভুক্ত সিকিউরিটিজের সংখ্যা ৯টি মিউচুয়াল ফান্ড ও ১০টি ডিবেঞ্চারসহ দাঁড়ায় সর্বমোট ২৩৪টি। পূর্ববর্তী ১৯৯৮-৯৯ সালে ৯টি মিউচুয়াল ফান্ড ও ১১টি ডিবেঞ্চারসহ সিকিউরিটিজের সংখ্যা ছিল সর্বমোট ২৩০ টি।

সিকিউরিটিসমূহের টার্নওভার

১৯৯৯-২০০০ সালে (মার্চ পর্যন্ত) মোট ৪৮৫ মিলিয়ন শেয়ার এবং ডিবেঞ্চার লেনদেন হয় যার মোট মূল্য ২০৮২৫ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৮-৯৯ সালে (সম্পূর্ণ বছর) ১৩৩১ মিলিয়ন শেয়ার এবং ডিবেঞ্চার লেনদেন হয় যার মোট মূল্য ছিল ৫১৮৯০ মিলিয়ন টাকা। আলোচ্য বছরের লেনদেন বৃদ্ধির হার পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের তুলনায় সংখ্যার ক্ষেত্রে ৫৮.৩০% এবং মূল্যের ক্ষেত্রে ৫১% কম।

দৈনিক গড় টার্নওভার

১৯৯৯-২০০০ সালে (মার্চ পর্যন্ত) ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ তালিকাভুক্ত শেয়ার ও ডিবেঞ্চারের দৈনিক গড় লেনদেনের পরিমাণ ছিল সংখ্যায় ২.৫ মিলিয়ন এবং মূল্যের ক্ষেত্রে ১০৮.৪৭ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৮-৯৯ সালে যার পরিমাণ ছিল সংখ্যায় ৪.৯ মিলিয়ন এবং মূল্যে ১৯১.৪৯ মিলিয়ন টাকা।

সিকিউরিটিসমূহের মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন

১৯৯৯-২০০০ সালের মার্চ শেষে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের তালিকাভুক্ত সিকিউরিটিসমূহের মার্কেট ক্যাপিটালইজেশন-এর পরিমাণ ৪৮৪৮৬ মিলিয়ন টাকা যা ১৯৯৮-৯৯ সালের মার্চ শেষের ৪৭০৭৬ মিলিয়ন টাকার তুলনায় ৩.০% বেশী।

শেয়ার মূল্য সূচক

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের শেয়ার মূল্য সূচক ১৯৯৮-৯৯ সালের মার্চ শেষের ৫১৬.৯৪ পয়েন্ট থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯৯-২০০০ সালের মার্চ মাসে ৫১৭.৮৩ পয়েন্টে দাঁড়ায়। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম সারণি- ১ এ দেয়া হ'লঃ

সারণি- ১

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ	১৯৯৮-৯৯	১৯৯৯-২০০০ (মার্চ, ১৯৯৯ পর্যন্ত)
তালিকাভুক্ত ইস্যু সংখ্যা :	২৩০	২৩৪
তালিকাভুক্ত সিকিউরিটিজের সকল পরিশোধিত মূলধন :		
ক) টাকায়	২৮৬৮৪	২৯৩৮৩
খ) মার্কিন ডলারে	৫৯১	৫৭১
মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন :		
ক) টাকায়	৫০৭৪৮	৪৮৪৮৬
খ) মার্কিন ডলারে	১০৪৬	৯৪১
শেয়ার মূল্য সূচক :	৫৪৬.৭৯	৫১৭.৮৩
মোট টার্নওভার :		
ক) সংখ্যা	১৩৩১	৪৮৫
খ) মূল্য (টাকায়)	৫১৮৯১	২০৮২৫
গ) মূল্য (মার্কিন ডলারে)	১০৭০	৪০৪
দৈনিক গড় টার্নওভার :		
ক) সংখ্যা	৪.৯	২.৫
খ) মূল্য (টাকায়)	১৯১.৪৯	১০৮.৪৭
গ) মূল্য (মার্কিন ডলারে)	৩.৯৫	২.১১
নতুন পাবলিক ইস্যু :		
ইস্যুর সংখ্যা	৭	১১
পরিমাণ		
ক) টাকায়	৪৪৮.৬০	১০০৭*
খ) মার্কিন ডলারে	৯.২৫	১৯.৫৫

* প্রি আইপি ও প্রেসমেন্ট ৭২৯.৫

চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ (সি এস ই)

চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ ১০ই অক্টোবর, ১৯৯৯ তারিখে পঞ্চাশ বর্ষে পদার্পণ করে। সূচনালগ্নে সিএসইর তালিকাভুক্ত সিকিউরিটিজের সংখ্যা ছিল ৩০ টি (২৩টি কোম্পানী ও ৭টি মিউচুয়াল ফান্ড) যা ৩১শে মার্চ ২০০০ তারিখে ১৫৯/১৪৬টি কোম্পানী, ৯টি মিউচুয়াল ফান্ড, ৪টি ডিবেঞ্চার এ উন্নীত হয়। চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জের সাথে তালিকাভুক্ত সকল সিকিউরিটিজের মূলধনের পরিশোধিত মূল্য ৩১শে মার্চ, ২০০০ তারিখে ২৫১৪৯ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। এ এক্সচেঞ্জের সকল সিকিউরিটিজের মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন তারিখ ৩১শে মার্চ, ২০০০ তারিখে ৩৯৮০৮ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। শেয়ারের মূল্য সূচক ৩১শে মার্চ, ২০০০ তারিখের কার্য দিবস শেষে ১০৮৩৩.৯৬-এ দাঁড়ায়। এখানে উল্লেখ্য যে ১লা জানুয়ারী ২০০০ থেকে চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ ১০০০ কে ভিত্তি ধরে নতুন সার্বিক শেয়ার মূল্য সূচক চালু করেছে। ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৯৮ থেকে ২০০০ সালের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জের কার্যক্রমের প্রধান প্রধান দিকগুলো সারণি- ১ থেকে দেখা যেতে পারে।

সারণি- ১

তালিকাভুক্ত সিকিউরিটিজের সংখ্যা, পরিশোধিত মূলধন, মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন এবং মূল্যসূচক

বিবরণ	৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৯৮	৩১শে ডিসেম্বর,১৯৯৯	৩১শে মার্চ, ২০০০
মোট তালিকাভুক্ত সিকিউরিটিজের সংখ্যা :	১৫০	১৫৯	১৫৯
ক) কোম্পানী	১৩৬	১৪৪	১৪৬
খ) মিউচুয়াল ফান্ড	৯	৯	৯
গ) ডিবেঞ্চার	৫	৬	৪
তালিকাভুক্ত সকল সিকিউরিটিজের পরিশোধিত মূলধন (মিলিয়ন টাকায়) :	২৪১৮০	২৫০৮১	২৫১৪৯
ক) কোম্পানী	২৩৪১৭	২৪৫৬৯	২৪৬৪১
খ) মিউচুয়াল ফান্ড	২২৫	২২৫	২২৫
গ) ডিবেঞ্চার	৪৮৪	২৮৭	২৮৩
তালিকাভুক্ত সকল সিকিউরিটিজের মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন:	৪১৩৮১	৩৬৫৪২	৩৯৮০৮
ক) কোম্পানী	৩৯৯৯১	৩৫৯১৯	৩৯০৭৯
খ) মিউচুয়াল ফান্ড	৪৯৭	৩৫৮	৩৪৮
গ) ডিবেঞ্চার	৮৯৩	২৬৫	৩৮১
শেয়ার মূল্য সূচক :	২৩২.৮০	১৯৭.৮৩	১০৮৩.৯৬

অক্টোবর, ১৯৯৯ থেকে মার্চ, ২০০০ পর্যন্ত চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জের টার্নওভার সংক্রান্ত পরিসংখ্যান সারণি- ২ এ দেয়া হ'ল।

সারণি- ২

টার্ণওভার সংক্রান্ত পরিসংখ্যান

মাস	লেনদেন দিবস (সংখ্যা)	মোট লেনদেন (মিলিয়ন টাকা)	দৈনিক গড় লেনদেন (মিলিয়ন টাকা)
১৯৯৯			
অক্টোবর	২৩	৭৫৫.৪৬	৩২.৮৪
নভেম্বর	১৯	৫৭১.২২	৩০.০৬
ডিসেম্বর	১৯	৮০৫.৮১	৪২.৪১
২০০০			
জানুয়ারী	২০	৩৯৫.৫৫	১৯.৭৭
ফেব্রুয়ারী	১৮	৪৪৪.৪৯	২৪.৬৯
মার্চ	২৩	৬৭২.৫৩	২৯.২৪
মোট	১২২	৩৬৪৫.০৬	১৭৯.০১

শিল্প ঋণ মঞ্জুরী

কোম্পানী শুরু থেকে ২০০০ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত মোট ১৬২৪টি লীজের আওতায় ৪২১৬ মিলিয়ন টাকার ঋণ প্রদান করে। আকার-ভিত্তিক শিল্প ঋণ পরিস্থিতি সারণি-৩ এ দেখানো হল।

সারণি-৩

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ

(মিলিয়ন টাকায়)

ঋণ মঞ্জুরী		শিল্পের আকার		
		বৃহৎ ও মাঝারী	ক্ষুদ্র ও কুটির	মোট
ক্রমপুঞ্জিভূতঃ ডিসেম্বর ৩১,১৯৯৯ তারিখ				
	প্রকল্প সংখ্যা	-	-	১৫৫৩
	পরিমাণ	-	-	৪০৫৯
জানুয়ারি ১ হতে ডিসেম্বর ৩১,১৯৯৯ পর্যন্ত				
	প্রকল্প সংখ্যা	১১৬	১৮৬	৩০২
	পরিমাণ	৪৪৩	৪৪৭	৮৯০
ক্রমপুঞ্জিভূতঃ মার্চ ৩১, ২০০০ তারিখে				
	প্রকল্প সংখ্যা	-	-	১৬২৪
	পরিমাণ	-	-	৪২১৬
জানুয়ারি ১ হতে ৩১ মার্চ,২০০০ পর্যন্ত				
	প্রকল্প সংখ্যা	১৬	৫৫	৭১
	পরিমাণ	৪১	১১৬	১৫৭
জানুয়ারি ১ হতে ৩০ মার্চ,২০০০* পর্যন্ত				
	প্রকল্প সংখ্যা	৪০	১৩৫	১৭৫
	পরিমাণ	১১০	৩১৪	৪২৪

* সাময়িক

** প্রাক্কলিত

খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

১৯৯৯ সালের শেষে মোট ঋণের স্থিতির পরিমাণ ১৯৯৮ সালের ১৩৩৫ মিলিয়ন টাকা থেকে ২৯৮ মিলিয়ন টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ১৬৩৩ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়, যার মধ্যে শিল্প ঋণের পরিমাণ ৯৪২ মিলিয়ন টাকা। কোম্পানীর মোট ঋণের স্থিতি ২০০০ সালের মার্চ শেষে দাঁড়ায় ১৬৩০ মিলিয়ন টাকা যার মধ্যে শিল্প ঋণ ৯৪৬ মিলিয়ন টাকা। খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতির পরিমাণ সারণি-৪ এ দেখানো হল।

সারণি-৪

খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	১৯৯৮	১৯৯৯	৩১শে মার্চ, ২০০০ (সাময়িক)	৩০শে জুন, ২০০০ (প্রাক্কলিত)
১।	কৃষি ও মৎস্য:	৫৭	৯৯	১০০	১০৬
	ক) শস্য	-	-	-	-
	খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য	৫৭	৯৯	১০০	১০৬
২।	শিল্পঃ	৯৫৩	৯৪২	৯৪৬	১০০৬
৩।	পাইকারী/খুচরা ব্যবসা এবং রেস্তোরাঁ/ হোটেল	১৮	১৮	১৯	২০
৪।	বীমা, রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা	৯৬	১২৩	১১৫	১২২
৫।	পরিবহণ ও যোগাযোগ	৪৬	৬৯	৮০	৮৫
৬।	অন্যান্য	১৬৫	৩৮২	৩৭০	৩৯৪
	সর্বমোট	১৩৩৫	১৬৩৩	১৬৩০	১৭৩৩

বাঃসঃমুঃ-৯৯/২০০০—৪৯৮৬ কম-২(এক্স)—১২০০ বই, ২০০০ ইং।